ভীষ্ম পর্ব্বের সূচী পত্র।

ভীষ্মপর্ব্বের সূচীপত্র সমাপ্ত

---*---

মহাভারত।

ভীষ্ম পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়। ১।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম ও সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাত্মা কুরু, পাণ্ডব ও চন্দ্রবংশীয় বীরগণ এবং নানাদেশসমাগত ভূপালগণ কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভূপতে! কুরু, পাণ্ডব ও চন্দ্রবংশীয় বীরগণ তপঃক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যে প্রকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বেদাধ্যয়নসম্পন্ন সমরবিশারদ মহাবল পাণ্ডবগণ জয়লাভে সমুৎসুখ হইয়া সৈন্যগণ ও চন্দ্রবংশীয় বীরগণ সমভিব্যাহারে, কুরুক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক কৌরবগণসমীপে উপনীত হইলেন এবং নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ কৌরববাহিনীর অভিমুখে গমন করত পশ্চিম ভাগে প্রাঙ্মুখীন হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির স্যমন্তপঞ্চকের বহির্ভাগে যথাবিধি সহস্র সহস্র শিবির সংস্থাপন করিলেন। তখন সমস্ত মেদনীমণ্ডল হইতে সৈন্য সকল সমাগত হইতে লাগিল; তৎকালে যেন পৃথিবী পুরুষ, অশ্ব ও রথবিহীন এবং কুঞ্জরশূন্য বোধ হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই বালক, বৃদ্ধ এবং স্ত্রীগণ অবশিষ্ট রহিল। হে রাজসত্তম! জম্বুদ্বীপমণ্ডলের যে যে স্থানে দিবাকরকিরণ সঞ্চারিত হয়, সেই সেই স্থানের সকল ব্যক্তিই সমবেত হইয়া কৌরবযুদ্ধে সমাগত হইল। সকল বর্ণই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ইহারা বহুতর দেশ, নদী, পর্ব্বত ও বন সকল আক্রমণ করিল। রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদানের আদেশ করিয়াছিলেন এবং যদ্দ্বারা পাণ্ডবপক্ষ বলিয়া বোধ হয়, তিনি স্বীয় সৈন্যদিগের এইরূপ এক একটি নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অনন্তর যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, অভিজ্ঞানসূচক অলঙ্কার ও সংজ্ঞা প্রদান করিলেন।

এ দিকে পাণ্ডরবর্ণ আতপত্রে সুশোভিত, সহস্র নাগমধ্যবর্ত্তী ভ্রাতৃগণে পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের ধ্বজাগ্রভাগ নিরীক্ষণ করত স্বপক্ষীয় ভূপালবর্গের সহিত ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাস্বন শঙ্খ ও মধুর রববিশিষ্ট ভেরীরব করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ ও বাসুদেব স্বীয় সৈন্যগণকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ আনন্দিতচিত্তে রথারোহণ পূর্ব্বক দিব্য শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবসৈন্যগণ বাসুদেবের পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের গভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যেরূপ মৃগগণ সিংহনাদ শ্রবণ করত ভীত হইয়া থাকে, সেইরূপ তাহারাও সেই উভয় শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত ও বিষণ্ণ হইল। এই সময়ে ভূতল হইতে ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়া সকল বস্তুই আচ্ছন্ন করিল; তাহাতে কোন বস্তুই পরিজ্ঞাত হইল না। প্রভাকর সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া যেন অস্তাচলে গমন করিলেন। পর্জ্জন্য চতুর্দ্দিকে মাংস শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। উহা সকলের অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্কর বর্ষণ করত সৈন্যগণকে আহত করিতে লাগিল। তখন ক্ষুভিত সাগরের ন্যায় উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ঐ অদ্ভুত সৈন্যসমাগম যুগান্তকালে সাগরদ্বয়সমাগমের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কৌরবগণ কর্ত্তৃক সেই সমস্ত সেনা সঙ্গৃহীত হইল। বালবৃদ্ধাবশিষ্টা মেদিনী শূন্যপ্রায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর কৌরবগণ, পাণ্ডবগণ ও সোমকগণ সময় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যুদ্ধের এই নিয়ম অবধারণ করিলেন; আরব্ধ যুদ্ধ নির্ব্বাপিত হইলে, আমাদিগের পরস্পর প্রীতি সংস্থাপিত হইবে; সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পর ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিবেক; কদাচ অন্যায়াচরণ কিংবা প্রতারণা করা হইবে না। বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যক্তির সহিত বাক্য দ্বারাই যুদ্ধ করিবে; সেনামধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত ব্যক্তিকে কদাচ প্রহার করা যাইবেক না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, অভিলাষ, উৎসাহ ও বল অনুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। অগ্রে জ্ঞাত করিয়া পশ্চাৎ প্রহার করিবে, বিশ্বস্ত ও ভীত ব্যক্তিকে কদাচ প্রহার করিবে না; যে এক

ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, ক্ষীণশস্ত্র, ধর্ম্মবিহীন হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইবে, তাহাকে কদাচ প্রহার করা যাইবে না। সারথি, ভারবাহী, শস্ত্রোপজীবী, ভেরী ও শঙ্খ বাদ্যকরকে কদাচ আঘাত করা যাইবে না; এইরূপে নিয়ম নির্দ্ধারিত হইলে, কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকগণ পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর সবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সৈন্যগণের সহিত পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ২।

অনন্তর সকল বেদবেত্তার শ্রেষ্ঠ, ত্রিকালজ্ঞ সত্যবতীনন্দন ভগবান্ মহর্ষি বেদব্যাস উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে অবলোকন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ভরতকুলপিতামহ এই ঘোর সমরে নিশ্চয়ই শরীর পরিত্যাগ করিবেন; পরে শোকাকুল পুত্রগণের অনয়চিন্তাশীল বিচিত্রবীর্য্যতনয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন্! তোমার পুত্রগণের ও অন্যান্য পার্থিবগণের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। এই সংগ্রামে তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, সন্দেহ নাই। তুমি কালের বৈপরীত্য পর্য্যালোচনা করিয়া শোকাকুল হইও না। হে বিশাম্পতে! এক্ষণে যদি সংগ্রামে উহাদিগকে অবলোকন করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তোমাকে চক্ষু প্রদান করিতেছি; তুমি স্বচক্ষেই উহা প্রত্যক্ষ করিবে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষিসত্তম! আমি জ্ঞাতিবধ প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষী নহি; কিন্তু আপনার তেজঃপ্রভাবে এই যুদ্ধবৃত্তান্ত বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ আছে।

মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে সংগ্রামবৃত্তান্তশ্রবণে সমুৎসুক দেখিয়া, সঞ্জয়কে বর প্রদান করত ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! এই সঞ্জয় তোমার নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিবেন। ইনি দিবা রাত্রি সকল সময়েই কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন এবং অন্যের মানসিক কল্পনা সকলও ইনি অবগত হইতে পারিবেন। ইঁহার শরীরে অস্ত্র স্পর্শ হইবে না; ইনি কখন ক্লেশ প্রাপ্ত হইবেন না। কেবল সঞ্জয় এই যুদ্ধ হইতে মুক্তিলাভ করত জীবিত থাকিবেন। হে ভরতর্ষভ! আমি শীঘ্র কৌরব ও পাণ্ডবগণের কীর্ত্তিকলাপ সর্ব্বত্র প্রথিত করিব। তুমি শোকাকুল হইও না; ইহাদিগের ইহা অদৃষ্টের ফল। তুমি

কদাচ ইহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না ; যেখানে ধর্ম্ম সেই থানেই জয়লাভ হইয়া থাকে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কুরুপ্রপিতামহ ভগবান্ বেদব্যাস এই বলিয়া পুনরায় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন্! এই যুদ্ধে সাতিশয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইবে। এক্ষণে অতি ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সকল লক্ষিত হইতেছে ; শ্যেন, গৃধ্র, কাক, কঙ্ক ও বক ইহারা একত্রিত হইয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে নিপতিত হইতেছে। পক্ষিগণ আনন্দিত হইয়া নিকটবর্ত্তী যুদ্ধ অবলোকন করিতেছে ; ক্রব্যাদগণ গজবাজিগণের মাংস ভক্ষণ করিবে ; ভয়ঙ্কর কঙ্ক সকল চীৎকাররবে দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। হে ভারত! আমি প্রতিদিন পূর্ব্ব এবং অপর সন্ধ্যা অবলোকন করিতেছি ; দিবাকর উদয়াস্তকালে কবন্ধপরিবৃত ও সন্ধ্যাসময়ে কৃষ্ণগ্রীব, শ্বেতলোহিতপর্য্যন্ত, সৌদামিনীযুক্ত পরিধিমণ্ডলে বেষ্টিত হইতেছেন। সূর্য্যচন্দ্র ও নক্ষত্র সকল অহোরাত্র প্রজ্বলিত হইতেছে ; দিবারাত্রির কিছুমাত্র বিশেষ নাই। হে রাজন্! এই সমস্ত তোমার ভয়ের নিমিত্তই সমুৎপন্ন হইতেছে। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে পদ্মবর্ণাভ নভস্তলে অলক্ষ্য, প্রভাবিহীন, অগ্নিবর্ণ চন্দ্রমা সমুদিত হইয়াছে। মহাভুজ মহাবীর রাজা ও রাজপুত্রগণ মেদিনীপৃষ্ঠে হতচেতন হইয়া শয়ন করিবেন। রাত্রিকালে প্রজা সংক্ষয়ের নিমিত্ত নভোমণ্ডলে যুদ্ধনিরত বরাহ ও মার্জ্জারের কঠোর নিনাদ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে ; দেবপ্রতিমূর্ত্তি সকল কখন কম্পিত, কখন স্বেদসিক্ত, কখন বা ভূতলে নিপতিত হইতেছে, কখন বা হাস্য ও কখন বা শোণিত বমন করিতেছে ; দুন্দুভি সকল আহত না হইয়াই বাদিত ও ক্ষত্রিয়গণের অশ্ব যোজিত না হইয়াই বিচলিত হইতেছে ; কোকিল, শতপত্র, চাষ, ভাস, শুক, সারস ও ময়ূরগণ অতি কঠোরস্বরে চীৎকার করিতেছে ; অশ্বারোহিগণ শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে ; অরুণোদয়সময়ে শত সহস্র শলভ দৃশ্যমান হইতেছে ; উভয় সন্ধ্যাতেই দিগ্দাহ উপস্থিত হইতেছে ; জলধর ধূলিরাশি ও মাংস বর্ষণ করিতেছে। হে রাজন্! ত্রৈলোক্যে সাধুজনসম্মতা সেই অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়াছেন ; শনৈশ্চর রোহিণীকে নিপীড়িত করিতেছেন ; চন্দ্রমার মৃগচিহ্ন আর যথাস্থানে লক্ষিত হইতেছে না। মেঘশূন্য নভোমণ্ডলে ঘোরতর মেঘধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে ; অশ্বগণ অনবরত অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছে। অতএব হে মহারাজ! মহদ্ভয় সমুপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধ্যায়। ৩।

হে রাজন্! গর্দ্দভ সকল গোগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতেছে; পুত্রগণ মাতার সহিত বিহার করিতেছে; বনমধ্যে বৃক্ষরাজি অকালিক ফল কুসুম প্রসব করিতেছে; নারী সকল ভীষণ সন্তান প্রসব করিতেছে; শৃগাল ও কুক্কুরগণ পক্ষিগণের সহিত একত্র আহার করিতেছে; ত্রিবিষাণ, চতুর্নেত্র, পঞ্চপদ, দ্বিমস্তক, দ্বিমেঢ্র, দ্বিপুচ্ছ, ত্রিপাদ, চতুর্দংষ্ট্র ও বিবৃতাস্য প্রাণী সকল জন্ম গ্রহণ করিতেছে; তার্ক্ষ্য সকল শৃঙ্গশালী দৃষ্টিগোচর হইতেছে; ব্রহ্মবাদিগণ অন্য স্ত্রী উপভোগ করিতেছেন; ত্বদীয় পুরমধ্যে বৈনতেয় সকল ময়ূর প্রসব করিতেছে; বড়বা গোবৎস, কুক্কুর, শৃগাল এবং করভ সকল কুক্কুর প্রসব করিতেছে; শুক পক্ষিগণ নিরন্তর অশুভধ্বনি করিতেছে; কোন কোন রমণী এককালে চারি পাঁচটী কন্যা প্রসব করিতেছে এবং তাহারা জাতমাত্রেই নৃত্য, গীত, বাদ্য ও হাস্য করিতেছে; ইতরজাতীয় বিকলাঙ্গ লোক সকল মহাভয় সন্দর্শন করত নৃত্য গীত এবং হাস্য করিতেছে; ইহারা কালপ্রেরিত হইয়া সশস্ত্র প্রতিমা সকল নির্ম্মাণ করিতেছে; শিশু সকল দণ্ডহস্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইতেছে এবং যুদ্ধার্থী হইয়া কৃত্রিম নগরী সকল বিমর্দ্দিত করিতেছে; বৃক্ষ সমুদায়ে কমল ও কুমুদ উৎপন্ন হইতেছে; সমীরণ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে; ধূলিরাশি নিবৃত্ত হইতেছে না। অনবরত ভূমিকম্প হইতেছে; রাহু অর্ক-সমীপে গমন করিতেছে; কেতু চিত্রা নক্ষত্রকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; কুরুকুলক্ষয়ের নিমিত্তই এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। ধূমকেতু পুষ্যা নক্ষত্রকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; উহা উভয় পক্ষের সৈন্য ক্ষয় করিবে। মঙ্গল বক্র হইয়া মঘা নক্ষত্রে ও বৃহস্পতি শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছেন; শনি উত্তরভাদ্র-পদ নক্ষত্র আক্রমণ করিয়া নিপীড়িত করিতেছে; শুক্র পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে আরোহণ করিয়া সুশোভিত হইতেছেন এবং চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক উপগ্রহের সহিত উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; কেতু সধূম পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ইন্দ্রসম্বন্ধী তেজঃসম্পন্ন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; ধ্রুবনক্ষত্র প্রজ্বলিত হইয়া বামভাগে প্রবর্ত্তিত হইতেছে; চন্দ্র সূর্য্য রোহিণীকে নিপীড়ন করিতে-ছেন; ক্রূর গ্রহ চিত্রা ও স্বাতি নক্ষত্রের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে; পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মঙ্গল গ্রহ পুনঃপুনঃ বক্রীভূত হইয়া বৃহস্পতি-

সমাক্রান্ত শ্রবণা নক্ষত্রকে আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন; পৃথিবী সর্ব্বপ্রকার শস্য দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে; তাহার মধ্যে সর্ব্ব শস্যের প্রধান যব পঞ্চশীর্ষ ও ধান্য শতশীর্ষ দৃষ্ট হইতেছে; বৎসের দুগ্ধপানান্তে গো সকলের আপীন হইতে শোণিতধারা ক্ষরিত হইতেছে; শরাসন হইতে অনলশিখা নির্গত ও খড়্গ প্রজ্বলিত হইতেছে; অস্ত্র সকল সংগ্রামে সমুপস্থিত হইয়াছে; শস্ত্র, সলিল, কবচ ও ধ্বজের অগ্নির ন্যায় প্রভা দৃষ্ট হইতেছে; ইহাতে বোধ হয়, মহান্ প্রজাক্ষয়কাল সমুপস্থিত হইবে।

যে সময়ে পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোর সংগ্রাম সংঘটিত হইবে, তখন মেদিনী শোণিতাবর্ত্তসম্পন্ন ও ধ্বজস্বরূপ ভেলা দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইবে। মৃগপক্ষী সকল প্রজ্বলিত মুখে মহদ্ভয় ও অনিষ্ট সূচনা করত চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিতেছে; এক পক্ষ, এক চরণবিশিষ্ট শকুনিগণ রজনীতে আকাশমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া ক্রোধভরে যেন রুধির বমন করিয়াই ভয়ঙ্কর রব করিতেছে, শস্ত্র সকল প্রজ্বলিত হইয়া মহর্ষিগণের প্রভা আচ্ছন্ন করিতেছে।

বিশাখার নিকটবর্ত্তী সম্বৎসরস্থায়ী বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর প্রজ্বলিত হইতেছে; ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিতেছে; ঔৎপাতিক ভীষণ জলদরাজি রজনীতে শোণিতধারা বর্ষণ করিতেছে; সমীরণ ধূমকেতুকে আশ্রয় করিয়া অনবরত বিচরণ এবং ভয়ঙ্কর ভাবি যুদ্ধের সূচনা করিতেছে। পাপগ্রহ ভয়োৎপাদন করিয়া পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের মস্তকে নিপতিত হইতেছে; এক দিবস তিথি ক্ষয় হইলে, চতুর্দ্দশ দিবসে, তিথি ক্ষয় না হইলে পঞ্চদশ দিবসে অথবা এক দিবস তিথি বৃদ্ধি হইলে, ষোড়শ দিবসে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু এক মাসের মধ্যে দুই দিবস তিথি ক্ষয় হইয়া ত্রয়োদশ ত্রয়োদশ দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হন, ইহা কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সমুদয় প্রজা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। শোণিত দ্বারা রাক্ষসগণের মুখ পরিপূর্ণ থাকিলেও তাহারা তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইতেছে না। শোণিতোদকপূর্ণা তরঙ্গিণী সকল প্রতিকূলে প্রবাহিত হইতেছে; কূপ সকল ফেনপূর্ণ হইয়া বৃষভের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে; ইন্দ্রবজ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ও গভীর গর্জ্জনবিশিষ্ট উল্কা সকল নিপতিত হইতেছে। অদ্য রজনী অতিক্রান্ত হইলে, তোমাদিগকে মহান্ অনীতির ফলভোগ করিতে হইবে। মহর্ষিগণ কথোপকথন সময়ে কহিয়াছেন, পৃথিবী সহস্র সহস্র ক্ষিতিপালগণের শোণিত পান

করিবেন। ঘোরান্ধকার মহোল্কার সহিত বিনিঃসৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে; কৈলাস, মন্দর এবং হিমাচল হইতে সহস্র সহস্র মহাশব্দ সমুৎপন্ন হইতেছে; গগনবিহারী জীবগণ নিপতিত হইতেছে; ভূমিকম্পসময়ে মহাসমুদ্রচতুষ্টয় সমুচ্ছলিত হইয়া বসুন্ধরাকে বিক্ষোভিত করত যেন বেলাভূমি অতিক্রম করিতেছে। বায়ু বৃক্ষ সকল প্রমথিত করিয়া কর্করবর্ষণপূর্ব্বক উগ্রভাবে প্রবাহিত হইতেছে; অশনিসমাহত বৃক্ষ ও চৈত্য সকল গ্রাম ও নগরমধ্যে নিপতিত হইতেছে; ব্রাহ্মণ কর্তৃক আহুত হুতাশন বামভাগে শিখাসঞ্চালন পূর্ব্বক নীল, লোহিত ও পীতবর্ণ ধারণ করিতেছে এবং তাহা হইতে ভীষণ শব্দসহকারে দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে, স্পর্শ, গন্ধ ও রস সমুদায় বিপরীত ভাব অবলম্বন করিয়াছে; ধ্বজা সকল বারম্বার কম্পিত হইয়া ধূম পরিত্যাগ করিতেছে; ভেরী ও পটহ সকল অঙ্গার বৃষ্টি করিতেছে; বায়সগণ উন্নত বৃক্ষের উপরিভাগে আরোহণ পূর্ব্বক বামাবর্ত্তে উপবেশন করিয়া সাতিশয় অমঙ্গল ধ্বনি করিতেছে; তন্মধ্যে কতকগুলি বায়স "পক্কাপক্ক" বলিয়া বারম্বার ধ্বনি করত ভূপালগণের বিনাশার্থ ধ্বজাগ্রে নিপতিত হইতেছে; দুরন্ত দন্তিগণ কম্পিতকলেবর ও চিন্তাযুক্ত হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিতেছে; অশ্ব ও হস্তী সকল দীনভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; হস্তিগণ অনবরত ঘর্ম্মবারি বিসর্জ্জন করিতেছে। হে রাজন্! তুমি এক্ষণে এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে লোকক্ষয় না হয়, তাহার উপায় বিধান কর।

তখন ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি বেদব্যাসের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! লোকক্ষয় হইবে, ইহা দৈবকর্তৃক নির্দ্দিষ্টই আছে; নৃপতিগণ ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমন করত সুখ ভোগ, ইহলোকে মহতী কীর্ত্তি এবং পরলোকে পরমসুখলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

অনন্তর কবীশ্বর ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত ধ্যানপরায়ণ হইয়া পুনরায় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! কাল এই বিশ্ব সংসার ধ্বংস করিয়া পুনর্ব্বার লোক সকল সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহলোকে কোন বস্তুই নিত্য নহে। তুমি এই উপস্থিত অনিষ্ট নিবারণে সমর্থ; অতএব এক্ষণে তুমি কৌরব, পাণ্ডব, সম্বন্ধী ও সুহৃদ্গণকে ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত কর। জ্ঞাতিবধ অতি নীচকার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব তুমি এই গর্হিতাচরণ দ্বারা আমার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিও না; বেদে কথিত আছে যে, বধসাধন অতি অমঙ্গলজনক। হে রাজন্! কাল স্বয়ং তোমার পুত্ররূপে

জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে স্বীয় দেহরূপ কুলধর্ম্মকে বিনষ্ট করে, সেই কুলধর্ম্মই তাহাকে সংহার করে। তুমি সমর্থ হইয়াও ইতিকর্ত্তব্যতাবধারণে অক্ষম। তজ্জন্য এই কুলের ও অন্যান্য ভূপতিগণের সংহারার্থ কাল কর্ত্তৃক কুপথে নীত হইতেছ; একমাত্র রাজ্যলোভই এই অনর্থের কারণ, তোমার একবারেই ধর্ম্মলোপ হইতেছে; অতএব এক্ষণে তুমি পুত্রগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর। তুমি যে রাজ্য দ্বারা পাপভাগী হইয়াছ, সেই রাজ্য দ্বারা যশ, ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি স্থাপন কর; তাহাতে নিঃসন্দেহ স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে পাণ্ডবগণ রাজ্য লাভ ও কৌরবেরা সুখ ভোগ করুক।

ব্যাসদেব এইরূপ কহিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! আপনার ন্যায় আমিও স্থিতিবিনাশ সমস্ত বিদিত হইয়াছি। হে তাত! সমুদায় লোকই স্বার্থসাধনে বিমোহিত হইতেছে; আমিও তাহাদিগের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন। আপনি অতুলপ্রভাবশালী এবং আমাদিগের একমাত্র গতি ও উপদেষ্টা; এই নিমিত্ত আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। হে মহর্ষে! পুত্রগণ আমার বশীভূত নহে; অতএব আপনি তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। আপনি ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, যশ ও ভরতকুলের কীর্ত্তিস্বরূপ; কৌরব এবং পাণ্ডবগণের অতি মাননীয় ও পিতামহ।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে নৃপতে! তুমি স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ কর; আমি তোমার সকল সংশয় নিবাকরণ করিতেছি। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ভগবন্! যুদ্ধে জয়কারীদিগের যে সকল শুভলক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন, উহা শ্রবণ করিতে আমি সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছি।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে রাজন্! আহুত পাবক নির্ম্মল প্রভাসম্পন্ন, দক্ষিণাবর্ত্ত ও ধূমশূন্য হইয়া থাকে এবং উহার শিখা সমস্ত ঊর্দ্ধে গমন করিয়া থাকে। আহুতি প্রদানকালে তাহা হইতে অতি পুণ্যগন্ধ নির্গত হইতে থাকে; ইহাই ভাবি জয়ের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। যেখানে শঙ্খ ও মৃদঙ্গ সকল অতি গভীর শব্দে নিনাদিত হয় এবং সূর্য্য চন্দ্র বিশুদ্ধ রশ্মি বিস্তার করেন, সেই খানেই জয়ের লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। যাহারা প্রস্থিত বা গমনোন্মুখ হয়, বায়সমুখনিঃসৃত বাক্য তাহাদের পক্ষে একান্ত হিতকর। হে রাজন্! বায়সগণ পৃষ্ঠভাগে শব্দ করত গমনোন্মুখ ব্যক্তিকে ত্বরান্বিত ও সম্মুখে শব্দ করিয়া নিবারিত করে। দ্বিজগণ কহিয়া থাকেন, যখন শকুনি, রাজহংস, শুক, ক্রৌঞ্চ ও শতপত্র দক্ষিণমুখ হয়, তখন সমর-

ভূমিতে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইয়া থাকে। যাহাদিগের সৈন্য অলঙ্কার, কবচ, কেতু, সিংহনাদ ও অশ্বের হ্রেষারব দ্বারা পরম শোভমান ও নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হয়, তাহাদিগেরই জয় লাভ হইয়া থাকে। হে ভারত! যেখানে যোদ্ধৃবর্গের বাক্য হৃষ্ট থাকে ও পরিহিত মাল্য কদাচ ম্লান হয় না, তাহারাই সমরসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে। যে সমস্ত যোধগণ পরসৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া "বিনাশ করিয়াছি" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে এবং পরসৈন্যপ্রবেশে সমুৎসুক হইয়া "তোমাদিগের সৈন্য হত হইল" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকে, তাহারা নিশ্চয় জয়লাভে সমর্থ হয় এবং "যুদ্ধ করিও না, বিনষ্ট হইবে" এই প্রতিষেধ বাক্য প্রয়োগ করাই ভাবি জয়ের সূচক হয়। শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ অবিকৃত ও শুভজনক হয় এবং যোধগণ হৃষ্টচিত্তে অবস্থিতি করে, ইহাই জয়ের লক্ষণ। বায়ু অনুকূল সঞ্চরণ, মেঘ অনুকূল বর্ষণ, পক্ষিগণ অনুকূল ধ্বনি করে এবং ইন্দ্রধনুও অনুকূল হইয়া উদিত হয়; হে রাজন্! এই সমস্ত জয়শীলদিগের শুভলক্ষণ। আর মুমূর্ষুগণের পক্ষে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সৈন্য অল্পই হউক আর অধিক হউক, একমাত্র হর্ষই যোধগণের জয়লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এক জন সেনা শত্রুশরে ছিন্নভিন্নকলেবর হইলে, সে বহু সৈন্যগণকে বিদীর্ণ করিতে পারে এবং বিপুল সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধাগণও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সেই সমস্ত মহাসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে, প্রবল সলিলপ্রবাহের ন্যায় অথবা ভয়ব্যাকুল মৃগযূথের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। রণপণ্ডিত ব্যক্তিরাও সেই বিশৃঙ্খল সৈন্যদিগকে একত্র সমবেত করিতে সমর্থ হন না। প্রত্যুত্ত সৈন্যগণকে পলায়নপর দেখিয়া তাঁহারাই ভীত ও নিরুৎসাহ হইয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে ভীত ও ভগ্ন দেখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যগণও সাতিশয় ভীত হইয়া থাকে; সুতরাং তখন সমুদয় সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে। তৎকালে মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্যাধ্যক্ষেরা চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারেও তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না।

হে নরপতে! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের সামাদি উপায় দ্বারা জয়লাভ করাই শ্রেষ্ঠ উপায়, ভেদ দ্বারা মধ্যম উপায়, আর যুদ্ধ দ্বারা যে জয়লাভ, তাহা জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সমর অশেষ দোষের আকর; মনুষ্যক্ষয়ই তাহার প্রধান ফল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পরস্পর পরস্পরকে অবগত, উৎসাহসম্পন্ন, স্ত্রী পুত্রাদিতে অনাসক্তচিত্ত,

অধ্যবসায়শীল এইরূপ পঞ্চাশৎ বীরপুরুষ বিপুল সৈন্যদলকেও পরাভূত করিতে পারে এবং দৃঢ়তর অধ্যবসায়সম্পন্ন হইলে, পাঁচ, ছয় বা সাত জন ব্যক্তিও বিজয় লাভে সমর্থ হয়। বিনতানন্দন গরুড় অসংখ্য স্বর্ণচূড় পক্ষীর একত্র সমবায় দর্শন করিলেও তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত অনেকের সাহায্য প্রার্থনা করেন না; অতএব সেনাবাহুল্য হইলেই যে, অবশ্যই জয় লাভ হয়, এমত নহে। বিজয় লাভের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই; উহা দৈবায়ত্ত। বিজয়ী ব্যক্তিরাও যুদ্ধে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

—*—

চতুর্থ অধ্যায়। ৪।

মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা বলিয়া গমন করিলে পর, ধীমান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয়! সংগ্রামপ্রিয় মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালগণ জীবিতাশা পরিহার পূর্ব্বক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে বিনাশ করিবেন। তাঁহারা পরস্পর নিহত হইয়া শমনভবন বর্দ্ধিত করিবেন; তথাপি শান্তিভাব অবলম্বন করিবেন না। তাঁহারা পৃথিবীলাভে সমুৎসুক হইয়া এই নৃশংস ব্যবহার হইতে কিছুতেই বিরত হইতেছেন না; এই নিমিত্ত পৃথিবীকে বহুগুণশালিনী বলিয়া বোধ হইতেছে; অতএব তুমি আমার নিকট পৃথিবীর গুণ কীর্ত্তন কর। তুমি সেই অমিততেজস্বী মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রসাদে দিব্য বুদ্ধি ও জ্ঞাননেত্র প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব এই কুরুক্ষেত্রে সহস্র সহস্র, অযুত অযুত, কোটি কোটি, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বীরগণ সমাগত হইয়াছেন; ইহাঁরা যে যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন, সেই সকল দেশ ও নগরের আকৃতি প্রকৃতির বিষয় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! আপনি মহাপ্রাজ্ঞ, আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া পৃথিবীর গুণ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন।

হে রাজন্! প্রাণী সমুদয় দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম; জঙ্গম তিন প্রকার, অণ্ডজ, স্বেদজ ও জরায়ুজ। সমুদয় জঙ্গমের মধ্যে জরায়ুজ শ্রেষ্ঠ; তাহার মধ্যে বিবিধ রূপধারী যজ্ঞসাধন পশুই প্রধান; সেই পশু চতুর্দ্দশ প্রকার; তন্মধ্যে সপ্ত আরণ্য ও সপ্ত গ্রাম্য; সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী ও বানর এই সাতটী আরণ্য; আর গো, ছাগ, মেষ, মনুষ্য,

অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ এই সাতটী গ্রাম্য। হে রাজন্! এই চতুর্দ্দশ প্রকার গ্রাম্য ও আরণ্য পশু বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং ইহাতে যাগ যজ্ঞ সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গ্রামবাসীর মধ্যে মনুষ্য ও অরণ্যবাসীর মধ্যে সিংহ প্রধান। এই সকল জীব পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। স্থাবর প্রাণীই উদ্ভিজ্জ; তন্মধ্যে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, বল্লী ও ত্বক্‌সার তৃণ এই পাঁচ প্রকারে কল্পিত হইয়াছে; এই ঊনবিংশতি প্রকার স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত পঞ্চ মহাভূতের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্বিংশতি প্রকার হইয়াছে; ইহাই চতুর্বিংশতি বর্ণাত্মিকা গায়ত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

হে ভারত! যিনি এই সর্ব্বগুণান্বিতা পরম পবিত্রা গায়ত্রী বিদিত হইয়াছেন, তাঁহার বিনাশ নাই। হে রাজন্! ভূমি হইতে সকলের উৎপত্তি ও ভূমিতেই সমস্ত লয় হইয়া থাকে; ভূমি সকল ভূতের অধিষ্ঠাত্রী ও ভূমিই নিত্য। ভূমিশালী ব্যক্তির এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বশীভূত হয়; ভূমির নিমিত্তই ভূপালগণ পরস্পর বিনষ্ট হইয়া থাকেন।

—*—

পঞ্চম অধ্যায়। ৫।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যাবতীয় নদী, পর্ব্বত, জনপদ, কানন প্রভৃতি যে সকল বস্তু ভূমিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; তাহাদের নাম ও সমুদয় পৃথিবীর পরিমাণ আমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এই পঞ্চ মহাভূতের পরস্পর সমবায় দ্বারা জগতের সমস্ত পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে; এই নিমিত্ত বুধগণ পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুকে পরস্পর সমান বলিয়া থাকেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ভূমি এই পঞ্চ মহাভূত উত্তরোত্তর সমধিক গুণসম্পন্ন; তত্ত্ববিৎ ঋষিগণ কহিয়াছেন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী ভূমির গুণ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী জলের গুণ; তাহাতে গন্ধ নাই। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটী তেজের গুণ; শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি বায়ুর গুণ; কেবল শব্দই আকাশের গুণ। হে মহারাজ! পঞ্চভূতময় এই লোকমধ্যে এই পাঁচটি গুণ সমভাবে থাকিলে পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করে ও পরস্পরের বৈষম্যভাব উপস্থিত হইলে, দেহীরা

দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে। এই সকল গুণ ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হইয়া ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সমস্তের পরিমাণ করা নিতান্ত দুষ্কর। এই সকল গুণ ঈশ্বরের ন্যায় রূপ-সম্পন্ন। পাঞ্চভৌতিক ধাতু সকল স্থানেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মানবগণ তর্ক দ্বারা উহার প্রমাণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ; কিন্তু অচিন্তনীয় পদার্থ সকল তর্ক দ্বারা নিরূপিত হয় না।

হে রাজন্! এক্ষণে আপনার নিকট জম্বুদ্বীপের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই জম্বুদ্বীপের অপর নাম সুদর্শনদ্বীপ : ইহা চক্রাকার ও দুর্লক্ষ্য ; নদী ও জল দ্বারা সমাচ্ছন্ন ; জলধরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পর্ব্বত, বিবিধ নগর, রমণীয় জনপদ ও ফল পুষ্প দ্বারা সুশোভিত বৃক্ষ সমূহে-পরিপূর্ণ এবং ইহার চতুর্দ্দিক্ লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। মনুষ্য যেরূপ দর্পণে আপনার মুখপ্রতিমা নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ সুদর্শন দ্বীপের প্রতিবিম্ব চন্দ্রমণ্ডলে দৃশ্যমান হইয়া থাকে। এই সুদর্শনদ্বীপের দুই অংশে পিপ্পলস্থান ও দুই অংশে মহাশশ স্থান ; তাহার চতুর্দ্দিক সর্ব্ব প্রকার ওষধি ও জল দ্বারা পরিবেষ্টিত। হে রাজন্! এক্ষণে সুদর্শনদ্বীপের অবশিষ্ট বিষয় সমস্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

——**——

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি উক্ত দ্বীপের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে ; এক্ষণে উহা বিশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তুমি সকল তত্ত্ববিশারদ ; অতএব শশস্থানে যে সমস্ত ভূভাগ পরিদৃশ্যমান হয়, অগ্রে তাহার বিষয় কীর্ত্তন কর ; পরে পিপ্পলস্থানের বিষয় বর্ণন করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, বৈদূর্য্যময় নীল, শশধরসন্নিভ শ্বেত ও সর্ব্বধাতুসম্পন্ন শৃঙ্গবান্ এই ছয়টি পর্ব্বত পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; ইহাতে সিদ্ধ ও চারণগণ সতত অবস্থান করিতেছেন ; এই সকল পর্ব্বত সহস্র সহস্র যোজন অন্তরে অবস্থিত ; তন্মধ্যে বহুবিধ পবিত্র জনপদ সংস্থাপিত ও সর্ব্বপ্রকার প্রাণী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; ইহাই ভারতবর্ষ। ইহার উত্তরে হৈমবত বর্ষ এবং হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধ পর্ব্বতের উত্তর মাল্যবান পর্ব্বত ; উহা পূর্ব্ব পশ্চিমে আয়ত ; মাল্যবান পর্ব্বতের পরে গন্ধমাদন

পর্ব্বত অবস্থিত রহিয়াছে; নিষধ ও নীল পর্ব্বতের মধ্যে তরুণাদিত্যের [illegible] প্রভাসম্পন্ন, বিধূমপাবক সন্নিভ, কনকময় সহস্র সহস্র যোজন বিস্ত[illegible] মণ্ডলাকার সুমেরু পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে; উহার ষোড়শ সহস্র যোজন ভূগর্ব্ভে নিহিত ও ঊর্দ্ধে চতুরশীতি যোজন সমুন্নত। লোক সমুদয় উহার ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যক্ প্রদেশ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে। হে বিভো! ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বু ও উত্তর কুরু এই চারিটি দ্বীপ ইহার পার্শ্বদেশে অবস্থিত রহিয়াছে। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা উত্তর কুরুদ্বীপে পরম রমণীয় আশ্রম সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কোন সময়ে খগরাজ গরুড়-নন্দন সুমুখ সুমেরুশৈলে সুবর্ণময় বায়স সকল অবলোকন করিয়া চিন্তা করিল এই সুমেরু পর্ব্বতে পক্ষিগণের উত্তম, মধ্যম ও অধম কিছুমাত্র বিশেষ নাই; অতএব ইহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; এইরূপ বিবেচনা করিয়া উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর কুরুতে গমন করিল। তথায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীপ্রধান সূর্য্যদেব, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রমণ্ডল নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে সুশোভিত; প্রাসাদ সমুদয় সুবর্ণে অলঙ্কৃত রহিয়াছে; দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, অপ্সরা ও রাক্ষসগণ নিরন্তর বিহার করিতেছেন; ব্রহ্মা, রুদ্র ও দেবরাজ ইঁহারা তথায় মিলিত হইয়া বহুদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; তখন তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু ও হাহাহুহু ইঁহারা তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে স্তব করিয়া থাকেন। মহামনা সপ্তর্ষিগণ ও প্রজাপতি কশ্যপ তথায় পর্ব্বে পর্ব্বে গমন করিয়া থাকেন। হে মহীপতে! তাহার শৃঙ্গদেশে শুক্র সতত বিহার করিয়া থাকেন এবং সমুদয় রত্নপর্ব্বত তাঁহারই অধিকৃত; যক্ষরাজ কুবের সেই শুক্র হইতে বিত্তের চতুর্থাংশ গ্রহণ কবিয়া তাহার ষোড়শাংশ মনুষ্যদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন।

সেই সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে সর্ব্বপ্রকার কুসুমাকীর্ণ শিলাজালসম্ভূত পরম রমণীয় কর্ণিকার বন সুশোভিত রহিয়াছে। তথায় ভূতভাবন ভগবান্ ভূতপতি উমাসমভিব্যাহারে পাদাবলম্বিনী কর্ণিকারময়ী মালা ধারণ পূর্ব্বক ভূতগণপরিবেষ্টিত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন; তদীয় নেত্রত্রয় সমুদিত ভাস্কর-তুল্য উজ্জ্বল। সুব্রতপরায়ণ সত্যবাদী উগ্রতপঃসম্পন্ন সিদ্ধগণ নিরন্তর তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিরা সেই মহেশ্বরকে দর্শন করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। সেই সুমেরুশৃঙ্গ হইতে পুণ্যজননিষেবিতা, পবিত্রসলিলা ভগবতী ভাগীরথী অনবরত অতিগম্ভীর ঝর্ঝর শব্দে প্রবলবেগে চন্দ্রমাহ্রদে নিপতিত হইতেছেন। তাহা

হইতে সেই সাগরোপম পবিত্র হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে। পর্ব্বত সকল যাহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই, ভগবান্ পশুপতি সেই ভাগীরথীকে শত সহস্র বৎসর মস্তকে ধারণ করিয়াছেন।

হে রাজন্! জম্বুখণ্ডের মধ্যে সুমেরুর পশ্চিম পার্শ্বে কেতুমাল নামে এক মহাজনপদ আছে। তত্রত্য পুরুষগণ সুতপ্ত কাঞ্চনবর্ণ ও নারী সকল অপ্সরার ন্যায়; তাহাদিগের পরমায়ু দশ সহস্র বৎসর; তাহারা রোগ ও শোক বিহীন এবং সতত সন্তুষ্টচিত্ত। গুহ্যকাধিপ কুবের অপ্সরাগণপরিবৃত হইয়া রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে তাহার সন্নিহিত গন্ধমাদনশৃঙ্গে বিহার করিয়া থাকেন। গন্ধমাদনের উত্তর পার্শ্বে অসংখ্য গণ্ডশৈল আছে; তথাকার পুরুষগণ কৃষ্ণবর্ণ, তেজস্বী ও মহাবল পরাক্রান্ত; নারী সকল উৎপলবর্ণসন্নিভ ও প্রিয়দর্শন। তাহাদিগের পরমায়ু একাদশ সহস্র বর্ষ। নীল পর্ব্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ; শ্বেতের উত্তরে হিরণ্যকবর্ষ, এবং তদুত্তরে নানাজনপদাবৃত ঐরাবতবর্ষ ও সর্ব্ব দক্ষিণভাগে ভারতবর্ষ। এই বর্ষদ্বয়ের আকৃতি ধনুকের ন্যায়। হে রাজন্! শ্বেতবর্ষ, হিরণ্যকবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ ও হৈমবতবর্ষ এই পাঁচটি বর্ষ মধ্যস্থলবর্ত্তী; পরন্তু ইলাবৃতবর্ষ সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই সপ্ত বর্ষে উত্তরোত্তর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আরোগ্য ও পরমায়ু এবং পরিমাণের আতিশয্য আছে। তত্রত্য প্রাণী সকল পরস্পর অবিসম্বাদে কাল যাপন করে। হে রাজন্! এইরূপ বহুসংখ্যক পর্ব্বত দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। হেমকূটকৈলাস নামক যে অতি বিশাল এক পর্ব্বত আছে, তাহাতে যক্ষাধিপতি কুবের গুহ্যকদিগের সহিত সতত বিহার করিয়া থাকেন। কৈলাসাচলের উত্তরে মৈনাক পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী হিরণ্যশৃঙ্গ নামে মণিময় এক অতি বৃহদাকার পর্ব্বত আছে; তাহার পার্শ্বদেশে কাঞ্চনময় বালুকা দ্বারা সুশোভিত পরম রমণীয় বিন্দুরস নামক সরোবর সন্নিবেশিত রহিয়াছে; সেই স্থানে মহারাজ ভগীরথ ভাগীরথীকে সন্দর্শন করিয়া বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন; সেই সরোবরতীরে মণিময় যূপ ও হিরণ্ময় চৈত্য সকল নিহিত আছে। সুররাজ তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পরম তেজস্বী ভগবান্ রুদ্রদেব সেই স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রজাসৃষ্টি করিয়াছেন; সেই স্থানে নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, মনু ও স্থাণু ইঁহারা প্রাণিগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইতেছেন। ত্রিপথগামিনী জাহ্নবী ব্রহ্মলোক হইতে বিনিষ্ক্রান্তা হইয়া প্রথমে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; অনন্তর বস্বোকসারা, নলিনী, সরস্বতী, জম্বুনদী,

সীতা, গঙ্গা ও সিন্ধু এই সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হন। ইহাঁরা অচিন্তনীয় ও দিব্য প্রভাসম্পন্ন; ভগবান্ বিধাতা এই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন; লোকে যে স্থানে পুরন্দরকে উপাসনা করে, যুগসহস্র অতিক্রান্ত হইলে অদৃশ্যা সরস্বতী সেই স্থানে দৃষ্টা হইয়া থাকেন। এই সাতটী দেবা গঙ্গা ত্রিলোকে বিখ্যাত রহিয়াছেন।

হিমালয়ে রাক্ষসগণ, হেমকূটে গুহ্যকগণ, নিষধে সর্প ও নাগগণ, গোকর্ণে তপোধনগণ এবং নীলপর্ব্বতে ব্রহ্মর্ষিগণ বাস করিয়া থাকেন। শৃঙ্গবান পর্ব্বত দেবগণের সঞ্চরণস্থান বলিয়া প্রথিত আছে। হে মহারাজ! যে সপ্ত বর্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জীব সমুদায় ইহাতেই প্রতিতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহাদিগের দৈবী ও মানুষী সমৃদ্ধি বিবিধ প্রকার; উহার সংখ্যাবধারণ করা নিতান্ত দুষ্কর, কিন্তু হিতার্থী ব্যক্তির তাহাতে শ্রদ্ধা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হে রাজন্! এক্ষণে আপনার জিজ্ঞাসিত শশস্থানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন; শশস্থানের উত্তর দক্ষিণে দুইটি বর্ষ আছে; নাগদ্বীপ ও কাশ্যপদ্বীপ ইহার কর্ণ স্বরূপ; শশস্থানে তাম্রপর্ণী নামে শীলা ও মলয়গিরি সন্নিবেশিত রহিয়াছে; ইহা জম্বুদ্বীপের দ্বীতিয় দ্বীপস্বরূপ।

সপ্তম অধ্যায়। ৭।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর ও পূর্ব্ব পার্শ্ব এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতের বিষয় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সুমেরুর উত্তর ও নীলগিরির দক্ষিণ সিদ্ধগণসেবিত পরম পবিত্র উত্তর কুরু প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; তথাকার মহীরুহ সমুদয় সতত সুমধুর রসসম্পন্ন সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি কুসুমনিচয় প্রসব করে; সেই স্থানে সর্ব্বকামফলপ্রদ অপর কতকগুলি বৃক্ষ সকলের মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকে এবং ক্ষীরী নামক বৃক্ষ ছয় রসযুক্ত অমৃতসদৃশ ক্ষীরধারা বর্ষণ করে; উহার ফল হইতে বস্ত্র ও আভরণ সমস্ত সমুৎপন্ন হয়। তথাকার ভূমি সমস্ত মণিময় ও সূক্ষ্ম কাঞ্চনবালুকাসম্পন্ন; কোন কোন ভূখণ্ড মণি, রত্ন, হীরক ও পদ্মরাগসদৃশ পরম রমণীয়। তত্রত্য পুষ্করিণী সকল পঙ্করহিত ও মনোহর; তাহার সলিল সকল ঋতুতেই সুখস্পর্শ। মানবগণ দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তথায় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে;

তাহারা সকলেই প্রিয়দর্শন ও শুক্লবংশসম্ভূত; নারী সকল অপ্সরাসদৃশ; তত্রত্য লোক সমুদায় ক্ষীরী পাদপের অমৃত সদৃশ ক্ষীর পান করিয়া থাকে। তথায় মানবমিথুন চক্রবাকযুগলের ন্যায় এককালে জন্মগ্রহণ করিয়া সমভাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; তাহারা তুল্যরূপ গুণসম্পন্ন, তুল্য বেশে সুশোভিত, রোগশূন্য ও সতত সন্তুষ্ট। তাহাদের পরমায়ু একাদশ সহস্র বৎসর; তাহারা কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করে না; তাহাদিগের মৃত্যু হইলে, সুতীক্ষ্ণ তুণ্ডসম্পন্ন ভীষণ ভারুণ্ড নামক পক্ষী সকল তাহাদিগকে হরণ করিয়া গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ কবিয়া থাকে।

হে রাজন্! আমি উত্তর কুরুর বিষয় সমস্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে সুমেরুর পূর্ব্ব পার্শ্বের বিষয় যথাযথরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—তথায় ভদ্রাশ্ব নামে এক স্থান আছে; সেই স্থানে ভদ্রশাল নামক বন সিদ্ধচারণসেবিত এক যোজন সমুন্নত কালাম্র নামে এক মহীরুহ আছে; উহা নিত্য পুষ্পফল প্রসব করে। তথাকার পুরুষগণ মহাবল পরাক্রান্ত, তেজীয়ান্ ও শ্বেতবর্ণ; স্ত্রীলোকেরা কুমুদবর্ণ ও প্রিয়দর্শন; তাহাদিগের শরীর চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ও মুখমণ্ডল সুশীতল চন্দ্র সদৃশ; তাহারা সকলেই নৃত্য গীতবিশারদ ও স্থিরযৌবন; তাহাদিগের পরমায়ু দশ সহস্র বৎসর; তাহারা সকলেই কালাম্র ফলের রস পান করিয়া থাকে। নীলগিরির দক্ষিণ ও নিষধের উত্তরে সুদর্শন নামে সর্ব্বকামফলপ্রদ এক অক্ষয় জম্বুবৃক্ষ আছে; এই নিমিত্তই উহা জম্বুদ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; সিদ্ধ চারণগণ উহার সেবা করিয়া থাকেন; উহার উচ্চতা শত সহস্র যোজন; উহার ফলের বিস্তৃতি দুই সহস্র পাঁচ শত অরত্নি; ঐ সকল পতনসময়ে বিপুল শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে; উহা হইতে সুবর্ণসন্নিভ রস নির্গত ও নদীরূপ ধারণ করিয়া সুমেরু প্রদক্ষিণ করত উত্তরকুরুতে প্রবাহিত হইতেছে; সেই ফলের রস পান করিলে জম্বুদ্বীপবাসীদিগের মনে শান্তিসঞ্চার হয় এবং পিপাসা ও জরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। তথায় ইন্দ্রগোপসন্নিভ সমুজ্জ্বল দেবভূষণ জাম্বুনদ নামে কনক উৎপন্ন হয়। সেই স্থানে নরগণ তরুণারুণের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

হে ভরতর্ষভ! মাল্যবান পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে সম্বর্ত্তক নামে কালানল নিয়ত পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে; সেই স্থানে গণ্ডশৈল সকল নিরন্তর শোভমান রহিয়াছে। মাল্যবান পর্ব্বত পঞ্চাশত সহস্র যোজন বিস্তৃত; তথায় সুবর্ণবর্ণ মনুষ্য সকল জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধরেতা হইয়া থাকেন।

তাঁহারা দেবলোকপরিভ্রষ্ট ও ব্রহ্মবাদী; তাঁহারা জীবগণের রক্ষা বিধানের নিমিত্ত আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের মধ্যে ষট্‌ষষ্টি সহস্র ব্যক্তি দিবাকরকরকে বেষ্টন করিয়া তরুণের অগ্রভাগে গমন করেন ও ষট্‌ষষ্টি সহস্র বৎসর সূর্য্যতাপে সন্তাপিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করেন।

—**—

অষ্টম অধ্যায়। ৮।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি বর্ষ, পর্ব্বত এবং পর্ব্বতনিবাসীদিগের নাম নির্দ্দেশ কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! শ্বেত পর্ব্বতের দক্ষিণে নিষধ গিরির উত্তরে রমণক নামে এক বর্ষ আছে; তথাকার মনুষ্য সকল বিশুদ্ধ বংশসম্ভূত, প্রিয়দর্শন ও সতত সন্তুষ্টচিত্ত এবং নিঃসপত্ন। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ নিষধের উত্তর হিরণ্ময় নামে বর্ষ আছে; সেই স্থানে হৈরণ্বতী নামে এক নদী আছে; ঐ স্থানে পন্নগরাজ গরুড় অবস্থিতি করেন; তথাকার মনুষ্য সকল যক্ষের অনুগত, প্রিয়দর্শন, মহাবল পরাক্রান্ত, সতত হৃষ্টচিত্ত ও প্রচুর ধনশালী। এই সমস্ত বর্ষনিবাসী মানবগণ দুই সহস্র পাঁচশত বৎসর জীবিত থাকে।

হে মনুজাধিপ! শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের তিনটী বিচিত্র শৃঙ্গ আছে; তাহার মধ্যে একটী মণিময়, একটী রজতময়, একটি সর্ব্বরত্নময় ও পরম রমণীয় গৃহ দ্বারা পরিশোভিত; তথায় স্বয়ংপ্রভাবা শাণ্ডিলী নাম্নী এক দেবী নিত্য বিরাজ করিতেছেন। শৃঙ্গবানের উত্তরে সমুদ্রপারে ঐরাবত বর্ষ; তথায় সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করেন না ও তত্রত্য মানবগণ কদাচ জরাগ্রস্ত হয় না; চন্দ্রমা নক্ষত্রমণ্ডলপরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে আলোক প্রদান করিয়া থাকেন। তত্রত্য মানবগণ পদ্মবর্ণ, পদ্মলোচন ও পদ্মগন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা গন্ধপ্রিয়, জিতেন্দ্রিয়, নিরাহার, নিষ্পাপ ও দেবলোকপরিভ্রষ্ট; তাঁহাদিগের পরমায়ু ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর। ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তরে ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ অগ্নিবর্ণ, মনের ন্যায় বেগশালী, জাম্বুনদবিভূষিত, ভূতযোজিত, অষ্টচক্রপরিশোভিত শকটে উপবিষ্ট থাকেন; তিনিই সকল ভূতের প্রভু; তাঁহা হইতে জগৎ সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত হয়; তিনিই কর্ত্তা ও কারয়িতা; তিনি পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, তেজ ও যজ্ঞস্বরূপ এবং হুতাশন তাঁহার আস্য।

মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুত্রদিগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সঞ্জয়! একমাত্র কালই যে এই জগৎ বিনষ্ট ও পুনরায় সৃজন করিতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই জগতের কোন পদার্থই নিত্য নহে; ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ নর ও নারায়ণ এই ভূত সকলকে সংহার করেন। দেবগণ তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ ও মানবগণ বিষ্ণু বলিয়া থাকে।

—*০*—

নবম অধ্যায়। ৯।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে ভারতবর্ষে এই সমস্ত সৈন্য একত্রিত হইয়াছে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন ও পাণ্ডুপুত্রগণ যাহা গ্রহণে একান্ত লোলুপ হইয়াছে এবং যাহাতে আমার অন্তঃকরণ একবারে নিমগ্ন হইয়াছে, তুমি আমার নিকট সেই ভারতবর্ষের বিষয় সবিস্তররূপে বর্ণন কর। আমার মতে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভারতবর্ষ গ্রহণে পাণ্ডুপুত্রগণ একান্ত অভিলাষী নহেন; দুর্য্যোধন ও শকুনি উহা গ্রহণে একান্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন; অন্যান্য নানা জনপদের অধীশ্বর ক্ষত্রিয়গণ এই ভারতবর্ষ গ্রহণাভিলাষে কেহ কাহাকে ক্ষমা করেন না। হে ভারত! এই ভারতবর্ষ দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত মনু, মহারাজ বেণতনয় পৃথু, মহামনা ইক্ষ্বাকু, যযাতি, অম্বরীষ, উশীনরতনয় শিবি, মহারাজ ঋষভ, এল, নৃগ, কুশিক, গাধি, সোমক ও দিলীপ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণের নিতান্ত প্রিয়; এক্ষণে আমি আপনার নিকট ভারতবর্ষের বিষয় যথাশ্রুতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই ভারতবর্ষে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সাতটি কুলাচল, ইহাদের নিকটবর্ত্তী সারবান বিচিত্র সানুযুক্ত সহস্র সহস্র পর্ব্বত বিদ্যমান আছে; ঐ সমস্ত লোকসমাজে অপরিজ্ঞাত, ইহা ভিন্ন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজ্ঞাত পর্ব্বত আছে; সামান্য লোকেরা ঐ সমস্ত পর্ব্বতে বাস করিয়া থাকে।

হে মহারাজ! ভারতবর্ষে যে সমস্ত প্রধান প্রধান নদী আছে, আর্য্যগণ, ম্লেচ্ছগণ ও শঙ্কর জাতি যাহার সলিল পান করে, আমি সেই সমস্ত নদীর নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোদা-

বরী, নর্ম্মদা, বাহুদা, মহানদী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, দৃষদ্বতী, বিপাশা, স্থূলবালুকাবিশিষ্টা বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণী, ইরাবতী, বিতস্তা, পয়োষ্ণী, দেবিকা, বেদস্মৃতা, বেদবতী, ত্রিদিবা, ইক্ষুমালবী, করিষিণী, চিত্রসেনা, চিত্রবহা, গোমতী, গণ্ডকী, কৌশিকী, নিশ্চিতা, কৃত্যা, নিচিতা, লোহতারিণী, রহস্যা, শতকুম্ভা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, চন্দ্রভাগা, হস্তিসোমা, দিক্, শরাবতী, ভীমরথী, কাবেরী, চুলুকা, বীণা, শতবলা, নীবারা, মহিতা, সুপ্রয়োগা, পবিত্রা, কুণ্ডলা, সিন্ধু, রাজনী, পুরমালিনী, পূর্ব্বাভিরামা, বীরা, ভীমা, ওঘবতী, পলাশিনী, মহেন্দ্রা, পাটলাবতী, করীষিণী, অসিক্নী, কুশচীরা, মকরী, প্রবরা, মেনা, হেমা, ঘৃতবতী, পুরাবতী, অনুষ্ণা, শৈব্যা, কাপী, সদানীরা অধৃষ্যা, কুশধারা, সদাক্রান্তা, শিবা, বীরবতী, বাস্তু, সুবাস্তু, গৌরী, কম্পনা, হিরণ্বতী, বরা, বীরঙ্করা, পঞ্চমী, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহুলা, কুচীরা, মধুবাহিনী, বিনদী, পিঞ্জলা, বেণা, তুঙ্গবেণা, বিদিশা, কৃষ্ণবেণা, তাম্রা, কপিলা, শলু, সুবামা, বেদাশ্বা, হরিস্রাবা, মহোপমা, শীঘ্রা, পিচ্ছলা, ভারদ্বাজী, কৌশিকী, শোণা, বাহুদা, চন্দ্রমা, দুর্গামন্ত্রশিলা, ব্রহ্মবোধ্যা, বৃহদ্বতী, যবক্ষা, রোহী, জাম্বুনদী, সুনসা, তমসা, দাসী, বসা, বরুণা, অসী, নালা, ধৃতিমতী, পূর্ণাশা, মহানদী, তামসী, বৃষভা, ব্রহ্মমেধ্যা, বৃহদ্বতী, কৃষ্ণা, মন্দবাহিনী, ব্রহ্মাণী, মহাগৌরী, দুর্গা, চিত্রোপলা, চিত্ররথা, মঞ্জুলা, বাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, কোশা, মুক্তিমতী, মনিঙ্গা, পুষ্পবেণী, উৎপলাবতী, লোহিত্যা, করতোয়া, বৃষকা, কুমারী, ঋষিকুল্যা, মারিষা, সরস্বতী, মন্দাকিনী এবং সর্ব্বগঙ্গা এই সমস্ত নদী মহাফলপ্রদায়িনী ও লোকের মাতৃস্বরূপা। ইহা ভিন্ন সহস্র নদী অপ্রকাশিত আছে।

হে রাজন্! যথাস্মৃতি অনুসারে আমি নদী সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে জনপদ সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুণ;—কুরুপাঞ্চাল, শাল্ব, মাদ্রেয়জাঙ্গল, শূরসেন, কলিঙ্গ, বোধা, মালা, মৎস্য, সুকুট্ট, সৌবল্য, কুন্তল, কাশী, কৌশল, চেদি, মৎস্য, করূষ, ভোজ, সিন্ধুপুলিন্দ, উত্তম, দশার্ণ, মেকল, উৎকল, পাঞ্চাল, কৌশিজ, নৈকপৃষ্ঠ, ধুরন্ধর, সোধ, মদ্রভুজিঙ্গ, কাশি, অপরকাশি, জঠর, কুকুর, দশার্ণকুকুর, কুন্তি, অবন্তি, অপরকুন্তি, গোমন্ত, মন্দক, ষণ্ড, বিদর্ভ, রূপবাহিক, অশ্মক, পাংশুরাষ্ট্র, গোপরাষ্ট্র, করীতি, অধিরাজ্য, কুলাদ্য, মল্লরাষ্ট্র, কেরল, বারপাশ্য, অপবাহ, চক্র, চক্রাতপ, শক, বিদেহ, মাগধ, স্বক্ষ, মলয়, বিজয়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, যকৃল্লোম, মল্ল, সুদেষ্ণ, প্রহ্লাদ, মাহিক, সাশিক, বাহ্লীক,

বাটধান, আভীর, কালঘোষক, অপরান্ত, পরান্ত, পহ্নব, চর্ম্মমণ্ডল, অটবী-শিখর, মেরুভূত, উপাবৃত্ত, অনুপাবৃত্ত, স্বরাষ্ট্র, কেকয়, কুট্টাপরান্ত, মাহেয়, কক্ষ, সামুদ্রনিষ্কুট, অন্ধ, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, অঙ্গমলজ, মাগধ, মানবর্জক, মহ্যুত্তর, প্রাবৃষেয়, ভার্গব, পুণ্ড্র, ভার্গ, কিরাত, সুদেষ্ট, যামুন, শক, নিষাদ, নিষধ, অনর্ত্তনৈঋত, দুর্গল, প্রতিমাস্য, কুন্তল, কুশল, তীরগ্রহ, শূরসেন, ঈজক, কন্যাকাগুণ, তিলভার, সমীর, মধুমন্ত, সুকন্দক, কাশ্মীর, সিন্ধুসৌবীর, গান্ধার, দর্শক, অভীসার, উতূল, শৈবাল, বাহ্লিক, দর্ব্বী, বানবাদর্ব্ব, বাতজ, আমরথ, উরগ, বাহুবাধ, কৌরব্য, সুদামা, সুমল্লিক, বধ্র, করীষক, কুলিন্দোপত্যকা, বাতায়ন, দশার্ণ, রোমাকুশবিন্দু, কক্ষ, গোপালকক্ষ, জাঙ্গল, কুরুবর্ণক, কিরাত, বর্ব্বর, সিদ্ধ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্ত, ওড, পৌণ্ড্র, সৈসিকত এবং পার্ব্বতীয়।

হে রাজন্! অনন্তর দক্ষিণ দেশীয় জনপদ সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দ্রাবিড়, কেরল, প্রাচ্য, মূষিক, বনবাসক, কর্ণাটক, মাহিষক, বিকল্য, মূষক, জিল্লিক, কুন্তল, সৌহৃদ, নলকানন, কৌকুট্টক, চোল, কোঙ্কণ, মালবানক, সমঙ্গ, করক, কুকুর, অঙ্গার, মারিষ, ধ্বজিনী, উৎসবসঙ্কেত, ত্রিগর্ত্ত, শাল্বসেনি, বক, কোকরক, প্রোষ্ঠ, সমবেগবশ, বিন্ধ্যচুলক, পুলিন্দ, কল্কল, মালব, মল্লব, অপরবল্লব, কুলিন্দ, কালব, কুণ্টক করট, মূষক, তনবাল, সনীয়, আঘট, সৃঞ্জয়, অলিন্দ, পাশিবাট, তনয় সুনয় দশীবিদর্ভ, কান্তিক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, উত্তরম্লেচ্ছ, ক্রূর, যবন, চীন, কাম্বোজ, সকৃদগ্রাহ, কুলথ, হুন, পারসিক, রমণ, চীন, দশমালীক, যোনিবেশ, দরদ, কাশ্মীর, পত্তী, খশীর, অন্তচার, পহ্নব, গিরিগহ্বর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, স্তনযোষিক, প্রোষক, কলিঙ্গ, তোমর, হংসমার্গ ও করভঞ্জক।

হে রাজন্! আমি আপনার নিকট যে সমস্ত দেশের নাম কীর্ত্তন করিলাম, সেই সমস্ত দেশ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আভীর ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অন্যান্য নানা জাতির বাসস্থান। ঐ সমস্ত দেশ ভিন্ন উত্তর ও পূর্ব্বে অন্যান্য বহুবিধ জনপদ আছে। হে রাজন্! ভূমি সম্যক্ প্রতিপালিত হইলে, কামধেনুর ন্যায় অর্থপ্রদান করে; এই জন্য ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ মহাবল ভূপতিগণ ভূমিলাভের নিমিত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শরীর পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ভূমি দেব ও মানব দিগের একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী; সারমেয়গণ যেরূপ আমিষলাভের নিমিত্ত পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ ভূপতিগণ ভূমিলাভের নিমিত্ত পরস্পর বিরোধে

প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কামভোগে অদ্যাপি কেহ তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় নাই। সেই নিমিত্তই কৌরব ও পাণ্ডবগণ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা ভূমিলাভার্থ যত্নপরায়ণ হইয়াছেন। হে নরপুঙ্গব মহারাজ! সম্যক্ পরিপালিতা ভূমি পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও স্বর্গস্বরূপ।

দশম অধ্যায়। ১০।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই ভারতবর্ষ, হৈমবতবর্ষ ও হরিবর্ষস্থ মানবগণের পরমায়ু, বল এবং ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান শুভাশুভ বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! এই ভারতবর্ষে ক্রমান্বয়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয় প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে সত্যযুগের পরমায়ুর পরিমাণ চারি সহস্র বৎসর; ত্রেতাযুগের তিন সহস্র বৎসর; দ্বাপরযুগের দুই সহস্র বৎসর; কলিযুগের পরমায়ু সংখ্যার কোন স্থিরতা নাই। এই যুগে জীবগণ কেহ গর্ভাবস্থায় কেহ বা জাতমাত্রেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। কৃতযুগে মহাবল, মহাসত্ত্ব, প্রজ্ঞাগুণসমন্বিত, ধনশালী ও তপঃপরায়ণ মুনিগণ জন্মগ্রহণ করেন। ত্রেতাযুগে মহোৎসাহসম্পন্ন, মহাত্মা, পরমধার্ম্মিক, সত্যবাদী, প্রিয়দর্শন, প্রশস্তকায়, মহাবীর্য্য, সমরবিশারদ ক্ষত্রিয়গণ জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বাপরে সকল বর্ণই জন্মগ্রহণ করে; উহারা মহোৎসাহসম্পন্ন, বীর্য্যবান্ ও পরস্পর জয়াভিলাষী, এই দ্বাপরযুগে মানবগণের গুণের লাঘব হইতে আরম্ভ হয়। কলিযুগে পুরুষগণ অল্পতেজা, ক্রুদ্ধস্বভাব, লুব্ধপ্রকৃতি ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে এবং তাহাদের মনে ঈর্ষা, অভিমান, ক্রোধ, কপটতা, অসূয়া, রাগ ও লোভ প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়া থাকে। হে রাজন্! উত্তম গুণসম্পন্ন হৈমবতবর্ষ ও হরিবর্ষও এইরূপ।

জম্বুখণ্ডনির্ম্মাণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

ভূমি পর্ব্ব

একাদশ অধ্যায়। ১১।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি জম্বুখণ্ডের বিষয় যথাবৎ কীর্ত্তন

করিলে ; এক্ষণে ইহার পরিমাণ, সমুদ্রের পরিমাণ ও শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শাল্মলিদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর বিষয় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এই মেদিনী বহুসংখ্যক দ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। মহারাজ! এক্ষণে সপ্ত দ্বীপ, চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। জম্বূদ্বীপ অষ্টাদশ সহস্র ছয় শত যোজন বিস্তীর্ণ; লবণ সমুদ্রের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ; এই সমুদ্র নানা জনপদ ও পর্ব্বতসমাকীর্ণ, মণিবিদ্রুমশোভিত, বহুবিধ ধাতুপূর্ণ ও সিদ্ধচারণগণপরিবৃত। হে রাজন্! এক্ষণে শাকদ্বীপের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। জম্বুদ্বীপের যেরূপ পরিমাণ শাকদ্বীপ তদপেক্ষা দ্বিগুণ; ইহা ক্ষীর সমুদ্রে পরিবেষ্টিত; ইহাতে বহুসংখ্যক পুণ্য জনপদ সকল প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এখানকার মানবগণের মৃত্যু নাই, তাহারা সাতিশয় তেজস্বী ও ক্ষমাশীল। ঐ স্থানে দুর্ভিক্ষ প্রবেশ করিতে পারে না। হে রাজন্! আমি আপনার নিকট সংক্ষেপে শাকদ্বীপের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনার আর কোন বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, বলুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি শাকদ্বীপের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে ; এক্ষণে উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শাকদ্বীপে বিবিধ মণিবিরাজিত সাতটি পর্ব্বত ও বহু রত্নের আকর নদী সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাকার সমস্ত বস্তুই বহুগুণশালী; দেবর্ষিগণসেবিত সেই মেরুই সর্ব্বপ্রধান; উহার পশ্চিমে মলয়ভূধর বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; তথা হইতে জলধর সকল চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। তাহার পূর্ব্বদিকে জলধার নামক এক মহাগিরি সংস্থাপিত রহিয়াছে; দেবরাজ সেই স্থান হইতে সলিল গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ষাকালে বর্ষণ করিয়া থাকেন। তাহার নিকটবর্ত্তী অতি উচ্চ রৈবতক পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; ভগবান্ পিতামহের নিদেশক্রমে রেবতী নক্ষত্র তথায় বাস করিতেছেন; সুমেরুর উত্তরে অত্যুচ্চ, নবীন জলধরের ন্যায় শ্যামল, উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট শ্যাম নামক মহাগিরি সংস্থাপিত রহিয়াছে; জনগণ তথা হইতে শ্যামলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এখানকার মানবগণ কি প্রকারে শ্যামলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সমস্ত দ্বীপেরই ব্রাহ্মণগণ গৌরবর্ণ;

ক্ষত্রিয়গণ কৃষ্ণবর্ণ ও বৈশ্য লোহিতবর্ণ হইয়া থাকে। হে ভারত! শ্যামগিরিতে মানবগণ যে কারণে শ্যামলত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা পরে কহিব। এক্ষণে পর্ব্বতের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্যামগিরির পর অত্যুচ্চ দুর্গশৈল। সেই স্থানে কেশরশালী কেশরী ও বায়ু সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; এই সমস্ত পর্ব্বতের বিস্তৃতি ক্রমশঃ দ্বিগুণ; এই সমস্ত পর্ব্বতে মহামেরু, মহাকাশ, জলদ, কুমুদ, উত্তর জলধর ও সুকুমার এই সাতটী বর্ষপর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। রৈবতক পর্ব্বতের কৌমার বর্ষ, শ্যামগিরির মণিকাঞ্চন বর্ষ, কেদারের মোদকী বর্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি; তাহার পরে মহাপুমান্ নামে এক পর্ব্বত আছে। ইহার পরিমাণ জম্বুদ্বীপের ন্যায়, এই পর্ব্বত শাকদ্বীপের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে শাক নামক এক মহাদ্রুম সন্নিবেশিত আছে; প্রজাগণ ঐ বৃক্ষের সাতিশয় অনুগত; ঐ পর্ব্বতে অতি পবিত্র জনপদ সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; তত্রত্য মানবগণ ভগবান্ শূলপাণির উপাসনা করিয়া থাকে। তথায় সিদ্ধগণ, চারণগণ ও দেবগণ নিরন্তর গমন করেন। তত্রত্য প্রজা সকল বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত, তাহাদিগের পরমায়ু অতি দীর্ঘ। তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত। তথায় চৌরভয় বা জরা মৃত্যুর অধিকার নাই। যেরূপ বর্ষাকালে সাগরসঙ্গতা নদী সকল পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ তত্রত্য প্রজা সকল ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে; তথায় অসংখ্য শাখাবিশিষ্ট গঙ্গা, সুকুমারী, কুমারী, সীতা, কাবেরকা, মহানদী, মণিজলা এবং চক্ষুর্বর্দ্ধনিকা নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে; ইহা ভিন্ন পবিত্রসলিলা শত সহস্র সরিৎ প্রবাহিত হইয়া থাকে। বাসব সেই সকল নদীর সলিল গ্রহণ করিয়া বর্ষণ করিয়া থাকেন; সেই সরিদ্বরা সকলের নাম ও পরিমাণ করা সহজ নহে। তথায় সকল লোকসম্মত মৃগ, মশক, মানস ও মন্দগ এই চারিটি পবিত্র জনপদ আছে। মৃগ প্রদেশে স্বকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণগণ, মশক দেশে সর্ব্বকামপ্রদ ধার্ম্মিকপ্রবর ক্ষত্রিয়গণ, মানস দেশে সর্ব্বকামসম্পন্ন বৈশ্যগণ ও মন্দগ দেশে পরম ধার্ম্মিক শূদ্রেরা বাস করিয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র! ঐ সকল স্থানে রাজা বা রাজদণ্ডের ভয় নাই এবং তথায় দণ্ডধারী পুরুষও নাই। তথাকার মানবগণ স্বধর্ম্ম দ্বারা পরস্পর রক্ষা করিয়া থাকেন। হে রাজন্! উজ্জ্বল প্রভাসম্পন্ন শাকদ্বীপের বিষয় এই মাত্র কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইলাম এবং ইহাই শ্রোতব্য।

দ্বাদশ অধ্যায়। ১২।

হে রাজন্! উত্তরদিকস্থ দ্বীপ সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ সকল দ্বীপে ঘৃতসমুদ্র, দধি সমুদ্র, সুরাসমুদ্র ও জলসমুদ্র সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। হে নরাধিপ। ঐ সমস্ত দ্বীপ পরস্পর দ্বিগুণ ও সাগর পরিবেষ্টিত। মধ্যম দ্বীপে মনঃশিলাময় বৃহৎ গৌর পর্ব্বত আছে; পশ্চিম দ্বীপে নারায়ণসখা কৃষ্ণ পর্ব্বত; ভগবান্ নারায়ণ তথায় স্বয়ং দিব্য রত্ন সকল সংস্থাপিত ও প্রসন্নমনে প্রজাগণেব সুখ বিধান করেন। কুশদ্বীপ-নিবাসিগণ কুশস্তম্বের ও শাল্মলিদ্বীপবাসিগণ শাল্মলির অর্চ্চনা করিয়া থাকে; ক্রৌঞ্চ দ্বীপনিবাসিগণ চাতুর্বর্ণ্যে মিলিত হইয়া সকল রত্নের আকর মহাক্রৌঞ্চ গিরির অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

হে রাজন্! কুশদ্বীপে বিবিধ ধাতুরঞ্জিত ও বহু বিদ্রুমসমাকীর্ণ প্রথম পর্ব্বতের নাম গোমন্দ; ঐ পর্ব্বতে ভগবান্ কমললোচন নারায়ণ মুক্তগণের সহিত মিলিত হইযা সতত বাস করেন; ঐ দ্বীপের দ্বিতীয় পর্ব্বত হেমময় হেমগিরি; তৃতীয় দ্যুতিমান্ কুমুদ নামক গিরি; চতুর্থ পুষ্পবান; পঞ্চম কুশেশয়, ষষ্ঠ হরি পর্ব্বত; এই ছয়টি উৎকৃষ্ট পর্ব্বত কুশদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, উহাদেব দূরত্ব ক্রমশঃ পরস্পর দ্বিগুণ; কুশদ্বীপের প্রথম বর্ষের নাম ঔদ্ভিদ; দ্বিতীয় বেণুমণ্ডল, তৃতীয় সুরথাকার; চতুর্থ কম্বল; পঞ্চম ধৃতিমৎ; ষষ্ঠ প্রভাকর; সপ্তম কাপিল এই সাতটি বর্ষ প্রধান। এই সকল বর্ষে দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণ নিরন্তর প্রসন্নচিত্তে বিহার করিয়া থাকেন; তত্রত্য অধিবাসীদিগের মৃত্যু নাই এবং এখানে দস্যু বা ম্লেচ্ছ-জাতি নাই। ঐ সকল বর্ষের মানবগণ গৌরবর্ণ ও সুকুমার কলেবর।

হে মহারাজ! এক্ষণে অন্যান্য দ্বীপের বিষয় যেরূপ শ্রুত আছি, তদনুরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে এক মহাগিরি আছে; ক্রৌঞ্চের পর বামন, তাহার পর অন্ধকার, তৎপরে পর্ব্বতোত্তম মৈনাক, তৎপরে গোবিন্দ ও গোবিন্দের পরে নিবিড় পর্ব্বত বর্ত্তমান আছে। এই সকল পর্ব্বতের দূরত্ব ক্রমশঃ দ্বিগুণ; ঐ সকল পর্ব্বতে যে সকল দেশ আছে, সেই সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে কুশল দেশ ও বামন পর্ব্বতের সন্নিহিত মনোনুগ দেশ; তাহার পরে উষ্ণ দেশ, তৎপরে প্রাবরক দেশ, তদনন্তর অন্ধকারক দেশ, তাহার পরে মুনি দেশ, তাহার পরে দুন্দুভিস্বন দেশ প্রতিষ্ঠিত আছে; দুন্দুভিস্বন দেশ সিদ্ধচারণগণে সঙ্কীর্ণ; তথাকার অধিবাসী সকল প্রায়

গৌরবর্ণ। হে মহারাজ! উল্লিখিত দেশ সকল দেব ও গন্ধর্ব্বগণের নিবাসভূমি।

পুষ্কর দ্বীপে বিবিধ মণিরত্নসম্পন্ন পুষ্কর নামে এক পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে; ভগবান্ প্রজাপতি স্বয়ং সতত তথায় বাস করেন। দেব ও মহর্ষিগণ মনোনুকূল বাক্য দ্বারা নিত্য তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপ হইতে বহুবিধ রত্নরাজি উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে জনাধিপ! ঐ সমস্ত দ্বীপবাসী প্রজাগণের ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, দম, আরোগ্য ও পরমায়ু উত্তরোত্তর দ্বিগুণ এবং ইহাদিগের কার্য্যও এক প্রকার দৃশ্য হইয়া থাকে; এই সমুদয় দ্বীপের মধ্যে এক জনপদ আছে; সর্ব্বলোকেশ ভগবান্ প্রজাপতি স্বয়ং দণ্ড ধারণ করিয়া ঐ সমস্ত রক্ষা করত তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তিনিই শিবদায়ক, রাজা; তিনিই পিতা এবং তিনিই পিতামহ। কি জড়, কি পণ্ডিত তিনি সমুদয় প্রজাগণকেই রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই সকল প্রজাগণের সমীপে ভোজন দ্রব্য স্বয়ং উপস্থিত হয়; তাহারা তাহাই ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করে।

শ্বেতদ্বীপের পর সমা নামে চতুরস্র ও ত্রয়স্ত্রিংশৎমণ্ডলবিশিষ্ট এক দেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে কৌরব! ঐ স্থানে লোকবিখ্যাত বামন, ঐরাবত, সুপ্রতীক ও প্রভিন্নকরটামুখ দিগ্গজচতুষ্টয় অবস্থান করে; ঐ সমস্ত দিগ্গজের পরিমাণ স্থির করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে রাজন্! ঐ স্থানে দশদিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। দিগ্গজগণ প্রফুল্ল কমলসদৃশ শুণ্ড দ্বারা সেই বায়ু অনবরত নিক্ষেপ করিতেছে এবং ঐ দিগ্গজমুক্ত মরুদ্গণ এখানে আসিয়া প্রজাগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি দ্বীপ সংস্থানের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলে; এক্ষণে চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর বিষয় সমস্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! দ্বীপ সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি; এক্ষণে রাহুর পরিমাণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্রবণ করিয়াছি, রাহুগ্রহ মণ্ডলাকার; তাহার ব্যাস পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র যোজন ও পরিধি ষট্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন; অন্যান্য পৌরাণিক বুধগণ কহিয়া থাকেন, রাহুর পরিমাণ ষট্সহস্র যোজন; চন্দ্রমার ব্যাস একাদশ সহস্র যোজন ও পরিধি ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন; কোন কোন মতে চন্দ্রমার পরিমাণ একোনষষ্টি সহস্র যোজন; সূর্য্যের ব্যাস দশ সহস্র যোজন ও পরিধি ত্রিংশৎ সহস্র যোজন; কোন কোন মতে তাহার পরিমাণ অষ্ট

পঞ্চাশত যোজন। সূর্য্যদেবের এইরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাহু বিপুলত্বপ্রযুক্ত যথাকালে চন্দ্র ও সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে। হে মহারাজ! চন্দ্র, সূর্য্য এবং রাহুর বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি শান্ত ভাব অবলম্বন করত স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনকে আশ্বাস প্রদান করুন। যে ক্ষত্রিয় এই ভূমিপর্ব্ব শ্রবণ করে, তাহার শ্রীলাভ, অর্থসিদ্ধি ও আয়ু, বল এবং তেজের বৃদ্ধি হয়। যে ভূপাল পর্ব্বদিনে সংযত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের প্রীতিলাভ হয়। আমরা যে ভারতবর্ষে বাস করিতেছি, পূর্ব্বতন ব্যক্তিগণ ইহাতে বাস করিয়া যেরূপ পুণ্যকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তই আপনি শ্রুত আছেন।

ভূমিপর্ব্ব সমাপ্ত।

—**—

ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর ভূতভবিষ্যবেত্তা প্রত্যক্ষদর্শী সঞ্জয় সমরক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করত চিন্তাকুল ধৃতরাষ্ট্রসমীপে সহসা উপনীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে নমস্কার করি। হে ভরতর্ষভ! ভরতকুলপিতামহ শান্তনুতনয় ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন; যিনি সমুদয় যোধগণের অগ্রগণ্য ও ধনুর্দ্ধরগণের আশ্রয়; সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম অদ্য শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন; আপনার পুত্র যাঁহার বীর্য্যকে আশ্রয় করিয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম অদ্য সমরে শিখণ্ডী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। যে মহারথ কাশিপুরীতে সমস্ত নরপতিগণকে এক রথে জয় করিয়াছিলেন; যিনি জামদগ্ন্যের সহিত অক্ষুব্ধচিত্তে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও যাঁহাকে পরশুরাম নিহত করিতে সমর্থ হন নাই, সেই মহাবল ভীষ্ম অদ্য শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন; যিনি শৌর্য্যে মহেন্দ্র সদৃশ, স্থৈর্য্যে হিমাচল সদৃশ, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র সদৃশ ও সহিষ্ণুতায় ধরা সদৃশ, যাঁহার শরদংষ্ট্র, ধনুর্বক্ত্র ও খড়্গজিহ্বাস্বরূপ, সেই দুরাসদ নরসিংহ অদ্য পাঞ্চালপুত্রের হস্তে নিহত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য যাঁহাকে সমরোদ্যত অবলোকন করিয়া সিংহদৃষ্ট গোগ-

ণের ন্যায় ভয়ে ও উদ্বেগে কম্পমান হইয়াছিল, সেই বীরঘাতী মহাবীর ভীষ্ম দশরাত্র আপনার সেনাগণকে রক্ষা ও দুষ্কর কর্ম্ম সমস্ত সম্পাদন করিয়া আদিত্যের ন্যায় অস্তগত হইয়াছেন। যিনি পুরন্দরের ন্যায় অক্ষুব্ধচিত্তে সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করিয়া দশদিকে দশ কোটি যোদ্ধাকে নিহত করিয়াছেন, অদ্য সেই ভীষ্ম আপনার দুর্ম্মন্ত্রণায় অযোগ্য ব্যক্তির ন্যায় নিহত হইয়া বাতভগ্ন তরুবৎ ভূতলশায়ী হইয়াছেন!

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১৪।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পুরন্দরসদৃশ কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্ম কি প্রকারে শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়া রথ হইতে পতিত হইয়াছিলেন? যিনি দেবকল্প ও যিনি পিতার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমার পুত্রগণ সেই ভীষ্মবিহীন হইয়া কি প্রকারে অবস্থান করিতেছে? সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহোৎসাহসম্পন্ন মহাত্মা মহাবল ভীষ্ম নিহত হইলে, তাহাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল? সেই কুরুকুলাগ্রগণ্য মহাবীর নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, আমার মন নিতান্ত কাতর হইতেছে। হে সঞ্জয়! তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলে, কাহারা তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল, কাহারা পুরোবর্ত্তী হইয়াছিল, কাহারা অবস্থিতি করিয়াছিল, কাহারা তাঁহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, কোন্ বীরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল এবং তিনি শত্রুসৈন্যে প্রবেশ করিলে, কোন্ শৌর্য্যশালী পুরুষেরা তাঁহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিয়াছিল? যেরূপ দিবাকর তমোরাশি বিনষ্ট করেন, সেইরূপ যে মহাবীর পরসৈন্য আহত ও বিপক্ষগণের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক দুষ্কর কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছেন, কোন্ দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি অদ্য সেই ভীষ্মকে নিবারিত করিয়াছে? হে সঞ্জয়! তুমি কি নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলে? পাণ্ডবগণ কি প্রকারে শান্তনুনন্দনকে নিবারিত করিল? কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির কিরূপে সেই শরদন্ত, শরাসন বদন, অসিজিহ্ব, দুরাসদ, অসামান্য পুরুষব্যাঘ্র শ্রীমান্, অপরাজিত, উগ্রধন্বা, তীক্ষ্ণশর, উত্তম রথারূঢ়, পরমস্তকচ্ছেদী, বেগবান্, ভীষ্মকে নিবারিত করিল? পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য যাঁহাকে সমরোদ্যত ও কালানলের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ দেখিয়া মুমূর্ষুর ন্যায় হস্তপদ বিক্ষেপ করিত, তিনি দশরাত্র শত্রুসৈন্যগণকে আক্রমণ ও দুষ্কর কর্ম্ম

সকল সম্পাদন করিয়া আদিত্যের ন্যায় অস্তগত হইয়াছেন, যিনি ইন্দ্রের ন্যায় শরনিকর বর্ষণ দ্বারা দশ দিনের যুদ্ধে দশ কোটি যোদ্ধা নিহত করিয়াছিলেন; তিনি অদ্য আমার দুর্মন্ত্রণায় নিহত হইয়া বাতভগ্ন তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছেন!

হে সঞ্জয়! পাঞ্চালসৈন্যগণ কি প্রাকারে ভীমপরাক্রম শান্তনুনন্দনকে নিবারিত করিতে সমর্থ হইল? পাণ্ডবগণ কিরূপে ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল? দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিতে কি নিমিত্ত ভীষ্ম জয় লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না? ভরদ্বাজাত্মজ দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য সন্নিহিত থাকিতে যোদ্ধৃপ্রধান ভীষ্ম কি নিমিত্ত নিধন প্রাপ্ত হইলেন ও পাঞ্চালতনয় শিখণ্ডী কি প্রকারে দেবগণের দুরাক্রম্য অতিরথ ভীষ্মকে যুদ্ধে নিহত করিল?

যিনি যুদ্ধকালে মহাবল পরাক্রান্ত পরশুরামের সমক্ষে সতত স্পর্দ্ধা করিতেন; যিনি পরশুরাম কর্তৃক অপরাজিত ও শতক্রতুর ন্যায় পরাক্রমশালী; সেই ভীষ্ম কি প্রকারে নিহত হইলেন? হে সঞ্জয়! আমরা তাঁহার মৃত্যু শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি; অতএব এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বিশেষ করিয়া বল। অস্মৎপক্ষীয় কোন্ কোন্ মহাবীরগণ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়াছিলেন? যখন শিখণ্ডীপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ভীষ্মের সম্মুখীন হইয়াছিল, তখন কৌরবগণ কি ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়াছিল? আমার হৃদয় প্রস্তরসারময় ও নিতান্ত কঠিন; এইজন্যই পুরুষপ্রধান ভীষ্মের মৃত্যু শ্রবণে এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না। সেই অপ্রমেয় বলশালী ভরতর্ষভ ভীষ্মে সত্য, মেধা, নীতি সমস্তই প্রতিষ্ঠিত ছিল; অতএব তিনি কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইলেন? যে ভীষ্মরূপ সমুচ্ছ্রিত মহামেঘ জ্যানির্ঘোষরূপ গভীর গর্জ্জন এবং ধনুষ্টঙ্কাররূপ অশনি শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া শররূপ সলিলধারায় সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণের সহিত পাণ্ডবদিগকে সমাচ্ছন্ন করত দানবদলদলন দেবরাজের ন্যায় অরাতিরথ সমুদয় বিনষ্ট করিয়াছিলেন, যিনি বাণরূপ গ্রাহ, কার্ম্মুকরূপ উর্ম্মি, গদা ও অসিরূপ মকর, গজ ও হয়রূপ আবর্ত্ত, পদাতিরূপ মৎস্য এবং শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনিরূপ তরঙ্গশব্দসম্পন্ন দ্বীপ ও প্লব রহিত অপার অস্ত্রসাগরে বেগভরে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদয় নিমগ্ন করিয়াছিলেন; যাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় ও যাঁহার তেজে শত্রুগণ পরিতাপিত হয়, বেলাভূমির সাগররোধের ন্যায় কোন্ বীরগণ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল?

পরবীরঘাতী ভীষ্ম যখন দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন কাহারা তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইয়াছিল? কাহারা তাঁহার দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিয়াছিল? কাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠভাগস্থ শত্রুগণকে নিবারণ করিয়াছিল? কাহারা তাঁহার উত্তরচক্র রক্ষা করিয়াছিল? কাহারা তাঁহার বাম চক্রে অবস্থান করত সৃঞ্জয়গণকে বিনষ্ট করিয়াছিল? কাহারা অতিদুর্গম পুরোবর্ত্তী সৈন্যগণের পুরোভাগ রক্ষা করিয়াছিল? কাহারা দুর্গতি ভোগ করিয়া পার্শ্ব দেশ রক্ষা করিয়াছিল? এবং কাহারাই বা সৈন্যসমূহে অবস্থিতি করিয়া পরবীরগণের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! ভীষ্ম বীরগণ কর্ত্তৃক কি প্রকারে সুরক্ষিত হইয়াছিলেন? এবং বীরগণই বা ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া কি নিমিত্ত পাণ্ডবসৈন্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই? পাণ্ডবগন কি প্রকারে পরমেষ্ঠীসদৃশ ভীষ্মকে প্রহার করিতে সমর্থ হইয়াছিল?

কৌরবগণ যে দ্বীপের আশ্রয়ে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই নরব্যাঘ্র ভীষ্মের নিমজ্জনসংবাদ কহিতেছ! আমার বলশালী পুত্র যাঁহার বীর্য্য আশ্রয় করত পাণ্ডবগণকে গণ্য করিত না, তিনি কি প্রকারে শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন? পূর্ব্বে দেবগণ দানবদলনার্থ যে মহাব্রত যুদ্ধদুর্ম্মদ ভীষ্মের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যিনি জন্ম গ্রহণ করিলে, লোকবিশ্রুত শান্তনু শোক, দৈন্য ও দুঃখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তুমি কিরূপে সেই মহাপ্রাজ্ঞ স্বধর্ম্মনিরত বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মের নিধনবৃত্তান্ত কহিতেছ? সর্ব্বাস্ত্রে পারদর্শী, শান্ত, দান্ত, মনস্বী শান্তনুনন্দন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, বোধ হইতেছে, অবশিষ্ট সমুদয় বলই বিনষ্ট হইয়াছে; যখন পাণ্ডবগণ বৃদ্ধ গুরু ভীষ্মকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, তখন বোধ হয়, ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মই বলবান্। পূর্ব্বে সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ পরশুরাম অম্বার নিমিত্ত যুদ্ধে সমুদ্যত হইয়া যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, দেবরাজসদৃশ ধনুর্দ্ধরপ্রধান সেই ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ অপেক্ষা সমধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে? যিনি পরবীরঘাতী ক্ষত্রিয়কুলনাশকারী জামদগ্নোর হস্তে প্রাণত্যাগ করেন নাই, অদ্য তিনি শিখণ্ডীর হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; ইহাতে বোধ হয়, শিখণ্ডী তেজ ও বলে পরশুরাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। শিখণ্ডী যখন পরমাস্ত্রবেত্তা মহাবীর ভরতর্ষভ ভীষ্মকে নিহত করে, তখন কোন্ বীরগণ তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল?

হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্মের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা

আমার নিকট বর্ণন কর; অদ্য আমার পুত্রের সেনা সকল অনাথা রমণীর ন্যায়, গোপহীন গোকুলের ন্যায় নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে; দেখ, যুদ্ধকালে সকল লোকের পৌরুষ যাঁহার উপর নির্ভর করে, সেই ভীষ্ম পরলোক গমন করাতে আমাদিগের অন্তঃকরণ কিরূপ হইয়াছে! তিনি জীবিত থাকিতেই বা আমাদিগের কিরূপ সামর্থ্য ছিল! অগাধসলিলে নৌকা নিমগ্ন হইলে, পারগামী ব্যক্তি যেরূপ দুঃখিত হয়, বোধ হয়, আমার পুত্রগণ মহাবীর ভীষ্ম নিহত হওয়াতে সেইরূপ দুঃখিত হইয়াছে! হে সঞ্জয়! পুরুষপ্রবর ভীষ্মের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন আমার হৃদয় অদ্রিসারময়, সন্দেহ নাই। যে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মে অস্ত্র, মেধা ও নীতি সমুদয় অপ্রমেয়, অদ্য সেই ভীষ্ম সমরে কি রূপে নিহত হইলেন! হে সঞ্জয়! যখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সমরে নিহত হইয়াছেন, তখন কেহ অস্ত্র, শৌর্য্য, তপ, মেধা বা ধৃতি দ্বারা মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না; মহাবীর্য্যশালী দুরতিক্রমণীয় কাল সকলকেই গ্রাস করে; আমি পুত্রশোকে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেও দুঃখ চিন্তা না করিয়া ভীষ্ম হইতে পরিত্রাণের আশা করিয়াছিলাম।

হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন যখন ভীষ্মকে দিবাকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে দেখিলেন, তখন কি করিয়াছিলেন? আমি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি, কি আত্মীয় কি পরকীয় মহীপতিগণের সৈন্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না। ঋষিগণ কঠোর ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন; সেই জন্যই পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে নিহত করিয়া রাজ্যলাভের অভিলাষ করিতেছেন; অথবা আমরাই মহাব্রত ভীষ্মকে নিহত করিয়া রাজ্য লাভের ইচ্ছা করিতেছি। ক্ষাত্রধর্ম্মাক্রান্ত পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। অত্যন্ত কষ্টের সময় উপস্থিত হইলে, আর্য্যগণের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ কি রূপে সেই মহাপরাক্রান্ত হ্রীমান্ অপরাজিত ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিল? সেনা সকল কি প্রকারে সংযুক্ত হইয়াছিল? মহাত্মাগণ কি রূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? কুরুপিতামহ ভীষ্ম কি রূপে অরাতিগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলেন? তিনি নিহত হইলে, দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও ক্রূরমতি দুঃশাসন কি করিয়াছিল? যে ভয়ঙ্কর সভায় নর, বারণ ও বাজিগণের শরীর আস্তরণস্বরূপ, শর, শক্তি মহাখড়্গ ও তোমর সকল অক্ষস্বরূপ এবং প্রাণ পণস্বরূপ হইয়াছিল, কোন্ যুদ্ধবিশারদ মন্দমতি ক্ষত্রিয়গণ সেই দ্যূতসভায় প্রবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল? এবং তাহাতে ভীষ্মভিন্ন কাহারা জয়ী, কাহারা পরাজিত ও কাহারাই বা

নিপাতিত হইয়াছিল? এই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন কর। সংগ্রাম-ভূষণ ভীমকর্ম্মা ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, আমার শান্তি নাই, আমার হৃদয়ে যে পুত্রশোকহুতাশন সমুত্থিত হইয়াছে, তুমি যেন তাহা ঘৃত দ্বারা প্রজ্বলিত করিতেছ; সকললোকবিশ্রুত যে পুরুষ গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার পুত্রগণ তাঁহাকে নিহত দেখিয়া যে প্রকার পরিতাপ করিতেছে, তাহা আমি শ্রবণ করিব। অতএব সেই তুমুল সংগ্রামে যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছে, সেই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বুদ্ধিতে নীতিসঙ্গত বা নীতিবহির্ভূত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, জয়লাভাকাঙ্ক্ষী কৃতাস্ত্র ভীষ্ম যে সমস্ত তেজোযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন, কুরুপাণ্ডবসৈন্যগণের যাহারা সমরে যাহার সহিত যে প্রকার সংগ্রাম করিয়াছে, তৎসমুদয় আমার নিকট সবিস্তররূপে কীর্ত্তন কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৫।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি আপনার উপযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেবল দুর্য্যোধনের প্রতি দোষারোপ করা উপযুক্ত হইতেছে না। যে মানব আপনার দুশ্চরিত্রতানিবন্ধন অশুভ ভোগ করে, অন্যের প্রতি সেই পাপের আশঙ্কা করা উচিত নহে। হে রাজন! যে ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে সর্ব্ব প্রকার নিন্দনীয় ব্যবহার করে, সে সকলের বধ্য হয়। প্রজ্ঞাসম্পন্ন পাণ্ডবগণ অমাত্যগণের সহিত আপনাদিগের শঠতা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন; কিন্তু কেবল আপনার মুখাপেক্ষায় বনমধ্যে দীর্ঘকাল উহা সহ্য করিয়াছেন।

হে রাজন্! আমি প্রত্যক্ষ ও যোগবলে অশ্ব, গজ ও অমিততেজা ভূপালগণের যে সমস্ত বিষয় দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। বৃথা শোক করিবেন না। হে নরাধিপ! এক্ষণে যাহা ঘটিতেছে, তাহা আমি পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছি। আমি যাঁহার প্রসাদে দিব্য জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, দূর হইতে শ্রবণ, পরচিত্তবিজ্ঞান, আকাশগতি, শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যক্তিদিগের কারণ জ্ঞান এবং ভূত ও ভবিষ্য বৃত্তান্তের জ্ঞানলাভ করিয়াছি, যে মহাত্মার বরদানপ্রভাবে অস্ত্র শস্ত্র আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এক্ষণে আপনার পিতা সেই শ্রীমান পরাশরনন্দনকে নমস্কার করিয়া

কুরু পাণ্ডবদিগের সেই অদ্ভুত লোমহর্ষণ যুদ্ধবৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহারাজ! সেই সমস্ত সৈন্য যথাবিধানে ব্যূহিতক্রমে অবস্থিত ও যত্নপরায়ণ হইলে, দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে অনুমতি করিলেন, দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মের রক্ষাবিধানার্থ শীঘ্র রথ যোজনা ও সৈন্যগণকে সজ্জীভূত হইতে আদেশ কর। দীর্ঘকালাবধি সসৈন্য পাণ্ডব ও কৌরবগণের যে সমাগম চিন্তা করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা সমুপস্থিত হইয়াছে; এই যুদ্ধে ভীষ্মকে রক্ষা ব্যতিরেকে আর কোন কার্য্যই প্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে না। তিনি রক্ষিত হইলে, পাণ্ডব, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে পারিবেন। সেই বিশুদ্ধস্বভাব মহাশয় কহিয়াছেন, আমি শিখণ্ডীকে সংহার করিব না। আমি শুনিয়াছি, শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রীজাতি ছিল; অতএব সমরে শিখণ্ডী আমার পরিত্যাজ্য। এই নিমিত্ত বীরগণ সমবেত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা ও শিখণ্ডীকে সংহার করিতে যত্ন করুক; এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দেশীয় সর্ব্বাস্ত্রকুশল বীরগণও পিতামহকে রক্ষা করুক। মহাবল সিংহ অরক্ষিত হইলে, বৃক কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে আমরা যেন সিংহরূপ ভীষ্মকে শৃগালরূপ শিখণ্ডীর হস্তে নিপাতিত না করি। সমরস্থলে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছেন এবং অর্জ্জুনের বামভাগে যুধামন্যু ও দক্ষিণ চক্রে উত্তমৌজা অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেছে; এক্ষণে পিতামহের পরিত্যক্ত ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে সুরক্ষিত শিখণ্ডী যাহাতে ভীষ্মকে বিনষ্ট করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান কর।

ষোড়শ অধ্যায়। ১৬।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, ভূপালগণের 'সজ্জিত হও, সজ্জিত হও' এই শব্দে, শঙ্খ ও দুন্দুভিনিনাদে, সৈন্যগণের সিংহনাদে, রথনেমিনিস্বনে, অশ্বগণের হ্রেষারবে, মাতঙ্গের বৃংহিতে, যোধগণের গভীর গর্জ্জন ও বাহ্বাস্ফোটন শব্দে দশদিক্ আকুলিত হইয়া উঠিল। সূর্য্যোদয়ানন্তর উভয় পক্ষের সেনা সকল, দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্র শস্ত্র ও কবচ সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তথায় সুবর্ণসুশোভিত হস্তী সকল সৌদামিনীযুক্ত মেঘের ন্যায়, সৈন্যগণপরিবেষ্টিত রথ সকল বহু-

বিধ নগরের ন্যায় ও পিতামহ ভীষ্ম পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে-ছেন, দর্শন করিলাম। অনন্তর শরাসন, ঋষ্টি, খড়্গ, গদা, তোমর ও অন্যান্য শুভ্রবর্ণ অস্ত্র শস্ত্রে সুশোভিত যোদ্ধৃবর্গ শত সহস্র গজ, পদাতি, রথী ও তুরঙ্গ বাগুরাকারে অবস্থিতি করিতেছে; বিবিধাকার ধ্বজদণ্ড সকল সমুচ্ছ্রিত হইয়াছে; উভয় পক্ষের মণিকাঞ্চনমণ্ডিত সহস্র সহস্র ধ্বজপট সকল প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় ও অমরাবতীস্থ ইন্দ্রপতাকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে; সমরাকাঙ্ক্ষী বীরগণ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সমুৎসুক হইয়া ঐ সমস্ত পতাকা অবলোকন করিতেছেন। ঋষভাক্ষ প্রধান যোদ্ধা-গণ কবচ, আয়ুধ, তল ও তূণীর ধারণ পূর্ব্বক চমূমুখে অবস্থিতি করত শোভা বিস্তার করিতেছেন। সুবলতনয় শকুনি, শল্য, জয়দ্রথ, অবন্তি-রাজ বিন্দানুবিন্দ, কৈকেয়গণ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুধ, রাজা জয়ৎসেন, বৃহদ্বল ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা এই দশ জন ভূরিদক্ষিণ যাগ-শীল পরিঘবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ ভূপতিগণ দশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি হইয়া-ছেন। ইহা ভিন্ন দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী নীতিবিশারদ রাজা ও রাজপুত্র-গণকে স্ব স্ব সৈন্যে অবস্থান করিতে দেখিলাম। ইঁহারা সকলে মনোহর মাল্য ধারণ ও কৃষ্ণাজিন পরিধান পূর্ব্বক প্রসন্নমনে ব্রহ্মলোকগমনে দীক্ষিত হইয়া দশ অক্ষৌহিণী গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ইহা ভিন্ন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের এক অক্ষৌহিণী মহাসৈন্যের অধি-পতি হইয়াছেন। হে রাজন্! সেই মহারথ ভীষ্ম শ্বেতবর্ণ উষ্ণীষ, অশ্ব ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া সুপ্রকাশিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ তালধ্বজবিশিষ্ট রজতময় রথারূঢ় সেই ভীষ্মকে শুভ্র মেঘমধ্যস্থিত নিশাকরের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে সেনামুখে অবস্থিত দেখিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। যেরূপ ক্ষুদ্র মৃগগণ মহাসিংহকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হয়, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সঞ্জয়গণ সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। মহারাজ! যেরূপ আপনার এই সমৃদ্ধিসম্পন্ন একাদশবাহিনী প্রধান প্রধান পুরুষ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছিল, তদ্রূপ পাণ্ডবপক্ষীয় সপ্ত বাহিনী প্রধান প্রধান পুরুষগণ রক্ষা করিতেছিলেন। এই উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ উন্মত্ত মকরবৃন্দ-সমাকুল মহাগ্রাহপরিবৃত যুগান্তকালীন মহাসাগরদ্বয়ের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে রাজন্! আমি কৌরবগণের এরূপ সৈন্যসমাগম পূর্ব্বে আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

সপ্তদশ অধ্যায়। ১৭।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যেরূপ কহিয়াছিলেন, ভূপালগণ সেইরূপ সমবেত হইয়া যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন; ঐ দিবস চন্দ্রমা মঘানক্ষত্রে গমন করিয়াছিলেন। সপ্তমহাগ্রহ দীপ্যমান হইয়া আকাশে নিপতিত হইল এবং প্রজ্বলিত শিখাবিশিষ্ট দিবাকর যেন দ্বিধাভূত হইয়া উদিত হইলেন। মাংসশোণিতভোজী গোমায়ু ও বায়সগণ মৃতশরীর ভক্ষণে লোলুপ হইয়া প্রজ্বলিত দিগ্বিভাগে শব্দ করিতে লাগিল। পরবীরঘাতী কুরুপিতামহ ভীষ্ম ও ভরদ্বাজাত্মজ দ্রোণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সংযতচিত্তে পাণ্ডবগণের জয়াশীর্ব্বাদ করেন। তাঁহারা আপনারজন্য যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,তদনুরূপযুদ্ধও করিতেন।

ভীষ্ম প্রথমে সমুদয় ভূপালগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে ভূপালগণ! সংগ্রামই স্বর্গগমনের অনাবৃত দ্বার; এই দ্বার অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রলোক ও ব্রহ্মলোকে গমন কর। নাভাগ, যযাতি, মান্ধাতা, নহুষ ও নগ এইরূপ কার্য্য দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করত সেই পরম পবিত্র স্থানে গমন করিয়াছেন। পীড়াক্রান্ত হইয়া গৃহে প্রাণ পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম্ম; আর যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করা তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম।

হে ভরতর্ষভ! ভীষ্ম মহীপালগণকে এইরূপ কহিলে, তাঁহারা উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক শোভমান হইয়া স্ব স্ব সৈন্যগণের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু কর্ণ অমাত্য ও বন্ধুগণের সহিত ভীষ্মের নিমিত্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন; সুতরাং কর্ণ ব্যতীত অন্যান্য ভূপালগণ এবং আপনার পুত্রগণ সিংহনাদে দশ দিক্ নিনাদিত করিতে লাগিলেন; সৈন্যগণ শ্বেত ছত্র, পতাকা, ধ্বজ, বারণ, বাজী, রথ ও পদাতি দ্বারা সুশোভিত হইতে লাগিল। ভেরী, পণব, দুন্দুভি ও রথনেমিশব্দে মহীমণ্ডল আকুলিত হইয়া উঠিল। মহারথগণ কাঞ্চনময় অঙ্গদ ও কেয়ূর ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিমান্ অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কৌরববাহিনীর অধিপতি পিতামহ ভীষ্ম পঞ্চতারামণ্ডিত মহাতালকেতু দ্বারা বিমল আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় ভূপালগণ ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে যথাস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গোবাসনদেশাধিপতি শৈব্য রাজোচিত পতাকাসুশোভিত মাতঙ্গরাজে আরূঢ় হইয়া রাজগণের সহিত গমন করিলেন। পদ্মবর্ণ অশ্বত্থামা সিংহলাঙ্গুলকেতু রথে আরোহণ করত সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া

গমন করিলেন। শ্রুতায়ুধ, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল্য, ভূরিশ্রবা ও বিকর্ণ এই সাত জন মহাধনুর্দ্ধর উৎকৃষ্ট বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামা ও ভীষ্মের পুরোবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাদিগের অত্যুচ্চ জাম্বুনদময় ধ্বজ সকল রথ সমূহ অলঙ্কৃত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। আচার্য্যপ্রধান দ্রোণের ধ্বজ সুবর্ণময় বেদী ও কমণ্ডলুবিভূষিত এবং শরাসনযুক্ত দৃষ্টিগোচর হইল। অনেক শতসহস্র সৈন্যপরিচালনকারী দুর্য্যোধনের ধ্বজে মণিময় নাগ শোভমান হইতে লাগিল। পৌরব, কলিঙ্গরাজ, কাম্বোজ, সুদক্ষিণগণ মহাবল ক্ষেমধন্বা এবং শল্য দুর্য্যোধনের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মগধাধিপতি বৃষধ্বজ মহামূল্য রথে আরোহণ করত শরৎকালীন মেঘসন্নিভ প্রাচীদেশীয় সেনাগণের পুরোবর্ত্তী হইয়া বিপক্ষগণের সম্মুখীন হইলেন। অঙ্গরাজ বৃষকেতু ও মহাত্মা কৃপাচার্য্য সেই সমস্ত সেনাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। যশস্বী জয়দ্রথ রজতময় বরাহকেতু দ্বারা শোভিত হইতে লাগিলেন; শত সহস্র রথ, অষ্ট সহস্র হস্তী ও ছয় অযুত অশ্বারোহী তাঁহার বশীভূত ছিল; তিনি অগ্রে অবস্থান করত অসংখ্য রথ, নাগ ও অশ্বসঙ্কুল মহাসৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। কলিঙ্গেশ্বর ষষ্টি সহস্র রথ এবং যন্ত্র, তোমর, তূণীর ও পতাকাশোভিত পর্ব্বতসন্নিভ অযুত নাগ, পাবকধ্বজ, শ্বেতচ্ছত্র, উরোভূষণ, চামর ও ব্যজনে সুশোভিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। মহাবীর কেতুমান্ বিচিত্র অঙ্কুশসংযুক্ত গজে আরোহণপূর্ব্বক মেঘারূঢ় সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার সহিত গমন করিলেন। তেজস্বী ভগদত্ত সুরপতির ন্যায় সেই হস্তীতে আরোহণ করিলে, তাঁহার সমক্ষে কেতুমানের সদৃশ বিন্দ এবং অনুবিন্দ তাহার স্কন্ধদেশে আরোহণ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য, পিতামহ ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, বাহ্লীক ও কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত ব্যূহ হস্তীরূপ অঙ্গ, নৃপরূপ মস্তক, অশ্বরূপ পক্ষ দ্বারা সুশোভিত হইয়া যেন হাস্য করিতে করিতে গমন করিল।

—০*০—

অষ্টাদশ অধ্যায়। ১৮।

মহারাজ! তদনন্তর মুহূর্ত্তকাল পরেই যোধগণের তুমুল শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল; ক্ষণকালমধ্যেই শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি, মাতঙ্গের বৃংহিত, তুরঙ্গের হ্রেষারব, যোধগণের গর্জ্জন ও রথনেমির ঘর্ঘর নিনাদে মেদিনীমণ্ডল বিদীর্ণ ও আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষের সৈন্য-

গণ পরস্পর সমাগমে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন রণস্থলে হিরণ্যভূষিত হস্তী ও রথ সমুদয় বিদ্যুন্মালাবিলসিত মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। স্বীয় ও শত্রুপক্ষীয় কাঞ্চনময় অঙ্গদসুশোভিত, প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ বহুবিধ ধ্বজ মহেন্দ্রগৃহস্থিত মহেন্দ্রকেতুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বীরগণ অগ্নি ও প্রভাকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন কবচে বিভূষিত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। কৌরবযোদ্ধাগণ বিচিত্র আয়ুধ, কার্ম্মুক ও মৌর্ব্বীত্রাণ ধারণ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ঋষভাক্ষগণ সেনামুখে গমন করিয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হইলেন। আপনার পুত্র দুর্জ্জয় দুঃশাসন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয়, ভূরিশ্রবা, শল ও তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী বিংশতি সহস্র রথ ভীষ্মের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিল। অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্ব, মৎস্য, অম্বষ্ঠ, ত্রিগর্ত্ত, কৈকেয়, সৌবীর, কৈতব এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ এই দ্বাদশ জনপদের বীরগণ জীবিতাশা পরিহার পূর্ব্বক রথ সমূহ দ্বারা পিতামহকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মগধরাজ দশসহস্র অতিবেগশালী কুঞ্জরসৈন্য লইয়া ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইলেন। সেই সমস্ত সৈন্যের মধ্যে ষষ্টি লক্ষ ব্যক্তি রথ সমূহের চক্র ও হস্তিগণের পাদ রক্ষা করিতে লাগিল; এবং লক্ষ লক্ষ পদাতি, ধনু, চর্ম্ম, অসি, নখর ও প্রাসহস্ত হইয়া প্রস্থান করিল। হে রাজন্! আপনার পুত্রের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যমুনাসঙ্গত ভাগিরথীর ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়। ১৯।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই একাদশ অক্ষৌহিণী ব্যূহিত হইহইয়াছে দেখিয়াও মানুষ, দৈব, গান্ধর্ব্ব ও আসুর ব্যূহাভিজ্ঞ যুধিষ্ঠির কিরূপে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া ভীষ্মের প্রতিকূলে ব্যূহ রচনা করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহর্ষি বৃহস্পতি কহিয়াছেন, শত্রুসৈন্য অপেক্ষা আপনার সৈন্য অল্প হইলে, তাহাদিগকে বিস্তারিত এবং অধিক হইলে, তাহাদিগকে সংহত করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। অধিক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, অল্প সৈন্যদিগকে সূচীমুখাকারে সন্নিবেশিত করিবে। আমাদিগের সৈন্য শত্রুসৈন্যাপেক্ষা অল্প; অতএব বৃহস্পতিনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ব্যূহ রচনা কর।

ধনঞ্জয় এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার নিমিত্ত বজ্রপাণিবিহিত বজ্রাখ্য নামে অচল ও দুর্জ্জয় ব্যূহ রচনা করিতেছি। যিনি সংগ্রামে বায়ুর ন্যায় বিপক্ষগণের দুঃসহ, সমরলক্ষণবিশারদ ও যোদ্ধৃবর্গের অগ্রগণ্য, সেই মহাবলী ভীমসেন আমাদিগের অগ্রযোদ্ধা হইয়া অরাতিসৈন্যের তেজোরাশি বিনষ্ট করিবেন। ক্ষুদ্র মৃগেরা যেরূপ সিংহ দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ দুর্যোধনপুরোবর্ত্তী কৌরবগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইবে। অমরগণ যেরূপ দেবরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেইরূপ আমরা অকুতোভয়ে সেই প্রাকারস্বরূপ যোধাগ্রগণ্য ভীমসেনের আশ্রয় গ্রহণ করিব। এই পৃথিবীতে এমন কেহই নাই, যে নরর্ষভ ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইলে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়।

মহাবাহু ধনঞ্জয় এই কথা কহিয়া সৈন্যগণকে ব্যূহিত করত গমন করিতে লাগিলেন। পরিপূর্ণ ও স্তিমিত গঙ্গার ন্যায় পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য কৌরবগণকে আগমন করিতে দেখিয়া মন্দ মন্দ গমন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টকেতু ইহাঁরা সৈন্যগণের অগ্রণী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিরাট ও অক্ষৌহিণীপরিবৃত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুত্র ও ভ্রাতৃগণের সহিত পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন। মহাতেজস্বী নকুল ও সহদেব ভীমসেনের চক্রগোপ্তা হইলেন। অভিমন্যু ও দ্রৌপদীপুত্রগণও তাঁহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভদ্রকগণের সহিত তাঁহাদের সকলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া ভীষ্মবধের নিমিত্ত সাতিশয় যত্নসহকারে তাঁহাদের পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। মহাবল যুযুধান অর্জ্জুনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালনন্দন যুধামন্যু, উত্তমৌজা, কৈকেয়, ধৃষ্টকেতু ও মহাবীর চেকিতান অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার চক্ররক্ষক হইলেন। ইহাঁরা সকলেই আপনার সৈন্যগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! অনন্তর অর্জ্জুন ভীমসেনকে কহিলেন, ঐ সকল ব্যক্তি ধৃতরাষ্ট্রের দায়াদ, উহারা আপনার অংশে রহিল। অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, পাণ্ডবসৈন্য সকল তাঁহার স্তব করিতে লাগিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির গমনশীল অচলের ন্যায় অতিবৃহৎ মত্তমাতঙ্গের সহিত মধ্যম সৈন্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালনন্দন মহামনা যজ্ঞসেন অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের নিমিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত

বিরাটরাজের অনুগামী হইলেন। তাঁহাদিগের রথে সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালী সুবর্ণমণ্ডিত বহুবিধ চিহ্নবিশিষ্ট ধ্বজ সকল শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে উৎসারিত করিয়া ভ্রাতা ও পুত্রগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের রথ একমাত্র কপিধ্বজ আপনার এবং পাণ্ডবগণের সমুদয় ধ্বজ অতিক্রম করিয়া শোভমান হইল। অসংখ্য পদাতি ভীমসেনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অসি, শক্তি এবং ঋষ্টিপাণি হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। হেমজালমণ্ডিত গলিতমদ পদ্মগন্ধী বর্ষণশীল মেঘসদৃশ, দশসহস্র কুঞ্জর বর্ষণকারী অচলের ন্যায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুবর্ত্তী হইল।

মহামনা ভীমসেন পরিঘসদৃশ ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাসৈন্য আকর্ষণ করত বিপক্ষসৈন্যের অভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন। যখন তিনি শত্রুসৈন্যগণকে দলন করিতেছিলেন, তখন সেই অর্কসদৃশ দুষ্প্রেক্ষ্য ভীমসেনকে অবলোকন করিতে কেহই সমর্থ হয় নাই। যে ব্যূহে কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই, সকল দিকেই যাহার মুখ, চাপরূপ বিদ্যুৎ যাহার ধ্বজ, যাহা অতিভয়ঙ্কর, মানবগণের অদেয় গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ সেই বজ্রাখ্য ব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে, সৈন্যগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিল। নভোমণ্ডলে মেঘলেশ না থাকিলেও বায়ু জলবিন্দুর সহিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমীরণ কর্কর বর্ষণ করত ধূলিরাশি উৎক্ষিপ্ত করিয়া প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। মহতী উল্কা পূর্ব্বাভিমুখে নিপতিত হইয়া দিবাকরের প্রতি আঘাত করত ঘোরতর নিনাদে বিশীর্ণ হইতে লাগিল।

হে ভরতর্ষভ। সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইলে, সূর্য্যদেব প্রভাবিহীন হইলেন। পৃথিবী মহাশব্দে কম্পিত ও বিশীর্ণ হইতে লাগিল। সকল দিকে ভূরি ভূরি নির্ঘাতশব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল এবং এরূপ রজোরাশি সমুৎপন্ন হইল যে, আর কিছুই নয়নগোচর হইল না। কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত কাঞ্চনমালা উৎকৃষ্ট বসন ও পতাকাসুশোভিত প্রভাকরের ন্যায় তেজস্বী ধ্বজ সমুদয় সহসা বায়ুভরে কম্পিত হইলে সমীরণতাড়িত তালবনের ন্যায় সমুদয় জগৎ ঝন্ঝনায়মান হইয়া উঠিল। মহারাজ! পুরুষপ্রবর সমরপ্রিয় পাণ্ডবগণ গদাহস্ত ভীমসেনকে অগ্রবর্ত্তী দেখিয়া আত্মসৈন্যের প্রতিপক্ষে ব্যূহ রচনা করত যেন তাহাদিগের মজ্জা গ্রাস করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়। ২০।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সূর্য্যোদয়ানন্তর সেনাপতি ভীষ্মের অধীন কৌরবসৈন্য অথবা ভীমসুরক্ষিত পাণ্ডবসৈন্য এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ প্রথমে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া যুদ্ধার্থী হইয়াছিল? চন্দ্র, সূর্য্য এবং বায়ু কাহাদিগের প্রতিকূল হইয়াছিল? শ্বাপদগণ কোন্ পক্ষীয় সেনার প্রতি গর্জ্জন করিয়াছিল এবং কোন্ পক্ষের যুবাগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়াছিলেন? এই সমস্ত আমার নিকট যথাযথ বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর তুল্যরূপে নিকটবর্ত্তী হইলে, উভয়পক্ষই প্রসন্নচিত্তে ব্যূহিত হইয়া বনরাজির ন্যায় প্রকাশমান এবং বিচিত্র হস্তী, রথ ও অশ্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, উভয় পক্ষেরই সৈন্য সকল পরিমিত, ভয়ঙ্কর ও দুর্ব্বিষহ এবং উভয় পক্ষই সৎপুরুষসেবিত স্বর্গলাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে; ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পশ্চিমাভিমুখে ও পাণ্ডবগণ পূর্ব্ব মুখে অবস্থিতি করিতেছেন। কৌরবদিগের সেনা দৈত্যেন্দ্রসেনার ন্যায় ও পাণ্ডবসেনা দেবসেনার ন্যায় শোভা পাইতেছে, বায়ু পাণ্ডবগণের পৃষ্ঠভাগে প্রবাহিত হইতেছে, শ্বাপদগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের প্রতি গর্জ্জন করিতেছে; আপনার পুত্রের হস্তী সকল পাণ্ডবদিগের গজেন্দ্রগণের তীব্র মদগন্ধ সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছে না। দুর্য্যোধন পদ্মবর্ণ, সুবর্ণকক্ষ, জালমণ্ডিত প্রমত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া কুরুগণের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন; বন্দী ও মাগধগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছে; চন্দ্রের ন্যায় শ্বেত প্রভাসম্পন্ন আতপত্র ও সুবর্ণমালা তাঁহার মস্তকের উপরিভাগে শোভমান হইতেছে। গান্ধাররাজ শকুনি পার্ব্বতীয় গান্ধারগণের সহিত তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পিতামহ শ্বেতবর্ণ ছত্র, ধনু, উষ্ণীষ, ধ্বজ ও কৈলাস সদৃশ শ্বেতবর্ণ অশ্ব এবং খড়্গে সুশোভিত হইয়া সৈন্যগণের অগ্রভাগে গমন করিতে লাগিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কতিপয় বাহ্লীক, শল, অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয় সৈন্ধব, সৌবীর ও মহাশূর পাঞ্চনদগণ তাঁহার সৈন্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন। অদীনসত্ত্ব মহাত্মা দ্রোণ রক্তবর্ণ অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রায় সমস্ত নৃপতিগণের পশ্চাৎভাগে অবস্থিতি করত ভূপালের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। বার্দ্ধক্ষত্রি, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র এবং জয় ইঁহারা সৈন্যগণের মধ্যে এবং শাল্ব, মৎস্য ও পঞ্চভ্রাতা কেকয়গণ যুদ্ধার্থী হইয়া গজসৈন্যমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ধনুর্দ্ধরপ্রধান চিত্রযোধী মহাত্মা কৃপাচার্য্য শক, কিরাত যবনগণ সমভিব্যাহারে সৈন্যের উত্তর ভাগে গমন করিতে লাগিলেন। যাহারা অর্জ্জুনের মৃত্যু বা জয়ের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে এবং অর্জ্জুনের অস্ত্রাচার্য্যই যাহাদিগকে কৃতাস্ত্র করিয়াছেন, সেই সংসপ্তকগণের অযুত রথী ও শৌর্য্যশালী ত্রিগর্ত্তগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

হে রাজন্! অত্যুৎকৃষ্ট এক লক্ষ হস্তী; এক এক হস্তীর প্রতি এক এক শত রথ, প্রত্যেক রথের প্রতি এক এক শত অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের প্রতি দশ দশ জন ধনুর্দ্ধর, প্রত্যেক ধনুর্দ্ধরের প্রতি দশ দশ জন চর্ম্মী; এইরূপে ব্যূহিত আপনার সৈন্যগণকে লইয়া সেনাপতি ভীষ্ম কোন কোন দিন মানুষ, কোন কোন দিন দৈব, কোন কোন দিন গান্ধর্ব্ব ও কোন কোন দিন আসুর ব্যূহ রচনা করিতে লাগিলেন। সমুদ্রের ন্যায় শব্দায়মান মহারথপূর্ণ সেই সমস্ত ব্যূহ সমরে পশ্চিমাভিমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আপনার সেনা যেরূপ অসংখ্য ও ভয়ানক, পাণ্ডবদিগের সেনা সেরূপ নহে। কিন্তু কেশব ও অর্জ্জুন যাহার নেতা, আমার মতে তাহাই বৃহৎ ও দুর্জ্জয়।

একবিংশতিতম অধ্যায়। ২১।

হে রাজন্! দুর্য্যোধনের বৃহতী সেনা সমুদ্যত হইয়াছে ও ভীষ্ম অভেদ্য ব্যূহ প্রস্তুত করিয়াছেন দেখিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির বিষণ্ণচিত্তে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! পিতামহ ভীষ্ম যাহাদের পক্ষে যোদ্ধা হইয়াছেন, আমরা কি প্রকারে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব? অমিত্রকর্ষী মহাবল কর্ত্তৃক শাস্ত্রানুসারে কল্পিত অক্ষোভ্য ও অভেদ্য ব্যূহ দর্শন করিয়া আমরা সসৈন্যে সংশয়াপন্ন হইয়াছি; এক্ষণে আমরা কি প্রকারে এই মহাব্যূহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব।

মহারাজ! ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে আপনার সৈন্য দর্শনে বিষণ্ণ অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! অল্পসংখ্যক লোকে যেরূপে প্রজ্ঞা শৌর্য্য ও গুণবান্ বহুসংখ্যক ব্যক্তিরে পরাজয় করিতে পারে, তাহা শ্রবণ করুন। মহর্ষি নারদ, ভীষ্ম এবং দ্রোণ ইহা অবগত আছেন; পূর্ব্বে দেবাসুরসংগ্রামে পিতামহ ব্রহ্মা মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে কহিয়াছিলেন, জিগীষুগণ সত্য, দয়া ও ধর্ম্ম দ্বারা যে প্রকার জয়লাভ করিয়া

থাকেন, বলবীর্য্য দ্বারা সেরূপ হয় না; অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং লোভের বিষয় অবগত ও অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া উদ্যমসহকারে যুদ্ধ কর। যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়। মহর্ষি নারদ কহিলেন, যেখানে কৃষ্ণ, সেই খানেই জয়। অন্যান্য গুণসমূহ যেরূপ কৃষ্ণে অবস্থিতি করিতেছে, সেইরূপ জয়ও তাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে; ইনি যেখানে গমন করেন, জয়ও তাঁহার অনুগামী হইয়া থাকে। অতএব যে স্থানে শত্রুসমূহমধ্যে অবস্থিত অনন্ততেজা কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়। পূর্ব্বে এই অব্যর্থসায়ক জনার্দ্দন হরিরূপ পরিগ্রহ করত দেবাসুরসম্মুখে আবির্ভূত হইয়া, কে জয় লাভ করিবে, জিজ্ঞাসা করিলে, যাহারা কহিয়াছিলেন, আমরা কৃষ্ণের অনুগত, আমরাই জয়ী হইব; তাঁহাদিগেরই জয়লাভ হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার প্রসাদেই এই ত্রৈলোক্য লাভ করিয়াছেন। হে ভারত! সেই ত্রিদিবেশ্বর বাসুদেব যখন আপনার জয়াশা করিতেছেন, তখন আপনার চিন্তা বা দুঃখের বিষয় নাই।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়। ২২।

হে রাজন্! অনন্তর কুরুকুলপ্রধান যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ আপনাদিগের সেনা সকল ভীষ্মসেনার বিপক্ষে ব্যূহিত করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ লাভের কামনা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সকলের মধ্যবর্ত্তী শিখণ্ডীর সেনানীকে, ভীমসেন পুরোবর্ত্তী ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দেবরাজের ন্যায় ধনুর্দ্ধরপ্রধান যুযুধান দক্ষিণ সেনাগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির নাগকুলমধ্যে মহেন্দ্রযানসদৃশ, যুদ্ধোপকরণসম্পন্ন, হেমরত্নবিচিত্রিত, সুবর্ণময় ভাণ্ডযুক্ত রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার মস্তকে সমুচ্ছ্রিত, দন্তনির্ম্মিত শলাকাযুক্ত শ্বেতবর্ণ আতপত্র শোভা পাইতে লাগিল। মহর্ষিগণ স্তুতিপাঠ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ, পুরোহিতগণ শত্রুবধ ঘোষণা, ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ জপ, মন্ত্র ও মহৌষধি দ্বারা স্বস্ত্যয়ন এবং স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুরুসত্তম যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র গো, নিষ্ক এবং বহুবিধ ফল, পুষ্প প্রদান করিয়া অমররাজের ন্যায় সমরভূমিতে যাত্রা করিলেন। যে মহাবাহু অনায়ুধ হইয়াও কেবল ভুজযুগল দ্বারা নর ও নাগগণকে নিহত করেন, যাঁহার তুল্য ধনুর্দ্ধর পৃথিবীতে হয় নাই এবং হইবে না, সেই মহাবীর অর্জ্জুন ভীষণরূপ ধারণ করত আপনার

পুত্রের সেনাগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত বাম হস্তে গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক সহস্র অংশুমালীর ন্যায় সমুজ্জ্বল, অনলের ন্যায় শিখাবিশিষ্ট, শত-কিঙ্কিণীসুশোভিত, সুবর্ণখচিত, শ্বেত তুরঙ্গমযুক্ত, সুচক্র, কপিধ্বজযুক্ত ও কেশবাধিষ্ঠিত রথে আরোহণ করিলেন। যিনি ক্রীড়ায় সিংহের ন্যায়, বিক্রমে দেবরাজের ন্যায় ও দর্পে করিরাজের ন্যায়, সেই মহাবল পরা-ক্রান্ত ভীমসেন নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে বীররথের রক্ষক হইলেন। আপনার যোদ্ধাগণ তাঁহাকে সেনাগ্রভাগে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়ে পঙ্কনিমগ্ন হস্তীর ন্যায় ব্যথিত হইতে লাগিল।

অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব সেনামধ্যে অবস্থিত দুরাসদ বাজ্ঞতনয় অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যিনি সৈন্যগণমধ্যে অবস্থিতি করিয়া ক্রোধভরে সকলকে উত্তাপিত ও সিংহের ন্যায় অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই সেই ভীষ্ম; ইনি ত্রিশত অশ্বমেধ আহরণ করিয়াছেন; যেরূপ মেঘমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ এই সম্মুখবর্ত্তী সেনাগন তাঁহাকে আবৃত করিয়া রক্ষা করিতেছে, ইহা-দিগকে বিনষ্ট করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়। ২৩।

হে রাজন্! অনন্তর কৃষ্ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রসৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুনের হিতসাধনার্থ তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! সংগ্রামাভি-মুখে অবস্থিতি করত বিশুদ্ধ চিত্তে দুর্গার স্তব কর।

হে মহারাজ! ধীমান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিলে, পার্থ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবতী কাত্যায়নীর স্তব করিতে লাগিলেন। হে সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনি! কুমারি! কালি! কপালিনি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে! তোমারে নমস্কার; হে ভদ্রকালি! হে মহাকালি! তোমাকে নমস্কার। হে চণ্ডি! হে চণ্ডে! তোমারে নম স্কার। হে তারিণি! হে বরবর্ণিনি! হে কাত্যায়নি! হে মহাভাগে! হে করালি! হে বিজয়ে! হে জয়ে! হে শিখিপুচ্ছধ্বজধরে! নানাভরণ-ভূষিতে! অট্টশূলপ্রহরণে! খড়্গখেটকধারিণি! গোপেন্দ্রানুজে! জ্যেষ্ঠে! নন্দগোপকুলোদ্ভবে! মহিষশোণিতপ্রিয়ে! কৌশিকি! পীতবাসিনি! অট্টহাসে! কোকমুখে! রণপ্রিয়ে! তোমারে নমস্কার। উমে! শাকম্ভরি!

শ্বেতে! কৃষ্ণে! কৈটভনাশিনি! হিরণ্যাক্ষি! বিরূপাক্ষি! ধূম্রাক্ষি! তোমারে নমস্কার। হে বেদশ্রবণপুণ্যে! আপনি ব্রহ্মণ্য ও হুতাশন স্বরূপ; আপনি জম্বু, কটক ও চৈত্যবৃক্ষের সন্নিধানে নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকেন; আপনি সমুদয় বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা ও দেহিদিগের মহানিদ্রা-স্বরূপ; হে ভগবতি! স্কন্দজননি! দুর্গে! কান্তারবাসিনি! আপনি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী, বেদমাতা ও বেদান্তস্বরূপা। আমি বিশুদ্ধচিত্তে আপনার স্তব করিতেছি, যেন আপনার প্রসাদে সমরে জয় লাভ করিতে সমর্থ হই। আপনি ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত দুর্গমপথে, ভয়ে, দুর্গম স্থানে ও পাতালতলে সতত বাস এবং দানবগণকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া থাকেন। আপনি জম্ভনী, মোহিনী, মায়া, হ্রী, শ্রী, সন্ধ্যা, প্রভাবতী, সাবিত্রী, জননী, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, চন্দ্রসূর্য্যবিবর্দ্ধিনী, দীপ্তি ও সম্পন্নদিগের সম্পত্তি। সিদ্ধচারণগণ রণক্ষেত্রে আপনাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

মানববৎসলা কাত্যায়নী পার্থের ভক্তি দেখিয়া গোবিন্দের অগ্রভাগে অবস্থান করত কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি নারায়ণসহায়ে অচিরকাল-মধ্যেই সংগ্রামে শত্রুগণকে জয় করিবে; তুমি যুদ্ধে শত্রুগণের অজেয়; অধিক কি, বজ্রধরও তোমাকে জয় করিতে সমর্থ হন না। বরদায়িনী ভগবতী এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন বর লাভ করত আপনাকে বিজয়ী মনে করিয়া শত্রু-গণের দুরাক্রম্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত দিব্য শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

যিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করেন, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, শত্রু, সর্প প্রভৃতি, দংষ্ট্রী ও রাজকুল হইতে তাঁহার কোন প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। তিনি বিবাদে জয়, বন্ধন হইতে মুক্তি, দুর্গ হইতে উদ্ধার ও চৌর হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারেন। তিনি সংগ্রামে বিজয় ও লক্ষ্মী লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তিনি আরোগ্য ও বলসম্পন্ন হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন। আমি ধীমান্ ব্যাসদেবের প্রসাদে এই সমস্ত দর্শন করিয়াছি। আপনার দুরাত্মা পুত্রগণ কাল-পাশে অবগুণ্ঠিত হইয়া মোহবশতঃ মহর্ষি নর ও নারায়ণকে অবগত হইতে পারে নাই। ব্যাস, নারদ, কণ্ব, পরশুরাম এবং মহর্ষি নর দুর্যো-ধনকে নিবারণ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহাদিগের তৎকালোচিত বাক্য শ্রবণ করেন নাই; কিন্তু যেস্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানে দ্যুতি ও কান্তি;

যেস্থানে স্ত্রী, সেই স্থানে শ্রী ও বুদ্ধি; যেস্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই কৃষ্ণ এবং যেস্থানে কৃষ্ণ সেই স্থানেই জয়।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়। ২৪।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কোন্ পক্ষীয় যোদ্ধাগণ এই রণক্ষেত্রে প্রথমে প্রহৃষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল? কোন্ পক্ষীয়েরা দুর্ম্মণায়মান বা বিচেতনপ্রায় হইয়াছিল? এবং কাহারাই বা প্রথমে হৃদয়কম্পন প্রহার করিয়াছিল? কোন্ পক্ষীয় সেনাদিগের মাল্যসমুদ্ভবগন্ধ ও মাল্য অবিকৃত ছিল? কোন্ পক্ষেরই বা যোদ্ধাগণের বাক্য অনুকূল হইয়াছিল? আমার নিকট এই সমস্ত বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সেই সময়ে উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণই হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিল। উভয় পক্ষেরই গন্ধ ও মাল্য সমভাববিশিষ্ট ছিল; উভয় পক্ষের সমুদ্ধত ও ব্যূহিত সৈন্যগণের পরস্পর সংযোগে সাতিশয় বিমর্দ্দ উপস্থিত হইয়াছিল। হে ভরতর্ষভ! উভয় পক্ষের পরস্পর দর্শন কালে শূর ও রণশূরগণের পরস্পর গর্জ্জন, দুর্দ্দমনক্ত সৈন্যগণের সিংহনাদ, করিগণের বৃংহিত, বাদিত্রশব্দ এবং শঙ্খনাদ ও ভেরীনিনাদ এই সমস্ত একত্রিত হইয়া অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়। ২৫।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব ও আমাদের পক্ষীয় যোধগণ সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যগণকে ব্যূহিত অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্যসমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, আচার্য্য! দেখুন, আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের মহতী সেনা ব্যূহিত করিয়াছে। যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, মহাবল কাশিরাজ, পুরুজিত, কুন্তীভোজ, নরপুঙ্গম শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, মহাবীর্য উত্তমৌজা, অভিমন্যু ও মহারথ দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর বীর পুরুষগণ ঐ ব্যূহিত সৈন্যমধ্যে নিবিষ্ট রহিয়াছেন। আমাদিগের যে সকল প্রধান সেনাপতি আছেন, আপনার নিকট তাঁহা-

দিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী বীরগণ আমার নিমিত্ত প্রাণদানে উদ্যত আছেন। আমাদিগের এই ভীষ্মপরিরক্ষিত সৈন্য অপরিমিত। কিন্তু ভীমপরিপালিত পাণ্ডবসেনা পরিমিত। এক্ষণে আপনারা বিভাগানুসারে সমুদয় ব্যূহদ্বারে অবস্থিতি পূর্ব্বক পিতামহকে রক্ষা করুন।

তখন মহাপ্রতাপশালী ভীষ্ম রাজা দুর্য্যোধনের হর্ষবর্দ্ধনার্থ সিংহনাদের সহিত উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি করিলেন। তদনন্তর শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক ও গোমুখ সকল আহত ও তাহা হইতে তুমুল শব্দ সমুৎপন্ন হইল।

অনন্তর মাধব ও অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিলেন এবং হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ, ভীমসেন পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ, নকুল সুঘোষ শঙ্খ, সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ, আর কাশিরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদেয়গণ ও অভিমন্যু ইহাঁরা সকলে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই তুমুল শঙ্খশব্দ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! অনন্তর কপিধ্বজ অর্জ্জুন সমরে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে যথাযোগ্যরূপে অবস্থিত দেখিয়া শরাসন উত্তোলন করত হৃষীকেশকে কহিলেন, হে বাসুদেব! উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ সংস্থাপিত কর। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠানকামনায় যে সকল ব্যক্তি যুদ্ধাভিলাষী হইয়া আগমন করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির সহিত আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে এবং কাহারাই বা যুদ্ধ করিবে, আমি তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিব।

গুড়াকেশ ধনঞ্জয় এইরূপ কহিলে, হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, পার্থ! ঐ ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ কৌরবগণ সমবেত হইয়াছেন, অবলোকন কর।

তখন ধনঞ্জয় উভয় সৈন্যমধ্যে তাঁহার পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর ও মিত্রগণ অবস্থিতি করিতেছেন, অবলোকন করত করুণাপরতন্ত্র ও বিষণ্ণ হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে বাসুদেব! এই সমস্ত স্বজনগণ যুদ্ধার্থী হইয়া সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া, আমার শরীর অবসন্ন, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে; মুখ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে; গাণ্ডীব হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পতিত হইতেছে; সমুদয়

ত্বক্ দগ্ধ হইতেছে; আমি আর কোন রূপেই অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমার মন সাতিশয় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। হে কেশব! আমি কেবল দুর্নিমিত্তই দর্শন করিতেছি। সমরে এই সমস্ত স্বজনগণকে নিহত করা কদাচ শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে না। হে কৃষ্ণ! আমি আর জয়, রাজ্য এবং সুখের আকাঙ্ক্ষা করি না। হে গোবিন্দ! আমার রাজ্য ভোগ বা জীবনে প্রয়োজন কি? যাহাদের নিমিত্ত রাজ্য ভোগ বা সুখাভিলাষ করিতে হয়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল ও পৌত্র প্রভৃতি সকলেই এই যুদ্ধে প্রাণধন পরিত্যাগে সমুদ্যত হইয়াছেন। হে মধুসূদন! ইঁহারা আমাকে বধ করিলেও আমি ইঁহাদিগকে বধ করিতে অভিলাষ করি না। পৃথিবীর কথা কি, এই ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভ হইলেও আমি ইঁহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না। হে জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিহত করিলে, আমার কি প্রীতিলাভ হইবে? এই আততায়ীগণকে বধ করিলে, নিঃসন্দেহ আমাদিগের পাপস্পর্শ হইবে। অতএব আমাদিগের স্বজন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের কি সুখলাভ হইবে? ইহাদিগের চিত্ত নিতান্ত লোভাকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া যেন ইহারা কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতক দর্শন করিতেছে না; কিন্তু আমরা কুলক্ষয়ের দোষ দর্শন করিয়াও কি জন্য এই পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইব না? কুলক্ষয় হইলেই সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়; কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে, সমস্ত কুল অধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হয়; অধর্ম্ম কর্ত্তৃক কুল অভিভূত হইলে, কুলস্ত্রী সকল দূষিত হয় এবং কুলস্ত্রী দূষিত হইলে, বর্ণসঙ্কর সমুৎপন্ন হয়; এই বর্ণসঙ্করই কুল ও কুলনাশকদিগের নরকের কারণ। কুলনাশকদিগের পিতৃগণের পিণ্ড, উদকক্রিয়া বিনষ্ট হয়; সুতরাং তাহারা পতিত হইয়া থাকে। কুলনাশকদিগের বর্ণসঙ্করের কারণ এই সমস্ত দোষ দ্বারা জাতি ও কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। শ্রবণ করিয়াছি, কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে, মনুষ্যদিগকে চিরকাল নরকে বাস করিতে হয়। হায়! কি দুঃখের বিষয়! আমরা এই মহাপাপাচারের অনুষ্ঠানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি; আমি প্রতিকারে পরাঙ্মুখ ও শস্ত্রবিহীন হইলে, যদি রাজ্যসুখলোভে আত্মীয় বিনাশে সমুদ্যত শস্ত্রপাণি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমারে বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। হে ভূপতে! ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকসন্তপ্তচিত্তে রথে উপবেশন করিলেন।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়। ২৬।

অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণলোচন বিষণ্ণবদন অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঈদৃশ দুঃসময়ে কি নিমিত্ত তোমার এই সাধুজন-বিগর্হিত, অস্বর্গ্য ও অযশস্কর মোহ উপস্থিত হইল? হে কৌন্তেয়! তুমি এ সময়ে ক্লীবভাব অবলম্বন করিও না; ইহা ভবাদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! এক্ষণে তুমি অকিঞ্চিৎকর হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হও।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অরিমর্দ্দন! আমি কিরূপে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত অস্ত্র দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব? মহাত্মা গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া যদি ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর; ইহাঁদিগকে বধ করিলে, ইহকালেই রুধিরলিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে; বস্তুত, আমি এই যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় বা পরাজয় কিছুই শ্রেয়ঃ বোধ করিতেছি না; যেহেতু যাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন। ইহাঁদিগের বধজন্য দুঃখ ও কুলক্ষয়জনিত চিন্তায় আমার স্বভাব অভিভূত ও চিত্ত ধর্ম্মবিমূঢ় হইয়াছে। হে কেশব! আমি তোমার একান্ত বশবর্ত্তী; অতএব যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হয়, বল। আমি তোমার শরণাপন্ন; অতএব তুমি আমাকে উপদেশ প্রদান কর। পৃথিবীর নিষ্কণ্টক রাজ্য ও সুরলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও, আমার ইন্দ্রিয়গণ এই শোকে পরিশুষ্ক হইবে। হে কৃষ্ণ! যাহাতে আমার শোকাপনোদন হইতে পারে, এমন কিছুই দেখিতেছি না; অতএব আমার যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। শত্রুন্তপ ধনঞ্জয় হৃষীকেশের সম্মুখে এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন বাসুদেব সহাস্যবদনে উভয় সেনার মধ্যস্থিত বিষণ্ণবদন অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি পণ্ডিতের ন্যায় বাক্য সকল কহিতেছ; কিন্তু শোকের অবিষয়ীভূত বিষয়ে শোক প্রকাশ করিতেছ। পণ্ডিতগণ মৃতই হউক বা জীবিতই হউক, কাহারও নিমিত্ত অনুশোচনা করেন না। পূর্ব্বে আমি, তুমি বা এই সমস্ত ভূপালগণ আমরা সকলেই বিদ্যমান ছিলাম এবং পরেও আমরা থাকিব; দেহীদিগের এই দেহ যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মাও সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব ধীর ব্যক্তির তাহাতে মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে।

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধই শীত, উষ্ণ ও সুখ দুঃখের কারণ; সেই সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন কখন বা বিলয়প্রাপ্ত হয়; সুতরাং উহা নিতান্ত অনিত্য। অতএব ঐ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধ যাঁহারে ব্যথিত করিতে না পারে, সেই দুঃখসুখসমজ্ঞানী ধীর পুরুষ মোক্ষ লাভের উপযুক্ত। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যাহা কখন ছিল না, তাহা কখন হয় না। যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহার বিনাশ নাই এবং সেই অব্যয় পুরুষকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। এই সমস্ত দেহ অনিত্য; কিন্তু শরীরী জীবাত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয়; অতএব হে ভারত! তুমি যুদ্ধ কর। যিনি এই জীবাত্মাকে হন্তা, এবং যিনি এই জীবাত্মা অন্য কর্ত্তৃক হত হইয়া থাকেন, এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা উভয়ই অনভিজ্ঞ; কারণ জীবাত্মা কাহাকেও বিনাশ করেন না এবং জীবাত্মাকেও কেহ বিনাশ করিতে পারে না। ইহাঁর জন্ম বা মৃত্যু নাই এবং ইনি পুনঃপুনঃ উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না। ইনি অজ, নিত্য ও পুরাণ; শরীর বিনষ্ট হইলে, ইনি বিনষ্ট হন না। যে পুরুষ ইহাঁরে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কাহাকেও বধ বা বধ করিতে আদেশ প্রদান করেন না। মনুষ্য যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বসন গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহ জীর্ণ হইলে তাহারে পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহান্তর পরিগ্রহ করে। শস্ত্র ইহাঁকে ছেদন, পাবক দগ্ধ, সলিল ক্লেদিত ও বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না। ইনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থিরভাব, অচল এবং অনাদি; সুতরাং ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোচ্য। ইনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অচিন্ত্য এবং বিকাররহিত; অতএব তুমি জীবাত্মাকে এইরূপ জানিয়া অনুশোচনা পরিত্যাগ কর। যদি জীবাত্মাকে সর্ব্বদা জাত ও সর্ব্বদা মৃত বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলেও ইহার নিমিত্ত শোক করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; কারণ জাত ব্যক্তির মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির জন্ম হইবেক; কদাচ তাহার অন্যথা হইবেক না। অতএব অপরিহার্য্য বিষয়ে শোক করা তোমার উচিত নহে।

হে ভারত! ভূত সকল জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে অব্যক্ত এবং নিধনসময়েও অব্যক্ত থাকে; কেবল জন্ম মৃত্যুর মধ্যস্থলে ব্যক্ত হইয়া থাকে। অতএব তাহাতে পরিবেদনা কি? কেহ জীবাত্মাকে আশ্চর্য্যের ন্যায় দর্শন করেন, কেহ আশ্চর্য্যবৎ বর্ণন করেন, কেহ বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, কেহ শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে সমর্থ হন না। জীবাত্মা সকলের দেহে সতত

অবধ্যরূপে অবস্থিতি করিতেছেন; অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত তোমার শোক করা উচিত নয়। স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তোমাকে আর এরূপ বিকম্পিত হইতে হইবেক না। ধর্ম্মযুদ্ধব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের আর কিছুতেই শ্রেয় নাই। ক্ষত্রিয়গণ স্বর্গের মুক্ত দ্বারস্বরূপ; যাহারা যদৃচ্ছালব্ধ ঈদৃশ যুদ্ধ প্রাপ্ত হয়, তাহারাই সুখী। অতএব যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হও, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তিভ্রষ্ট এবং পাপভাগী হইবে। লোকে চিরকাল তোমার এই অক্ষয় অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সম্ভাবিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও গুরুতর। যাঁহারা তোমার বহু সম্মান করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়-প্রযুক্তই সংগ্রামে বিরত হইলে; সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট তোমার গৌরব থাকিবেক না। তাঁহারা অহিতকারী হইয়া তোমার প্রতি অবাচ্য প্রয়োগ করিবেন; সামর্থ্যের নিন্দা করিবেন; ইহা সমধিক দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। সংগ্রামে নিহত হইলে, স্বর্গভোগ, জয়লাভ করিলে, মহীমণ্ডলের আধিপত্য লাভ করিতে পারিবে; অতএব হে কৌন্তেয়! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া গাত্রোত্থান কর। সুখ দুঃখ, লাভালাভ ও জয় পরাজয়কে সমজ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে, পাপভাগী হইতে হইবে না।

হে পার্থ! যাহা দ্বারা আত্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান জন্মে, এরূপ বুদ্ধিযোগ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার নিকট কর্ম্মযোগবিষয়িণী বুদ্ধি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর; এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, তুমি কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কদাচ বিফল হয় না এবং ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই। স্বল্পমাত্র ধর্ম্মও মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। হে কুরুনন্দন! কর্ম্মযোগবিষয়ে নিশ্চয়াত্মিকা একমাত্র বুদ্ধিই হইয়া থাকে; কিন্তু বিবেকবিহীন ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি অনন্ত ও বহু-শাখাবিশিষ্ট। যাহারা আপাতমনোরম শ্রবণরঞ্জন বাক্যে অনুরক্ত; বহুফলপ্রদায়ক বেদবাক্যই যাহাদিগের প্রীতিপ্রদ, যাহারা ফলসাধন ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না, যাহারা কামনাপরতন্ত্র, স্বর্গই যাহা-দিগের পরম পুরুষার্থসাধক; জন্ম, কর্ম্ম, ফলপ্রদ এবং ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ বহুবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে একান্ত অনুরক্ত; সেই অবি-বেকী মূঢ়চেতা ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সমাধিবিষয়ে সন্দেহশূন্য হয় না। বেদ সমস্ত কামনাপরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক। হে অর্জ্জুন! তুমি

শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল, যোগক্ষেমরহিত ও প্রমাদশূন্য হইয়া নিষ্কাম হও। যেরূপ কূপ, বাপী, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ে যে সমস্ত প্রয়োজন সাধন হয়, একমাত্র মহাহ্রদে সেই সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে; সেইরূপ সমুদয় বেদে যে সমস্ত কর্ম্মফল বর্ণিত আছে, ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ একমাত্র ব্রহ্মে সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তোমার কর্ম্মে অধিকার হউক; কিন্তু তাহার ফলে যেন কামনা না হয়; যেন কর্ম্মফল তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং কর্ম্ম পরিত্যাগে যেন তোমার আসক্তি না হয়। তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত ঈশ্বরানুরক্ত হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই সমান জ্ঞান করত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। পণ্ডিতেরা সিদ্ধি ও অসিদ্ধি এই উভয়ের সমান জ্ঞানকেই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম্ম সাতিশয় অপকৃষ্ট। অতএব তুমি ফলজনক কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক একমাত্র বুদ্ধিরই শরণাপন্ন হও। কর্ম্মযোগবিষয়িণী বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি ইহ জন্মে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। অতএব তুমি কর্ম্মযোগের নিমিত্ত যত্ন কর। ঈশ্বরারাধনা দ্বারা বন্ধন হেতু কর্ম্ম সকলের মোক্ষসাধন কৌশল যোগ। কর্ম্মযোগযুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মজ ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক জন্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করত অনাময় পদ লাভ করেন। যখন তোমার বুদ্ধি মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয়ে নির্ব্বেদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে; তোমার বুদ্ধি নানাপ্রকার বৈদিক ও লৌকিক বিষয় শ্রবণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে। যখন উহা স্থিরভাবে পরমেশ্বরে অবস্থিতি করিবে, তখনই তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হইবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? এবং তাঁহার ভাষা, অবস্থা ও ব্যবহার কি রূপ?

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার মনোগত বাসনা পরিত্যাগ করেন ও যাঁহার আত্মা আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। যিনি দুঃখে অক্ষুব্ধচিত্ত ও সুখে স্পৃহাশূন্য এবং রাগ ভয় ও ক্রোধবিহীন; তাঁহাকেই স্থিতধী বলা যায়। যিনি পুত্রাদির প্রতি স্নেহশূন্য, যিনি ইষ্ট বা অনিষ্টকর বিষয়ে হর্ষ বা দ্বেষ প্রকাশ করেন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। কূর্ম্ম যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। নিরাহার দেহী ব্যক্তির বিষয় বিনিবৃত্ত হয়; আতুর বা নিরাহার ব্যক্তি সামর্থ্যহীনতাপ্রযুক্ত বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হয়; কিন্তু তাহারা

বিষয়বাসনা বিনিবৃত্ত হয় না; কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিষয়বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। বিবেকী ব্যক্তি যত্নপর হইলেও ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক তাঁহার মনকে হরণ করে; এই নিমিত্ত সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া ঈশ্বরপরায়ণ ও সমাহিত হইলে যাঁহার ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা; তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। বিষয়চিন্তা হইতে পুরুষের আসক্তি, আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। যিনি আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি রাগদ্বেষহীন আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ কবেন। আত্মপ্রসাদ অবলম্বন করিলে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিনষ্ট হয়; যিনি আত্মপ্রসাদ হন, তাঁহার বুদ্ধি অচিরাৎ নিশ্চল হইয়া উঠে। অজিতেন্দ্রিয়েরা বুদ্ধিহীনতাপ্রযুক্ত চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না; চিন্তা করিতে না পারিলেও শান্তি নাই; শান্তিশূন্য ব্যক্তিদিগের সুখ কোথায়?

যে চিত্ত স্বেচ্ছাধীন ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয়, সেই চিত্ত পবন কর্তৃক সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়িত নৌকার ন্যায় জীবাত্মার বুদ্ধিকে বিষয়ভোগে বিক্ষিপ্ত করে। অতএব, হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই স্থিরবুদ্ধি ও দৃঢ়প্রজ্ঞ; অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্নমতি ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে বশীকৃতেন্দ্রিয় যোগিগণ প্রবোধিত থাকেন এবং প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠাস্বরূপ দিবায় জাগরিত থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রজনী। নদী সকল যেরূপ অচলপ্রতিষ্ঠ পরিপূর্ণ সমুদ্রগামী হয়, ভোগ সকল সেইরূপে যাঁহারে আশ্রয় করে; তিনিই মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ভোগার্থী ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে পারে না। যিনি সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমতাহীন হইয়া ভোগ্য বস্তু সকল উপভোগ করেন, ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ তিনিই মুক্তি লাভ করেন; হে পার্থ! এইরূপ ইহা লাভ করিলে সংসারে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। যিনি অন্তকালেও এই ব্রহ্মনিষ্ঠায় অবস্থিতি করেন, তিনিও পরে ব্রহ্মে বিলীন হন।

—*—

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়। ২৭।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! যদি তোমার ইহাই মত হয় যে, কর্ম্মা-

পেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, তবে কি নিমিত্ত আমাকে এই মায়াত্মক কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছ? তুমি কখন জ্ঞানের কখন বা কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া আমার মতিকে বিমোহিত করিতেছ। এক্ষণে যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, এরূপ এক পক্ষ স্থির করিয়া বল।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, ইহ লোকে নিষ্ঠা দুই প্রকার; প্রথম বিমলচেতাদিগের জ্ঞানযোগ, দ্বিতীয় কর্ম্মযোগীদিগের কর্ম্মযোগ। পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না; এবং জ্ঞানী না হইলে কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। কেহ কখন কার্য্য ত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী হইতে পারে না; পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও প্রাকৃতিক গুণ সমূহই তাহারে কর্ম্মে নিয়োজিত করে। যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়বিষয় সকল স্মরণ করে, সেই মূঢ়হৃদয় কপটাচারী বলিয়া বিখ্যাত হয়। যে ব্যক্তি চিত্ত দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া আসক্তি পরিহারপূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। অতএব সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান কর; কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মত্যাগ করিলে তোমার শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। যে কর্ম্ম বিষ্ণুর জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, লোকে তদ্দ্বারাই আবদ্ধ হয়; অতএব তুমি আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান কর। পূর্ব্বকালে প্রজাপতি প্রজাগণকে যজ্ঞের সহিত সৃজন করিয়া কহিয়াছিলেন, প্রজাগণ! তোমরা যজ্ঞ দ্বারা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হও; যজ্ঞ তোমাদিগকে সকাম করুক। তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত কর; দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। পরস্পর এইরূপে সংবর্দ্ধিত হইলে তোমরা উভয়েই পরম কল্যাণ লাভ করিবে। দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইলে, তোমরা যথাভিলষিত ফলভোগে সমর্থ হইবে। যে ব্যক্তি দেবগণদত্ত ভোগ্য সকল তাঁহাদিগকে না দিয়া উপভোগ করে, সে ব্যক্তি চোর। সাধু সকল যজ্ঞশেষ ভোজন করিয়া সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হন। কিন্তু যাহারা কেবল আপনার জন্য পাক করে, সেই পাপাত্মাগণ পাপই ভোজন করে। প্রাণিগণ অন্ন হইতে, অন্ন মেঘ হইতে, মেঘ যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে, কর্ম্ম বেদ হইতে ও বেদ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; অতএব সর্ব্বময় ব্রহ্ম সর্ব্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে ব্যক্তি এই সংসারে বিষয়াসক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মাদি চক্রের অনুগমন না করে, সে ব্যক্তি পাপাত্মা ও তাঁহার জীবন বৃথা। যাঁহার আত্মাতেই প্রীতি, আনন্দ,

এবং সন্তোষ, তাঁহারে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয় না। কর্ম্মানুষ্ঠানেও তাঁহার পুণ্য নাই; কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেও তাঁহার পাপ নাই; এবং তাঁহারে মোক্ষার্থ ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত কাহারও আশ্রয় লইতে হয় না। পুরুষ আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরিত সকল ইতর ব্যক্তিরা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; তিনি যাহা মান্য করেন, তাহারা তাহার অনুগামী হয়। অতএব তুমি লোক সমূহের ধর্ম্মরক্ষার্থ কার্য্যানুষ্ঠান কর। দেখ, ভূমণ্ডলের মধ্যে আমার অপ্রাপ্য কিছুমাত্র দেখিতে পাই না; তজ্জন্য আমার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মও নাই; তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। যদি আমি নিরলস হইয়া কখন কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সর্ব্বলোকে আমার অনুগমন করিবে। অতএব আমি কর্ম্ম না করিলে, এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা এবং আমিই বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার মূলীভূত হইব। অতএব মূঢ়েরা যেমন ফলাভিলাষী হইয়া কর্ম্ম করে, তদ্রূপ জ্ঞানীরা আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোক সমূহের ধর্ম্মরক্ষণার্থ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। জ্ঞানীরা কর্ম্মাসক্ত নির্ব্বোধদিগের বুদ্ধিপ্রভেদ না করিয়া স্বয়ং বহু প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করত তাহাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োগ করিবেন। সকল কর্ম্মই প্রকৃতির গুণরূপ ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইতেছে; কিন্তু অহঙ্কারাভিভূতমতি ব্যক্তি আপনাকেই ঐ সকল কর্ম্মকারক বলিয়া বিবেচনা করে। ইন্দ্রিয়গণই বিষয়াভিলাষী জানিয়া গুণকর্ম্মবিভাগের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হন না। যাহারা প্রকৃতির স্বত্ত্বাদিগুণে বিমুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয়, [illegible] ব্যক্তি তাদৃশ অল্পদর্শী বিমূঢ়মতিগণকে বিচলিত করিবেন না।

তুমি আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, অন্তর্যামী পুরুষাধীন হইয়া আমি কর্ম্ম করিতেছি, এই প্রকার ভাবিয়া, কামনা, মমতা এবং শোক বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সমরোদ্যত হও। যাহারা অসূয়াহীন ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা আমার অনুগামী হয়, তাহারা সমস্ত কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়। যাহারা অসূয়ার বশীভূত হইয়া ইহার অনুষ্ঠানে বিমুখ হয়, সেই সকল মূঢ়মতি ব্যক্তিগণ কর্ম্ম ও ব্রহ্ম বিষয়ে বিমোহিত হইয়া বিনষ্ট হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিও স্ব স্বভাবানুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। অতএব যখন সর্ব্বপ্রাণীই স্বভাবানুবর্ত্তী হয়, তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে, কি হইতে পারে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ

আছে; এই উভয়ই মোক্ষপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক। অতএব উহাদের বশীভূত হইবে না। সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা স্বধর্ম্ম কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলেও শ্রেষ্ঠ; পরধর্ম্ম অতি ভয়ঙ্কর; অতএব স্বধর্ম্মে বিনাশও শ্রেয়স্কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, বাসুদেব! পুরুষ স্বেচ্ছায় পাপাচরণ না করিলে, কে তাহাকে বলপূর্ব্বক ঐ বিষয়ে নিয়োজিত করে?

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! এই কামই ক্রোধরূপে পরিণত, রজোগুণোদ্ভব, দুষ্পূরণীয় ও সাতিশয় উগ্র; ইহাকে মুক্তিপথরোধক বলিয়া জানিবে। যেরূপ ধূম দ্বারা বহ্নি, মল দ্বারা দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ আচ্ছন্ন থাকে, সেই প্রকার জ্ঞানীদিগের চিরশত্রু, দুষ্পূরণীয়, অগ্নিরূপ কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। ইহা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতেই সমুৎপন্ন হয়; এই কাম আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া শরীরীকে বিমোহিত করে; অতএব তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণের দমন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞাননাশক পাপস্বরূপ কামের বিনাশসাধন কর। দেহাদি বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয়াপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা নিশ্চলা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; যিনি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা। হে অর্জ্জুন! তুমি আত্মাকে এইরূপে জ্ঞাত হইয়া স্থির বুদ্ধি দ্বারা চিত্তকে স্থির করত কামরূপ দুরাসদ শত্রুকে বিনষ্ট কর।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়। ২৮।

হে পার্থ! পূর্ব্বে আদিত্যকে আমি এই অব্যয় যোগ কহিয়াছিলাম; তৎপরে আদিত্য মনুকে ও মনু ইক্ষ্বাকুকে কহিয়াছিলেন; অনন্তর নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণও ক্রমে ক্রমে এই যোগবিবরণ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। কালক্রমে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; অদ্য তোমার নিকট সেই যোগবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তুমি আমার ভক্ত ও সখা; তজ্জন্য আমি তোমার নিকট রহস্যভাব ব্যক্ত করিলাম

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! আদিত্যের জন্মের পর, তুমি জন্ম গ্রহণ করিলে; অতএব আমি কি প্রকারে অবগত হইব যে, তুমি পূর্ব্বে এই যোগবৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিয়াছিলে?

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি বহুবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; তোমারও অনেক বার জন্ম পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তুমি তাহার কিছুমাত্র

অবগত নহ। কিন্তু আমি তৎসমস্তই জ্ঞাত আছি। আমি অজ, অনশ্বর-স্বভাব ও সকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতির আশ্রিত হইয়া আত্মমায়ায় জন্ম গ্রহণ করি। যে সময়ে ধর্ম্ম ক্ষয় ও অধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, সেই সময়ে আমি আত্মাকে সৃজন করি। আমি সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত-কারীদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য প্রতিযুগে জন্ম পরিগ্রহণ করি। যিনি আমার এই অলৌকিক জন্ম ও কর্ম্ম যথার্থরূপে অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনি দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে লাভ করেন; তাঁহাকে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। অনেকে রাগ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত, একান্ত আশ্রিত এবং জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ করিয়াছে। যাহারা যে প্রকারে আমায় ভজনা করে, সেই প্রকারেই আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি। যে যাহা করুক, সকলেই আমার সেবাপথে আগমন করিতেছে। মানবলোকে কর্ম্ম সমুদায় অবিলম্বেই সফল হয়; এই জন্য মনুষ্যেরা কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রায়ই ইহ লোকে দেবার্চ্চনা করে। আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি; তথাপি আমি সংসারহীন; আমায় কোন কার্য্যের কর্ত্তা বিবেচনা করিও না। কর্ম্ম আমায় স্পর্শ করিতে পারে না। কর্ম্মফলেও আমি নিস্পৃহ। যে ব্যক্তি এই রূপে আমায় অবগত হইতে সমর্থ হয়, তাহাকে কর্ম্মরজ্জুতে বদ্ধ হইতে হয় না। পূর্ব্বতন মুমুক্ষু সকল আমায় এইরূপে জ্ঞাত হইয়া কর্ম্মানু-ষ্ঠান করিতেন; সেই হেতু তুমি তাহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অগ্রে সম্পাদন কর।

ইহ লোকে জ্ঞানীরাও কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিষয়ে বিমুগ্ধ; অতএব তুমি যাহা জ্ঞাত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবে, সেই কর্ম্ম সকল কহিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ম্মের গতি অতি দুষ্প্রবেশ্য; অতএব বিহিত কর্ম্ম, অবিহিত কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ এই তিনেরই যাথার্থ্য জ্ঞাত হইতে হয়; যে ব্যক্তি কর্ম্মসত্ত্বেও কর্ম্ম-হীন এবং কর্ম্ম অসত্ত্বেও কর্ম্মযুক্ত বলিয়া আপনাকে বোধ করে, সেই ব্যক্তিই মনুষ্যের মধ্যে ধীমান্, যোগী ও কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানকর্ত্তা। যাঁহার কর্ম্ম-সমূহ কামনাশূন্য, বুধগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন; তাঁহার কর্ম্ম সকল জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হয়। যিনি কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ করত নিরাশ্রয় হইয়া সদা প্রীত থাকেন, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র কর্ম্ম করা হয় না। যাঁহার চিত্ত ও দেহ বিশুদ্ধ, যিনি কামনা ও সর্ব্ব প্রকার বিষয়পরিগ্রহ ত্যাগ করেন, তিনি কেবল শরীর দ্বারাই কর্ম্মানুষ্ঠান করি-

য়াও পাপভাগী হন না। যে ব্যক্তি যদৃচ্ছালাভে পরিতৃপ্ত, শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, শক্রবিহীন এবং যাঁহার সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে সমান জ্ঞান, তিনি স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়াও সংসারে বদ্ধ হন না। যিনি রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়াছেন, যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান কবিতেছে, তিনি যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, তাঁহার কর্ম্ম সকল বিলীন হইয়া যায়। স্রুক্ স্রুবাদি পাত্রসমূহ ব্রহ্ম, হবনীয় ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অনল ব্রহ্ম ও হোতাও ব্রহ্ম; তাদৃশ কর্ম্মরূপ ব্রহ্মতে যাঁহার চিত্তের একাগ্রতা থাকে, তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। কতকগুলি যোগী সর্ব্ব প্রকার দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কোন কোন যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে, কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমরূপ অনলে, কেহ বা শব্দাদি বিষয় সকল ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে হোম কবিয়া থাকেন। কেহ কেহ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও প্রাণবায়ুর কর্ম্মসমূহ ধ্যেয় বিষয় দ্বারা প্রজ্বলিত আত্মধ্যানরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। কোন কোন ব্রতধারী যতিগণ দ্রব্যদান, কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণাদি তপস্যারূপ যজ্ঞ, চিত্তবৃত্তি নিবারণ দ্বারা সমাধিরূপ যজ্ঞ, বেদাধ্যয়নরূপ যজ্ঞ, বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, এই কয়েকটী যজ্ঞ করিয়া থাকেন। কোন প্রযত্নশীল তীক্ষ্ণব্রতী অপান বায়ুতে প্রাণবায়ুকে হোম করিয়া পূরক, অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে হোম করিয়া রেচক এবং প্রাণ ও অপানের গতিরোধ করিয়া কুম্ভকরূপ প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। আর কেহ বা নিয়তাহারী হইয়া প্রাণেন্দ্রিয় সমুদায়কে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞ দ্বারা পাপক্ষয় করেন। তাঁহারা যজ্ঞসম্পাদন করত যজ্ঞ শেষরূপ অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। হে কুরুসত্তম! যজ্ঞহীন ব্যক্তির এই অল্প সুখবিশিষ্ট মনুষ্যলোকই থাকে না; সুতরাং তাহাদিগের স্বর্গাদি সুখসম্ভাবনা কোথায়? এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বেদে বিস্তারিত হইয়াছে। ইহা সমস্তই কর্ম্ম সমুৎপন্ন; আত্মার সহিত কোন সংসর্গ নাই। তুমি ইহা জ্ঞাত হইয়া মুক্তিলাভ কর। হে পরন্তপ পার্থ! দ্রব্যময় দৈবাদি যজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ; কারণ, ফলের সহিত সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে।

হে অর্জ্জুন! তুমি তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদিগের সমীপে গমন করত প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবা করিয়া জ্ঞানশিক্ষা কর। তাঁহারা তোমার ভক্তিতে অনুকূল হইয়া জ্ঞানোপদেশ দিবেন। হে পাণ্ডব! জ্ঞান লাভ করিলে, তোমায় আর মুগ্ধ হইতে হইবে না; তুমি আপনাতে সমস্ত ভূতগণকে

অভিন্ন দেখিয়া, অবশেষে পরমাত্মাতে আত্মাকে অভেদ দেখিবে। যদি তুমি সর্ব্বপাপকারী অপেক্ষা অধিক পাপী হও, তথাপি সেই জ্ঞানরূপ পোত দ্বারা পাপার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইবে। প্রজ্বলিত অনল যেরূপ কাষ্ঠ সমূহ দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি কর্ম্ম সকল ভস্মীভূত করিয়া থাকে। ইহ সংসারে জ্ঞানসদৃশ পবিত্রকর বস্তু আর কিছুই নাই। মোক্ষার্থী ব্যক্তি কর্ম্মযোগে সিদ্ধি লাভ করিয়া আপনা হইতেই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন। যিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে গুরুজনের আজ্ঞাবহ ও শুশ্রূষারত হন, তিনিই জ্ঞান লাভ করিয়া অবিলম্বেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু জ্ঞান ও শ্রদ্ধাশূন্য সংশয়চিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মা ব্যক্তির ইহ কাল ও পরকাল কিছুই নাই এবং সুখও নাই। যাঁহার যোগ দ্বারা কর্ম্ম সমূহ ঈশ্বরে অর্পিত হইয়াছে এবং জ্ঞান দ্বারা সকল সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহাকে কর্ম্ম সকল বদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব আত্মজ্ঞানস্বরূপ খড়্গ দ্বারা অজ্ঞানোদ্ভূত হৃদয়স্থ সংশয়চ্ছেদ করিয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর এবং উত্থিত হও।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়। ২৯।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্মসংন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই কহিতেছ; কিন্তু তন্মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তাহা অবধারিত করিয়া বল।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয় দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়; কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগই প্রধান। দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তিই নিত্য সন্ন্যাসী; যেহেতু তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব ব্যক্তিরাই সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। মূঢ়েরা সন্ন্যাস ও যোগের পৃথক্ পৃথক্ ফল বলিয়া থাকে; জ্ঞানীরা এরূপ বলেন না। যে ব্যক্তি সন্ন্যাস ও যোগ ইহাদের মধ্যে একটিমাত্র বিশেষরূপে অনুষ্ঠান করেন, তিনি উভয়েরই প্রকৃত ফলভোগ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদিগের প্রাপ্য মোক্ষপদ কর্ম্মযোগীরাও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি সন্ন্যাস ও যোগ উভয়ই একভাবে দর্শন করেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী; কিন্তু কর্ম্মযোগশূন্য সন্ন্যাস দুঃখ প্রাপ্তির কারণ। কর্ম্মযোগী ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া অচিরাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি যোগী হইয়া বিশুদ্ধাত্মা, যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন এবং যিনি আপনার আত্মাকে সর্ব্বভূতের আত্মার ন্যায় জ্ঞান করেন, তিনি

সংসার নির্ব্বাহার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। তত্ত্বদর্শী কর্ম্মযোগী অবলোকন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ, অশন, গমন, শয়ন, বাক্যালাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও মনে করেন, আমি কিছুমাত্র করি না; ইন্দ্রিয়গণই আপন আপন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। যিনি আসক্তিশূন্য হইয়া ব্রহ্মে কর্ম্মফল সমর্পণ করত কর্ম্ম সংসাধন করেন, জল যেরূপ কমলপত্রে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ পাপ তাঁহাতে লিপ্ত হইতে পারে না। কর্ম্মযোগিগণ আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনের শুদ্ধিজন্য কায়, মন, বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করেন; কিন্তু ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষ হইয়া কামনাবশতঃ বদ্ধ হইয়া থাকে। দেহিগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিয়া মনে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বারযুক্ত দেহপুরে সুখে বাস করেন। তিনি কর্ম্মে আপনাকে অথবা অন্যকে প্রবৃত্ত করেন না। লোককর্ত্তা ঈশ্বর জীব সকলের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম সকল সৃষ্টি করেন না এবং কাহাকেও কর্ম্মের ফলভাগী করেন না; অবিদ্যা প্রকৃতিই জীবকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ঈশ্বর কাহারও পাপ ও পুণ্যের গ্রাহক নহেন; জীবগণ জ্ঞানাজ্ঞানে আবৃত হইয়া মোহ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে। যাঁহাদের জ্ঞান আপনার অজ্ঞানতাকে বিনষ্ট করে, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান হয়। যাঁহাদের ঈশ্বরেই অচলা বুদ্ধি, আত্মা, নিষ্ঠা ও তিনিই যাঁহাদের পরম আশ্রয়, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা পাপশূন্য হইয়া মুক্তি লাভ করেন।

বুধগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, করী, কুক্কুর ও চাণ্ডালকে সমভাবে দর্শন করেন। এইরূপ যাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বত্র তুল্যভাবে অবস্থান করে, তাঁহারা জীবিত থাকিয়াই সংসার হইতে মুক্ত হন। সমদর্শী ব্যক্তিগণও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন; কারণ নির্দ্দোষ ব্রহ্ম সর্ব্ব স্থানেই সমভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে অবগত হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তিনি প্রিয়াপ্রিয় বস্তু লাভে হর্ষোদ্বেগ প্রকাশ করেন না; কারণ, তিনি মোহ পরিত্যাগ করিয়া স্থিরবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হন না, তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা শান্তিসুখ অনুভব করে ও তিনি অবশেষে ব্রহ্মে সমাধি করিয়া অস্খলিত সুখ ভোগে সমর্থ হন। পণ্ডিতগণ বিষয়োদ্ভূত সুখ সমূহে আসক্ত হন না; কারণ ঐ সকল সুখ দুঃখের কারণ ও বিনশ্বর। যিনি ইহ লোকে জীবিতাবস্থায় কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী ও সুখী। যাঁহার আত্মাতেই সুখ,

আরাম ও দৃষ্টি, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী ব্রহ্মে লীন হন। যাঁহারা পাপ নাশ, সংশয় ছেদন, চিত্ত বশীভূত ও সকলের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন, সেই তত্ত্বদর্শীরাই মুক্তিলাভ করেন। যে সকল সন্ন্যাসী চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন, কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত এবং আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহকাল ও পরকাল উভয়েই মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যে মোক্ষপরায়ণ মুনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে নিগৃহীত করিয়া, ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধকে দূরীভূত করিয়াছেন এবং যিনি চিত্ত হইতে বাহ্য বিষয় বহিষ্কৃত, নেত্রযুগল ভ্রূদ্বয়ের অন্তরে স্থাপিত, নাসিকাভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান বৃত্তিকে তুল্যভাবাপন্ন করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। সর্ব্ব লোক আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা এবং সর্ব্বভূতের মহেশ্বর ও সুহৃদ্ জ্ঞান করিয়া শান্তিলাভ করেন।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩০।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যিনি কর্ম্মফলনিরপেক্ষ হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী; তাঁহাকে কখন নিরগ্নি বা ক্রিয়াশূন্য বলা যাইতে পারে না। পণ্ডিতগণ কর্ম্মফল-ত্যাগরূপ সন্ন্যাসকে যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব কর্ম্মফলকামনা-শীল ব্যক্তি কখন যোগী হইতে পারে না। জ্ঞানযোগারোহণেচ্ছু ব্যক্তির কর্ম্মই কেবল তাহার কারণ, এবং জ্ঞানযোগারূঢ় হইলে সমস্ত কর্ম্মেরই নিবৃত্তিই জ্ঞানপরিপাকের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যিনি আস-ক্তির মূলীভূত বিষয়ভোগ ও সঙ্কল্পের পরিত্যাগী হইয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় বা তৎসাধনে আসক্তি প্রকাশ না করেন, তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যাইতে পারে। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু; অতএব আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে; অবসন্ন করিবে না। যে আত্মা আত্মাকে জয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল আত্ম বশীভূত করিয়াছে, তাদৃশ আত্মার আত্মাই বন্ধু; আর যে আত্মার ইন্দ্রিয় বশীভূত নহে, সেই আত্মাই আত্মার শত্রুর ন্যায় অপকারী হয়। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান ও অপমান উপস্থিত হইলে কেবল জিতাত্মা প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তির আত্মাই সাক্ষাৎ আত্মভাব অবলম্বন করে। যাহার অন্তঃকরণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তিনি, নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়; যাঁহার লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চনে সমজ্ঞান হয়, তাদৃশ যোগীই যোগারূঢ় বলিয়া বিখ্যাত হন। যিনি সুহৃদ, মিত্র,

শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও অসাধু সকল ব্যক্তিকেই তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট হন। যোগারূঢ় ব্যক্তি নিঃসঙ্গ, সংযতচিত্ত ও সংযতদেহ হইয়া নিরন্তর একান্তে অবস্থিতি করিয়া আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তকে সমাধান করিবেন। তিনি অনতিউচ্চ ও অনতিনীচ কুশোপরি অজিন স্থাপন ও তদুপরি বস্ত্রাস্তরণ করিয়া অচঞ্চল আসন করিবেন এবং তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক চিত্তের একাগ্রতাসহকারে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া সংযমন পূর্ব্বক চিত্তবিশুদ্ধি নিমিত্ত যোগানুষ্ঠান করিবেন। সেই বীতভয় ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত প্রশান্ত চিত্ত যোগীর মন স্ববৃত্তি হইতে উপসংহৃত হইবে এবং তাঁহার দেহের মধ্যভাগ, মস্তক, গ্রীবা অবক্র ও অচলভাবে ধৃত হইবেক; তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক নসাগ্রভাগ অবলোকন এবং অহংপবায়ণে সমাহিত হইয়া আসনে উপবেশন করিবেন। যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা উক্তপ্রকারে সংযতচিত্ত হইয়া আত্মাকে সমাহিত করিলে নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সাধনভূত মৎস্বরূপে অবস্থিতিরূপ শান্তি লাভ করিবেন। হে পাণ্ডুনন্দন! এই যোগানুষ্ঠানে বহুভোজী বা অভোজী, অতিনিদ্রাশীল কিম্বা অতি জাগরণশীল ব্যক্তির ক্ষমতা নাই। যিনি আহার, গতি, কার্য্য, চেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিতরূপে করেন, তিনি এই সংসারক্ষয়কর যোগ লাভ করিতে পারেন। যখন বাহ্য চিন্তানিরুদ্ধ হইয়া সাধকের চিত্ত আত্মাতে সংলগ্ন হয়, তখন সেই সর্ব্বকামনিস্পৃহ সাধক যোগী বলিয়া কথিত হন। চিত্তপ্রক্রিয়াদর্শী যোগজ্ঞ ব্যক্তিগণ যোগীদের চিত্তের দৃষ্টান্ত এই প্রকার কহিয়াছেন যে, যেরূপ বায়ুবিহীন স্থানে দীপ অকম্পিত থাকে, তদ্রূপ যোগাভ্যাসী সংযতচিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্তও অকম্পিত হইয়া থাকে। যে অবস্থায় জ্ঞানীর অন্তঃকরণ কোন বিষয়ে প্রস্ফুরিত না হইয়া, সর্ব্বথা উপরত হয়, সে অবস্থায় জ্ঞানী পুরুষ সমাধিশুদ্ধ হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মারে উপলব্ধি করিয়া স্বীয় আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যে অবস্থায় বিষয়েন্দ্রিয়ের অতীত ও আত্মরূপ বুদ্ধির বিষয়ীভূত নিত্য সুখ অনুভব করত আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত না হন, যে অবস্থায় শীতোষ্ণাদি দুঃখ সমুদায় অভিভূত করিতে পারে না এবং যে অবস্থায় দুঃখের লেশমাত্রও নাই, সেই অবস্থার নাম যোগ। সংকল্পজনিত কামনা ও সমুদায় কাম্য বস্তু পরিহার পূর্ব্বক বিষয়দোষদর্শী অন্তঃকরণ দ্বারা সর্ব্বত্র বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করত প্রযত্নাতিশয়সহকারে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশসম্ভূত নিশ্চয়বলে যোগ অভ্যাস করিবে। স্থিরবুদ্ধি দ্বারা

অন্তঃকরণকে আত্মসমাহিত করিয়া, ক্রমে ক্রমে উপরত হইবে; অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। অন্তঃকরণ চঞ্চল হইলে, তাঁহাকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া, আত্মাতে সমাহিত করিবে। তদ্দ্বারা রজোগুণ তিরোহিত, চিত্ত প্রশান্ত ও সংসারদোষ বিনষ্ট হইয়া, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিনিবন্ধন নিরতিশয় সুখ লাভ হইয়া থাকে। যোগী ব্যক্তি এইরূপ চিত্তবশীকরণ দ্বারা বীতপাপ হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অনুপম সুখ অনুভব করেন এবং যোগসমাহিতচিত্তে সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া, আত্মারে সর্ব্বভূতময় ও সর্ব্বভূত আত্মময় অবলোকন করেন। হে অর্জ্জুন! আমিই সকলের আত্মা. যে ব্যক্তি আমারে সর্ব্বত্র এবং সমুদায় বস্তু আমাতে অবলোকন করে, আমি যেরূপ তাহার অদৃশ্য হই না, সেইরূপ সেও আমার দর্শনবহির্ভূত হয় না। যে অদ্বৈতবাদী যোগী পুরুষ আমারে সর্ব্বভূত অনুপ্রবিষ্ট ভাবিয়া উপাসনা করেন, তিনি আমাতেই লীন হন। যিনি সর্ব্বভূতের সুখ দুঃখ আপনার সুখ দুঃখের ন্যায় অবলোকন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ চঞ্চল, দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভকর, দুর্জ্জয় ও দুর্ভেদ্য; যেরূপ বায়ুকে কুম্ভমধ্যে নিরুদ্ধ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ মনকেও নিগৃহীত করা কঠিন।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! চঞ্চল মন সহজে নিগৃহীত হইবার নহে; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহারে সংযত করিতে হয়। অসংযতচিত্ত ব্যক্তি অনায়াসে যোগলাভ করিতে পারে না; কিন্তু যে ব্যক্তি যত্নসহকারে অন্তঃকরণ সংযত করিয়াছে, সে যথোক্ত উপায়ে যোগলাভে সমর্থ হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যিনি শ্রদ্ধাবান্, কিন্তু অযত্নশীল ও যোগভ্রষ্টচিত্ত, তিনি যোগসিদ্ধিলাভে অসমর্থ হইয়া কি রূপ গতিলাভ করেন? কর্ম্মফল ও কর্ম্মানুষ্ঠানবিবর্জ্জিত ব্যক্তি কি ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হন না? হে মধুসূদন! তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই আমার সংশয়চ্ছেদনে সমর্থ নহেন; অতএব তুমিই আমার সন্দেহ নিরসন কর।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! শুভানুষ্ঠাননিরত হইলে, কখনই দুর্গতি লাভ হয় না; অতএব ঐরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোকে পতিত বা পরলোকে নরকগ্রস্ত হন না। প্রত্যুত, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞপ্রভৃতি শুভানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের উপভোগ্য স্বর্গলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় বহুশত বৎসর যাপন করত পরিশেষে সদাচারপরায়ণ ধনাঢ্যদিগের ভবনে বা বুদ্ধিমান্ যোগীদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যোগীদিগের কুলে জন্মলাভ নিতান্ত দুর্লভ।

হে ভারত! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই জন্মে পূর্ব্বদেহজনিত বুদ্ধিলাভ কই মুক্তি লাভবিষয়ে পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিকতর যত্নপরায়ণ হন। তিনি বিবশতঃ অনিচ্ছু হইলেও পূর্ব্বদেহকৃত অভ্যাস তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। তখন তিনি যোগজিজ্ঞাসু হইয়া, বেদোক্ত কর্ম্মফলাপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত হন। ফলতঃ নিষ্পাপ যোগী অনেক যত্নে বহু জন্মে সিদ্ধিলাভ করত পরিণামে পরম গতি প্রাপ্ত হন। হে অর্জ্জুন! আমার মতে যোগী পুরুষ তপস্বী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমিও যোগী হও। যিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, মদগতহৃদয়ে আমারে ভজনা করেন, তিনিই সমুদায় যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩১।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রতি আসক্ত ও আমার শরণাপন্ন হইয়া, যোগাভ্যাস পূর্ব্বক যাহাতে আমারে সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি তোমারে যে বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান বলিতেছি, ইহা অবগত হইলে, তোমার অন্য জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকিবে না। সহস্রের মধ্যে কেহ সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করে এবং সহস্র যত্নশীলের মধ্যে কেহ আমারে প্রকৃতরূপে অবগত হয়। ভূমি, জল, অনল, অনিল, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টরূপে আমার প্রকৃতি বিভক্ত হইয়াছে। এই প্রকৃতি নিকৃষ্ট; ইহা ভিন্ন জীবস্বরূপ অপর এক উৎকৃষ্ট প্রকৃতি আছে। তদ্দ্বারাই এই বিশ্বসংসার পরিচালিত হইতেছে। এই দুই প্রকৃতিই স্থাবর জঙ্গম ও সমুদায়ের কারণ, তন্মধ্যে প্রথমোল্লিখিত প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে; শেষোক্ত আমার অংশে সমুৎপন্ন এবং ভোক্তারূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া স্থাবরজঙ্গমময় ভূত-পরম্পরা ধারণ করে। হে অর্জ্জুন! এই উভয় প্রকৃতিই আমার কার্য্য; অতএব আমিই সমুদায় বিশ্বের চরম কারণ ও সংহর্ত্তা; আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ আমার কিছুই নাই। সূত্রগ্রথিত মণির ন্যায় সমুদায় জগৎ আমাতে গ্রথিত রহিয়াছে। হে কৌন্তেয়! আমি জলমধ্যে রস, আমি চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা, আমি বেদমধ্যে প্রণব, আমি আকাশমধ্যে শব্দ, আমি পুরুষের পৌরুষ, আমি পৃথিবীতে অবিকারী গন্ধ, আমি অগ্নিতে তেজ, আমি সর্ব্বভূতের জীবন ও অক্ষয় বীজস্বরূপ। হে ভারত! আমি তপস্বী-

অস্তঃ্রর তপ, বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ, বলবান্‌দিগের কিঞ্চিৎরাগবর্জ্জিত বল এবং প্রাণীদিগের ধর্ম্মানুগত কাম। কি সাত্ত্বিক, কি রাজসিক, কি তামসিক সমুদায় ভাবই আমা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং আমারই অধীন প্রাণিগণ এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবপ্রভাবে বিমোহিত হওয়াতে আমারে জানিতে পারে না। যে হেতু, আমি ঐ ত্রিবিধ গুণের বহির্ভূত ও নিয়ন্তা এবং তন্নিবন্ধন বিকারসম্পর্কপরিশূন্য। আমার এই মায়াশক্তি লোকগতিতে গুণশালিনী এবং নিতান্ত দুরবগাহা। আমার অনুগত ভক্ত ব্যতিরেকে আর কেহই উহা নির্ণয় করিতে পারে না। যাহারা পাপাত্মা ও বিবেকবিহীন, যাহাদের শাস্ত্র ও গুরূপদেশজনিত জ্ঞান মায়াপ্রভাবে নিরস্ত হয় এবং তন্নিবন্ধন যাহারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও নির্দ্দয়তা প্রভৃতি আসুরিক ভাবের বশীভূত হইয়া থাকে, তাহারা কখন আমার উপাসনা করে না। আর্ত্ত, আত্মজ্ঞানাভিলাষী, ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসাধন অর্থলাভে সমুৎসুক এবং আত্মজ্ঞানী এই চারি ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মে কৃতপুণ্য হইলে, আমাকে উপাসনা করে। তন্মধ্যে অতিমাত্র ভক্তি ও নিত্য যোগসম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। আমি যেরূপ জ্ঞানবানের প্রিয়, সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষ আমার প্রীতিভাজন। উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু আমার মতে জ্ঞানীই আত্মাস্বরূপ; তিনি মদেকচিত্ত হইয়া, আমারেই একমাত্র অনুত্তম গতিস্বরূপ অবলম্বন করেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বহু জন্মের পর 'বাসুদেবই এই চরাচর জগৎ' এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক আমারে প্রাপ্ত হন; কিন্তু তাদৃশ মহাত্মা নিতান্ত দুর্লভ। যাহারা পুত্র, কীর্ত্তি ও শত্রুজয়াদি বাসনা প্রভাবে বিবেকবিহীন ও স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া, উপবাসাদি নিয়মে আমা ব্যতিরেকে অন্যান্য দেবতার উপাসনা করে, তাহাদের মধ্যে যে ভক্ত যে দেবতারূপ আমার অর্চ্চনা করে, আমি অন্তর্যামী থাকিয়া তাহার তত্তৎদেবতাবিষয়িণী শ্রদ্ধা দৃঢ়ীভূত করি। সে উল্লিখিত শ্রদ্ধাসহকারে সেই সেই দেবতার আরাধনা করিয়া, মৎপ্রদত্ত কাম্য বিষয় সকল উপভোগ করে; কিন্তু সেই সকল অল্পবুদ্ধিদিগের লব্ধফল ক্ষয় হইয়া যায়। দেবযাজকগণ নশ্বর দেবলোক প্রাপ্ত হয়। আমার ভক্তগণ আমারেই লাভ করে, আমি অব্যক্ত ও প্রপঞ্চের অতীত; কিন্তু অনভিজ্ঞগণ আমার নিত্য ও শুদ্ধ স্বরূপ অবগত না হইয়া, আমারে মনুষ্য, মৎস্য ও কূর্ম্মাদিরূপে কল্পনা করে। আমি যোগমায়াপ্রভাবে সর্ব্বদা আচ্ছন্ন, কখনই প্রকাশমান হই না। এই জন্যই লোকে আমার স্বরূপ জ্ঞানে

বিমূঢ় হইয়া, আমারে জানিতে পারে না। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান স্থাবর বা জঙ্গম কিছুই আমার অবিদিত নাই; কিন্তু কেহই আমারে অবগত নহে। প্রাণিগণ জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থিত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বনিবন্ধন মোহে অভিভূত হয়; কিন্তু যে সকল পুণ্যবান্‌দিগের পাপ বিনষ্ট ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বমোহ অপগত হইয়াছে, সেই সমস্ত দৃঢ়ব্রত মহাত্মারাই আমার আরাধনা করেন। যাঁহারা আমাবে আশ্রয় পূর্ব্বক সমাহিতহৃদয়ে জরা মরণ হইতে মুক্তির নিমিত্ত যত্নপরায়ণ হন, তাঁহারা নিখিল অধ্যাত্ম ও কর্ম্মসমবেত পরব্রহ্মকে অবগত হন। যাঁহারা অধিদৈব, অধিযজ্ঞ ও অধিভূতের সহিত আমারে অবগত হইয়াছে, তাহারা মৃত্যুকালেও আমারে বিস্মৃত হয় না।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩২।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত ও অধিদৈব কাহাকে বলে? অধিযজ্ঞই বা কি? সেই অধিযজ্ঞ এই শরীরে কিরূপে অধিষ্ঠান করিতেছে? নিয়তচিত্ত ব্যক্তিগণ চরম সময়ে কিরূপে তোমারে অবগত হন?

ভগবান্ কহিলেন, যিনি পরম ও অক্ষয়, তিনিই ব্রহ্ম। সেই পরব্রহ্মের অংশস্বরূপ যে জীব এই দেহ অধিকার করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অধ্যাত্ম কহে। যদ্দ্বারা প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় এবং যাহা দেবোদ্দেশে বিহিত হইয়া থাকে, সেই দ্রব্য ত্যাগরূপ যজ্ঞাদির নাম কর্ম্ম। প্রাণিগণের অধিষ্ঠিত এই নশ্বর দেহাদিকে অধিভূত কহে। যিনি সর্ব্বভূতের ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক, সর্ব্বদেবতার অধীশ্বর এবং হিরণ্যগর্ভনামে বিখ্যাত, তিনিই অধিদৈবত আর আমাকেই অধিযজ্ঞ বলে। যেহেতু, আমি সমুদায় যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ও তাহার ফলদাতারূপে এই দেহে বিরাজমান হইয়া থাকি। আমি অন্তর্যামী ও পরমেশ্বর; লোকে চরম সময়ে আমারে স্মরণ করত কলেবর পরিহার পূর্ব্বক উত্তরায়ণ পথে গমন করিলে, আমার স্বরূপলাভে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।

হে অর্জ্জুন! অন্তকালে পূর্ব্ব বাসনাই স্মরণের হেতু হয় এবং বিবশ হইয়া পড়িলে স্মরণের সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্য লোকে চরম সময়ে যে যে বস্তু স্মরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করে, সেই সেই বস্তুরই স্বরূপ

প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি আমারেই স্মরণ কর। চিত্তশুদ্ধি না হইলে, স্মরণকার্য্য সম্পন্ন হয় না। অতএব যুদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিয়া অন্তঃকরণ পবিত্র কর। এইরূপে আমার প্রতি আত্মা, মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে, আমারে প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। হে পার্থ! যিনি অভ্যাস ও বিষয়াস্তরবিরত অন্তকরণ দ্বারা প্রকাশাত্মা পরম পুরুষকে চিন্তা করেন, তিনি তাঁহাতেই লীন হন। সেই পরম পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, সকলের নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, সকলের বিধাতা, বুদ্ধি ও মনের অগোচর, দিনকরের ন্যায় প্রকাশশীল এবং অজ্ঞানরূপ মোহতিমিরের ক্ষণধিগম্য। যিনি চরম সময়ে অপ্রমত্ত ও ভক্তিসম্পন্ন হইয়া, যোগবলে প্রাণবায়ু ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে সংস্থাপন করত বিক্ষেপশূন্যহৃদয়ে ধ্যানপরায়ণ হন, তিনি সেই পরমেশ্বরকে লাভ করেন।

হে অর্জ্জুন! যিনি বেদবিদ্‌গণের মতে অক্ষয় ও বীতরাগ, যত্নশীল ব্যক্তিরা যাহাতে অভিনিবিষ্ট হন এবং অনেকে যাঁহাকে অবগত হইবার নিমিত্ত গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়া থাকেন, যে উপায়ে তাঁহারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি চক্ষুঃপ্রভৃতি সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বাররুদ্ধ, অন্তঃকরণ হৃদয়ে সমাহিত ও প্রাণবায়ু ভ্রূদ্বয়মধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক যোগ ধারণা সহকারে একাক্ষরসম্পন্ন প্রণব উচ্চারণ ও তৎপ্রতিপাদ্য আমারে স্মরণ পূর্ব্বক কলেবর পরিহার করেন, তিনি উত্তম গতি প্রাপ্ত হন। যিনি প্রতিদিন নিরন্তর অনন্যহৃদয়ে আমারে স্মরণ করেন, আমি তাঁহার অনায়াসলভ্য হইয়া থাকি। সেই মহাপুরুষ আমারে প্রাপ্ত হইলে, মোক্ষ লাভানন্তর পুনর্ব্বার দুঃখনিলয়ভূত বিনশ্বর জন্ম লাভ করেন না। হে পার্থ! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদায় লোকই বিনাশশীল; জন্মগ্রহণ করিলেই পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়; কিন্তু আমারে প্রাপ্ত হইলে, কখন জন্মান্তর লাভ হয় না।

মনুষ্যলোকের এক বৎসরে দেবলোকের এক অহোরাত্র; ঐরূপ অহোরাত্রের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চতুর্যুগ; ঐরূপ দ্বিসহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন ও এক রাত্রসম্পন্ন হয়। আর এইরূপ অহোরাত্রের এক শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অহোরাত্রবিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপে ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি নির্ণয় করেন। ব্রহ্মার ঐরূপ দিবসাগমে স্থাবরজঙ্গমাত্মকভূত সকল কারণরূপ অব্যক্ত হইতে প্রাদুর্ভূত হয় এবং রাত্রি সমাগমে সেই কারণাত্মাতেই লীন হইয়া থাকে। অনন্তর পুনর্ব্বার দিবস প্রাপ্ত হইলে, প্রাক্তন কর্ম্মের বশীভূত হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে।

সেই চরাচরের কারণভূত অব্যক্ত অপেক্ষাও অব্যক্ত যে অপর একটি অতীন্দ্রিয় চিরন্তন ভাব আছে, তাহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না। পণ্ডিতগণ সেই জনন ও মরণশূন্য অব্যক্তকে পরম পুরুষার্থ ও গম্যস্বরূপ নির্দ্দেশ করেন। সেই পরম ধর্ম্মই আমার স্বরূপ; উঁহা প্রাপ্ত হইলে, পুনর্জ্জন্ম হয় না। হে পার্থ! যিনি সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠানরূপে এই চরাচর বিশ্বে পরিব্যাপ্ত আছেন, আমিই সেই পরম পুরুষ। ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারাই আমারে লাভ করিতে পারে। যোগিগণ যে কালে গমন করিলে, আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হন, এক্ষণে সেই কাল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যেস্থানে দিবস শুক্লবর্ণ ও অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং ছয় মাস উত্তরায়ণ, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তথায় গমন করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন; যেস্থানে রাত্রি ধূম ও কৃষ্ণবর্ণ এবং ছয়মাস দক্ষিণায়ন, তথায় গমন করিলে, কর্ম্মযোগী পুরুষ ইন্দ্রপ্রভ স্বর্গ লাভ করিয়া নিবৃত্ত হন। এইরূপে জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই সনাতন গতি নিরূপিত হইয়াছে। ইহার একতরে গমন করিলে অনাবৃত্তি ও অন্যতরে গমন করিলে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। হে পার্থ! এই দুই গতি অবগত আছেন বলিয়াই কোন যোগীই বিমুগ্ধ হন না। অতএব তুমি সর্ব্বদা যোগযুক্ত হও। অধিক কি, যোগী পুরুষ এই জ্ঞান-প্রভাবে বেদ, যজ্ঞ, তপ ও দাননির্দ্দিষ্ট সমুদায় পুণ্যফল অতিক্রম পূর্ব্বক সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

—*—

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৩।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! তুমি অসূয়াশূন্য; অতএব তোমারে বিজ্ঞানসমন্বিত গুহ্যতম জ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা অবগত হইলে, অমঙ্গল হইতে বিমুক্ত হইবে; ইহা সমুদায় বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, গুহ্য হইতেও গুহ্যতম, পরম পবিত্র, ধর্ম্মসঙ্গত ও অবিনশ্বর। হে পরন্তপ! যাহারা এই ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করে, তাহারা আমারে প্রাপ্ত না হইয়া, মৃত্যু ও সংসার-মার্গে বিচরণ করে। আমি আত্মরূপে সমুদায় বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছি; সমুদায় ভূত আমাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; কিন্তু কেহই আমার অধিষ্ঠান নহে। হে পার্থ! আমার ঐশী শক্তি অবলোকন কর; আমি নির্লিপ্ত বলিয়া কোন ভূতই আমাতে অবস্থিত নহে। আমি সকলকে ধারণ করিতেছি; কিন্তু কিছুতেই অধিষ্ঠিত নাই। আমার আত্মাই সমু

দায় ভূত সৃষ্টি করিতেছে। বায়ু যেরূপ সর্ব্বত্রগ হইলেও আকাশে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ সমুদায় প্রাণী প্রতিনিয়ত আমাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে কৌন্তেয়! ভূতগণ প্রলয়কালে আমার অধিষ্ঠিত প্রকৃতিতে লীন হয় এবং কল্পপ্রারম্ভে আমি পুনরায় তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। এইরূপে আমি স্বীয় প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া, প্রকৃতির বশতানিবন্ধন নিতান্ত অবশ প্রাণীদিগকে পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিতেছি। কিন্তু আমি যাবতীয় কর্ম্মে নির্লিপ্ত হইয়া, উদাসীনভাবে অবস্থিত আছি; অতএব কদাচ সৃষ্টিপ্রভৃতি কার্য্যের বিষয়ীভূত হই না। আমি অবিকৃত জ্ঞান স্বরূপ; আমার অধিষ্ঠানপ্রভাবে প্রকৃতি সমুদায় জগৎ প্রসব করিতেছে এবং এই বিশ্বসংসার পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। যাহাদের আশা, কর্ম্ম ও জ্ঞান বিফল, অন্তঃকরণ বিবেকলেশশূন্য এবং যাহারা রাক্ষসী, আসুরী ও মোহিনী প্রকৃতির বশীভূত, তাহারাই আমার সর্ব্বভূত মহেশ্বররূপ পরমতত্ত্ব অবগত না হইয়া, আমি মানুষদেহ ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমারে অবজ্ঞা করে। কিন্তু মহাত্মাগণ দৈবী প্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক আমারে সকল ভূতের আদি ও অব্যয়রূপে অবগত হইয়া, অনন্যহৃদয়ে আরাধনা করেন। সর্ব্বদা দৃঢ়ব্রত ও সংযত হইয়া, আমার নাম কীর্ত্তন এবং নিরন্তর ভক্তিসহকারে আমারে নমস্কার ও উপাসনা করিয়া থাকেন। আর কেহ তত্ত্ব জ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ অভেদ ভাবনা, কেহ পৃথক্ কল্পনা দ্বারা, কেহ বা সর্ব্বাত্মক ভাবিয়া রুদ্রাদি নানারূপে আমার আরাধনা করে। হে পার্থ! আমি যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, আজ্য, অগ্নি ও হোমস্বরূপ। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ; আমি বেদ্য, পবিত্র, ওঙ্কার, ঋক্, সাম ও যজু; আমি গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, প্রভাব,প্রলয়, নিধান ও লয় স্থান এবং অক্ষয়-বীজ; আমি তাপ প্রদান এবং বারি বর্ষণ ও আকর্ষণ করিতেছি; আমিই অমৃত, মৃত্যু, সৎ ও অসৎ। ত্রিবেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠায়ী সোম-পায়ী বিগতপাপ মহাত্মাগণ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক আমারে উপাসনা করিয়া, স্বর্গ প্রাপ্তির অভিলাষ করেন; পরে তাঁহারা পরম পবিত্র স্বর্গলোকে উপনীত হইয়া, উৎকৃষ্ট দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। অনন্তর স্বর্গলোক ভোগ করিয়া, পুণ্যক্ষয় হইলে, পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন। এইরূপে তাঁহারা ভোগসমুৎসুক ও বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া, পুনঃপুনঃ গমনাগমন করেন। যাহারা অনন্যহৃদয়ে আমারে চিন্তা ও উপাসনা করে, আমি সেই সকল নিত্যভক্তিযুক্ত ব্যক্তি-

দিগকে যোগক্ষেম প্রদান করি। যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পবিত্র-হৃদয়ে দেবতান্তরের ভজনা করে, তাহারা অবিধি পূর্ব্বক আমারেই উপাসনা করিয়া থাকে। আমিই সমুদায় যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু; কিন্তু তাহারা তত্ত্বতঃ আমারে অবগত নহে; এই জন্যই স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। দেবব্রতানুরক্ত ব্যক্তিরা দেবগণ, পিতৃব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পিতৃগণ, ভূতযাজী ব্যক্তিরা ভূতগণ এবং আমার উপাসকগণ আমারেই প্রাপ্ত হয়। যে ভক্তি পূর্ব্বক আমারে ফল, পুষ্প, পত্র ও জল প্রদান করে, আমি সেই প্রযতচিত্ত ব্যক্তির সেই ভক্তিপ্রদত্ত বস্তু সমুদায় ভক্ষণ করিয়া থাকি। হে পার্থ! তুমি যাহা অনুষ্ঠান, যাহা ভক্ষণ, যাহা দান, যাহা হোম ও যেরূপ তপোনুষ্ঠান কর, সমুদায় আমাতে সমর্পণ করিও। তাহা হইলে কর্ম্মনিবন্ধন শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত এবং সন্ন্যাসযোগযুক্ত হৃদয়ে মুক্তি লাভ পূর্ব্বক চরমে আমারে প্রাপ্ত হইবে। আমি সর্ব্বভূতে সমভাবে অধিষ্ঠান করি; কেহ আমার মিত্র বা কেহ আমার শত্রু নাই। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে, তাহারা আমাতেই অধিষ্ঠিত হয় এবং আমিও সেই সকল ভক্তগণে অবস্থান করি। নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিও দেবতান্তর পরিহার পূর্ব্বক আমারে উপাসনা করিলে, তাহারে সাধু বলিয়া গণনা করিতে হয়। যেহেতু তাহার অধ্যবসায় অতি সুন্দর এবং সে অবিলম্বে ধার্ম্মিক হইয়া, নিরন্তর শান্তিসুখ সম্ভোগ করে। হে পার্থ! আমার ভক্তের কোন কালেই বিনাশ নাই। স্ত্রী বা শূদ্র, বৈশ্য বা পাপাত্মা আমার শরণাপন্ন হইলে, পরম গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্তিপরায়ণ রাজর্ষিগণের কথা কি বলিব, তুমি এই অনিত্য ও অসুখময় লোক প্রাপ্ত হইয়া, আমারে উপাসনা কর। সতত মদেকহৃদয় ও মদ্ভক্ত হইয়া আমারেই নমস্কার কর। আমাতে আত্মা সমাহিত করিলে, পরিণামে আমারে প্রাপ্ত হইবে।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৪।

হে মহাবাহো! তুমি আমার প্রতি পরম প্রীতিমান্; এই জন্যই তোমার হিতকামনায় পুনরায় যে সকল উৎকৃষ্ট বাক্য কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। দেবতা বা ঋষিগণ কেহই আমার প্রভাব অবগত নহেন, আমিই সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহাদের আদি। যিনি আমারে অনাদি,

অজ ও লোকমহেশ্বর বলিয়া অবগত হন, তিনি এই জীবলোকে মোহ-রহিত ও সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। আমি বুদ্ধি, জ্ঞান, ব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, দয়া, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, ভাব, ভয় ও অভয় এবং আমিই অহিংসা, মমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ ও অযশ; আমা হইতেই জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকল প্রাদুর্ভূত হয়। পূর্ব্বতন সনকাদি চারি ও ভৃগু প্রভৃতি সাত জন মহর্ষি এবং মনু সকল আমারই প্রভাব-সম্পন্ন ও আমারই মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। এই সমস্ত লোক ও প্রজা তাঁহাদের অধিকৃত। যিনি আমার এই বিভূতি ও যোগ অবগত হন, তিনি অবিচলিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। আমি জগতের উৎপত্তির কারণ; আমা হইতেই বুদ্ধিপ্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হয়। ভাবসম্পন্ন পণ্ডিতগণ এইরূপ জানিয়াই আমার আরাধনা করেন। তাঁহারা মদ্গতচিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ হইয়া আমারে অবগত হন এবং প্রতিনিয়ত আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া সন্তোষ ও পরম শান্তি লাভ করেন। তাঁহারা সতত ভক্তিযুক্ত হইয়া, প্রীতি পূর্ব্বক আমার উপাসনা করেন; আমিও তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি; তদ্দ্বারা তাঁহারা আমারে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পার্থ তাঁহাদের হৃদয়স্থ হইয়া, সমুজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দ্বারা অজ্ঞানজনিত অন্ধকার তিরোহিত করি।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! দেবর্ষি নারদ, অসিত দেবল, ব্যাস ও অন্যান্য ঋষিগণ তোমারে পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, দিব্য, আদিদেব, জননরহিত ও অসীম প্রতাপশালী বলিয়া বর্ণন করেন এবং তুমিও আপনারে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিতেছ। হে বাসুদেব! তুমি যাহা বলিতেছ, সমস্তই সত্য। দেব বা দানব কেহই তোমারে সুস্পষ্ট অবগত নহেন। তুমি আপনিই আপনারে অবগত আছ। হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! এক্ষণে তুমি যদ্দ্বারা এই সমুদায় লোক পরিব্যাপ্ত করিয়া আছ, সেই সমুদায় স্বীয় দিব্য বিভূতি সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। হে বিভো! তুমি পরম যোগী; আমি কিরূপে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া তোমারে অবগত হইতে পারিব। কোন্ কোন্ ভাবেই তোমারে চিন্তা করিব? এক্ষণে তুমি পুনরায় বিস্তারক্রমে আপনার যোগ ও বিভূতি সমুদায় বর্ণন কর; তোমার এই অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার তৃপ্তি বোধ হইতেছে না।

ভগবান্ কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার বিভূতির ইয়ত্তা নাই; অতএব আমি প্রধান প্রধান স্বীয় দিব্য বিভূতি সকল কীর্ত্তন করিব। হে

গুড়াকেশ! আমি সর্ব্বভূতের অন্তর্গামী আত্মা; আমি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত; আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, আমি জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে অংশুমালী সূর্য্য, মরুদ্‌গণের মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রসমূহের মধ্যে শশী, বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে মন ও ভূতগণের চেতনা, আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ রাক্ষসদিগের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, পর্ব্বত সকলের মধ্যে সুমেরু, পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয়, জলাশয়মধ্যে সাগর, মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য সকলের মধ্যে প্রণব, যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপ-যজ্ঞ, স্থাবর সকলের মধ্যে হিমালয, বৃক্ষ সমুদায়ের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল, অশ্বগণের মধ্যে অমৃতমন্থনসম্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা এবং মাতঙ্গমধ্যে ঐরাবত। হে অর্জ্জুন! আমি মানবগণের মধ্যে নরপতি, আয়ুধসকলের মধ্যে বজ্র ও ধেনু সকলের মধ্যে কামধেনু। আমি উৎপত্তির কারণভূত কন্দর্প, বিষধর সর্পগণ মধ্যে বাসুকি, নির্ব্বিষ ভুজঙ্গমমধ্যে অনন্ত, জলচরগণ মধ্যে বরুণ, পিতৃগণ মধ্যে অর্য্যমা, নিয়ন্তাদিগের মধ্যে যম ও দৈত্যগণমধ্যে প্রহ্লাদ, আমি গণনাকারীদিগের কাল, পশুগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র, বিহঙ্গমগণমধ্যে গরুড়, বেগবানের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারিমধ্যে রাম, মৎস্যগণমধ্যে মকর ও স্রোতস্বতীমধ্যে জাহ্নবী, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় আমারই বিভূতি। আমি বিদ্যা সকলের মধ্যে আত্মবিদ্যা; আমি বাদিগণের বাদ, অক্ষর সকলের মধ্যে অকার ও সমাসমধ্যে দ্বন্দ্ব। আমি অক্ষয় কাল, বিধাতৃগণমধ্যে সর্ব্বতোমুখ বিধাতা, সংহারকগণ মধ্যে সর্ব্বহর বিধাতা ও অভ্যুদয়প্রাপ্তি যোগ্যদিগের অভ্যুদয়। আমি নারীগণ মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা; আমি সামবেদমধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দোমধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ ও ঋতুর মধ্যে বসন্ত। আমি ছলনাপরদিগের দ্যূত, তেজস্বীদিগের তেজ, জয়শীলদিগের জয়, উদ্যোগীদিগের উদ্যম ও সত্ত্ববান্‌দিগের সত্ত্ব। আমি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণ মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে ব্যাস, কবিদিগের মধ্যে শুক্র। আমি দণ্ডনেতাদিগের দণ্ড, জিগীষুদিগের নীতি, গুহ্যবিষয়ের গোপানহেতু মৌন, জ্ঞানীদিগের জ্ঞান ও ভূতগণের বীজ; কোন চরাচর বস্তু আমা হইতে পৃথক্ নহে। অতএব আমার দিব্য বিভূতির ইয়ত্তা নাই। হে পার্থ! সংক্ষেপে সেই সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। ফলতঃ ঐশ্বর্য্য, শ্রী ও প্রভবাদিসম্পন্ন বস্তুমাত্রই আমার তেজের অংশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।

হে পার্থ! আমার বিভূতি পৃথক্‌রূপে জানিবার আবশ্যক নাই; যেহেতু, আমি একাংশ দ্বারা এই জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছি।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৫।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহবশতঃ যে পরম গুহ্য অধ্যাত্মবিষয় বর্ণন করিলে, তদ্দ্বারা আমার মোহান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। হে কমলপত্রাক্ষ! আমি তোমার মুখে ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয় এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। হে পুরুষোত্তম! তুমি যে আপনার ঐশিকরূপ বর্ণন করিলে, আমি তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করি। যদি আমারে তাহা দর্শন করিতে সমর্থ বোধ কর, তাহা হইলে সেই অব্যয়রূপ প্রদর্শন কর।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমারে বিবিধবর্ণ বিবিধাকৃতি শত শত সহস্র সহস্র দিব্যরূপ অবলোকন কর। হে ভারত! অদ্য আমার শরীরে আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমার যুগল, নানা প্রকার অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য বস্তু, সচরাচর সমগ্র বিশ্ব এবং অন্য যে কিছু দর্শন করিতে অভিলাষ থাকে, তৎসমস্তই নিরীক্ষণ কর। কিন্তু তুমি এই চক্ষু দ্বারা আমারে দর্শন করিতে পারিবে না, অতএব আমি তোমারে দিব্যচক্ষু প্রদান করি; তদ্দ্বারা তুমি আমার ঐশিক যোগ অবলোকন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ কহিয়া, অর্জ্জুনকে অনেক মুখ, অনেক নয়ন, অনেক প্রকার অদ্ভুত দর্শন, দিব্যাভরণ, দিব্যায়ুধসম্পন্ন, দিব্যমাল্য, দিব্য অম্বর ও দিব্য গন্ধলেপে সুশোভিত এবং সর্ব্বপ্রকার আশ্চর্য্যময় সর্ব্বতোমুখ, অপরিচ্ছিন্ন ও পরম প্রকাশমান আপনার পরম ঐশ্বররূপ প্রদর্শন করিলেন। যদি আকাশে এককালে সহস্র সূর্য্য সমুদিত হয়, তাহা হইলে সেই রূপের তুলনা হইতে পারে। অর্জ্জুন তাঁহার সেই বিশ্বরূপে মনুষ্য, দেবতা ও পিতৃপ্রভৃতি নানা প্রকারে বিভক্ত বিশ্বজগৎ একত্র অবলোকন করিলেন।

তখন তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, লোমাঞ্চিতশরীরে কৃতাঞ্জলিপুটে অবনতমস্তকে তাঁহারে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে বিশ্বরূপ! আমি তোমার শরীরে সমুদায় দেবতা, জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি সমুদয় ভূত, কমলাসনস্থ ভগবান্ ব্রহ্মা, দিব্য ঋষি ও উরগ সমস্ত অবলোকন করিতেছি

হে দেবদেব ! আমি তোমারে অনন্তরূপে বহুসংখ্যক বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্রসম্পন্ন নিরীক্ষণ করিলাম ; কিন্তু তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই নয়নগোচর হইল না। আমি তোমাকে কিরীট, গদা ও চক্রধারী, তেজোরাশি, সূর্য্য ও অনলসন্নিভ, পরম দীপ্তিমান্, দুর্নিরীক্ষ্য ও অপ্রমেয় নিরীক্ষণ করিতেছি। তুমি অক্ষয়, পরব্রহ্ম ও মুমুক্ষুদিগের জ্ঞাতব্য ; তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান ; তুমি অব্যয়, নিত্যধর্ম্মরক্ষিতা ও সনাতন পুরুষ। প্রদীপ্ত হুতাশন তোমার বদনমণ্ডলে বিরাজমান হইতেছেন ; তোমার তেজ সমস্ত বিশ্ব সন্তাপিত করিতেছে ; চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার নেত্র ; তোমার আদি নাই, মধ্য নাই এবং অন্তও নাই ; তোমার বাহু ও বীর্য্য অনন্ত ; তুমি একাকীই সমুদায় দিক্ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া আছ। হে মহাত্মন্ ! তোমার এই উগ্র ও অদ্ভুতরূপ নিরীক্ষণ করিয়া সমুদায় লোক নিতান্ত ভীত হইয়াছে ; এই সমস্ত সুরগণ তোমার শরণাপন্ন হইতেছে ; কেহ ভীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমারে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ স্বস্তি বলিয়া তোমার স্তব করিতেছেন। রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, বিশ্বদেব, সিদ্ধগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিস্মিতহৃদয়ে তোমারে দর্শন করিতেছেন। হে মহাবাহো ! আমি তোমার এই বহু বক্ত্র, বহু বাহু, বহু উরু, বহু নেত্র, বহু পাদ, বহু উদর ও বহু দ্রংষ্টাসম্পন্ন ভয়ঙ্কর রূপ নিরীক্ষণ করিয়া লোকত্রয়ের সহিত নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি ; আমি তোমারে গগণস্পর্শী, দীপ্তিশীল, বিবিধবর্ণসম্পন্ন, ব্যাদিতানন ও বিশাললোচন অবলোকন করিয়া, কোন মতেই ধৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বনে সমর্থ হইতেছি না। হে জগৎপতে ! তোমার এই কালানলসন্নিভ ভয়ঙ্কর দশনপরম্পরাপরিপূর্ণ মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত ও সুখ তিরোহিত হইয়াছে। হে দেবেশ ! হে জগন্নাথ ! হে বিষ্ণো ! তুমি প্রসন্ন হও।

হে দেবদেব ! জয়দ্রথ ও দুর্য্যোধনপ্রমুখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি অস্মৎপক্ষীয় যোদ্ধা সকল ত্বরমাণ হইয়া, তোমার দংষ্ট্রাকরাল মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছেন। কেহ কেহ চূর্ণমস্তক হইয়া তোমার দন্তসন্ধি মধ্যে সংসক্ত হইতেছেন। যেরূপ নদী সকলের প্রবাহ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ এই নরবীরগণ তোমার সমুজ্জ্বল বদনমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছেন। পতঙ্গগণ যেরূপ জ্ঞান পূর্ব্বক প্রবলবেগে সমিদ্ধ হুতাশনে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ এই সকল বীরগণ উৎসাহ-সহকারে তোমার আস্যবিবরে প্রবেশ করিতেছেন। হে বিষ্ণো ! তুমি প্রজ্জ্বলিত

বদনপরম্পরায় চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী সমুদায় লোক কবলিত করত ভক্ষণ করিতেছ। তোমার দীপ্তি সমধিক প্রস্ফুরিত হইয়া, সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত করত, তীব্র-বেগে সন্তাপিত করিতেছে। অতএব তুমি কে, আমার নিকট ব্যক্ত কর। হে দেবেশ! তোমারে নমস্কার; তুমি প্রসন্ন হও। তুমি কি জন্য ঈদৃশ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমি অবগত নহি। বোধ হয়, তুমি আদি পুরুষ হইবে। যাহা হউক, তোমার সবিশেষ পরিচয়লাভে আমার সাতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে।

ভগবান্ কহিলেন, আমি সর্ব্বসংহর বলবান্ কাল; লোকসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে পৃথক্ পৃথক্ সেনাবিভাগ-সংস্থিত সমুদায় যোদ্ধাই কালকবলে নিপতিত হইবে; অতএব তুমি উত্থিত হও; যশোলাভ ও শত্রুসংহার পূর্ব্বক সমৃদ্ধ রাজ্য সম্ভোগ কর। হে সব্যসাচিন্! পূর্ব্বেই এই সমস্ত লোক আমার প্রভাবে বিনষ্টপ্রায় হই-য়াছে; এক্ষণে তুমি এই লোক সংহারের নিমিত্তমাত্র। আমি দ্রোণ, কর্ণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও অন্যান্য যোদ্ধ্‌বর্গ সকলকেই নিহত করিয়া রাখি-য়াছি; অতএব তুমি তাহাদিগকে সংহার কর। কোন মতেই সন্তপ্ত হইও না। এক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, শত্রুজয়ে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

অর্জ্জুন বাসুদেববাক্যে নিতান্ত ভীত ও অবনত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম পূর্ব্বক গদ্গদবচনে কহিতে লাগিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড যে সন্তুষ্ট ও অনুরক্ত হয়, রাক্ষসগণ যে ভয়বশতঃ দিগ্দিগন্তর আশ্রয় করে এবং যোগ, তপস্যা ও মন্ত্রাদি- সিদ্ধ ব্যক্তিগণ যে অবনত হন, তাহা সর্ব্বথা উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। হে অনন্ত! হে মহাত্মন্! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ব্রহ্মারও আদি কর্ত্তা, এবং তাঁহা অপেক্ষা গুরুতর; এই জন্যই সকলে তোমারে নমস্কার করেন। হে অনন্ত! তুমি আদি দেব ও চিরন্তন পুরুষ; তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান; তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও পরমধাম বিষ্ণুপদ এবং তুমিই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া আছ। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ ও শশাঙ্ক; তুমি পিতামহ ও প্রপিতামহ। হে সর্ব্বলোকেশ! তোমারে সহস্র সহস্র নমস্কার; হে বিশ্বাত্মন্! তোমার পূর্ব্বদিকে নমস্কার; তোমার পশ্চাৎ দিকে নমস্কার; তোমার সর্ব্ব দিকেই নমস্কার। তোমার সামর্থ্য অনন্ত ও পরাক্রম অপরিমেয়; সমুদায় পদার্থই তোমার স্বরূপ; এই নিমিত্ত তোমাকে সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া থাকে। হে বিভো! আমি তোমার মহিমা না জানিয়া, প্রমাদ বা প্রণয়বশতঃ সখা মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ! হে

যাদব! হে সখে! এইরূপ বাক্য দ্বারা সম্বোধন করিয়াছি এবং তুমি অচিন্ত্যপ্রভাব হইলেও, বন্ধু বান্ধবগণের সমক্ষে বা অসমক্ষে আহার, বিহার, শয়ন বা উপবেশনসময়ে তোমার সহিত যে নানা প্রকার উপহাস করিয়াছি, এক্ষণে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে অমেয়প্রতাপ! তুমি সকলের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরু অপেক্ষাও গুরুতর; ত্রিভুবনে কেহই তোমার সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠ নাই; তুমি সকলেরই নিয়ন্তা ও স্তবনীয়। অতএব আমি দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি; যেরূপ পিতা পুত্রের, সুহৃদ্ সুহৃদের এবং প্রিয় প্রিয় ব্যক্তির অপরাধ মার্জ্জনা করেন, সেইরূপ তুমিও আমারে ক্ষমা কর। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শনে আমি যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছি, সেইরূপ ভয়বশতঃ আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিচলিত হইতেছে; অতএব, হে দেব! প্রসন্ন হও; আমারে তোমার পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন কর। আমি তোমার কিরীট, গদা ও চক্রলাঞ্ছিত পূর্ব্বরূপ দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; হে বিশ্বমূর্ত্তে! তুমি এই বিশ্বরূপ সংহরণ পূর্ব্বক চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হও।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি জন্য ভীত হইতেছ? আমি প্রসন্ন হইয়াই, তোমারে স্বীয় আদিভূত তেজোময় রূপ প্রদর্শন করিলাম। তোমা ব্যতিরেকে আর কেহ কখন আমার এই অনন্ত ও বিশ্বময়রূপ দর্শন করে নাই। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই অধ্যয়ন, দান, ক্রিয়া ও উগ্রতর তপস্যা দ্বারাও আমার এইরূপ রূপ দর্শনে সমর্থ হয় না। এক্ষণে তুমি নিতান্ত ভীত ও মোহাবিষ্ট হইয়াছ; অতএব তাহা নিরাকরণার্থ তোমারে পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন করিতেছি, তুমি নির্ভয় ও প্রীতহৃদয়ে তাহা অবলোকন কর; এই বলিয়া ভগবান্ বাসুদেব প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে স্বীয় পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন ও আশ্বস্ত করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার এই সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে আমার চিত্ত প্রসন্ন ও স্বাস্থ্যলাভ হইল।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! তুমি যে আমার বিশ্বরূপ দর্শন করিলে, তাহা দৃষ্টি করা নিতান্ত দুর্ঘট। দেবগণও উহা দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন। হে পরন্তপ! বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যা বা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাও আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। একমাত্র মদেকভক্তিপরায়ণ পুরুষগণই তাহা শাস্ত্রতঃ, পরমার্থতঃ এবং তদাত্মরূপে দর্শন করিতে সমর্থ। যিনি পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্য ও সর্ব্বভূতে নির্বৈর

ভীষ্মপর্ব্ব ৭৫ অধ্যায়ে বসাইয়া লইবেন।

দানশীলা শ্রীল শ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী প্রদত্তা

হইয়া, আমারেই পুরুষার্থ জ্ঞান করত আমার আশ্রয় গ্রহণ ও আমারই উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই আমারে প্রাপ্ত হন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৬।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! তুমি বিশ্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্; যাহারা তদ্গত হৃদয়ে তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা অব্যক্ত ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, এই উভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ, নির্দ্দেশ করুন।

ভগবান্ কহিলেন, যাহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, মদ্গতহৃদয়ে আমারই নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করে, আমার মতে তাহারাই শ্রেষ্ঠ। যাহারা সর্ব্বভূত-হিতানুষ্ঠায়ী ও সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া, সর্ব্বব্যাপী অব্যক্ত ব্রহ্মের ধ্যান করে; তাহারাও আমারে প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দেহাভিমানী-দিগের অব্যক্তনিষ্ঠা অনায়াসসাধ্য নহে; অতএব অব্যক্তে আসক্ত হইলে; নিরতিশয় ক্লেশ সংঘটিত হয়। আর যাহারা মদেকহৃদয়ে আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম ন্যস্ত করত ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে অচিরকাল মধ্যেই এই মৃত্যুদূষিত সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। অতএব তুমি আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ কর; তাহা হইলে, শরীরাবসানে আমাতে লীন হইবে, সন্দেহ নাই।

হে ধনঞ্জয়! অন্তঃকরণ আমাতে স্থির না হইলে, প্রথমতঃ অনুধ্যানরূপ অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা কর। যদি তাহাতে অশক্ত হও, তাহা হইলে, আমার প্রীতিপ্রদ কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানে তৎ-পর হও; আমার উদ্দেশে ঐ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে; ইহাতে অসমর্থ হইলে, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হও; অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ; এবং কর্ম্ম-ফল ত্যাগ দ্বারা পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সুখদুঃখে সম জ্ঞান, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয় এবং যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইয়াছে ও যে ব্যক্তি আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। লোক সকল যাহা হইতে উদ্বিগ্ন না হয় ও যিনি লোক সকল হইতে উদ্বিগ্ন না হন এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় এবং

উদ্বেগ রহিত, তিনিই আমার প্রিয়। অপেক্ষা রহিত, বিশুদ্ধচিত্ত, ব্যাধিশূন্য, এবং সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী এইরূপ মদ্ভক্ত ব্যক্তিই আমার প্রিয়। যিনি হর্ষ, দ্বেষ, শোক এবং আকাঙ্ক্ষা রহিত এরূপ মদ্ভক্ত ব্যক্তিই আমার প্রিয়। যিনি শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, শীত, উষ্ণ ও সুখ, দুঃখ, স্তুতি ও নিন্দাকে সমান জ্ঞান করেন; যিনি সংযতবাক্, যথালাভে সন্তুষ্ট এবং স্থির মতি, এরূপ ভক্তিমান্ নর আমার প্রিয়। যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে মৎপরায়ণ হইয়া এই ধর্ম্মরূপ অমৃতের উপাসনা করেন, তাঁহারা আমার অতীব প্রিয়।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৭।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! আমি আপনার নিকট প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই কয়েকটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি।

ভগবান্ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; যিনি সম্যক্প্রকারে এই শরীরের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যায়। হে ভারত! সর্ব্ব ক্ষেত্রমধ্যে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, আমার মতে তাহাই যথার্থ জ্ঞান। এক্ষণে ক্ষেত্র যেরূপ স্বভাব বিশিষ্ট, যে সকল ইন্দ্রিয় বিকারযুক্ত ও প্রকৃতি পুরুষসংযোগাধীন উৎপন্ন, স্থাবরজঙ্গমাদি ভেদে বিভিন্ন এবং যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন; তুমি সংক্ষেপে উহা আমার নিকট শ্রবণ কর। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ বিবিধ ছন্দে যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূত্রপদ দ্বারা বিনিশ্চিতরূপে বহু প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন; পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূলপ্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনা এবং ধৃতি সংক্ষেপে এই কয়েকটী ক্ষেত্রের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অমানিতা, অদম্ভিতা, অহিংসা, ক্ষমা, সারল্য, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয় বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিজনিত দুঃখরূপ দোষ দর্শন এবং পুত্র, দারা ও গৃহাদিতে অনাসক্তি, অনভিষঙ্গ, ইষ্টানিষ্ট বস্তুর প্রতি সতত সমভাব দর্শন, অনন্য দৃষ্টি দ্বারা আমার প্রতি ভক্তি, মনের আনন্দজনক স্থানে অবস্থিতি, ইতরসংসর্গ পরিত্যাগ, অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞাননিমিত্ত মোক্ষের আলোচনা এই সমস্ত জ্ঞান সাধনের উপায় আর ইহার বিপরীতাচরণ অজ্ঞানের কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

হে অর্জ্জুন! এক্ষণে তোমার নিকট জ্ঞেয় বিষয় সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর; উহা অবগত হইলে, মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। সেই অনাদি ব্রহ্ম আমার নির্ব্বিশেষ রূপ; তিনি সৎ বা অসৎ নহেন; তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন; তিনি সর্ব্ব প্রকার ইন্দ্রিয়বিহীন; কিন্তু ইন্দ্রিয়ও তাঁহার বিষয় সমস্তের প্রকাশক; তিনি সঙ্গরহিত অথচ সকলের আধার স্বরূপ; তিনি গুণহীন; কিন্তু সকল গুণভোক্তা; তিনি চরাচর সমস্ত ভূতের অন্তরে এবং বাহিরে অবস্থিতি কবিতেছেন। তিনি সূক্ষ্মত্ব হেতুক অবিজ্ঞেয়, দূরস্থ হইয়াও নিকটস্থ; তিনি সকল ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়াও কার্য্যভেদে বিভিন্নরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনিই ভূতগণের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা; তিনি জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতি ও অজ্ঞানের অতীত; তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য এবং সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। হে কৌন্তেয়! আমি এই তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় সংক্ষেপে কহিলাম। মদ্ভক্ত ব্যক্তিরা এই সমস্ত অবগত হইয়া মদীয় ভাব প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃতি এবং পুরুষ এ উভয়কেই অনাদি জানিবে; দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সুখদুঃখাদি গুণ সমুদয় প্রকৃতিসম্ভূত; পুরুষ প্রকৃতিস্থ থাকিয়া প্রকৃতিসম্ভূত গুণ সমস্ত ভোগ করিয়া থাকেন। শরীর ও ইন্দ্রিয় সমস্তের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতি এবং সুখদুঃখ ভোগ বিষয়ে পুরুষই কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; সেই পুরুষের শুভাশুভ কর্ম্মকারি ইন্দ্রিয়সংসর্গই দেব, তির্য্যক্‌প্রভৃতি সৎ ও অসৎ জন্মের কারণ। তিনি দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহা হইতে পৃথক্ থাকেন না। সেই পরম পুরুষ উপদেষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা এবং ভোক্তা। তিনিই মহেশ্বর পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। যিনি এই প্রকারে প্রকৃতি ও পুরুষকে অবগত হইয়াছেন, শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিলেও তাঁহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কেহ ধ্যান ও মন দ্বারা দেহমধ্যে আত্মাকে দেখেন, কেহ প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্য পর্য্যালোচনা করিয়া যোগ দ্বারা তাঁহাকে দেখেন, কেহ কর্ম্মযোগ দ্বারা তাঁহাকে দেখেন; কেহ আচার্য্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করত তদনুসারে তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সকলেই মৃত্যুকে জয় করত মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। হে ভারত! স্থাবরজঙ্গম যে কোন বস্তুর উৎপত্তি হয়, সেই সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ বশতঃ অবিবেক দ্বারা উৎপন্ন হইয়া

থাকে। যিনি স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে অবলোকন করেন এবং সেই সমস্ত স্থাবরজঙ্গম বিনষ্ট হইলেও তাঁহাকে অবিনশ্বর দর্শন করেন, তিনিই পরমার্থদর্শী। যিনি পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া অবিদ্যা দ্বারা আত্মাকে হিংসা না করেন, তিনিই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। প্রকৃতিই সকল কার্য্য সম্পাদন করেন, আত্মা স্বয়ং কোন কার্য্য করেন না, যিনি উহা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই সম্যক্‌দর্শী। যখন লোক সকল একমাত্র প্রকৃতিতে অবস্থিত ভূত সকলের ভিন্নভাব সন্দর্শন করে, তখন সেই প্রকৃতি হইতেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। এই সনাতন পরমাত্মা দেহে অবস্থিতি করিলেও অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব প্রযুক্ত কোন প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না ও কদাচ কোন প্রকার কর্ম্মফলেও লিপ্ত হন না। যেরূপ আকাশ সমুদায় পদার্থে অবস্থিতি করিলেও কোন পদার্থে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থিত থাকিলেও দৈহিক গুণদোষে লিপ্ত হন না। হে ভারত! যেরূপ একমাত্র দিবাকর এই অসীম বিশ্বকে সুপ্রকাশিত করেন, সেইরূপ একমাত্র পরমাত্মা সমস্তকেই প্রকাশিত করেন। যাঁহারা বিবেকরূপ জ্ঞান চক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং ভৌতিক প্রকৃতি হইতে মোক্ষোপায় অবগত হন, তাঁহারাই পরম পদ লাভ করিতে পারেন।

—*—

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৮।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুনিগণ যাহাকে পরিজ্ঞাত হইয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত জ্ঞানোপদেশ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর এবং এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া লোকে আমার স্বরূপ লাভ করত সৃষ্টিকালেও জন্ম গ্রহণ করে না এবং তাহাকে প্রলয়কালেও ব্যথিত হইতে হয় না। হে ভারত! আমার মহৎপ্রকৃতিই নিখিল জীবের গর্ভাধান স্থান; তাহা হইতেই সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে কৌন্তেয়! সর্ব্বপ্রকার যোনি হইতে যে সমস্ত মূর্ত্তি সমুদ্ভূত হয়, আমি তাহাদিগের পিতাস্বরূপে সেই সমস্ত যোনিতে বীজপ্রদান করিয়া থাকি। প্রকৃতি সমুদ্ভূত সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় জীবকে সুখ দুঃখাদিতে আবদ্ধ করে; তাহার মধ্যে নির্ম্মলত্বপ্রযুক্ত সত্ত্বগুণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক। উহার প্রভাবেই দেহীরা

আপনাকে সুখী ও জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া বোধ করে। রজোগুণ অনুরাগাত্মক এবং অভিলাষ ও আসক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; উহা দেহীদিগকে কর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তমোগুণ অজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; উহা দেহীদিগকে মোহ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সত্ত্বগুণ জীব সকলকে সুখী, রজোগুণ কর্ম্মাসক্ত ও তমোগুণ জ্ঞান বিনষ্ট করিয়া প্রমাদের বশীভূত করে। সত্ত্বগুণ রজ ও তমোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে এবং তমোগুণ রজ ও সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে। যখন সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়, তখন সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞান প্রকাশিত হয়; রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে, লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, স্পৃহা এবং অশান্তি জন্মিয়া থাকে; তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে, বিবেকহীনতা, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উপস্থিত হয়। সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কেহ দেহ ত্যাগ করে, সে হিরণ্যগর্ভোপাসকদিগের সমুজ্জ্বল লোক সকল প্রাপ্ত হয়। রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে, যদি কেহ দেহত্যাগ করে, সে মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম সকলে আসক্ত হয় এবং যদি কেহ তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়, সে পশ্বাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। সাত্ত্বিককর্ম্মের ফল অতিনির্ম্মল সুখ, রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ ও তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞানতা। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ এবং তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানতা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক লোক উর্দ্ধে ও রাজসিক লোক মধ্যে অবস্থিতি করেন এবং জঘন্য গুণসম্ভূত ভ্রমমোহের বশীভূত তামসিক লোক সকল অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। মানবগণ বিবেকপ্রভৃতি গুণ সকলকে সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া দর্শন করিলে ও গুণ হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে অবগত হইলে, মদীয়ভাব ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। দেহীরা এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করত জন্ম, মৃত্যু ও জরা হইতে পরিত্রাণ লাভ করত মুক্ত হইয়া থাকে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! মনুষ্য কোন্ চিহ্ন ও আচার দ্বারা এই তিনটী গুণকে অতিক্রম করিতে পারে?

বাসুদেব কহিলেন, হে পাণ্ডব! যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ প্রবৃত্ত হইলে, দ্বেষ এবং ঐ সকল নিবৃত্ত হইলে, আকাঙ্ক্ষা করেন না; যিনি উদাসীনবৎ আসীন হইয়া সুখদুঃখাদি গুণকার্য্য দ্বারা বিচলিত হন না; বরং গুণ সকল স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই এইরূপ বিবেচনা করত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করেন;

যিনি সুখ দুঃখে সমজ্ঞানী, আত্মনিষ্ঠ, ধীমান্ এবং যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন, যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই এক প্রকার, যিনি আত্মনিন্দা, আত্মপ্রশংসা, মান, অপমান এবং শত্রু ও মিত্র তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, যিনি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগী, তিনিই গুণাতীত। যিনি সাতিশয় ভক্তির সহিত আমার সেবা করেন, তিনিই ঐ সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হন। হে পার্থ! আমি ব্রহ্ম, নিত্য, মোক্ষ, সনাতন ধর্ম্ম ও অখণ্ড সুখের আস্পদ।

—*—

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৩৯।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! সংসাররূপ এক অক্ষয় অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; ঊর্দ্ধে উহার মূল এবং অধোভাগে উহার শাখা। বেদ সকল উহার পত্র, যিনি এই অশ্বত্থ বৃক্ষের বিষয় বিদিত হইয়াছেন, তিনিই বেদ-বেত্তা। ঐ বৃক্ষের শাখা অধঃ এবং ঊর্দ্ধভাগে বিস্তৃত রহিয়াছে; উহা সত্বাদি গুণ সকল দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়দ্বারা পল্লবিত হইয়া থাকে। ঐ বৃক্ষের কর্ম্মানুবন্ধী মূল সকল অধঃপ্রদেশে মনুষ্য-লোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে। এই বৃক্ষের রূপ দৃষ্ট হয় না, ইহার আদি নাই, অন্ত নাই এবং কি রূপে ইহা অবস্থিতি করিতেছে, তাহাও অবগত হওয়া যায় না। সুদৃঢ় নির্ম্মমরূপ শস্ত্র দ্বারা ঐ বদ্ধমূল অশ্বত্থবৃক্ষ ছেদন করিয়া উহার মূল বস্তু অন্বেষণ করিবে; তাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। যাহা হইতে এই প্রাচীন সংসার প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আমি সেই আদি পুরুষের শরণাপন্ন হই। এই বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবে। যাঁহারা মান, মোহ ও পুত্রাদির প্রতি আসক্তি ও সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, নিষ্কাম, অবিদ্যা-শূন্য মহাত্মাগণ অব্যয় পদ লাভ করিয়া থাকেন। সূর্য্য, চন্দ্র ও পাবক যাহাকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হন না, যাহা প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না; তাহাই আমার পরম ধাম। এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ; ইনি প্রকৃতিস্থ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করেন। যেরূপ সমীরণ কুসুম প্রভৃতি হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেই রূপ যখন জীব শরীর পরিগ্রহ ও শরীর ত্যাগ করেন, তখন পূর্ব্ব শরীর হইতে ইন্দ্রিয় সমস্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ

জীব শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ ও মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয় সমস্ত উপভোগ করেন। বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিরা দেহান্তরগামী দেহাবস্থিত অথবা বিষয়ভোগাসক্ত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবকে কদাচ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানচক্ষু মহাত্মারা জ্ঞানপ্রভাবেই উঁহা অবলোকন করিয়া থাকেন। যোগী ব্যক্তিরা প্রযত্নসহকারে দেহস্থিত জীবকে দর্শন করেন। কিন্তু অকৃতাত্মা ব্যক্তিরা যত্ন করিলেও তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। সূর্য্য, চন্দ্র ও পাবক আমারই তেজে তেজস্বী হইয়া সকল ভুবন প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমি ওজঃপ্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূতগণকে ধারণ ও রসাত্মক সোমরূপে ওষধি সমস্তের পুষ্টি সাধন করিতেছি। আমি জঠরাগ্নি স্বরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য পাক করিতেছি।

আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছি; আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞান এ উভয়ের অভাব জন্মিয়া থাকে। আমি বেদচতুষ্টয় দ্বারা বিদিত হই এবং আমি বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবেত্তা। ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ আছে; তাহার মধ্যে সমুদয় ভূতই ক্ষর ও কূটস্থ পুরুষ অক্ষর। ইহা ভিন্ন অন্য আর একটী উত্তম পুরুষ আছেন, তাঁহার নাম পরমাত্মা; তিনি এই লোকত্রয়মধ্যে প্রবেশ করত সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন, তিনিই অব্যয় ঈশ্বর। আমি ক্ষর ও অক্ষর এই দুই প্রকার পুরুষ হইতে উৎকৃষ্ট, এই নিমিত্ত বেদে এবং লোকে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি মোহশূন্য হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হন, তিনিই সর্ব্ববিৎ, তিনিই আমাকে সর্ব্বপ্রকারে ভজনা করিয়া থাকেন। হে পার্থ! আমি তোমার নিকট এই পরম গুহ্য শাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম; ইহা বিদিত হইলে, লোক বুদ্ধিমান্ ও কৃতকার্য্য হয়।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪০।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যাহারা দৈবসম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানপরিনিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, ঋজুতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অখলতা, সর্ব্বভূতে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, হ্রী, অচপলতা, তেজ,

ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানিতা এই ষড়্‌বিংশতি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা আসুর সম্পদ্‌ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়। দৈব সম্পদ্‌ মোক্ষের ও আসুর সম্পদ্‌ বন্ধের কারণ। হে অর্জ্জুন! তুমি দৈব সম্পদ্‌ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ; অতএব শোক পরিত্যাগ কর।

ইহলোকে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার ভূত সৃষ্ট হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! তোমার নিকট দৈব লোকের বিষয় বিস্তারিতরূপে কহিয়াছি; এক্ষণে আসুরদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আসুরস্বভাব লোক সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নহেন। তাহারা শৌচ, আচার ও সত্য বিবর্জ্জিত। তাহারা জগৎকে অসত্য, স্বাভাবিক, ঈশ্বরশূন্য, স্ত্রী পুরুষসমুৎপন্ন ও কামহেতুক বলিয়া থাকে। সেই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া মলিনচিত্ত, উগ্রকর্ম্মা ও অহিতকারী হইয়া জগৎক্ষয়ের নিমিত্ত সম্ভূত হয়। দম্ভ, অভিমান, মদ ও অপবিত্র মদ্যমাংসাদিতে অনুরক্ত হইয়া মোহবশতঃ আমি এই দেবতার আরাধনা করিয়া প্রচুর অর্থসংগ্রহ করিব, এই চিন্তায় আসক্ত হইয়া ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয় এবং কাম ভোগকে পরম পুরুষার্থসাধন জ্ঞান করিয়া আমরণ অপরিসীম চিন্তায় আক্রান্ত ও বহুবিধ আশাপাশে বদ্ধ হইয়া কামাভিলাষ পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে। আমি অদ্য ইহা লাভ করিলাম, পরে এই মনোরথ লাভ হইবে, আমার এই ধন আছে, পরে এই অর্থ হইবে, আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি; এবং পরে অপর শত্রুকে বিনষ্ট করিব, আমি ঈশ্বর, আমি ভোগবান্‌, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্‌, আমি সুখী, আমি ধনশালী, আমি কুলীন, আমার সদৃশ আর কেহই নাই, আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, দান করিব, আমোদ করিব, এই প্রকার অজ্ঞানবিমোহিত বহুবিধ চিত্তবিকার ও মোহাচ্ছন্ন এবং কামভোগে আসক্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হয়; তাহারা স্বয়ং পূজিত অনম্র ধনমদান্বিত এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অসূয়াপরবশ হইয়া দম্ভসহকারে অবিধি পূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। আমি সেই সমস্ত বিদ্বেষী ক্রূরস্বভাব নরাধমদিগকে নিরন্তর সংসারে আসুর যোনিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! সেই সমস্ত মূঢ়জনেরা আসুর যোনিপ্রাপ্ত হইয়া আমারে লাভ করিতে পারে না; সুতরাং তাহারা অধম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী নরকের দ্বার; উহা দ্বারাই আত্ম-বিনাশ ঘটিয়া থাকে; অতএব যত্ন পূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মানবগণ এই ত্রিবিধ দ্বার হইতে মুক্ত হইতে পারিলে, আত্মকল্যাণ লাভ করত পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করত স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে পরমগতি লাভ বা সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কার্য্যাকার্য্য অবধারণ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ; অতএব তুমি শাস্ত্রবিধান পরিজ্ঞাত হইয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

—(०)—

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪১।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা-সহকারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, রাজসিক কি তামসিক?

ভগবান্ কহিলেন; হে পার্থ! দেহীদিগের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধাই সত্ত্বগুণের অনুরূপ; এই সমস্ত পুরুষও সত্ত্বময়; ইহার মধ্যে পূর্ব্বে যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, পরেও সেইরূপ শ্রদ্ধাবান্ হইবেন। সাত্ত্বিক-লোক দেবগণের, রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ ও রক্ষগণের, তামসিক লোক ভূত ও প্রেতগণের যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যে সকল তপোধনগণ দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বল বিশিষ্ট হইয়া শরীরস্থ ভূতগণকে ক্লেশিত করত অশাস্ত্রীয় কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা আমারেই ক্লেশিত করে; তাহারা ক্রূরস্বভাব।

হে অর্জ্জুন! সকলের আহার তিন প্রকার, যজ্ঞ তিন প্রকার, তপস্যা তিন প্রকার ও দানও তিন প্রকার; এক্ষণে ঐ সমস্তের প্রভেদ করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবন, আরোগ্য, উৎসাহ বল, রুচিবর্দ্ধন রস ও স্নেহযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী মনোহর আহার সাত্ত্বিকদিগের পরম প্রীতিপ্রদ; অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ ও অতিদাহী এইরূপ রোগ শোকপ্রদ আহার রাজসিকদিগের প্রিয়; যাহা প্রস্তুত হইবার পরে এক প্রহর কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং গতরস, পূতিগন্ধি, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র ইহাই তামসদিগের প্রিয় ভোজন।

হে ধনঞ্জয়! ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত হইয়া মনের একাগ্রতা সহকারে

বিধিপূর্ব্বক যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফলাভিসন্ধান পূর্ব্বক দম্ভের নিমিত্ত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাজস যজ্ঞ। যাহা শাস্ত্রোক্ত বিধান দ্বারা সম্পন্ন না হয়, এবং অন্ন, মন্ত্রদান, দক্ষিণা ও শ্রদ্ধা বিহীন যজ্ঞ তামসিক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শুচিতা, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, তপস্যা, অভয়, সত্য, প্রিয় ও হিতজনক বাক্য এবং বেদাভ্যাস এই সকল বাচনিক তপ; মনের পবিত্রতা, অক্রূরতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি এই সমস্ত মানসিক তপ; আর ফলকামনা পরিহার পূর্ব্বক সাতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক। সৎকার, মান, পূজালাভ ও দম্ভ প্রকাশার্থ অনুষ্ঠিত তপ রাজসিক; এই তপস্যা অনিয়ত ও ক্ষণিক এবং যে তপস্যা আত্মপীড়াজনক ও অন্যের উৎসাদনার্থ যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক।

কেবল দেয় জ্ঞানে দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া অনুপকারী ব্যক্তির প্রতি যে দান তাহাই সাত্ত্বিক; প্রত্যুপকার বা স্বর্গাদির উদ্দেশে ক্লেশ সহকারে যে দান অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক; অনুপযুক্ত স্থানে অনুপযুক্ত কালে অনুপযুক্ত পাত্রে সৎকাররহিত তিরস্কারের সহিত যে দান তাহাই তামসিক।

ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম; এই ত্রিবিধ নাম দ্বারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপ ওঁকার পূর্ব্বক উদাহৃত হইয়া থাকে। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা ফলপ্রত্যাশারহিত হইয়া বিবিধ যজ্ঞ, তপ, দান ও ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অস্তিত্ব, সাধুত্ব, মঙ্গলকর্ম্ম, যজ্ঞ, তপ ও দানে এবং পরমেশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে সৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অশ্রদ্ধা সহকৃত হোম, দান, তপস্যা ও অন্যান্য কর্ম্ম অসৎ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; সেই সমস্ত ইহলোকে বা পরলোকে ফলোপধায়ক হয় না।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪২।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি তোমার নিকট সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব স্বতন্ত্র রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, এক্ষণে উহা কীর্ত্তন কর।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! কবিগণ কাম্য কর্ম্মের পরিত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং ঐ সমস্ত কর্ম্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কোন কোন পণ্ডিত বলেন, ক্রিয়াকলাপকে দোষবৎ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। অপরে কহিয়া থাকেন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও কর্ম্ম এই কয়েকটি কার্য্য কোনরূপেই পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে।

হে পার্থ! এক্ষণে তুমি ত্যাগের বিষয় শ্রবণ কর। হে ভরতসত্তম! ত্যাগ ত্রিবিধ; যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাগ করা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে; ইহা বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধির কারণ। হে ভারত! আমার মতে আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ কদাচ বিধেয় নহে। মোহপ্রযুক্ত নিত্যকর্ম্মের ত্যাগকে তামস বলা যায়। আর নিতান্ত দুঃখজনক বলিয়া শারীরিক ক্লেশ ও ভয় প্রযুক্ত যে কর্ম্ম পরিত্যাগ, তাহা রাজস বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। রাজস ত্যাগী ব্যক্তি কখন ত্যাগ ফল লাভে সমর্থ হয় না। আসক্তি ও ফল প্রত্যাশা রহিত হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে যে কার্য্যানুষ্ঠান, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণযুক্ত, মেধাবী ও অসন্দিগ্ধচিত্ত ত্যাগশীল ব্যক্তি দুঃখজনক বিষয়ে দ্বেষ ও সুখজনক বিষয়ে রাগ প্রদর্শন করেন না। দেহী কদাচ নিঃশেষে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। হে পার্থ! যিনি কর্ম্ম ফল ত্যাগী তাঁহাকেই প্রকৃতত্যাগী বলা যাইতে পারে। ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট কর্ম্মের এই ত্রিবিধ ফল; যাঁহারা ত্যাগী নহেন, তাঁহারা পরলোক প্রাপ্ত হইলে ঐ সমস্ত ফল লাভ করেন; কিন্তু সন্ন্যাসীরা কদাচ উহা লাভ করিতে পারেন না। হে অর্জ্জুন! কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত তত্ত্বনির্ণায়ক সাঙ্খ্য শাস্ত্রে শরীর, কর্ত্তা, পৃথক্ বিধ করণ, বিবিধ পৃথক্ চেষ্টা ও দৈব এই পাঁচ প্রাকার কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। ন্যায্য বা অন্যায্যই হউক, নরগণ কায়মনোবাক্যে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, এই পাঁচটিই তাহার কারণ; এইরূপ নিশ্চিত হইলে, অমার্জ্জিত বুদ্ধিবশতঃ কেবল উপাধিশূন্য আত্মার কর্ত্তৃত্ব দর্শন করে। তাহাকে কখন সাধুদর্শী বলা যায় না। যাঁহার মনে অহঙ্কার ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি কার্য্যে লিপ্ত হয় না, তিনি এই লোক সমুদয় হনন করিয়াও হনন করেন না এবং তাঁহাকে প্রাণিবধজনিত ফলভোগও করিতে হয় না। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা কর্ম্মপ্রবৃত্তির এই ত্রিবিধ হেতু এবং কারণ কর্ম্ম ও কর্ত্তা ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়া থাকে। জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা প্রত্যেকে সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে অর্জ্জুন!

আমি এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতমধ্যে একমাত্র অব্যয়ভাব অবলোকন করেন, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান; যে জ্ঞান দ্বারা বিভিন্ন পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবগত হওয়া যায়; তাহা রাজসিক জ্ঞান এবং প্রতিমাদিতে ঈশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন, এইরূপ অবাস্তবিক জ্ঞান তামসিক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। কর্ত্তৃত্বাভিমান ও কামনারহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুরাগ ও বিদ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত নিত্য কর্ম্ম সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কামনাযুক্ত ও অহঙ্কৃত ব্যক্তি কর্ত্তৃক বহুযত্নে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই রাজসিক; এবং ভাবি শুভাশুভ অর্থ ক্ষয়, হিংসা ও পৌরুষ পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান তাহাই তামসিক।

সঙ্গরহিত, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহসম্পন্ন, সিদ্ধাসিদ্ধ বিষয়ে বিকার রহিত কর্ত্তাই সাত্ত্বিক, অনুরাগী, কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষী, লোভাসক্ত হিংস্র, অপবিত্র হর্ষ ও শোকযুক্ত কর্ত্তাই রাজসিক এবং অনুপযুক্ত বিবেকবিহীন উগ্রস্বভাব, শঠ, অলস, বিষণ্ণচিত্ত ও দীর্ঘসূত্র কর্ত্তাই তামসিক।

হে পার্থ! গুণভেদে বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের ত্রিবিধ ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; আমি উহা পৃথক্ পৃথক্ রূপে সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ এই সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা সাত্ত্বিকী; আর যদ্দ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম কার্য্য ও অকার্য্য বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় না তাহা রাজসী এবং যে বুদ্ধি অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও সমুদায় পদার্থকে বিপরীতরূপে প্রতিপন্ন করে তাহা তামসী।

যে ধৃতি যোগাভ্যাস নিবন্ধন বিষয়ান্তর ধারণ না করিয়া মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় কার্য্য সমস্ত ধারণ করে, তাহা সাত্ত্বিকী; যে ধৃতি প্রসঙ্গাধীন ফলপ্রত্যাশায় ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ধারণ করিয়া থাকে, তাহা রাজসিক; আর যে সমস্ত দুর্ব্বুদ্ধিগণ যাহার প্রভাবে স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, তাহাই তামসিক ধৈর্য্য।

হে ভরতর্ষভ! যে সুখে অভ্যাস বশতঃ অনুরক্ত হইতে হয় এবং যাহা লাভ করিলে সর্ব্ব প্রকার দুঃখের শান্তি হয়; এক্ষণে সেই ত্রিবিধ সুখের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা অগ্রে বিষ ও পরিণামে অমৃতোপম, যাহা দ্বারা আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, তাহা সাত্ত্বিক সুখ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়সংযোগ দ্বারা যাহা অগ্রে অমৃত এবং পরিণামে বিষময় বলিয়া বোধ হয়, তাহা রাজস সুখ; যাহা অগ্রে ও পরিণামে আত্মার

মোহ উৎপাদন করে; যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহা তামসিক সুখ; পৃথিবীস্থ জীবগণমধ্যে ও স্বর্গে দেবগণ মধ্যে কাহাকেও এই স্বাভাবিক গুণত্রয় বিহীন দেখা যায় না। এই স্বভাব সম্ভূত গুণত্রয় দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্ম সকল বিভক্ত হইয়াছে। শম, দম, শৌচ, ক্ষমা, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য ব্রাহ্মণের এই একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান ও ঈশ্বরভাব ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য এই কয়েকটী বৈশ্যের স্বাভাবিক কার্য্য। একমাত্র দ্বিজসেবাই শূদ্রদিগের কার্য্য। নরগণ স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! এক্ষণে স্ব কর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিরা যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা শ্রবণ কর। যাহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হইতেছে; যিনি এই বিশ্ব সংসারে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন; মানবগণ স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কারণ স্বভাব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। হে কৌন্তেয়! যেরূপ অনল ধূমদ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ কর্ম্ম সকল দোষ দ্বারা আবৃত আছে; অতএব স্বাভাবিক কার্য্য দোষযুক্ত হইলেও উহা পরিত্যাগ করা কদাচ উচিত নহে। অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয়, স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম নিবৃত্তিরূপ সত্ত্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, হে অর্জ্জুন! সিদ্ধ ব্যক্তিরা যাহাতে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, এক্ষণে তোমার নিকট সেই বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণ বিশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধি সংযত করিবে; শব্দাদি বিষয়ে ভোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বেষ রহিত হইবে; বাক্য, কায় ও মনোবৃত্তি সংযত করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয়, ধ্যান ও যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক লঘু আহার ও নির্জ্জনে বাস করিবে, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করত মমতাশূন্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিবে; যিনি এইরূপ অনুষ্ঠান করেন, তিনি ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন; তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক ও লোভের বশীভূত হন না। তিনি সকল জীবকে সমভাবে দৃষ্টি করেন এবং আমার প্রতিও তাঁহার দৃঢ়ভক্তি জন্মে। তিনি স্বীয় ভক্তি প্রভাবে আমার স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপিত্ব অবগত হইয়া পরিশেষে আমাতেই প্রবিষ্ট হন। মানবগণ আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করত আমারই কৃপাবলে শাশ্বত পরম পদ লাভ করিয়া থাকে।

হে অর্জ্জুন! তুমি মনোবৃত্তি দ্বারা কর্ম্ম সমস্ত আমাতে সমর্পণ করত মৎপরায়ণ হও, এবং বুদ্ধি যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সতত আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, তাহা হইলে তুমি আমার অনুগ্রহে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে। আর যদি তুমি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে বিনষ্ট হইবে। যদি তুমি অহঙ্কারনিবন্ধন করিব না এইরূপ মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে উহা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে। কারণ, প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে। তুমি মোহের বশবর্ত্তী হইয়া এক্ষণে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ না, ক্ষত্রধর্ম্মের বশীভূত হইয়া তাহা তোমাকে অবশ্যই করিতে হইবে। হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর ভূতগণের হৃদয়ে অবস্থিতি করত মায়াবলে ইহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। তুমি সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার শরণাপন্ন হও; তাঁহার প্রসাদে তুমি পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।

হে অর্জ্জুন! আমি তোমার নিকট গুহ্য হইতেও গুহ্যতর জ্ঞানের বিষয় সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ইহা সম্যক্ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক যাহা অভিলাষ হয় তাহার অনুষ্ঠান কর। তুমি আমার সাতিশয় প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমাকে পরম গুহ্য হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ ও মদ্ভক্ত হইয়া আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং আমাকে নমস্কার কর। আমি অঙ্গীকার করিতেছি তুমি অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিহার পূর্ব্বক আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত করিব। এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। আমি তোমাকে যে সমস্ত উপাসনা উপদেশ প্রদান করিলাম, ইহা তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠান হীন, ভক্তি বিহীন ও শুশ্রূষানিরত ব্যক্তিকে বিশেষতঃ আমার প্রতি অসূয়াপরবশ ব্যক্তিকে কদাচ শ্রবণ করাইবে না; যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমাকে লাভ করিতে পারিবেন। ইহলোকে তাঁহা অপেক্ষা আর কেহই আমার প্রিয়তর হইবে না; যে ব্যক্তি আমাদিগের এই ধর্ম্মসঙ্গত সংবাদ শ্রবণ করিবে, তাহার জ্ঞান ও যজ্ঞ দ্বারা আমাকেই অর্চ্চনা করা হইবে। যে মানব অসূয়াশূন্য ও পরম শ্রদ্ধাসহকারে আমার এই সংবাদ শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মাদিগের পুণ্যলোক সকল প্রাপ্ত হইবে।

হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া এই যে সংবাদ শ্রবণ করিলে, ইহাতে কি তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ বিনষ্ট হইল?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার সকল মোহ বিনষ্ট হওয়াতে আমি পরম স্মৃতি লাভ করিয়াছি; আমার সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে; এক্ষণে তুমি যাহা বলিবে আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি এই প্রকারে মহাত্মা বাসুদেব ও পার্থের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ কথোপকথন সমস্ত শ্রবণ করিলাম। ব্যাসদেবের প্রসাদে যোগেশ্বর কৃষ্ণের মুখে এই পরম গুহ্য যোগ শ্রবণ করিয়াছি এবং এই পরম পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়া বারম্বার সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি বাসুদেবের সেই অলৌকিক রূপ স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহু বিস্ময় ও হর্ষসাগরে ভাসমান হইতেছি; এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যে পক্ষে বাসুদেব ও ধনুর্দ্ধর পার্থ অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাদিগেরই রাজ্যলক্ষ্মী, অভ্যুদয় ও নীতি লাভ হইবে।

ভগবদ্গীতা পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

ভীষ্মবধ প্রকরণ।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৩।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অর্জ্জুনকে বাণ ও গাণ্ডীবধারী দেখিয়া মহারথগণ পুনর্ব্বার মহানাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এবং যে সমস্ত বীর তাঁহাদের অনুযায়ী, তাঁহারাও সাগরসম্ভূত শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং ভেরী, পেশী, ক্রকচ ও গোশৃঙ্গসমূহ সহসা শব্দায়মান হইল; তাহাতে সেই শব্দ অতি তুমুল হইয়া উঠিল। হে জনেশ্বর! অনন্তর দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, দর্শনাভিলাষী হইয়া সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। মহাভাগ্যশালী ঋষি সকলও একত্রিত হইয়া ইন্দ্রদেবকে অগ্রে লইয়া সেই মহাহত্যাকাণ্ড দর্শনজন্য তথায় সমাগত হইলেন।

তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উভয় পক্ষীয় সেনাকে যুদ্ধার্থ সমুদ্যত ও মুহুর্মুহু প্রচলিত দর্শন করিয়া কবচ বিমোচন ও আয়ুধবর নিক্ষেপপূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া পিতামহের প্রতিদৃষ্টিক্ষেপ করত বাগ্যত ও

কৃতাঞ্জলি হইয়া রিপুবাহিনীর প্রতিপূর্ব্বাভিমুখে পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। কুন্তীতনয় অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠিরকে গমন করিতে দেখিয়া, অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। হে রাজন্! বাসুদেবও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভূপতিগণ ও উৎসুক হইয়া রাজার অনুগামী হইলেন। পরে ধনঞ্জয় রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্! এ কি করিতেছেন! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুসৈন্যের অভিমুখে পদব্রজেই গমন করিতেছেন? ভীমসেন কহিলেন, হে পার্থিব! আপনি কবচ ও আয়ুধ সকল নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে অগ্রে করিয়া সমরোদ্যত রিপুসৈন্যের দিকে কোথায় যাইতেছেন? নকুল কহিলেন, হে ভারত! আপনি আমাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা, আপনার এরূপ গমনে আমার হৃদয় ভয়ে অভিভূত হইতেছে; বলুন, কোন স্থানে যাইবেন? সহদেব কহিলেন, হে জনাধিপ! এই মহাভয়ানক যুদ্ধযাত্রাকালে রিপুদিগের অভিমুখে কোথায় যাইতেছেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে কৌরব! বাগ্‌যত যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়াও উত্তর না করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণ অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলকে সহাস্য বদনে কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! আমি ইহাঁর অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। ইনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্য প্রভৃতি গুরুজন সমূহের আদেশ গ্রহণ করিয়া শত্রুদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবেন। আমার পুরাকল্পে শ্রুত আছে এবং বিবেচনাও হইতেছে, যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে গুরু, বৃদ্ধ ও বান্ধবদিগের আদেশক্রমে মহত্তর ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই জয়লাভ করে।

বাসুদেব কৌরবগণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা কহিবামাত্র ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যমধ্যে হাহাকার উচ্চশব্দ উত্থিত হইল; ইহাতে অন্যান্য অনেকেই নিঃশব্দ হইল। ধৃতরাষ্ট্রের নিষ্ঠুর সৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল। এই কুলপাংশুল যুধিষ্ঠির ভীত হইয়া ভীষ্মের নিকট আগমন করিতেছে। এই নৃপ ভ্রাতৃবর্গের সহিত শরণার্থী হইয়াছে; পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেব সহায় থাকিতে কি জন্য ভীত হইয়া আসিতেছে। এই যুধিষ্ঠির যখন সমর জন্য ভয়াক্রান্ত হইয়াছে, তখন জগদ্বিখ্যাত এই যুধিষ্ঠির কখনই ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব নহে।

অনন্তর সৈন্যগণ হৃষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ কৌরবদিগকে প্রশংসাবাদ এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে উত্তরীয় বসন কম্পিত করিতে লাগিল। হে নরপাল!

তদনন্তর যোদ্ধৃগণ কেশব ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত যুধিষ্ঠিরকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। হে নরনাথ! অনন্তর কুরুসৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার করিয়া স্তব্ধ হইল; যেহেতু এই যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে কি বলিবেন, ভীষ্ম কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন, সমরশ্লাঘী ভীম, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনই বা কি কহিবেন এবং যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যই বা কি, এই বিষয়ে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মনে আশঙ্কা জন্মিল।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া শরশক্তি শঙ্কুল অরিসৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সমরার্থী ভীষ্মসমীপে শীঘ্রই গমন করিলেন এবং করদ্বয় দ্বারা চরণযুগল ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ! আমার নিবেদন এই যে, আপনার সহিত যে যুদ্ধ করিব তাহাতে আমায় আদেশ এবং আশীর্ব্বাদ করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! তুমি আমার নিকট অনুমতি গ্রহণ না করিলে, আমি তোমার পরাভব জন্য অভিশাপ প্রদান করিতাম। হে বৎস! এক্ষণে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম; তুমি যুদ্ধে জয় লাভ কর; তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে। তুমি আমার নিকট কিরূপ বরার্থী তাহা প্রকাশ কর; এরূপ হইলে, তোমার পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। হে রাজন্! পুরুষ অর্থের অধীন, কিন্তু অর্থ কাহারও অধীন নহে। ইহাই সত্য; আমি অর্থ দ্বারাই কৌরবসমীপে আবদ্ধ আছি; অতএব তোমার নিকট কাপুরুষের ন্যায় কহিতেছি যে, "আমি অর্থের বশীভূত হইয়া কৌরবদিগের ভৃতিভুক্ হইয়াছি; তুমি সমরব্যতীত অন্য কি অভিলাষ কর, ব্যক্ত করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে প্রাজ্ঞ! আপনি সর্ব্বদা আমার হিতার্থী হইয়া মন্ত্রণা ও কৌরবদিগের জন্য যুদ্ধ করুন, আমার এই প্রার্থনা।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! আমি পর পক্ষের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া তোমার কি সাহায্য করিব। যুদ্ধ ব্যতীত যাহা অভিরুচি হয়, প্রকাশ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি সমরে অপরাজেয়, অতএব যুদ্ধে আপনার নিকট কিরূপে জয়ী হইব? তদ্বিষয়ে হিতকর ও শ্রেয় পরামর্শ বিবেচনা করিয়া দেখুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুন্তীতনয়! আমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, কেহই পরাজয় করিতে পারে না। সাক্ষাৎ ইন্দ্রদেবও আমাকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনাকে প্রণাম করি, ঐ নিমিত্তই

আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি সমরে কিরূপে শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হইবেন? তাহার উপায় বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে বৎস! সংগ্রামে কাহারেও আমার জেতা দেখিতেছি না; এবং সম্প্রতি আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নাই; অতএব তুমি পুনর্ব্বার অন্য সময়ে আমার নিকট উপস্থিত হইও।

সঞ্জয় কহিলেন, হে কৌরব! অনন্তর মহাবাহু যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবের সেই বাক্য শিরোধারণ করিয়া, পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক, ভ্রাতৃবর্গের সহিত সৈন্যগণের সমক্ষে পুনরায় দ্রোণাচার্য্যের রথাভিমুখে গমন করিলেন। সেই দুর্দ্ধর্ষ মহারাজ দ্রোণসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি, ন্যায়ানুসারে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার আদেশ ব্যতীত কিরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি?

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! আপনি যদি যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া আমার সমীপে আগমন না করিতেন, তাহা হইলে পরাভব জন্য আপনাকে শাপ প্রদান করিতাম; অতএব হে যুধিষ্ঠির! আপনা কর্ত্তৃক আমি পূজিত হইয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি; আদেশ করিতেছি, আপনি যুদ্ধে জয় লাভ করুন। আপনার অভিলাষ পূর্ণ হউক। বলুন, যুদ্ধ ব্যতীত আপনি কি অভিলাষ করেন? অর্থ কখনই কাহার অধীন হয় না, কিন্তু সকলেই অর্থাধীন, ইহা সত্য। হে মহারাজ। আমি কৌরবগণ কর্ত্তৃক অর্থ দ্বারা বদ্ধ হইয়াছি; সেই জন্য কাপুরুষ তুল্য কহিতেছি যে, আপনি যুদ্ধ ব্যতীত কি ইচ্ছা করেন? বলুন, আমি কৌরবদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিব; তোমার পক্ষে যুদ্ধ করিতে পারিব না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করুন এবং আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার যুদ্ধে জয়লাভ ও মঙ্গল হয়।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে রাজন্! কৃষ্ণ যখন আপনার মন্ত্রী, তখন আপনার জয়লাভের সন্দেহ নাই। আমিও বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি যে, আপনি রণস্থলে বিপক্ষঘাতী হইবেন। হে কুন্তীনন্দন! যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই হরি, যেখানে হরি, সেইখানেই জয়; অতএব আপনি যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হউন। এক্ষণে আপনার যদি কিছু অন্য জিজ্ঞাস্য থাকে বলুন, আমি তাহা বলিতেছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার জিজ্ঞাস্য শ্রবণ করুন। আপনি অপরাজেয়; অতএব আপনাকে রণস্থলে কিরূপে পরাজয় করিব?

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! আমি যখন সমরস্থলে যুদ্ধ করিব, তখন তোমার জয়লাভ হইবে না; অতএব তুমি ভ্রাতৃবর্গের সহিত একত্রিত হইয়া সত্বর আমারে বিনষ্ট করিতে যত্নবান্ হও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে আচার্য্য! প্রণাম করিতেছি, আমার প্রতি কৃপা করিয়া আপনার সংহারোপায় বলুন।

দ্রোণ কহিলেন, হে তাত! আমি ক্রোধভরে শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলে, কেহই আমারে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু আমি রণস্থলে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচেতনের ন্যায় অবস্থিত হইলে, আমায় সংহার করিলেই নিহত হইব। আমি সত্য কহিতেছি যে, সত্যবাদীর অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিলেই অস্ত্র ত্যাগ করিব।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যকে সম্মানিত করিয়া, কৃপসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আজ্ঞা করুন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিপক্ষগণকে পরাজয় করি।

কৃপ কহিলেন, হে নৃপ! যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া আমার অনুজ্ঞা ব্যতীত যদি সমরে প্রবৃত্ত হইতে, তাহা হইলে, আমি তোমার পরাজয়ের জন্য শাপ প্রদান করিতাম। হে রাজন্! ইহাই সত্য যে, পুরুষ অর্থের অধীন, কিন্তু অর্থ কাহারও অধীন নয়; আমি অর্থ দ্বারা কৌরবদিগের বশীভূত; অতএব তৎপক্ষেই যুদ্ধ করিতে হইবে। বল, যুদ্ধ ব্যতীত তোমার আর কি প্রার্থনীয়?

অনন্তর যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে আচার্য্য। আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন, এই বলিয়াই হতচেতন হইলেন।

কৃপাচার্য্য মহারাজের মনোগত ভাব অবগত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি অবধ্য তোমার আগমনে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলাম; আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি যুদ্ধে জয়লাভ কর, ইহা যথার্থ কহিলাম।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃপবাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার সম্মাননা করিয়া মদ্র-রাজ শল্য সন্নিধানে উপনীত হইলেন, এবং তাঁহারে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন, মাতুল! আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি; আজ্ঞা করুন, সমরে বিপক্ষগণকে পরাজয় করি।

শল্য কহিলেন, হে রাজন্! তুমি যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া আমারে অনাদর পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তোমারে পরাভবের জন্য শাপ প্রদান করিতাম। এক্ষণে আমি তোমা কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া পরম সন্তোষ সহ-

কারে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি পূর্ণকাম হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ কর। সম্প্রতি আর কি বাসনা? হে রাজেন্দ্র! পুরুষ অর্থের অধীন, কিন্তু অর্থ কাহারও অধীন নয়, ইঁহা সত্য। আমি অর্থ দ্বারা কৌরবদিগের বশতাপন্ন; অতএব তাহাদের পক্ষেই যুদ্ধ করিতে হইবে। তুমি যুদ্ধ ভিন্ন যাহা বলিবে, তাহাই করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্। আপনি আমার হিতসাধনের মন্ত্রণা ও কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

শল্য কহিলেন, হে ভগিনীসুত! আমি কৌরবগণের নিকট অর্থ দ্বারা বশীভূত হইয়াছি, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষেই যথাবিধি যুদ্ধ করিব, সেই যুদ্ধে তোমার কি উপকার করিতে হইবে বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মাতুল! আপনি যুদ্ধসময়ে সুতপুত্র কর্ণের তেজ হ্রাস করেন, এই আমার প্রার্থনা।

শল্য কহিলেন, হে কুন্তীপুত্র! তোমার এই মনোরথ পূর্ণ হইবে। তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, অবশ্যই জয়ী হইবে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে শল্যকে সম্মানিত করিয়া ভ্রাতৃবর্গের সহিত সেই মহাভয়ঙ্কর সৈন্য হইতে বহির্গত হইলেন। তখন বাসুদেব কর্ণসমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে কর্ণ! শুনিলাম, তুমি ভীষ্মের সহিত বিদ্বেষ বশতঃ সংগ্রাম স্থলে ভীষ্ম বিদ্যমান থাকিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না; অতএব যে পর্য্যন্ত ভীষ্ম নিহত না হন, সে পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ কর। আর যদি তুমি উভয় পক্ষই তুল্য জ্ঞান কর, তবে ভীষ্ম নিহত হইলে পুনরায় দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ তৎপক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবে।

কর্ণ কহিলেন, হে কেশব! আমি কখনই দুর্য্যোধনের বিপ্রিয়াচরণ করিতে পারিব না; তাঁহার হিতার্থে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে কাতর নহি। হে ভারত! কৃষ্ণ কর্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির সৈন্যমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, যিনি এই রণস্থলে আমাদের হিতসাধনের অভিলাষ করিবেন, আমরা তাঁহারে বরণ করিব। তখন যুযুৎসু তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, হৃষ্টচিত্তে কুন্তীপুত্রকে কহিলেন, হে মহারাজ! যদি আমারে বরণ করেন, তাহা হইলে আমি তোমার পক্ষ হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যুযুৎসু! আইস আইস, বাসুদেব ও আমরা সকলেই তোমাকে বরণ করিতেছি; তুমি আমাদের পক্ষ হইয়া তোমার মূঢ়

ভ্রাতৃবর্গের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ও পিণ্ড রক্ষা তোমা দ্বারাই সম্পন্ন হইবে। হে রাজপুত্র! আমরা অনুমতি করিতেছি, তুমি আমাদের জন্য যুদ্ধ কর। অতি দুর্ব্বুদ্ধি অমর্ষপরায়ণ দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইবে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর যুযুৎসু ভ্রাতৃবর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণ করাইয়া পাণ্ডববাহিনী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির হৃষ্টমনা হইয়া পুনর্ব্বার কনকোজ্জ্বল দীপ্তিশীল কবচ ধারণ করিলেন। তখন অপরাপব যোদ্ধৃবর্গ স্ব স্ব বথে আরোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার ব্যূহ সুসজ্জিত করিয়া, শত শত দুন্দুভি প্রভৃতি বহু বিধ বাদ্য এবং বিবিধ সিংহনাদ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পার্থিবগণ তখন পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবগণকে বথস্থ দেখিয়া, পুনর্ব্বার নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ভূপালগণ মান্য ব্যক্তিদিগের মানরক্ষক পাণ্ডবগণের গৌরব দেখিয়া প্রশংসা পূর্ব্বক তাঁহাদের সৌহার্দ্দ, কৃপালুতা ও জ্ঞাতিদিগের প্রতি পরম দয়ার বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা পাণ্ডবদিগের স্তুতিবাদ ও সাধুবাদ করিতে লাগিল। ম্লেচ্ছগণ ও আর্য্যগণ সকলই তাঁহাদিগেব চবিত্র শ্রবণ বা দর্শন করিয়া গদ্গদ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। পরে মনস্বিগণ হৃষ্টচিত্তে শত শত ভেরী ও গোক্ষীর সদৃশ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৪।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের ব্যূহ রচিত হইলে, প্রথমে কোন্ পক্ষীয় যোধগণ যুদ্ধোদ্যত হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, আপনার পুত্র দুঃশাসন দুর্য্যোধনের বাক্যানুসাবে ভীষ্মকে অগ্রগামী করিয়া সসৈন্যে যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। পাণ্ডবগণ ও ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া গমন করিলেন। তদনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে ভেরী, মৃদঙ্গ, গোবিষাণ, মুরজ প্রভৃতির ধ্বনি, ক্রকচশব্দ এবং অশ্বগণের হেষারবে হস্তীর বৃংহিতে, যোদ্ধৃবর্গের সিংহনাদে ও কিল কিলা শব্দে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইল। উভয় পক্ষীয়েরা সিংহনাদ সহকারে তর্জ্জন গর্জ্জন করত ধাবমান হইতে লাগিল। এইরূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্য সমাগম হইলে, সেই সমস্ত সৈন্যগণ শঙ্খ ও

মৃদঙ্গাদির তুমুল শব্দ শ্রবণে বায়ুবেগবিচলিত বনরাজির ন্যায় প্রচলিত হইতে লাগিল, ঐ অশুভক্ষণে সৈন্যগণ, ভূপতি, হস্তী ও অশ্বসমূহ পরিবৃত হইয়া বায়ুবেগে বিচলিত সমুদ্রের ন্যায় তুমুল শব্দ করিতে আরম্ভ করিল।

হে রাজন্! তাদৃশ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইলে, ভীমসেন বলীবর্দ্দের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করিয়া উঠিলেন। তাহাতে শঙ্খ দুন্দুভির নির্ঘোষ, করীগণের বৃংহিত, অশ্বগণের হেষারব, ও সৈন্যসমূহের সিংহনাদ সমাচ্ছাদিত হইল। জলদ গম্ভীরগর্জ্জনকারী ভীমসেনের সেই শক্রবজ্রোপম নিনাদ শ্রবণে আপনার সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইল। যেরূপ মৃগগণে সিংহের ভয়ঙ্কররব শ্রবণে বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি বাহনগণ ভীমসেনের ভীমরব শ্রবণে বিত্রাসিত হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সেই মহাবীর জলদজালের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিয়া আপনার পুত্রগণকে ভয়প্রদর্শন করত সৈন্যমধ্যে গমন করিলেন। তখন দুর্য্যোধন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, অতিরথ দুঃশাসন, দুর্ম্মর্ষণ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, মহারথ, বিকর্ণ, পুরুমিত্র ও জয় এই সকল মহাবীরগণ এবং ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মা ও সোমদত্তাত্মজ ইহাঁরা মেঘান্দোলিত ক্ষণপ্রভার ন্যায় মহাধনু প্রকম্পণ পূর্ব্বক মোকনির্ম্মুক্ত পন্নগতুল্য নারাচ সমুদায় গ্রহণ করিয়া জলদপটল সমাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায়, তাঁহাকে শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, ইহারা গিরিশৃঙ্গোপরি অশনি নিক্ষেপের ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের উপর শরজাল বর্ষণ করত ধাবমান হইলেন। সেই ভীষণ জ্যাশব্দ ও করতলধ্বনি শ্রবণ করিয়া উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ কেহই সংগ্রামে বিমুখ হইল না। হে মহারাজ! আমি তখন দ্রোণ শিষ্যদিগের ক্ষিপ্রকারিতা স্বচক্ষে দর্শন করিতে লাগিলাম। তৎকালে অনবরত ধনুর্গুণ সকল শব্দায়মান হইতে বিরত হইল না। শর নিকর আকাশনির্ম্মুক্ত জ্যোতিঃপদার্থের ন্যায় অবিরত ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিল। হে ভারত! তখন অপরাপর ভূপালগণ দর্শকের ন্যায় সেই ভয়ঙ্কর জ্ঞাতিযুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর মহারথগণ ক্রোধভরে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া রণস্থলে যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত হইলে, হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সৈন্যোদ্ধত রজঃপুঞ্জ সমুত্থিত হইয়া সূর্য্যদেবকে সমাচ্ছন্ন করিল। ভূপালগণ কার্ম্মুক ধারণ করিয়া দুর্য্যোধনের শাসনানুসারে সৈন্যগণের সহিত শত্রুপক্ষে ধাবমান হওয়াতে সেই গজ, অশ্ব,

শঙ্খ, ভেরী ও শরতূণীরসঙ্কুল রণস্থলে উচ্ছলিত সাগরের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। এদিকে পাণ্ডবপক্ষীয় মহীপালগণ যুধিষ্ঠিরের আদেশ ক্রমে সিংহনাদসহকারে দুর্য্যোধনের সৈন্যপক্ষে নিপতিত হইলেন। এই-উভয়পক্ষীয় সৈন্যদিগের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে কাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত, কাহারা ভগ্ন, কাহারা বা প্রত্যাবৃত্ত হওয়াতে আত্মীয় ও পর এ উভয়ের কিছুই ইতর বিশেষ বোধ হইল না। হে রাজন্! সেই মহাভয়ঙ্কর রণস্থলে কেবল পিতামহ ভীষ্মই তাদৃশ সৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া দেদীপ্যমান হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৫।

সঞ্জয় কহিলেন, হে বিশাম্পতে! সেই দিবস পূর্ব্বাহ্নসময়ে ভূপতিগণের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। তাহাতে অনেক রাজাদিগের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ পরস্পর জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া সিংহনাদে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিলেন। হে ভারত! সৈন্যদের কিলকিলা শব্দ, তল ও শঙ্খধ্বনি এবং স্পর্দ্ধাশীল মনুষ্যগণের সিংহনাদ, তলত্রাহত জ্যানির্ঘোষ, পদাতিগণের পদ. শব্দ, অশ্বগণের হ্রেষা, আয়ুধধ্বনি, পরস্পরের প্রতি ধাবিত হস্তিগণের ঘণ্টারব, তোত্র ও অঙ্কুশনিপাত এবং জলদগম্ভীর সদৃশ রথনির্ঘোষে অতি ঘোরতর লোমহর্ষণ শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। তখন কৌরবগণ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্বজা উত্তোলিত করিয়া পাণ্ডববর্গের অভিমুখীন হইল। শান্তনুতনয় ভীষ্ম জীগীষাবেশে স্বয়ং কৃতান্তদণ্ড সদৃশ ধনুর্ধারণ করিয়া ধনঞ্জয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন লোকবিখ্যাত গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক জয়ৈষী হইয়া সমরে পদার্পণ করিলেন। কিন্তু রণস্থলে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া কেহ কাহাকেও বিকম্পিত করিতে পারিলেন না। পরে মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার লোমাঞ্চকর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করিয়া স্পর্দ্ধা সহকারে আক্রমণ করিলেন। সেই বীরদ্বয়ের সর্ব্ব শরীর শরজাল দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলে, তাঁহারা উভয়েই বসন্তকালীন পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইলেন।

মহা ধনুর্দ্ধর অভিমন্যু কোশলেশ্বর বৃহদ্বলকে সমরে আক্রমণ করিলেন।

বৃহদ্বল অভিমন্যুর ধ্বজচ্ছেদন করিয়া তাঁহার সারথিরে নিহত করিলে, সুভদ্রানন্দন ক্রোধভরে নয়টি বাণ দ্বারা বৃহদ্বলকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন এবং দুই সুশাণিত ভল্ল নিক্ষেপ করত একটী দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও একটী দ্বারা পৃষ্ঠদেশ রক্ষক সারথিকে ছেদন করিলেন। এইরূপে অরাতিমর্দ্দন বীরদ্বয় শাণিত শরনিকর দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! ভীমসেন মহারথ মাননীয় ও শত্রুতাপনকারী আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিলেন। সেই মহাত্মা বীরদ্বয় রণাঙ্গনে পরস্পর শরবৃষ্টি দ্বারা যুদ্ধ করাতে সমস্ত প্রাণীর নিতান্ত বিস্ময় জন্মিল।

দুঃশাসন মহারথ নকুলকে আক্রমণ করিয়া শাণিত দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলে, নকুল হাস্য করিয়া সুশাণিত শর নিকর দ্বারা তাঁহার শর, শরাসন ও ধ্বজ ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্র রোষভরে নকুলের প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক নিক্ষেপ ও তাঁহার অশ্ব এবং ধ্বজ ছেদন করিলেন।

পরে দুর্ম্মুখ সমরে যত্নশীল পরাক্রমশালী সহদেবের প্রতি ধাবিত হইয়া শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে, সহদেব তীক্ষ্ণতর শর নিক্ষেপ করত তাঁহার সারথিকে নিহত করিলেন। ঐ যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরদ্বয় এইরূপে পরস্পরকে আক্রমণ করত জিগীষাপরবশ হইয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং মদ্ররাজ শল্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শল্য দৃষ্টিপথেই তাঁহার ধনুক দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন। কুন্তীপুত্র তৎক্ষণাৎ অপর এক বেগসহ দৃঢ় ধনুক গ্রহণ পূর্ব্বক অতি ক্রোধভরে সন্নতপর্ব্ব শরজাল দ্বারা মদ্রাধিপকে আচ্ছন্ন করত তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন দ্রোণ ক্রোধান্বিতচিত্তে এক বাণ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের মারাত্মক দৃঢ় শরাসন ছেদন করিয়া যমদণ্ড সদৃশ মহাভয়ঙ্কর অন্য এক বাণ দ্বারা তাঁহার শরীর বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদাত্মজ তৎক্ষণাৎ অপর শরাসন গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ বাণ দ্বারা দ্রোণকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

মহাবেগশালী বিরাটপুত্র শঙ্খ সোমদত্ততনয়কে আক্রমণ করিলে, সৌমদত্তি শর দ্বারা শঙ্খের দক্ষিণ ভুজ বিদ্ধ করিয়া তাঁহার জক্রদেশে আঘাত করিলেন। এইরূপে সেই দর্পকারী বীরদ্বয় দেব দানবসদৃশ ভয়াবহ সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ধৃষ্টকেতু ক্রোধভরে বাহ্লীকের অভিমুখে আপতিত হইলেন।

বাহ্লীক অমর্ষপরায়ণ ধৃষ্টকেতুকে শরনিকর দ্বারা বিমোহিত করিয়া, সিংহের ন্যায় শব্দ করিয়া উঠিলেন। চেদীশ্বর ধৃষ্টকেতু ক্রোধান্ধ হইয়া, মত্ত হস্তীর ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করত অবিলম্বে নয়টি শর নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করত মঙ্গল ও বুধগ্রহের ন্যায় পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

ক্রূরকর্ম্মা ভীমতনয় ঘটোৎকচ, অমররাজ যেরূপ বৃত্রাসুরকে আক্রমণ করেন, তদ্রূপ রাক্ষস অলম্বুষকে আক্রমণ করিয়া ক্রোধভরে নবতি বাণ দ্বারা তাঁহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিল! অলম্বুষও ভীমসেনপুত্রকে বহুবিধ সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা মর্দ্দিত করিল। এইরূপে তাহারা রণাঙ্গনে শরার্দ্দিত দেবাসুরসংগ্রামে মহাপরাক্রমশালী ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতে লাগিল।

হে নরপতে! অনন্তর অতুলবল শিখণ্ডী যুদ্ধার্থ দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামার অভিমুখীন হইলেন। অশ্বত্থামা ক্রোধভরে শিখণ্ডীকে শাণিত শরের দ্বারা বিদ্ধ করত প্রকম্পিত করাতে শিখণ্ডী সুশাণিত সায়ক দ্বারা দ্রোণাত্মজকে আঘাত করিলেন। তাঁহারা উভয়ে এবম্বিধ রূপে শরসমূহে বিদ্ধ হইতে লাগিলেন।

হে ভারত! বাহিনীপতি বিরাট মহাশৌর্য্যশালী ভগদত্তের সমীপস্থ হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বিরাট ক্রোধভবে নগোপরি বারিবর্ষণের ন্যায় ভগদত্তের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। জলদরাশি যেমন সূর্য্যদেবকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ভগদত্তও বিরাটকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। শারদ্বত কৃপ কৈকেয়াধীশ বৃহৎক্ষেত্রের অভিমুখীন হইয়া শর দ্বারা তাঁহাকে আবৃত করিলে, বৃহৎক্ষেত্রেও শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদের রণস্থলে উভয়েরই কার্ম্মুক ছিন্ন ও অশ্ব নিহত হইলে, ক্রোধভরে পরস্পর খড়্গাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অরিমর্দ্দন দ্রুপদরাজ ক্রোধাবেশে জয়দ্রথের প্রতি আপতিত হইলেন। সিন্ধুপতি জয়দ্রথ তিনটি শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করাতে দ্রুপদ ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। দর্শকগণ শুক্র ও মঙ্গলতুল্য সেই বীরদ্বয়ের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। মহাপরাক্রমশালী আপনার পুত্র বিকর্ণ মহাবীর শ্রুতসোমের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই সমতেজস্বী, সুতরাং কেহ কাহারে বিকম্পিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

মহারথ চেকিতান পাণ্ডবগণের হিতকামনায় ক্রুদ্ধ হইয়া সুশর্ম্মার প্রতি ধাবিত হইলেন। সুশর্ম্মা শরনিকর দ্বারা চেকিতানকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। মেঘ যেমন পর্ব্বতের উপরিভাগে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ চেকিতানও ক্রোধান্ধ হইয়া সুশর্ম্মার প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সিংহ যেরূপ মত্ত করীকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়, তদ্রূপ গান্ধারপতি শকুনি মহাপরাক্রমশালী যুধিষ্টির নন্দন প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। দেবরাজ যেরূপ দানবদিগকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুধিষ্ঠিরনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া বাণবর্ষণ দ্বারা শকুনির শরীর ক্ষত বিক্ষত করিলেন।

সহদেব তনয় মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা কাম্বোজদেশীয় মহাপরাক্রমশালী মহারথ সুদক্ষিণের প্রতিধাবিত হইলেন, সুদক্ষিণ শরনিকর বর্ষণ করিয়াও মৈনাকভূধর সদৃশ শ্রুতকর্ম্মাকে নিবারিত করিতে সমর্থ হইলেন না। শ্রুতকর্ম্মা শরসমূহ দ্বারা সুদক্ষিণকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। তদনন্তর অর্জ্জুনাত্মজ অরিকুলকৃতান্ত ইরাবান্ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া অমর্ষপর শ্রুতায়ুর প্রতি ধাবিত হইলেন এবং তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ করত সিংহনাদসহকারে তাঁহার সৈন্যবর্গকে প্রকম্পিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুতায়ুও জাতক্রোধ হইয়া গদাদ্বারা ইরাবানের ঘোটক সমূহ নিহত করিলে, উভয়ের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ পুত্র ও সেনাগণে পরিবৃত কুন্তিভোজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের অতি ঘোরতর পরাক্রম দর্শন করিলাম। তাঁহারা সেই মহতী বাহিনীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুবিন্দ গদা দ্বারা কুন্তিভোজকে প্রহার করিতে লাগিলেন। কুন্তিভোজও তদুপরি শরক্ষেপ করিলেন। তখন কুন্তিভোজতনয় শর দ্বারা বিন্দকে তাড়না করিতে অগ্রসর হইলেন, বিন্দও কুন্তিভোজ সুতের প্রতি শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহা দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পরে কৈকেয় দেশীয় পঞ্চভ্রাতা স্ব স্ব সৈন্যবর্গ সমভিব্যাহারে সৈন্যগণ পরিবৃত্ত পঞ্চ জন গান্ধারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

আপনার তনয় বীরবাহু রথিপ্রধান বিরাটপুত্র উত্তরের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া নবশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর উত্তরও তাঁহাকে শর দ্বারা আচ্ছন্ন করিলেন। পরে মহাবীর চেদিপতি উলূকাভিমুখে ধাবিত হইয়া তদুপরি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উলূকও তাঁহার প্রতি নিশিত শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে তাঁহাদের উভয়ের শরীর শরসমূহ

দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইল, কিন্তু কেহ কাহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না।

হে রাজেন্দ্র! এই রূপে আপনার ও পাণ্ডুপুত্রগণের সহস্র সহস্র রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাতিবর্গ ঘোরতর দ্বন্দ্ব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। উহা ক্ষণকাল মধুর দর্শন হইয়াছিল, পরে সাতিশয় সঙ্কুল হইলে আর কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন গজ গজের সহিত, রথী রথীর সহিত, ঘোটক ঘোটকের সহিত ও পদাতি পদাতির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। শূরবর্গ পরস্পরের অভিমুখে গমন করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও চারণগণ রণস্থলে উপনীত হইয়া দেবাসুর সমরের ন্যায় ভয়াবহ সেই সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন দেখিলাম, সহস্র সহস্র রথ, সহস্র সহস্র করী, অশ্ব ও পুরুষগণ বিপরীত ভাগে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। তৎকালে সহস্র সহস্র রথী, গজ ও আরোহিগণকে পরস্পর মুহূর্ত্তকাল সংগ্রাম করিতে দৃষ্ট হইল।

—*—

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৬।

মহারাজ! এই যুদ্ধে সহস্র সহস্র পদাতি মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া যে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। তৎকালে পুত্র পিতাকে পিতা পুত্রকে, সহোদর সহোদরকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে ও সখা সখাকে, অবগত হইতে পারে নাই! বস্তুতঃ পাণ্ডবেরা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বহু বীরগণ রথ হইতে রথীদিগের প্রতি আপতিত হইল। রথ দ্বারা যূপ, রথের ঈষা দ্বারা রথে ও রথকূবর দ্বারা রথকূবর ভগ্ন হইতে লাগিল। কোন-বা বীর জিঘাংসু হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন; কতকগুলি রথ রথসন্নিপাতে অচল হইল। মদস্রাবী বৃহদাকার হস্তিগণ তোরণপতাকা দ্বারা সুশোভিত অতি বেগশালী অরিপক্ষীয় গজসমূহের সহিত দশন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দন্ত দ্বারা পরস্পরের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইলে, ব্যথিতের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। হস্তিবিদ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত অপ্রভিন্ন মাতঙ্গগণ অঙ্কুশ দ্বারা আহত হইয়া মদস্রাবী বারণগণের প্রতি ধাবিত হইল। বহুতর মহাগজ গলিতমদ

বারণগণের সমীপস্থ হইয়া ক্রৌঞ্চের ন্যায় শব্দ সহকারে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে সুশিক্ষিত কোন কোন মাতঙ্গ ঋষ্টি, তোমর ও নারাচ দ্বারা বিদ্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়া জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইল, এবং কতকগুলি গভীব স্বরে চীৎকার কবত ধাবমান হইল।

মহারাজ! দেখিলাম, বিশাল বক্ষ মাতঙ্গের পাদরক্ষকেরা পরস্পব জিঘাংসু হইয়া ঋষ্টি, কার্ম্মুক, বিমল পরশু, গদা, মুষল, ভিন্দিপাল, তোমর, সায়ক, পরিঘ ও শাণিত খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। পরস্পর আক্রমণকারী বীব-গণেব নরশোণিতাক্ত খড়্গসমূহ শোভমান হইতে লাগিল। বীরবাহু ব্যক্তিগণ শাণিত অসি সকল শত্রুদিগেব মর্ম্মস্থলে নিক্ষেপ করাতে অতি ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। সমরাঙ্গনে স্থানে স্থানে মনুষ্য সকল গদা ও মুষলাঘাতরুগ্ন, খড়্গাহত, গজ কর্ত্তৃক মর্দ্দিত ও তাঁহাদের দশনাঘাতে ছিন্নদেহ হইয়া প্রেততুল্য কঠোরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঘোটকা-রোহী সকল চামর দ্বারা বিভূষিত হংসের ন্যায় শোভা-সম্পন্ন মহাবেগ-শালী অশ্বগণ সমভিব্যাহারে পরস্পবকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুবর্ণমণ্ডিত সুশাণিত শরসমূহ বীরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া আশীবিষেব ন্যায় পতিত হইতে আরম্ভ হইল। কতকগুলি অশ্বারোহী অশ্বের সহিত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথে উত্থিত হইয়া রথিগণেব মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিল। রথিগণ অশ্বারোহীদিগকে সমীপস্থ দেখিয়া নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা নিহত করিল। নবীন জলদবর্ণ সুবর্ণ ভূষণ-ভূষিত মত্ত দন্তিগণ স্বীয় কুম্ভ ও পার্শ্বদেশ পাটিত হইলেও অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া পদ দ্বারা মর্দ্দিত করিতে লাগিল। অনেকে প্রাসাহত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বোদন করিতে আরম্ভ করিল। আরোহী সহিত অশ্ব ও মাতঙ্গ সকল কোন কোন বীর-গণকে প্রমাথিত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মাতঙ্গেরা দশন দ্বাবা অশ্বের সহিত সাদীদিগকে উৎক্ষিপ্ত এবং রথ সকলকে মর্দ্দিত করিয়া বিচরণ করিতে আরম্ভ কবিল। কোন কোন মদমত্ত মহাগজ শুণ্ড ও পদ দ্বারা আরোহীর সহিত তুরগগণকে নিহত করিতে লাগিল। সর্পের ন্যায় ভীষণ শর সমূহ তাহাদের দশন দ্বয়ের মধ্যস্থলে দেহে ও পার্শ্বে নিপতিত হইতে লাগিল। মহোল্কার ন্যায় সমুজ্জ্বল শক্তিসমূহ বীরবাহুগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মুক্ত হইয়া মনুষ্য এবং অশ্বগণেরদেহ ও লৌহময় বর্ম্ম সকল বিদ্ধ করিয়া বহির্দ্দিকে গমন করিল। বীরগণ নির্ম্মল খড়্গসমূহ ব্যাঘ্রচর্ম্মাবদ্ধ

কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তদ্দ্বারা অরিদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! এই যুদ্ধে সহস্র সহস্র যোদ্ধৃবর্গ শক্তির আঘাতে বিদারিত, পরশু দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন, হস্তী কর্ত্তৃক মর্দ্দিত, অশ্বগণের পদ দ্বারা আহত ও রথচক্রে সংছিন্ন হইয়া কেহ পুত্রকে, কেহ পিতাকে, কেহ সহোদরকে, কেহ মাতুলকে, কেহ ভাগিনেয়কে ও কেহ বা অপরাপর বন্ধুবর্গকে স্মরণ করত অতি দীনস্বরে প্রলাপ করিতে লাগিল। বহু মনুষ্য বিকীর্ণনাড়ী, ভগ্নোরু, ছিন্নবাহু ও বিদীর্ণপার্শ্ব হইয়া জীবিতাভিলাষে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন ব্যক্তি তৃষ্ণাতুর ও ভূতলশায়ী হইয়া বারি প্রার্থনা করিতে লাগিল। কেহ কেহ রুধিরাক্ত কলেবরে আপনার ও পুত্রদিগের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে প্রভূত শৌর্য্যশালী কোন কোন ক্ষত্রিয়গণ জাতক্রোধ হইয়া ক্রন্দন করিলেন না। তাঁহারা হৃষ্ট-চিত্তে তর্জ্জন গর্জ্জন করত দশন দ্বারা ওষ্ঠাধর দংশন পূর্ব্বক ভ্রূকুটীকুটিল-মুখে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাবল যোধ-গণ বাণ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়াও নিস্তব্ধভাবে রহিল। কোন কোন বীরগণ বিরথ হওয়াতে পুনরায় অপরের নিকট রথ প্রার্থনায় নিপতিত হইবামাত্র পরপক্ষীয় দন্তিগণের দন্তাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া কুসুমিত কিং-শুকের ন্যায় শোভা ধারণ করত সৈন্যমধ্যে গম্ভীরস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। ঐ ভুবনাশক ভয়ঙ্কর সমরে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভাগি-নেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, মিত্র মিত্রকে বিনাশ করিতে লাগিল। হে ভারত! সেই মর্য্যাদাশূন্য ঘোরতর সংগ্রামে পাণ্ডব ও কৌরব পক্ষীয় বীরগণ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। এই সংগ্রামে পাণ্ডবসৈন্য সকল ভীষ্মের নিকট কম্পিত হইতে লাগিল। মহাবীর ভীষ্ম রজতময় উন্নত পঞ্চতারাশোভিত তালকেতু রথে আরূঢ় হইয়া মেরুস্থিত হিমাংশুর ন্যায় শোভাধারণ করিলেন।

সপ্ত চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৭।

মহারাজ! ঐ সুদারুণ দিনের পূর্ব্বাহ্ণকাল গতপ্রায় হইলে, বহু সংখ্যক বীরপুরুষ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। মহাবীর দুর্ম্মুখ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শল্য ও বিবিংশতি আপনার পুত্রের আদেশানুসারে ভীষ্মসমীপে উপনীত

হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথ শান্তনুনন্দন পঞ্চ অতি-রথ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভীষ্মের তালকেতু চেদি, কাশি, করূষ ও পাঞ্চালবাহিনী মধ্যে বহুধা প্রকম্পিত হইতে লাগিল। তিনি বহু সৈন্যের শির, রথ, বাহন ও কেতু সকল কর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রণস্থলে তাঁহার রথ মার্গস্থ বারণ-গণ মর্ম্মাহত হইয়া কাতরধ্বনি করিতে লাগিল।

এইরূপে সংগ্রামক্ষেত্রে সৈন্যগণ গাঙ্গেয় কর্ত্তৃক নিহত হওয়াতে, প্রবল-পরাক্রম অভিমন্যু ক্রোধভরে পিঙ্গলবর্ণ অশ্বযোজিত সুবর্ণমণ্ডিত কর্ণি-কার ধ্বজশোভিত রথে আরোহণ করত সেই মহারথ ভীষ্মের ও তাঁহার অনুযায়ি রথিগণের সমীপে প্রয়াণ করিলেন, এবং ভীষ্মের কেতুতে শর-নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার রক্ষক সেই পঞ্চ রথি প্রধানের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু কৃতবর্ম্মাকে এক বাণ ও শল্যকে পাঁচ বাণ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিলেন। পরে স্বীয় পিতামহ ভীষ্মের উপর নয়টি বাণ নিক্ষেপ করিয়া এক তীক্ষ্ণশর দ্বারা তাঁহার সুবর্ণমণ্ডিত ধ্বজ কর্ত্তন করিলেন। তদনন্তর ক্রোধান্বিত হইয়া সর্ব্বাবরণচ্ছেদী সন্নতপর্ব্ব ভল্লাঘাতে দুর্ম্মুখের সারথীর শির ও অন্য শাণিত ভল্ল দ্বারা কৃপের কনকমণ্ডিত কার্ম্মুক এবং যেন নৃত্য করিতে করিতে তীক্ষাগ্র শরনিকর দ্বারা শত্রু নিক্ষিপ্ত শরসমূহ ছেদন করত গাণ্ডীববৎ শরা-সনের ধ্বনি করিয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার লঘুহস্ততা দর্শন করিয়া দেবতারাও সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি যাহা লক্ষ্য করিয়া শর-নিক্ষেপ করেন, তাহা কখন ব্যর্থ হয় না; ইহা দেখিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে অর্জ্জুনবৎসত্ত্বশালী ও হুতাশনের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন বোধ করিতে লাগিলেন।

তৎকালে মহাবীর ভীষ্ম অভিমন্যুকে দ্রুতবেগে আক্রমণ করিয়া নয় শরে তাহার দেহ বিদ্ধ, তিন ভল্ল দ্বারা ধ্বজচ্ছেদন এবং তিন বাণ দ্বারা সারথিকে ক্ষতবিক্ষত করিলেন। এই অবশরে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও শল্য ইঁহারাও অভিমন্যুর উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। পরে অর্জ্জুননন্দন দুর্য্যোধনপক্ষীয় বীরসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ রথীর উপর শরনিকর বর্ষণ করত তাঁহা-দের মহাস্ত্র সকল নিরাকৃত করিলেন এবং ভীষ্মের প্রতি শরনিক্ষেপ করিয়া সিংহের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিলেন। সেই যুদ্ধস্থলে ভীষ্ম শরার্দ্দিত হওয়াতে, অভিমন্যুর অসাধারণ বাহুবল প্রকাশিত হইল। মহা-

বীর ভীষ্ম অর্জ্জুন পুত্রের পরাক্রম দর্শনে তাঁহার প্রতি বহুবিধ শর নিক্ষেপ করিলে, তিনি সেই সমস্ত কর্ত্তন করিয়া নবশরে ভীষ্মের রথ ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে সকল লোক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মহাবীর ভীষ্মের রজতময় মণিভূষিত তালধ্বজ অভিমন্যুর শরে ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল। *সমরোৎসাহী ভীমসেন তাহা দেখিয়া অভিমন্যুকে উৎসাহিত করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।*

তখন পরাক্রমশালী মহাবীর ভীষ্ম রণস্থলে বহুবিধ দিব্য মহাস্ত্র সকল প্রকাশ করিয়া অভিমন্যুর উপর সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে সমুদায় লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। সেই সময় পাণ্ডব পক্ষীয় দশজন মহাধনুর্দ্ধর, সপুত্র বিরাট, দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, কৈকেয় ও সাত্যকি ইহাঁরা অভিমন্যুর রক্ষার্থে মহা বেগে তথায় উপনীত হইলেন। শান্তনব ভীষ্ম তাহাদিগকে সত্বরে সমাগত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি তিন বাণ ও সাত্যকির প্রতি নয় বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে এক ক্ষুরাগ্র সুশাণিত শরে ভীমসেনের সুবর্ণময় সিংহধ্বজ কর্ত্তন করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন।

মহাপরাক্রমশালী ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া ভীষ্মকে তিন, কৃপকে এক ও কৃতবর্ম্মাকে আট শর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিলেন। সেই সময় মহাবীর উত্তর গজারূঢ় হইয়া মদ্রেশ্বর শল্যের অভিমুখীন হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মদ্রাধিপ দ্রুপদাত্মজের গজবেগ নিবারণার্থ অগ্রসর হইলে, সেই মহাগজ ক্রোধভরে পদ দ্বারা শল্যের রথযুগ আকর্ষণ করিয়া চারি অশ্বকে নিহত কবিল। তখন মহাবীর মদ্রেশ্বর সেই বাহনশূন্য রথে থাকিয়া আশীবিষ সদৃশ অতি ভীষণ লৌহময়ী শক্তি ধারণ পূর্ব্বক উত্তরের শরীরে শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শল্য বর্ম্মভেদ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া চারিদিক্ শূন্যময় দর্শন করত উত্তরীয় বসন ও তোমর পরিহার পূর্ব্বক গজের স্কন্ধদেশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পরে মদ্রাধিপতি শল্য খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই মহাগজকে ছেদন করিলেন। তাহাতে ঐ করী নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে মদ্রেশ্বর আপনার কার্য্য সাধন করিয়া ত্বরায় কৃতবর্ম্মার সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ় হইলেন।

তৎকালে বিরাটপুত্র শ্বেত রণস্থলে সহোদর উত্তরকে বিনষ্ট ও মহাবীরগণকে জীবিত দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সায়ক সমূহ দ্বারা তাঁহাদের

কার্ম্মুক সকল ছেদন করিলেন। তখন তাঁহারা অবিলম্বে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া একবারে সাতজন তাঁহার প্রতি সাত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শ্বেত পুনর্ব্বার সাত ভল্ল দ্বারা তাঁহাদিগের শরাসন সকল ছেদন করিলেন। তাঁহারা তখন ক্রোধে কম্পান্বিত হইয়া সিংহনাদ করত মহোল্কা সদৃশ জ্যোতিঃসম্পন্ন ইন্দ্রাশনিতুল্য শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তৎসমুদায় শ্বেত কর্ত্তৃক অর্দ্ধপথে ছিন্ন হইল। তদনন্তর তাঁহারা এক পর্ব্বতাকার অতি দারুণ শর তাঁহার শরীরে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি তাহাতে নিরতিশয় ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া রথৈক দেশে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে সারথী রথ লইয়া সত্বরে গমন কবিতে আরম্ভ করিল।

মহাপরাক্রমশালী শ্বেত ক্ষণ মধ্যে সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক কনকমণ্ডিত অপরাপর অশ্ব সকল সমভিব্যাহারে রণাঙ্গনে উপনীত হইয়া সেই সমস্ত রথিবর্গের রথধ্বজ কর্ত্তন করিলেন, এবং তুরঙ্গম ও সারথীদিগকে শরার্দ্দিত করিয়া তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তদনন্তর সেনাপতি শ্বেত শল্যের রথাভিমুখে প্রস্থান করিলে, তখন সৈন্যমধ্যে মহান্ হল হলা শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। তখন আপনার পুত্র ভীষ্মকে অগ্রগামী করিয়া বহু সংখ্যক বীরগণের সহিত শল্যের রথসমীপে গমন করত তাঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত করিলেন। পরে অতি ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। আপনার ও অরিগণের রথী ও করী সকল পরস্পর আক্রান্ত হইতে লাগিল। তৎকালে কুরুপিতামহ ভীষ্ম, অভিমন্যু, ভীমসেন, সাত্যকি, কৈকেয়, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও চেদি সৈন্যসমূহের উপর শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৮।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য শ্বেত শল্যের রথসমীপে উপনীত হইলে, পাণ্ডব ও কৌরবগণ এবং শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কি করিয়াছিলেন, আমার নিকট বিশেষরূপে বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয় প্রধান মহারথগণ সেনাপতি শ্বেতকে অগ্রে করিয়া আপনার পুত্রকে বলবিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা আত্মপরিত্রাণার্থ শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের নিধনবাসনায় তাঁহার কনকমণ্ডিত রথসমীপে উপনীত

হইলেন। হে নরনাথ! তৎকালে আপনাদিগের ও শত্রু পক্ষের সৈন্য সকল পরস্পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করাতে বহুসংখ্যক লোক নিহত হইল। আমি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

দিবাকর সদৃশ তেজস্বী মহাবীর শান্তনুতনয় অবিরত শরবর্ষণ দ্বারা বীরগণের শিরশ্ছেদন ও রথোপস্থ সমুদায় শূন্যময় করিয়া প্রভাকরকে আচ্ছাদিত করিলেন। সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইয়া যেরূপ তিমিররাশি বিনষ্ট করেন, সেইরূপ ঐ বীর রণক্ষেত্রে বহুসংখ্যক বীরগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত শত সহস্র ক্ষত্রিয়ান্তকারী শরসমূহ দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া মহা পরাক্রমশালী যোদ্ধবর্গের মস্তক ছেদন করিল। মহাবল পরাক্রান্ত রথিগণ ভীষ্মশরে বিগতমস্তক হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে রথমধ্যে পতিত হইলেন। রথ রথোপরি ভুবঙ্গম তুরঙ্গমোপরি নিপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন অশ্ব রণনিহত আপনার আরোহীকে পৃষ্ঠে করিয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। খড়্গকার্ম্মুক ধারী শত শত বীরগণ স্রস্তকবচ ও বিগতপ্রাণ হইয়া ভূতলে বীরশয্যায় শয়ান হইলেন। অনেক পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া ভূতলে পতিত, পুনরুত্থিত ও দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করাতে পরস্পর ব্যথিত ও রণক্ষেত্রে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। মত্ত হস্তী সকল নিপাতিত হইল। শত শত রথী অরাতিদিগের রথিগণকে প্রমথিত করত প্রাণত্যাগ করিল। কেহ কেহ শরনিহত হইয়া স্যন্দনোপরি নিপতিত হইল। বৃহদাকার রথ সমুদায় হতসারথি হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল।

মহারাজ! তৎকালে ধূলিজাল রণাঙ্গনকে সমাচ্ছাদিত করিল। কেবলমাত্র কার্ম্মুকধ্বনি সমরনিরস্ত জনগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহারা অরাতিগণেব শরীর স্পর্শে অরাতি বলিয়া জ্ঞাত হইল না। সুসজ্জিত সৈন্যগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে বিশাম্পতে! এই ভয়ঙ্কর সমরক্ষেত্রে শ্রবণবিদারক পটহ শব্দ সমুৎপন্ন হওয়াতে যোদ্ধাগণের বাণশব্দ এবং স্বীয় পৌরুষ প্রকাশক বীরগণের নাম কিছুমাত্র কর্ণগোচর হইল না। তখন পিতা পুত্রকে অপরিজ্ঞাত হইয়া পরস্পর সংগ্রাম করিতে লাগিল। রথনেমি ও রথ যুগ শরনিকর দ্বারা ভগ্ন, ভারবাহী তুরগগণ বিনষ্ট এবং যোদ্ধা সারথির সহিত স্যন্দন হইতে পতিত হইতে আরম্ভ হইল। যোদ্ধৃবর্গ ভগ্নধুর প্রভিন্ননেমি রথমধ্যে স্বকীয় বন্ধু বান্ধবগণকে ছিন্নমস্তক ও মর্ম্মাহত হইয়া বিগতপ্রাণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বস্তুতঃ প্রবল পরাক্রমশালী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অরাতি-

দিগকে সংহারার্থ যত্নবান্ হইলে, শত্রুগণের মধ্যে কেহই অনাহত রহিল না।

মহাবল পরাক্রান্ত শ্বেতও কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপতিপুত্রকে বিনষ্ট করিয়া শরসমূহ দ্বারা রথীদিগের মস্তক, অঙ্গদভূষিত বাহু, কার্ম্মুক, বিবিধ রথ, রথচক্র ও কেতু সকল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাঘাতে সহস্র সহস্র মাতঙ্গ, অশ্ব ও মনুষ্যগণ প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। হে রাজন্! আমরা তখন শ্বেতের ভয়ে সাতিশয় অভিভূত হইয়া রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলাম। সংগ্রামোন্মুখ কৌরবেরা শ্বেতের বাণপাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভীষ্ম-সমীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই রোমাঞ্চকর সমরকালে কেবল মাত্র ভীষ্মই সুমেরুর ন্যায় স্থিরভাবে রহিলেন। গ্রীষ্ম-কালে সহস্র দীধিতি সূর্য্যদেব যেরূপ স্বীয় করনিকর দ্বারা রস আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ মহাপরাক্রমশালী ভীষ্ম শরসমূহ দ্বারা শত্রুগণের প্রাণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি যেরূপ দৈত্যগণ বিনষ্ট করেন, সেইরূপ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শর নিক্ষেপ করিয়া অরাতিদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। শত্রুকুল ভীষ্ম শরে জর্জ্জরীভূত হইয়া শ্বেতকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিল। মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হিতকামনায় জীবিতাশা ও ভয় একবারে ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবসেনাগণকে নিহত করিতে লাগিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম এইরূপে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করত কৌরব-সৈন্য বিঘাতী সেনাধ্যক্ষ শ্বেতকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর শ্বেত ভীষ্মের উপরি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মও তাঁহার উপর শরক্ষেপ করিতে বিরত হইলেন না। তাঁহারা উভয়ে বৃষভদ্বয়, মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ও ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং পরস্পর জিঘাংসু হইয়া অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র সকল নিবারণ করত অতি ভয়ঙ্কর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! মহাবীর শ্বেত পাণ্ডবদিগকে রক্ষা না করিলে, মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম এক দিনেই তাঁহাদিগের বাহিনীকে নিহত করিতেন।

হে রাজন্! পরিশেষে প্রবল পরাক্রমশালী ভীষ্ম শ্বেত কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিবারিত হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের হর্ষ ও দুর্য্যোধনের বিষণ্ণতা উপস্থিত হইল। অনন্তর মহাবীর দুর্য্যোধন ক্রোধাবেশে অসংখ্য ভূপাল ও সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডবদিগের অনীক মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত শ্বেত ভীষ্মকে পরিহার পূর্ব্বক প্রবল সমীরণ কর্তৃক যেরূপ মহীরুহ সকল বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায় মহাবল শ্বেত ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের সেনাগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তিনি এই রূপে মুহূর্ত্ত মধ্যে দুর্য্যোধন সেনাগণকে বিদ্রাবিত করত ক্রোধে অধীর হইয়া পুনর্ব্বার ভীষ্ম সমীপে উপনীত হইলেন। পরে সেই বীরদ্বয় বৃত্র ও অমররাজের ন্যায় পরস্পর জিঘাংসু হইয়া পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ করত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবলশালী শ্বেত ভীষ্মোপরি সাত বাণ নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর শান্তনুনন্দন মত্ত হস্তীর ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিলেন। মহাবীর শ্বেত পুনর্ব্বার ভীষ্মকে প্রহার করিলেন। ভীষ্মও শ্বেতের প্রতি দশ বাণনিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু মহাবল শ্বেত তাহাতে অব্যথিত হইয়া অচলের স্থিরভাবে অবস্থান করত ভীষ্মের প্রতি সন্নতপর্ব্ব পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া সমস্ত লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। অনন্তর মহাবলশালী শ্বেত সস্মিতমুখে সৃক্কণী পরিলেহন করত দশ বাণে ভীষ্মের শরাসন দশ খণ্ড করিলেন; এবং এক বাণে তাঁহার তালকেতুর অগ্রভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! তদ্দর্শনে আপনার পুত্রগণ ভীষ্মের রথ ধ্বজ ছিন্ন হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে শ্বেতের ও নিহত স্থির করিলেন। আর পাণ্ডবেরা হর্ষান্বিত হইয়া বশীভূত শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন দুর্য্যোধন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে রক্ষার নিমিত্ত সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, তাহারা তৎকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া যত্ন সহকারে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিল। সংগ্রামে উৎসাহশীল দুর্য্যোধন উৎসাহবর্দ্ধনের নিমিত্ত তাহাদিগকে কহিলেন, হে বীরগণ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মহাবলশালী শ্বেত রণাঙ্গনে অবশ্যই নিহত হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। রথিগণ তাঁহার এইরূপ বাক্যে উৎসাহান্বিত হইয়া অবিলম্বে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে ভীষ্ম রক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল বাহ্লীক, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শল্য, জরাসন্ধপুত্র, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি ইহাঁরা সকলে চারিদিক্ হইতে শ্বেতের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্বেত আপনার লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক শাণিত শরনিকর দ্বারা সিংহ যেমন মাতঙ্গগণকে নিবারণ করে, সেইরূপ মহাবীর শ্বেত বীরগণকে পরাঙ্মুখ করিলেন। এবং বহুসংখ্যক শরে ভীষ্মের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ অন্য এক কার্ম্মুক ধারণ করিয়া শ্বেতের প্রতি কঙ্কপত্রযুক্ত বাণ সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেনা-

ধ্যক্ষ শ্বেত তাহাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে বহুতর আশুগ দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে মহাবীর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শ্বেত কর্তৃক নিরাকৃত হইলে, মহারাজ দুর্য্যোধন সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় প্রভূত সৈন্যগণও নিহত হইলে, সেই সময় রণস্থিত জনগণ বীরাগ্রগণ্য ভীষ্মের কলেবর শ্বেতশরে জর্জ্জরিত দেখিয়া বোধ করিল, যে অদ্য শ্বেত ভীষ্মকে বশীভূত ও নিহত করিয়াছে।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম আপনাব তালকেতু ছিন্ন ও সেনাদিগকে দূরীভূত দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া শ্বেতের প্রতি বহুবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রথিপ্রধান শ্বেত তৎসমস্ত নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার ভল্ল প্রহারে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম তাহাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক শরাসনে সুশাণিত সাত ভল্ল যোজন পূর্ব্বক চারিটি দ্বারা চাবি অশ্ব, দুইটি দ্বারা কেতু ও একটি দ্বারা সারথির মুণ্ড ছেদন করিলেন। তৎকালে অবসরে রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেত বাহনবিহীন রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন মহাবলশালী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শ্বেতকে রথভ্রষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে তীক্ষ্ণাগ্র শবে তাড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবীর শ্বেত ভীষ্ম প্রেরিত শরসমূহে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া, স্বীয় রথের উপর শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক শমনদণ্ডের ন্যায় অতি ভীষণ কনকনির্ম্মিত শক্তি ধারণ করিয়া কহিলেন, হে পুরুষোত্তম ভীষ্ম! আমার পরাক্রম দেখ। হে রাজন্! এই বলিয়া আপনার অশুভাকাঙ্ক্ষী শ্বেত পাণ্ডবদিগের হিতকামনায় ভীষ্মের উপর সেই শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই নির্ম্মোকোন্মুক্ত অতি ভয়ঙ্কর সর্পতুল্য শ্বেত নিক্ষিপ্ত শক্তি নভশ্চ্যুত মহোল্কার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ তদ্দর্শনে হাহাকার করিয়া উঠিল।

তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সম্ভ্রান্ত চিত্তে আট শর নিক্ষেপ করত সেই অসামান্য কাঞ্চনবিনির্ম্মিত শক্তি নয়খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নিপাতিত করিলেন। তাহাতে আপনার পুত্রগণের সৈন্যেরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

পরে কালোপহতচিত্ত বিরাটপুত্র শ্বেত তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবধারণে বিমূঢ় হইলেন, এবং ক্রোধান্ধ হইয়া ভীষ্মের সংহারার্থ গদা ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধলোহিত লোচনে দ্বিতীয় কৃতান্তের

ন্যায় ধাবিত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম সেই গদা অব্যর্থ জানিয়া রথ হইতে অবিলম্বে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবীর শ্বেত তখন ক্রোধে অধীর হইয়া মহা গদা ঘূর্ণিত করত ভীষ্মের রথের উপর আঘাত করিলেন। তাহাতে তাঁহার রথ, কেতন, সারথি, অশ্ব, এবং যুগন্ধর চূর্ণীকৃত হইল।

তখন শল্য প্রভৃতি রথিগণ শ্বেতকে রথহীন দেখিয়া তৎসন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং ভীষ্মও অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া ধনু বিকম্পিত করত তাঁহার সমীপে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ঐ সময় ভীষ্মের এই শুভকরী দৈববাণী শ্রুতিগোচর হইল; হে ভীষ্ম! শ্বেতের এই ভগবান বিশ্বযোনি নির্দ্দিষ্ট নিধনকাল সমাগত হইয়াছে। অতএব শীঘ্র যত্ন কর। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এই দৈববাণী শ্রবণে সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া শ্বেতবধার্থ দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

মহাবল সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৈকেয়গণ, ধৃষ্টকেতু এবং অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথিগণ সমবেত হইয়া রণস্থলে রথিপ্রবর শ্বেতকে পাদচারী দর্শনে তৎসন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন। মহা প্রতাপশালী ভীষ্ম দ্রোণ, শল্য, এবং কৃপ ইহাদের সাহায্যে উক্ত সমাগত মহারথদিগকে পরাঙ্মুখ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্বেত তদ্দর্শনে খড়্গাকর্ষণ করিয়া, ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম এইরূপে শ্বেত কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও দৈববাক্যে আশ্বস্ত হইয়া সেই ছিন্ন ধনু পরিহার করত অন্য এক ধনু ধারণ করিলেন। এবং তাহাতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক সেনাপতি মহাবীর শ্বেতের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তাহা দেখিয়া প্রতাপশালী ভীমসেন তাঁহার উপর ষষ্টি শর নিক্ষেপ করিলেন।

সেই সময় দেবব্রত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ভীষণ শর সমূহ পরিত্যাগ করিয়া অভিমন্যুকে ও অপরাপর মহারথদিগকে তিন শরে নিবারিত করিলেন। পরে তিনি সাত্যকির উপর এক শত, ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর বিংশতি এবং কৈকেয়ের উপর পাঁচ শর পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে দেবব্রত ভীষ্ম ঘোরতর শর সমূহ দ্বারা সেই সকল মহারথগণকে নিবারিত করিয়া শ্বেতের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। পরে তিনি মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ এক শর শরাসন হইতে আকর্ষণ করিয়া শ্বেতের উপর সন্ধান করিলেন। সেই ভীষ্মনিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র সুসঙ্গত লোমযুক্ত শর দেব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণ দর্শন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অস্তগিরি গমনোন্মুখ দিনকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন তেজস্বী

ভীষ্মনিক্ষিপ্ত শর শ্বেতের কবচ ভেদ করত দেহ হইতে প্রাণ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রাশনির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ভূমিতলে প্রবেশ করিল। এই রূপে মহাবীর শ্বেত নিহত হইয়া গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলশায়ী হইলেন। তাহা দেখিয়া পাণ্ডবগণ সাতিশয় শোকাকুল হইলেন; কিন্তু কৌরবদিগের হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না।

মহারাজ! এইরূপে সেই মহাবীর বিরাটপুত্র শ্বেতকে ভীষ্ম কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া শিখণ্ডী প্রভৃতি মহা ধনুর্দ্ধরগণ বিকম্পিত হইলেন। পরে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব সৈন্যগণকে বিশ্রামার্থ আদেশ প্রদান করিলেন। উভয় দল সংগ্রামে বিরত হইয়া পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন করত বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। মহারথ পার্থগণ দ্বৈরথ সমরে শ্বেতের বিনাশ চিন্তা করত বিমনায়মান হইয়া শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৪৯।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সেনাধ্যক্ষ শ্বেতকে রণস্থলে নিহত দেখিয়া কি করিয়াছিলেন? আমি সেনাপতি শ্বেতের বিনাশ, তাহার রক্ষকগণের পলায়ন ও আমাদিগের জয়লাভ শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; ইহাতে প্রত্যবায় জানিয়াও লজ্জিত হইতেছি না। যে সংগ্রামোৎসাহী দুর্য্যোধন প্রথমতঃ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের সহিত বিরোধাচরণ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার ভয়ে অভিভূত হইয়া তাঁহাদের আশ্রিত হইয়াছিল; সেই রোষপরবশ কুরুরাজ এক্ষণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পরে তাঁহাদিগেরই প্রতাপে তাহাকে দুর্গম মহারণ্যে গমন করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন সদাচারী যুধিষ্ঠিরের সহিত বিরোধ করিয়া কি নিমিত্ত তাঁহার শরণাগত বিরাটপুত্রকে নিহত করিল? বিবেচনা হয়, শকুনি প্রমুখ নীচাশয় ব্যক্তি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে অধঃপাতিত করিয়াছে। কুরুকুলপ্রবর ভীষ্ম, মহাত্মা দ্রোণ, কৃপ এবং গান্ধারী, আমার যুদ্ধে অভিলাষ ছিল না। এবং বাসুদেব, পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির, ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব ইহাঁদের মধ্যে কাহারই যুদ্ধে অভিলাষ ছিল না। পূর্ব্বে আমি, গান্ধারী, বিদুর, ভার্গব ও মহাত্মা ব্যাস সকলেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধার্থ নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দুরাসদ আমাদের নিষেধ বাক্য অবহেলন

করিয়া কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের মত অবলম্বন পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের উপর ঈর্ষা করত এই ভীষণ ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন হইল। যাহা হউক, সম্প্রতি অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ইহাঁরা শ্বেতের নিধন ও ভীষ্মের জয়লাভ দর্শনে নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ হইয়া কি করিয়াছিলেন? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ধনঞ্জয় হইতে আমার অনিবার্য্য শঙ্কা উৎপন্ন হইতেছে। স্পষ্টই অনুমান হইতেছে, সেই লঘুহস্ত অর্জ্জুন শরনিকর দ্বারা অরাতি-গণকে নিহত করিবে। যে মহাবীর সমরে শত্রুগণের প্রতি অশনিতুল্য শর সকল নিক্ষেপ করিয়া থাকে; সেই অমোঘক্রোধ, বেদজ্ঞ, সূর্য্য ও অনল সদৃশ প্রতাপবান্, ঐন্দ্রাস্ত্রবেত্তা, ইন্দ্রতনয় অর্জ্জুন সমরোদ্যত হইলে তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল? মহাবীর শ্বেত সংগ্রামে নিহত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন কি করিয়াছিলেন? আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, মহাত্মা পাণ্ডবগণের মন আমাদিগের পূর্ব্বা-পরাধ ও সেনাপতি শ্বেতের বিনাশ জন্য ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন সমুত্থিত পাণ্ডবগণের ক্রোধ চিন্তা করিয়া দিনরাত্রির মধ্যে কখনই আমার শান্তি নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণে সেই মহা যুদ্ধের বিষয় সবিস্তরে সংকীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আপনিই বিপৎপাতের মূলীভূত কারণ; এ বিষয়ে দুর্য্যোধনের উপর দোষারোপ করা আপনার উচিৎ নহে। জল বহির্গত হইলে সেতু বন্ধন ও গৃহ প্রদীপ্ত হইলে কূপ খনন যেরূপ নিষ্ফল মাত্র; তদ্রূপ এক্ষণে আপনার এইরূপ বুদ্ধি বিফল মাত্র। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধ বিবরণ শ্রবণ করুন। সেই ভয়ঙ্কর দিনের পূর্ব্বাহ্ন কালে ভীষ্ম সেনাপতি শ্বেতকে নিহত করিলে, অরিকুল নিহন্তা সমরোৎসাহী বিরাটনন্দন শঙ্খ কৃতবর্ম্মার সহিত শল্যকে অবস্থিত দেখিয়া ঘৃত দ্বারা আহুত হব্যবাহনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি বহু সংখ্যক মহারথে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্র বজ্রের ন্যায় মহাচাপ বিকম্পন পূর্ব্বক শল্যের নিধনার্থ শর বৃষ্টি করিয়া তাঁহার অভি মুখে ধাবিত হইলেন। আপনার পক্ষীয় সপ্ত মহারথ মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় বিক্রমশালী সেই বিরাট পুত্রকে সমরাঙ্গনস্থ অবলোকন করিয়া শল্যকে শমনদংষ্ট্রা হইতে বিমোচনার্থ চতুর্দ্দিক হইতে শঙ্খকে নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই সময় মহাবীর ভীষ্ম জলদগম্ভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক তাল বৃক্ষের ন্যায় ধনুর্ধারণ করিয়া শঙ্খাভিমুখে অভি দ্রুত হইলেন। পাণ্ডবসেনাগণ সেই

মহা ধনুর্দ্ধর ভীষ্মকে সংগ্রামোৎসুক দর্শনে পবনবেগাহত নৌকার ন্যায় ভয়ে বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে মহাবীর অর্জ্জুন শঙ্খকে ভীষ্ম হইতে পরিরক্ষণার্থ দ্রুত বেগে শঙ্খের অগ্রগামী হইলেন। তখন রণ-ভূমি যোদ্ধৃবর্গের হাহাকারে পরিব্যাপ্ত হইল। এক তেজ অন্য তেজে সঙ্গত হইলে যেরূপ হয়; সেইরূপ ভীমার্জ্জুন উভয়ে সমাগত হইয়া সর্ব্ব-লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিলেন। তদনন্তর শল্য ও শঙ্খ উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শল্য রথারোহণ পূর্ব্বক গদা প্রহারে শঙ্খের অশ্ব চতুষ্টয় নিহত করিলেন। তখন বিরাটতনয় খড়্গ গ্রহণ করত অশ্বহীন রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন রথে উপনীত হইয়া অবিচলিত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে ভীষ্মের রথ হইতে বহু সঙ্খ্যক শর বহির্গত হইয়া আকাশমণ্ডল, ভূমিতল ও পর্ব্বত সকল সমাচ্ছন্ন করিল। মহা-তেজস্বী ভীষ্ম শরনিকর দ্বারা পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় ও প্রভদ্রকগণকে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সব্যসাচী ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া সেনাপরিবৃত দ্রুপদাভিমুখে গমন করত শর বর্ষণ করিতে লাগি-লেন। শিশিরাত্যয়ে অনল যেরূপ বনসমূহকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ সেনাগণ তাঁহার শরানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর ভীষ্ম রণক্ষেত্রে বিধূম অনলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব সেনাগণ মধ্যাহ্ন কালীন প্রভাকরের ন্যায় তাঁহার তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণ শীতার্ত্ত গোগণের ন্যায় নিতান্ত ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কাহারেও পরিরক্ষক প্রাপ্ত হইলেন না।

হে ভারত! এই রূপে সেনামণ্ডলী নিরুৎসাহ নিহত ও পলায়িত হইলে, পাণ্ডবসেনামধ্যে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম সর্পসদৃশ শরজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া পাণ্ডবীয় সৈন্যগণকে নিহত করিলেন। তদনন্তর ভগবান্ সহস্রদীধিতি অস্তাচলে গমন করিলেন। আর কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। পাণ্ডব-বর্গ রণক্ষেত্রে ভীষ্মের বীরত্ব দর্শনে সৈন্যদিগকে পরিমোচনার্থ আদেশ প্রদান করিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫০।

হে রাজন্! সেনাগণ বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দুর্য্যোধন আন-ন্দিত মনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের ক্রোধ

ও অতুল পরাক্রম দর্শনে আপনার পরাজয় চিন্তা করিয়া সাতিশয় শোকাকুল হইলেন। পরে তিনি ভ্রাতৃ ও ভূপতিগণে পরিবৃত হইয়া অবিলম্বে কৃষ্ণের সন্নিধানে গমন করত তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কেশব! অনল দ্বারা তৃণরাশির ন্যায় আমার সৈন্যগণ ভীষ্মের ভীষণ পরাক্রমে দগ্ধ হইতেছে; অতএব আমি কি রূপে যুদ্ধার্থ উহাঁর সম্মুখীন হইব। আমার সৈন্যেরা তাঁহারে দর্শন ও তদীয় শরে ব্যথিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। ক্রুদ্ধ কৃতান্ত, বজ্রপাণি বাসব, পাশধারী বরুণ ও গদা হস্ত কুবেরকে যদিও পরাজয় করা যায় তথাপি এই মহাবীর ভীষ্মকে কখনই পরাজয় করা যায় না। আমি কেবলমাত্র নির্ব্বুদ্ধিতা বশতই এই ভীষ্মরূপ অগাধ বারিধিজলে নিমগ্ন হইয়াছি। হে বাসুদেব! এই সকল ভূপতিগণকে ভীষ্মরূপ কৃতান্তের করালকবলে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা আমার অরণ্যমধ্যে অবস্থান করাই শ্রেয়। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মদীয় সৈন্যগণ মহাতেজস্বী ভীষ্ম কর্তৃক বিনষ্ট হইবে। পতঙ্গ সকল যেরূপ কাল কর্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করে, সেইরূপ আমার সৈন্যেরা আত্মবিনাশার্থ ভীষ্মের সম্মুখীন হইতেছে। আমার মহাবীর ভ্রাতা সকল অরাতিগণের শরজালে সাতিশয় ব্যথিত হইতেছে; তাহারা আমার প্রাণাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়তম। অতএব আমার জন্যই তাহারা রাজ্যভ্রষ্ট ও সুখচ্যুত হইয়াছে, হে বৃষ্ণিবংশাবতংস। আমি রাজ্যলাভার্থ একেবারেই নিহত হইলাম। হে কৃষ্ণ! জীবনকে সকলেই বহু বলিয়া মনে করে এবং তাহা অতি দুর্লভ। আমি জীবন নিরপেক্ষ হইয়া দুশ্চর তপোনুষ্ঠান করিব; তথাপি এই সকল মিত্রগণকে বিনষ্ট করিতে পারিব না।

হে মাধব! যখন মহাপ্রতাপশালী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আমার সহস্র সহস্র মহারথগণকে দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিহত করিবেন, তখন আমি কি করিব; তাহা এক্ষণে অবিলম্বে অবধারিত করিয়া বল। মহাবীর অর্জ্জুনকে সংগ্রামে উদাসীনবৎ বোধ হইতেছে; কেবল একমাত্র মহাবল ভীমসেন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে মহাবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বীরনাশিনী গদা প্রহারে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি মধ্যে অতি দুষ্কর কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছে, মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর যদি শত বৎসর ক্রমাগত অকপটচিত্তে যুদ্ধ করে, তাহা হইলে, কৌরবসৈন্য সকল নিঃশেষিত হয়। তোমার প্রিয়সখা অদ্বিতীয় অস্ত্রবিৎ, ধনঞ্জয় আমাদিগকে ভীষ্ম ও দ্রোণের শরাগ্নিতে সন্তপ্ত দেখিয়াও উপেক্ষা

করিতেছে। মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণের দিব্যাস্ত্র প্রভাবে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ সন্তপ্ত হইবেন। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম ক্রোধ-সহকারে অন্যান্য ভূপালগণের সহিত সমবেত হইয়া আমাদিগকে একে-বারে সংহার করিবেন। অতএব হে জনার্দ্দন! তুমি যদি জলদ যেরূপ দাবাগ্নিকে প্রশমিত করে তাহার ন্যায় ভীষ্মকে সংহার করিতে পারে এমন কোন মহারথ অনুসন্ধান করিতে পার, তাহা হইলে তোমার প্রসাদে পাণ্ডবেরা নিষ্কণ্টকে রাজ্য লাভ করিয়া স্বীয় বান্ধবদিগের সহিত পরম সুখে অবস্থান করে।

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির ইহা বলিয়া শোকপহত চিত্তে বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে ভগবান্ নারায়ণ তাঁহারে হর্ষজনক বাক্যে কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি কি জন্য শোকাকুল হইতেছেন? আপনার শোক করা উচিত নহে। দেখুন, আপনার ভ্রাতৃগণ সকলেই মহাবলশালী ও ধনুর্দ্ধরপ্রবর। আমি, মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আমরা আপনার প্রিয়কারী; বহুতর সৈন্যপরিবৃত ভূপালগণ আপনার প্রসাদাভিলাষীও ভক্ত এবং আপনার প্রিয়চিকীর্ষু মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মহাবাহু শিখণ্ডী সমরে ভীষ্মকে নিধন করিবেন।

ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির ইহা শ্রবণ করিয়া সভাস্থলে কৃষ্ণসমীপে দৃষ্টদ্যু-ম্নকে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি যাহা বলিতেছি তাহা স্থিরভাবে শ্রবণ কর। তুমি বাসুদেব তুল্য প্রতাপশালী; আমাদিগের সেনাপত্যে নিযুক্ত হইয়াছ। পূর্ব্বে কার্ত্তিকেয় যেরূপ দেবগণের সৈনাপতি হইয়া-ছিলেন, তদ্রূপ তুমি অধুনা আমাদিগের সেনাপতি হইয়াছ। অতএব বল ও বিক্রম প্রভাবে কৌরবদিগকে নিহত কর। আমি, ভীম, কৃষ্ণ, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী পুত্রগণ ও অন্যান্য বলশালী ভূপালগণ আমরা সকলেই তোমার পশ্চাৎগামী হইব।

মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন যুধিষ্ঠিরের বাক্য সকল কর্ণগোচর পূর্ব্বক তত্রত্য জনগণের চিত্তকে আনন্দিত করিয়া. কহিতে লাগিলেন, আমি ভগবান্ মহেশ্বর কর্ত্তৃক দ্রোণান্তকরূপে বিহিত হইয়াছি। অদ্য আমি শান্তনুতনয় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, এবং জয়দ্রথ, প্রভৃতি সমুদায় রণ-দুর্ম্মদ পার্থিবগণের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইব।

মহাবীর শত্রুনিসূদন ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপে সমুদ্যত হইলে, মহাবল সমর-দুর্ম্মদ পাণ্ডবেরা উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর ধর্ম্মরাজ

যুধিষ্ঠির সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পার্ষত! যখন দেব ও অসুরগণের সংগ্রামকাল উপস্থিত হইয়াছিল, তখন মহামনা বৃহস্পতি যে ক্রৌঞ্চারুণ নামক ব্যূহের বিষয় বাসবকে কহিয়াছিলেন, এক্ষণে আমরা সেই ব্যূহ নির্ম্মাণ করিব; কারণ উহা দ্বারা সমুদায় শত্রু নিবারিত হইয়া থাকে। কৌরবগণ অন্যান্য ভূপালগণের সহিত ঐ অদৃষ্ট পূর্ব্ব ব্যূহ দর্শন করিবেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে এইরূপ আদেশ করিলে, তিনি প্রত্যূষে অর্জ্জুনকে সৈন্যগণের পুরোভাগে সন্নিবেশিত করিলেন। ধনঞ্জয়ের ধ্বজ ইন্দ্রাদেশে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় পতাকা দ্বারা শোভমান হইয়াছিল। উহা আকাশবর্ত্তী গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অন্তরীক্ষে সুশোভিত হইতেছে। এবং উহা দেখিলে বোধ হয় যেন নৃত্য করিতেছে। ব্রহ্মা সূর্য্য সমীপস্থ হইয়া যেরূপ শোভমান হন, মহাবীর অর্জ্জুন সেই কেতু সমীপে থাকিয়া তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ বহুসংখ্যক সেনায় বেষ্টিত হইয়া পাণ্ডবসেনাদিগের মস্তক হইলেন। কুন্তীভোজ ও শৈব্য তাহার চক্ষু হইলেন। দশার্ণ দেশাধিপতি প্রয়াগ, দাশেরক, অনূপক ও কিরাতগণ গ্রীবাদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, পটচ্চর, হুণ্ড, পৌরবক ও নিষাদগণ পৃষ্ঠভাগ হইলেন। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারথ সাত্যকি, দ্রৌপদীপুত্রগণ, অভিমন্যু এবং পিশাচ, পৌণ্ড্র, কুন্তীবিষ, দারদ, মড়ক, লড়ক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহ্লিক, তিত্তির, পাণ্ড্য উড্র, শবর, তুম্বুম, বৎস ও নাকুলগণ দুই পক্ষে অধিষ্ঠিত হইলেন। নকুল এবং সহদেব বামপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই ব্যূহের উভয় পক্ষে অযুত, শিরোদেশে নিযুত, পৃষ্ঠস্থলে এক অর্ব্বুদ বিংশতি সহস্র ও গ্রীবাদেশে এক নিযুত সপ্ততি সহস্র রথ সংস্থাপিত হইল। কুঞ্জরগণ তাহার চারিদিকে, পক্ষে ও পক্ষকোটীতে প্রজ্বলিত পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত রহিল। বিরাট কেকয়গণকে এবং কাশিরাজ ও শৈব্য তিন নিযুত রথের সহিত ঐ ব্যূহের জঘনদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির এইরূপে সেই ব্যূহরচনা করিয়া সমরার্থ সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বারণ ও রথ সমূহের উপরিভাগে আদিত্যবর্ণ অতি নির্ম্মল প্রভূত শ্বেতবর্ণ আতপত্র সকল বিরাজিত হইতে লাগিল।

—*—

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫১।

মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন মহা তেজস্বী পাণ্ডববিনির্ম্মিত সেই অভেদ্য মহাব্যূহ সন্দর্শন পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, শল্য, সৌমদত্তি, বিকর্ণ অশ্বত্থামা, দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ এবং সমরার্থ সমুপাগত অপরাপর বহুতর বীরগণকে সুসঙ্গত করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে বীরগণ! তোমরা সকলেই নানা শস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রার্থবেত্তা; তোমরা এক এক জনেই সমস্ত পাণ্ডবদিগকে নিহত করিতে সমর্থ; কিন্তু তোমরা সকলে সসৈন্য ও সংহত হইয়া যে পাণ্ডবগণকে নিহত করিবে তাহাব আর বক্তব্য কি? আমাদিগের সৈন্য সকল অপর্য্যাপ্ত ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত এবং পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকল পর্য্যাপ্ত ও ভীমসেন কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত। তবে সম্প্রতি সংস্থান, শূরসেন, বেণিক, কুক্কুর, রেচক, ত্রিগর্ত্ত, মদ্রক ও যবনেরা সসৈন্যে শত্রুঞ্জয়, দুঃশাসন, বিকর্ণ, সুধীর, নন্দোপনন্দগণ মণিভদ্রকগণ ও চিত্রসেনের সহিত ভীষ্মকে রক্ষা করুক।

এইরূপ পরামর্শ হইলে, মহা তেজস্বী ভীষ্ম, দ্রোণ ও আপনার পুত্রেরা পাণ্ডবদিগের সহিত সমরার্থ মহাব্যূহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীষ্ম বহুল সৈন্য পরিবারিত হইয়া অমরবাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। মহা প্রতাপবান্ দ্রোণ, গান্ধার, সিন্ধুসৌবীব, শিবি, বসাতি, কুন্তল দশার্ণ, মাগধ, বিদভ, মেলক ও কর্ণপ্রাববণগণেব সহিত মিলিত হইয়া সসৈন্যে তাঁহার অনুগমন করিলেন। শকুনি বহুতর সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া দ্রোণকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সকল সহোদর, অশ্বাতক, বিকর্ণ, বামন, কোশল, দরদ, বৃক ও ক্ষুদ্রকমালবগণের সহিত আনন্দিতচিত্তে পাণ্ডববাহিনীর প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। সোমদত্ত, শল, শল্য, ভগদত্ত ও অবন্তিদেশীয় বিন্দানুবিন্দ সেনাদিগের বামপার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। সোমদত্ত, সুশর্ম্মা, কাম্বোজপতি, সুদক্ষিণ, শতায়ু ও শ্রুতায়ু দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, কেতুমান্, বসুদান ও কাশিরাজ বিভু প্রভৃতি নানা জনপদের অধিপতিগণ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সৈন্য সকলের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে আপনার সৈন্য সকল সমরার্থ পরম আনন্দিত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিলেন। কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

তদনন্তর পাণ্ডবসৈন্যগণ শঙ্খ, ভেরী, পেশী এবং আনক প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্যধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে সেই শব্দ অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। মহা প্রভাবশালী নারায়ণ ও ধনঞ্জয় শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত রথে সমারূঢ় হইলেন। পরে কেশব পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুন দেবদত্ত, ভীমকর্ম্মা বৃকোদর মহারাজ পৌণ্ড্র কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয়, নকুল সুঘোষ ও সহদেব মণিপুষ্পক নামক মহা শঙ্খধ্বনিত করিলেন। কাশিরাজ, শৈব্য, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, মহাবীর সাত্যকি, মহেষ্বাস দ্রুপদ ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র সকলে সিংহের ন্যায় নিনাদ করত শঙ্খ[illegible]নি [illegible]রিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সমস্ত বীরগণের সুমহান শব্দে [illegible] [illegible]ভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! এই-[illegible] কুরুপাণ্ডবগণ হর্ষান্বিতচিত্তে পুনর্ব্বার পরস্পরকে সন্তাপিত করত [illegible] হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫২।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সেনা [illegible] [illegible] হইলে, রণপণ্ডিত যোদ্ধৃবর্গ কিরূপে সংগ্রাম করিয়া-

সঞ্জয় [illegible], হে রাজন! এইরূপে সৈন্যগণ ব্যূহিত ও রুচির ধ্বজ [illegible] সমুচ্ছ্রিত হইলে সেই [illegible] সৈন্যসাগর অপার বলিয়া প্রতীয়মান হই[illegible] লাগিল। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সেই অপার সৈন্যসমুদ্রের মধ্যস্থ হইয়া আপনার সৈন্যদিগকে সমরার্থ আদেশ করিলে, তাহারা ধ্বজ সমুন্নত করিয়া জীবিতাশা পরিহার করত ক্রোধান্বিতচিত্তে পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবিত হইল। পরে উভয় দলের সৈন্যবর্গ অতি ভীষণ সংগ্রামে সমুদ্যত হইল। মহারথগণ হস্তী ও রথ সমূহের উপর সুশাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রাজন্! এইরূপে অতি ভয়াবহ সমর আরম্ভ হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক ধনু উত্তোলিত করিয়া অভিমন্যু, মহাবীর ভীমসেন, মহারথ ধনঞ্জয়, কৈকেয়, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চেদি ও মৎস্যদেশীয় যৌদ্ধৃবর্গের প্রতি বহুতর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্মের সমাগমে সেই মহাব্যূহ বিক্ষোভিত হইয়া

উঠিল। তাহাতে সৈন্যেরা মহা বিপদ্গ্রস্ত হইল। পাণ্ডবদিগের বহুতর সাদী, ধ্বজধারী ও উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল নিহত হইতে লাগিল। রথিগণ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মের তাদৃশ পরাক্রম সন্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ। যেস্থানে পিতামহ রহিয়াছেন, সেই স্থানে গমন কর। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, পিতামহ দুর্য্যোধনের হিত-সাধকে তৎপর; ইনি সংক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের সমুদায় সেনা নিহত করিবেন। দ্রোণ, কৃপ, শল্য, বিকর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ দৃঢ়ধন্বা ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পাঞ্চালগণকে নিহত করিবে; অতএব আমি সৈন্যগণ পরিরক্ষণার্থ ভীষ্মকে বিনষ্ট করিব।

তদনন্তর বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! এই আমি তোমারে ভীষ্ম-সমীপে লইয়া যাইতেছি, এই বলিয়া তিনি অর্জ্জুনের লোকবিশ্রুত রথ ভীষ্মের রথাভিমুখে পরিচালন করিতে লাগিলেন। সুহৃজ্জনে প্রীতি-প্রবর্দ্ধক মহাবীর ধনঞ্জয় সেই বকশ্রেণী সদৃশ মনোরম অশ্ব সমাযোজিত ভয়ঙ্কর বানরকেতুযুক্ত জলদের ন্যায় গম্ভীর নিস্বনবিশিষ্ট প্রভাকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল মহারথে অবস্থান পূর্ব্বক কৌরবপক্ষীয় সৈন্য ও শূরসেন-গণকে সংহার করত রণাঙ্গনে গমন করিতে লাগিলেন।

মহা পরাক্রমশালী ধনঞ্জয় বীরগণকে ত্রাসান্বিত ও সায়ক দ্বারা নিপা-তিত করত সংগ্রামে আগমন করিতেছেন দেখিয়া মহাবীর শান্তনুতনয় ভীষ্ম প্রাচ্য, সৌবীর, কেকয় ও সৈন্ধব প্রভৃতি মহাবীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহার অভিমুখে যাত্রা করিলেন, কুরুপিতামহ, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও অতুলবল কর্ণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি সমরক্ষেত্রে গাণ্ডীবধন্বা মহারথ ধনঞ্জয়ের অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হয়, মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জু-নের সমীপস্থ হইয়া তাঁহার প্রতি সপ্তসপ্ততি নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য পঞ্চবিংশতি, কৃপ পঞ্চশত, দুর্য্যোধন চতুঃষষ্টি, শল্য নয়, দ্রোণপুত্র অশ্বথামা ষষ্টি ও বিকর্ণ তিন শরে এবং আর্ত্তায়নি তিন ভল্ল দ্বারা মহাবীর অর্জ্জুনকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সকল বীরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শরসমূহে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াও অচ-লের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি শান্তনু-তনয় ভীষ্মের প্রতি পঞ্চবিংশতি, কৃপের প্রতি নয়, মহাবীর দ্রোণের প্রতি ষষ্টি, বিকর্ণের প্রতি তিন, রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি পাঁচ ও আর্ত্তায়নির প্রতি তিন শর নিক্ষেপ করিলেন।

সেই সময় সাত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন সোমকগণের সহিত ভীষ্মহিতৈষী মহেষ্বাস দ্রোণের নিকট গমন করিলেন। পরে রথিপ্রধান শান্তনুতনয় ভীষ্ম ধনঞ্জয়কে অশীত শরে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ হৃষ্টচিত্তে আহ্লাদসূচক চীৎকার করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগের সেই হর্ষজনক নিনাদ শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহারথগণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বীরগণকে লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যদিগকে পার্থশরে নিপীড়িত দেখিয়া মহাবীর ভীষ্মকে কহিলেন, হে পিতামহ! আপনিও মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিতে এই পাণ্ডুপুত্র পার্থ কৃষ্ণের সহিত সমবেত হইয়া আমাদিগের সৈন্যগণ নিপাতিত করিয়া আমাদিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কর্ণ আমাদিগের হিতৈষী, উনি আপনার নিমিত্তই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে যাহাতে অর্জ্জুন নিহত হয়, এমত উপায় বিধান করুন।

মহারাজ! দেবব্রত দুর্য্যোধন কর্তৃক এইরূপ কথিত হইলে, ক্ষাত্রধর্ম্মে ধিক্ ইহা বলিয়া পার্থের রথাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পার্থিবগণ সেই বীরদ্বয়কে শ্বেতবর্ণ হয় সমাযোজিত রথে অবস্থিত দেখিয়া সিংহের ন্যায় মহাশব্দ ও শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা, রাজা দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে মহাবীর ভীষ্মকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিলেন। এইরূপ পাণ্ডবগণও কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধার্থ পার্থকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। পরে মহাভয়াবহ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম পার্থের প্রতি নয় শর পরিত্যাগ করিলেন ও মহারথ ধনঞ্জয় মর্ম্মবিদারক দশ বাণে বীরবর ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন, এবং সহস্র শর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত করিলেন। শান্তনুতনয় ভীষ্ম শরজাল দ্বারা অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরসমূহ নিবারণ করিলেন। এইরূপে উঁহারা উভয়েই পরম হর্ষসহকারে পরস্পর প্রতিকারার্থী হইয়া নির্ব্বিশেষরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যে সকল শরজাল ভীষ্মের শরাসন হইতে বিনির্গত হইতে লাগিল, তাহা মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণ দ্বারা নিরাকৃত করিতে লাগিলেন এবং যে সকল শরনিকর অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হইতে নির্গত হইল, তাহাও ভীষ্ম শরে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইতে লাগিল। মহাবীর

অর্জ্জুন শান্তনুতনয় ভীষ্মের প্রতি পঞ্চবিংশতি বাণ প্রয়োগ করিলেন; ভীষ্মও মহারথ ধনঞ্জয়কে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন।

হে রাজন্! অরিমর্দ্দনকারী সেই দুই মহাবীর পরস্পরের অশ্ব, ধ্বজ, রথেষা ও রথচক্র বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরে মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম ক্রুদ্ধচিত্তে শরাসন হইতে তিন শর গ্রহণ করিয়া পার্থ সারথি কৃষ্ণের স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে পরিত্যাগ করিলেন। মহাতেজস্বী মধুসূদন তাহাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের শোভামান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় মাধবকে বিদ্ধ দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিন বাণে ভীষ্মের সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় পরস্পরের রথের প্রতি শর সন্ধান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহারা উভয়েই স্ব স্ব সারথির সামর্থ্যপ্রভাবে বিবিধ মণ্ডল ও গতিপ্রত্যাগতি প্রদর্শন এবং পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণ ও বারম্বার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সিংহনাদ সহকারে শঙ্খ ধ্বনি ও শরাসন নির্ঘোষ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শঙ্খধ্বনি ও রথনেমিনির্ঘোষে পৃথিবীমণ্ডল বিদারিত, কম্পিত ও নিনাদিত হইয়া উঠিল। তখন কেহই সেই বীরদ্বয়ের তারতম্য অনুভব করিতে পারিলেন না। কৌরবেরা ভীষ্মের এবং পাণ্ডবেরা ধনঞ্জয়ের চিহ্নমাত্র পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। রণস্থলে সেই দুই বীরের তাদৃশ পরাক্রম দর্শনে সর্ব্বলোকেই বিস্ময়াপন্ন হইল। হে ভারত! যেমন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কদাপি পাপ দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয়ের মধ্যে অনু-মাত্র রন্ধ্রও দৃষ্ট হইল না। তাঁহারা কখন পরস্পর শরজালে আচ্ছন্ন এবং কখন বা প্রকাশিত হইতে লাগিলেন।

হে রাজন্! সেই দুই নরসিংহের অতুল পরাক্রম দেখিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও মহর্ষিগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, মনুষ্যের কথা কি, দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণও সংগ্রামে এই বীরদ্বয়কে পরাজয় করিতে পারেন না। ইহা অতি অদ্ভুত সংগ্রাম; এতাদৃশ সংগ্রাম আর কখনই হইবে না! এই সধনু সরথ ভীষ্ম কদাপি ধীমান্ পার্থ কর্ত্তৃক সমরে পরাজিতও হইবেন না। এবং দুর্দ্ধর্ষ পার্থেরও ভীষ্মসমীপে পরাভূত হই-বার সম্ভাবনা নাই। এরূপ যুদ্ধ আর কখনই হইবার নহে।

হে বিশাম্পতে! ভীষ্ম ও পার্থের সংগ্রামসময়ে এইরূপ স্তুতি গর্ভক-বাক্য বারংবার শ্রুত হইতে লাগিল, তখন আপনার ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গ সুশাণিত খড়্গ, পরশু ও সায়ক প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ

করিয়া পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে মহাবীর দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন মহা ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৩।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন রণস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আমি পুরুষকার অপেক্ষা অদৃষ্টকেই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করি। দেখ, যে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইলে রণস্থলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় লোককে সংহার করিতে সমর্থ হন, সেই ভীষ্ম ধনঞ্জয়কে পরাভব করিতে পারিলেন না; বরং তাঁহার নিকট পরাভূত হইলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সুদারুণ যুদ্ধ বিবরণ বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ কেহই মহাবীর অর্জ্জুনকে পরাভব করিতে সমর্থ হন না। যাহা হউক, এক্ষণে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

মহাবীর দ্রোণ নানাবিধ শর দ্বারা অমর্ষপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার চারি অশ্বের উপরি চারি শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন শাণিত নবতি শর দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া দর্প করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পুনরায় শরসমূহ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার সংহারার্থ শক্রাশনিসন্নিভ, দ্বিতীয় মৃত্যুদণ্ডের ন্যায় এক ভীষণ শর ধারণ করিলেন। পরে দ্রোণাচার্য্য সেই শর সন্ধান করিলে, সৈন্যগণ হাহাকার শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। হে ভারত! তখন ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পৌরুষ প্রকাশ পাইল। তিনি অচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সেই প্রজ্বলিত মূর্ত্তিমান্ মৃত্যু সদৃশ দ্রোণনিক্ষিপ্ত শর অর্দ্ধ পথে ছেদন করিয়া ভরদ্বাজতনয়ের প্রতি শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ঐ দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিলে, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে আনন্দ সহকারে ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর প্রতাপবান্ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে সংহার করিবার মানসে স্বর্ণ ও বৈদূর্য্যমণিভূষিতা মহাবেগসম্পন্না এক শক্তি নিক্ষেপ

করিলেন। মহাবীর দ্রোণ হাস্য করিতে করিতে অনায়াসে তাহা পথি-মধ্যে খণ্ডত্রয়ে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই শক্তি ব্যর্থ দেখিয়া দ্রোণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহারথ দ্রোণ সেই শরবৃষ্টি নিবারণ করিয়া দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। মহাযশা ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিন্নশরাসন হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে দ্রোণের নিধনার্থ তাঁহার উপর গিরিসারময়ী এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য্য আপনার পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাহা নিরাকরণ করিয়া হেমপুঙ্খ অতি তীক্ষ্ণ ভল্ল সকল ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভল্লসমূহ কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পানে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ অন্য কার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া পঞ্চ শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় শোণিতাক্ত দেহ ধারণ পূর্ব্বক বসন্তকালীন পুষ্পবিশিষ্ট কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইলেন।

হে মহারাজ! অমেয়াত্মা দ্রোণাচার্য্য ক্রোধপরায়ণ হইয়া পুনর্ব্বার ধৃষ্টদ্যুম্নের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন এবং মেঘ যেমন অচলোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ তিনি তাঁহার উপর সন্নতপর্ব্ব বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে এক ভল্লে তাঁহার সারথিকে এবং চারি শরে চারি অশ্ব সংহার করিয়া সিংহনাদসহকারে অন্য এক ভল্লে কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের কার্ম্মুক ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্ব নিহত হইলে, তিনি গদা গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার পৌরুষ প্রকাশ করত রথ হইতে অবরোহণ না করিতে করিতেই দ্রোণ সত্বর হইয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহার গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তদনন্তর বলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন শত চন্দ্রসংযুক্ত অতি মনোহর সুবিপুল চর্ম্ম ও দিব্য খড়্গ গ্রহণ করিয়া মত্তকরীর প্রতি অভিলাষী সিংহের ন্যায় দ্রোণের বধাকাঙ্ক্ষায় বেগে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ভরদ্বাজপুত্রের বাহুবল, অস্ত্র প্রয়োগ লাঘব ও পুরুষকার প্রকাশিত হইল। তিনি একাকী বাণ বৃষ্টি করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারিত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অসাধারণ বলবান্ হইয়াও দ্রোণের সন্নিহিত হইতে পারিলেন না। কেবল হস্ত লাঘবসহকারে চর্ম্ম দ্বারা সেই সকল শরবর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মহাত্মা দ্রুপদপুত্রের সাহায্যার্থ তথায় সমাগত হইয়া সুশাণিত সপ্তসংখ্যক শর দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করি-

লেন। এবং সত্বর হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অন্য রথে সমারোপিত করিলেন। সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন প্রভৃত সৈন্য সংযুক্ত কলিঙ্গাধিপতিকে দ্রোণের পরিরক্ষণার্থ প্রেরণ করিলেন। সেই সমস্ত কলিঙ্গ সৈন্য আপনার পুত্রের আদেশানুসারে ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইল। রথিপ্রধান দ্রোণ তখন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ করিয়া একবারে বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও সমরে ধর্ম্মরাজের সহিত সঙ্গত হইলেন। মহারাজ! তৎপরে মহাত্মা ভীমসেনের সহিত কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যদিগের অতি ভয়াবহ লোমহর্ষণ জগৎক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

—*—

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৪।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বাহিনীপতি কলিঙ্গরাজ আমার পুত্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় গদা হস্তে বিচরণকারী অদ্ভুতকর্ম্মা মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সহিত কি-রূপে সংগ্রাম করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাবলশালী কলিঙ্গরাজ আপনার পুত্রের আদেশানুসারে মহতীসেনায় পরিবৃত হইয়া ভীমের রথসমীপে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন বহুতর রথাশ্বনাগসম্পন্ন অস্ত্র শস্ত্র ধারী কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণ ও নিষাদনন্দন কেতুমান্‌কে আগমন করিতে দেখিয়া চেদিগণের সহিত তাঁহাদিগের অভিমুখীন হইলেন। তখন ক্রোধ পরবশ শ্রুতায়ু ব্যূহিত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া রাজা কেতুমানের সহিত ভীমসমীপে গমন করিলেন। কলিঙ্গরাজ বহু সহস্র রথ দ্বারা এবং মহাবীর কেতুমান্ নিষাদগণ সমভিব্যাহারে অযুত হস্তী দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই সময় ভীমসেনের পুরোবর্ত্তী চেদি, মৎস্য ও করূষগণ বহুসংখ্যক নরপতিগণের সহিত সমবেত হইয়া নিষাদ-দিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে যোধগণ পরস্পর হননেচ্ছায় পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া অতি ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

হে রাজন্! যেমন অমররাজ মহতী দৈত্যসেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ ভীমসেন বিপক্ষদলের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। তৎকালে সেই মহাসৈন্যের কোলাহলধ্বনি সাগরগর্জ্জনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যোধগণ পরস্পর ছেদন করাতে সমস্ত পৃথিবী মাংস শোণিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রণদুর্জ্জয় বীরগণ জিঘাং-

সাবশতঃ কে স্বপক্ষ কে বিপক্ষ ইহা অপরিজ্ঞাত হওয়াতে, অনেকে আত্মীয়গণকে নিহত করিতে লাগিল। বহু সংখ্যক কলিঙ্গ ও নিষাদগণের সহিত অল্প সংখ্যক চেদি সৈন্যেব সংগ্রাম হইতে লাগিল। চেদিগণ যথাশক্তি স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ করত পরিশেষে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া বৃকোদরকে পরিহার পূর্ব্বক সংগ্রামে নিবৃত্ত হইলেন। এই রূপে চেদিগণ নিবৃত্ত হইলে মহাবীর ভীমসেন স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক কলিঙ্গদিগের সম্মুখীন হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি অবিবত বথমধ্যে অবস্থিত হইয়া সুশাণিত শব সমূহ দ্বারা কলিঙ্গ সৈন্যদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাধনুর্দ্ধব কলিঙ্গবাজ তাঁহাব পুত্র শক্রদেবের সহিত সমবেত হইয়া ভীমসেনেব প্রতি শব নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সময় বৃকোদর আপনাব বাহুবল আশ্রয় পূর্ব্বক শরাসন বিকম্পিত করিয়া কলিঙ্গদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কলিঙ্গতনয় শক্রদেব বহুতর শর দ্বারা ভীমসেনেব অশ্ব সমুদয় নিহত করিয়া তাঁহারে বিরথ করিলেন, পবে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মেঘ যেমন বর্ষা কালে বাবি বর্ষণ করে, তদ্রূপ শক্রদেব ভীমের প্রতি শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই সময মহাবল পরাক্রমশালী ভীমকর্ম্মা বৃকোদর অশ্ব শূন্য রথে অবস্থান করত এক সুদৃঢ় গদা উত্তোলন করিয়া শক্রদেবেব উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শক্রদেব সেই ভীম গদাঘাতে বিনষ্ট হইয়া ধ্বজ ও সারথির সহিত ভূতলশায়ী হইলেন।

মহাবথ কলিঙ্গবাজ পুত্রের নিধন দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বহু সহস্র রথ দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন অতি ভীষণ কার্য্য সাধনার্থ গদা পরিহার পূর্ব্বক খড়্গ এবং হেমময় নক্ষত্র ও অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত অতি দৃঢ় বার্ষভ চর্ম্ম ধারণ করিলেন। মহাবলশালী কলিঙ্গরাজ ভীমকে তদবস্থ দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে শরাসনের জ্যা মার্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহারে সংহারার্থ আশীবিষোপম এক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবলশালী ভীমসেন সেই শাণিত বাণকে খড়্গ দ্বারা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং কৌরবসৈন্যদিগকে সন্ত্রাসিত করিয়া পরমানন্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহাবীর কলিঙ্গেশ্বর ক্রোধে অধীর হইয়া ভীমেব উপর সুতীক্ষ্ণ চতুর্দ্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল তোমর আকাশমার্গে সমুত্থিত হইবামাত্র ভীমসেন অনায়াসে অসি দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে কলিঙ্গরাজ নিক্ষিপ্ত তোমর সকল ছিন্ন হইলে, বলবিক্রম-

শালী ভীমসেন ভানুমান্‌কে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভানুমান শরসমূহ দ্বারা ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া নভস্তল নিনাদিত করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন রণাঙ্গনে ভানুমানের সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই শব্দে কলিঙ্গসৈন্যগণ অতিমাত্র সন্ত্রস্ত হইয়া ভীমকে অমানুষ বলিয়া বোধ করিলেন। হে রাজন্! তৎপরেই ভীমসেন গভীরগর্জ্জন সহকারেই অসিহস্ত হইয়া মহাবেগে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ভানুমানের মহাগজের দন্তদ্বয় অবলম্বন করত তাহার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন মধ্যদেশে আরূঢ় হওয়াতে সেই গজরাজ সানুমান্ পর্ব্বতের ন্যায় শোভাধারণ করিল। মহাবীর বৃকোদর এইরূপে করিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া খড়্গ দ্বারা ভানুমানকে ছেদন পূর্ব্বক সেই করীর স্কন্ধদেশে খড়্গাঘাত করিলে, নাগরাজ ছিন্নস্কন্ধ হইয়া অতি ভীষণ চীৎকারসহকারে ভূতলশায়ী হইল। ভীমসেন ঐ করিরাজ নিপতিত না হইতে হইতেই লম্ফ দিয়া তাহা হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পরে তিনি খড়্গ হস্তে অতি দর্পসহকারে অপরাজয় গজসমূহকে সংহার করত অগ্নি চক্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। ঐ কৃতান্ত সদৃশ মহাবীর ভীমসেন অশ্ব, নাগ, রথ ও পদাতিগণকে সংহার পূর্ব্বক তাহাদিগের মধ্যে শ্যেনের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অসংখ্য গজারোহী যোদ্ধৃবর্গের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক বীরগণকে বিমোহিত করিয়া রণস্থলে একাকী ক্রুদ্ধচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বীরগণ বিমূঢ়চিত্তে অতি ভীষণ শব্দ করত ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অরাতিকুলান্তক বৃকোদর রথিদিগের রথেষা ও যুগ সকল ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিহত করিয়া ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রস্থত প্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণাদি নানাবিধ গতি প্রদর্শন করত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

হস্তিগণ ভীমের ভয়ঙ্কর খড়্গ প্রহারে ভিন্নমর্ম্ম হইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ভূতলশায়ী হইল, দন্ত, শুণ্ড ও কুম্ভ ছিন্ন হওয়াতে কোন হস্তী গম্ভীর স্বরে ভূতলে নিপতিত হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগকে নিহত করিল। হে রাজন্! সেই সংগ্রামে বহুসংখ্যক তোমর, মহামাত্র, শির, চিত্রকম্বল, হেমশোভিত বন্ধনরজ্জু, গ্রীবাবন্ধন রজ্জু, শক্তি, পতাকা, তূণীর, যন্ত্র, বিচিত্র ধনু, শুভ্র অগ্নিদণ্ড, তোত্র, অঙ্কুশ, বিবিধ ঘণ্টা এবং হেমমণ্ডিত অসি ছিন্ন ও নিপতিত দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। হস্তীদিগের ছিন্ন দেহ ও শুণ্ডে রণস্থল যেন পর্ব্বতাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

মহারাজ! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মাতঙ্গগণকে সংহার করিয়া অশ্ব ও অশ্বারোহীদিগকে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগের সহিত মহাবীর বৃকোদরের অতি ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই মহারণে বল্গা, যোক্ত্র, কনকোজ্জ্বল বন্ধন-রজ্জু, চিত্রকম্বল, প্রাস, ঋষ্টি, কবচ, বর্ম্ম ও নানাবিধ আভরণ সকল নিপতিত হইয়া ধরণীতল সমাকীর্ণ করিলে বোধ হইল যেন পৃথ্বী তল কুমুদ-জালে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। তখন মহাবীর ভীমসেন লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক খড়্গ প্রহারে কোন কোন রথিগণকে ধ্বজের সহিত নিপাতিত করিয়া বারম্বার উৎপতন, ধাবন ও বিবিধ গতি অনুসারে চতুর্দ্দিকে পরি-ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রণস্থিতজনগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল। কোন কোন যোদ্ধৃবর্গ তাঁহার পদাঘাতে নিহত ও বিপোথিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেন লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক খড়্গাঘাতে কোন রথিগণকে ধ্বজের সহিত নিপাতিত করিয়া বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক বারম্বার উৎপাতিত ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া তত্রস্থ জনগণকে বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। কোন যোদ্ধাকে পদাঘাতে নিহত, কাহাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রোথিত, কাহাকে খড়্গ দ্বারা ছিন্ন, কাহাকে গর্জ্জন শব্দে ভয়ার্ত্ত, কাহাকে বা উরুবেগে ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন। অনেকে উহাঁকে দর্শন মাত্রেই ভয়ে অভিভূত হইয়া পলায়ন করত ভীমের চতুর্দ্দিকে দণ্ডা-য়মান হইল।

মহারাজ! অনন্তর সেই কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণ পুনরায় ভীষণমূর্ত্তি ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। ভীমসেন কলিঙ্গ রাজ শ্রুতায়ুকে কলিঙ্গ-সৈন্যের পুরোবর্ত্তী দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অমেয়াত্মা কলিঙ্গরাজ ভীমসেনকে ধাবিত দেখিয়া তাহার স্তনদ্বয়ের মধ্য ভাগে নয় শর বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন কলিঙ্গরাজ শরাহত ক্রোধে তোত্রাহত করীর ন্যায় প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় রথিপ্রধান অশোক হেমমণ্ডিত রথ আনিয়া উপস্থিত করিল। শত্রুনিসূদন মহাবীর ভীমসেন সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া কলিঙ্গের সম্মুখে ধাবমান হইলেন। বলবান্ কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া হস্ত লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর কলিঙ্গেশ্বরের চাপবিনির্ম্মুক্ত শরের আঘাতে দণ্ডাহত আশীবিষের ন্যায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শরা-সন আকর্ষণ পূর্ব্বক লোহময় সাত শরে কলিঙ্গরাজকে দুই শরে তাঁহার

চক্ররক্ষক সত্যদেবকে এবং নিশিত নারাচ দ্বারা কেতুমান্‌কে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন।

তখন কলিঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ক্রোধপরবশ হইয়া বহু সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীমের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। শত শত কালিঙ্গগণ শক্তি, গদা, খড়্গ, তোমর, ঋষ্টি ও পরশু সমূহে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর মহাবল ভীমসেন সেই সমস্ত শরবৃষ্টি নিবারিত করিয়া বেগসহকারে মহতী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সপ্ত শত বীরগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। অরিমর্দ্দন ভীমসেন পুনরায় দ্বিসহস্র কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন এইরূপে কলিঙ্গ দেশীয় সৈন্যগণকে সমরে পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। অসংখ্য গজারোহী সৈন্য ভীমের হস্তে নিহত হইল। আরোহিবিহীন বাণাহত মাতঙ্গগণ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বাতাহত মেঘাবলীর ন্যায় গর্জ্জন করত ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকেই বিনষ্ট করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। গ্রাহ যেমন বৃহৎ সরোবর আলোড়িত করিয়া কম্পিত করে, তদ্রূপ কলিঙ্গসৈন্য সমুদায় ও বাহনগণ ভীমসেনের ভীষণ শঙ্খনাদে কম্পান্বিত ও মোহাবিষ্ট হইতে লাগিল। পরে মত্ত বারণ বিক্রম মহাবাহু বৃকোদরকে বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক বিচরণ ও লম্ফ প্রদান করিতে দেখিয়া সমুদায় কলিঙ্গসৈন্য পুনরায় বিমুগ্ধ হইয়া উঠিল।

এইরূপে ভীমসেনের প্রভাবে সমুদায় কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ ভীত ও ইতস্তত বিদ্রুত হইলে, পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। শিখণ্ডিপ্রমুখ যোদ্ধৃগণ সেনাপতির বাক্যানুসারে অসংখ্য রথিগণের সহিত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মেঘবর্ণ বিপুল করিসৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমুদায় সৈন্য সংগ্রামে প্রেরিত হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিলেন, ভীম ও সাত্যকি ব্যতিরেকে ধৃষ্টদ্যুম্নের নিতান্ত প্রিয় আর কেহই রহিল না। মহাবল পাঞ্চালনন্দন অরাতিনিপাতন মহাবল বৃকোদরকে কলিঙ্গসৈন্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবতবর্ণ অশ্বযুক্ত রথের রক্তকাঞ্চন ধ্বজ অবলোকন করিয়া আশ্বাসযুক্ত হইলেন। কলিঙ্গসৈন্যগণ ভীমের প্রতি

ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া মহাবীর দ্রুপদতনয় তাঁহার রক্ষার্থ ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি দূর হইতে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কলিঙ্গসৈন্য-গণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া সত্বরে তথায় গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের দুই জনের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অসংখ্য কলিঙ্গসৈন্য সংহার করিয়া শোণিত নদী প্রবাহিত করিলে কালিঙ্গ ও পাণ্ডব সৈন্যগণ সেই নদীতে সন্তরণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিল; ঐ সাক্ষাৎ কাল ভীমরূপে কলিঙ্গসৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন।

তখন মহাবীর শান্তনুনন্দন সংগ্রামস্থলে সৈন্যগণের সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া সৈন্য সমুদায় ব্যূহিত করত ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবল ভীমসেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মের রথসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক প্রত্যেকে তাঁহার উপর তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীষ্মও ঐ তিন বীরকে তিন তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ ও সহস্র শর দ্বারা মহারথগণকে নিবারিত করিয়া তীক্ষ্ণ বাণে ভীমের অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই অশ্ব বিহীন রথে অবস্থান পূর্ব্বক মহাবেগে ভীষ্মের রথাভিমুখে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু শান্তনুতনয় সেই শক্তি দ্বিধা ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন ভীমসেন লৌহময়ী মহাগদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে স্বীয় রথে আরোহিত করিয়া সর্ব্ব সৈন্যগণ সমক্ষে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি ভীমের প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় তীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের সারথিরে বিনষ্ট করিলেন। ভীষ্মের সারথি নিহত হইবামাত্র অশ্বগণ বায়ুবেগে তাঁহারে সংগ্রামস্থল হইতে অপনীত করিল।

মহারথ ভীষ্ম রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলে, মহাবীর ভীমসেন দিগ্দাহ-কারি অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সমুদায় কলিঙ্গসৈন্য সংহার পূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণের মধ্যে কেহই তাঁহার প্রতাপ সহ্য করিতে পারিল না। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয় পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সাত্যকির সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। যদুশ্রেষ্ঠ সত্য-বিক্রম সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষে ভীমসেনকে আহ্লাদিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বৃকোদর! তুমি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কলিঙ্গরাজ,

তাঁহার পুত্র কেতুমান্ শক্রদেব এবং কলিঙ্গসৈন্য সমুদায়কে সংহার ও স্বীয় ভুজবলে কলিঙ্গদিগের নাগাশ্বরথসঙ্কুল, মহাবল পুরুষযুক্ত ও বীরগণে অভিব্যাপ্ত মহাব্যূহ মর্দ্দন করিয়াছ। মহাবীর সাত্যকি ভীমকে এই কথা বলিয়া দ্রুতবেগে আপনার রথ হইতে তাঁহার রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহারে আলিঙ্গন করিলেন। পরে পুনরায় আপনার রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমের সৈন্য লইয়া ক্রোধভরে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৫।

হে রাজন্! ঐ দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ অতিক্রান্ত হইলেই; অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব, পদাতি ও আরোহিগণ বিনষ্ট হইল। পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা, শল্য এবং কৃপ এই তিন মহারথের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীব ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের লোকবিখ্যাত অশ্ব কয়েকটী শাণিত দশ শরে নিহত করিলেন। অশ্বত্থামা হতবাহন হইয়া শল্যের রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি অনবরত শর সমূহবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়ক সকল নিক্ষেপ করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন এবং শল্যের প্রতি পঞ্চবিংশতি, কৃপের প্রতি নয় ও অশ্বত্থামার প্রতি অষ্টবাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অশ্বত্থামা অতিবেগসহকারে অভিমন্যুকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং শল্য দ্বাদশ ও কৃপ তিন বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন।

হে রাজন্! আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ অভিমন্যুকে সমরে প্রবৃত্ত অবলোকন করত ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি আপতিত হইলেন। পরে তাঁহাদিগের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। লক্ষ্মণ সাতিশয় ক্রোধাসক্ত হইয়া শাণিত সায়ক দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। অভিমন্যুও ক্রোধাসক্ত হইয়া লঘুহস্ত দ্বারা পঞ্চশত শরে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। পরে লক্ষ্মণ শরাঘাতে অভিমন্যুর ধনুকের মুষ্টি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে লোক সকল চীৎকার করিয়া উঠিল। পরবীরঘাতী অভিমন্যু সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর এক মহাবেগশালী শরাসন গ্রহণ করিলেন। সেই বীর পুরুষদ্বয় পরস্পর জয়াভিলাষে সুতীক্ষ্ণ সায়কসমূহ দ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অভিমন্যু কর্ত্তৃক স্বীয় পুত্রকে নিপীড়িত দেখিয়া সত্বর তাহার নিকট উপনীত হইলেন। তখন সমস্ত রাজগণ রথ-সমূহ দ্বারা অভিমন্যুর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। বাসুদেবসদৃশ পরাক্রমশালী যুদ্ধদুর্ম্মদ শৌর্য্যসম্পন্ন অভিমন্যু শূরগণে পরিবেষ্টিত হইয়াও কিছুমাত্র ম্লান হইলেন না। তখন অর্জ্জুন অভিমন্যুকে সেই সমস্ত রথিগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়া তাঁহার পরিত্রাণার্থ ক্রোধভরে সেই দিকে ধাবমান হইলেন। নাগ, অশ্ব, রথ ও সাদিগণের পাদোদ্ধূত রজোরাশি উড্ডীন হইয়া সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। সহস্র সহস্র গজারোহী ও শত শত মহীপালগণ কোন রূপেই তাঁহার বাণপথ নিরাকৃত করিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। তখন প্রাণিগণ অনবরত শব্দ করিতে লাগিল। দিক্ সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তৎকালে কুরুগণের ভয়ঙ্কর অনীতি পরম্পরা প্রকাশ পাইতে লাগিল। অর্জ্জুনের শরজালে কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্, কি বিদিক্, কি ভূমিতল, কি ভাস্কর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। বহু সংখ্যক হস্তীর ধ্বজ অবসন্ন, অনেক রথীর অশ্ব হত এবং রথযূথপতির রথ সকল সাতিশয় ধাবমান হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। কোন কোন রথী রথবিহীন হইয়া বলয় হস্তে আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের ভয়ে গজারোহী ব্যক্তি গজ ও অশ্বারোহী ব্যক্তি অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অর্জ্জুনশরাঘাতে রাজগণ রথ, গজ এবং অশ্ব হইতে পতিত হইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক সংগ্রাম স্থলে ইতস্তত যোধগণের গদা, খড়্গ, তূণীর, শর, শরাসন ও পতাকার সহিত সমুদ্যত বাহু সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। পরিঘ, মুদ্গর, প্রাস, ভিন্দিপাল, নিস্ত্রিংশ, সুতীক্ষ্ণ পরশ্বধ, তোমর, চর্ম্ম, কবচ, ধ্বজ, সর্ব্বত্র নিক্ষিপ্ত অন্যান্য শস্ত্র, ছত্র, হেমদণ্ড, অঙ্কুশ, প্রতোদ, কশা ও যোত্র সমুদায় বিকীর্ণ হওয়া সমর ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হে রাজন্! আপনার সৈন্যমধ্যে এরূপ বীরপুরুষ কেহ ছিল না যে সংগ্রামে অর্জ্জুনের সম্মুখে অগ্রসর হয়। যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের সম্মুখে যাইতে লাগিল, সেই ব্যক্তিই অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে পরলোক গমন করিতে লাগিল। আপনার যোধগণ সকলে পলায়ন করিলে, বাসুদেব ও অর্জ্জুন মহাশঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! দেবব্রত শান্তনুনন্দন এইরূপে সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া রণমধ্যে সহাস্য বদনে দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! বাসুদেব সহায়ে পাণ্ডুপুত্র মহাবল অর্জ্জনের যাহা কর্ত্তব্য তদ্রূপই করিতে-

ছেন। ইঁহার যেরূপ সাক্ষাৎকালান্তকসদৃশ মূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহাতে অদ্য কোন প্রকারেই ইঁহাকে সমরে পরাজয় করা যাইবেক না। দেখ, এই মহতী সেনা পরস্পর দর্শন করত পলায়ন করিতেছে, এক্ষণে ইহা-দিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য এবং সূর্য্যদেবও সর্ব্বপ্রকারে সকলের দৃষ্টি অপহরণ পূর্ব্বক অস্তাচল গমন করিতেছেন। হে মহাত্মন্! যোধগণ ভীত ও বিভ্রান্ত হইয়াছে। ইহারা আর কোনরূপে সংগ্রাম করিতে সমর্থ নহে, অতএব সৈন্যগণকে অবহার করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি। হে রাজন্! মহারথ ভীষ্ম আচার্য্য দ্রোণকে এইরূপ কহিয়া আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকে অবহার করিলেন। অনন্তর দিবাকর অস্ত-গত ও সায়ংকাল উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষই সৈন্যগণকে অবহার করিলেন।

—**—

ষটপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৬।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! রজনী প্রভাত হইলে শত্রুতাপন শান্তনু-তনয় সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। কুরু-পিতামহ ভীষ্ম আপনার পুত্রগণের জয়াভিলাষে সেই দিবস গারুড় নামক ব্যূহরচনা করিলেন। সেই ব্যূহের তুণ্ডস্থলে দেবব্রত ভীষ্ম স্বয়ং অব-স্থিতি করিতে লাগিলেন। তাহার চক্ষুর্দ্বয়ে মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সমবেত ত্রিগর্ত্ত, মৎস্য, কৈকেয় ও বারধানদেশীয়গণের সহিত অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য এই দুই মহাবীর শিরোদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত এবং জয়দ্রথ ইঁহারা মদ্রক, সিন্ধু, সৌবীর ও পঞ্চনদদেশীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া উহার গ্রীবাদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন অনুগত ও সহোদরগণে পরিবৃত হইয়া উহার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজ, শক এবং শূরসেনদেশীয় যোদ্ধৃবর্গ উহার পুচ্ছদেশে অবস্থিতি করিতে লাগি-লেন। মাগধ, কালিঙ্গ ও দাসেরকগণ উহার দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিলেন। কারূষ, বিকুঞ্জ, মুণ্ড ও কুণ্ডীবৃষগণ বৃহদ্বলের সহিত উহার বাম পক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

হে রাজন্! পরন্তপ অর্জ্জুন বিপক্ষগণের সেইরূপ ব্যূহ দর্শন করত

ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত ব্যূহরচনা করিলেন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ আপনার পক্ষীয় গারুড় ব্যূহের বিপক্ষে অর্দ্ধচন্দ্র নামে অতি দারুণ ব্যূহরচনা করিলেন। উহার দক্ষিণভাগে নানা শস্ত্রধারী নানা দেশীয় নরপতিগণে পরিবৃত হইয়া ভীমসেন অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। উহার পশ্চাৎভাগে মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ, তাঁহাদিগের পরেই নীলায়ুধধারী মহারাজ নীল, নীলের পর চেদি, কাশি, করূষ ও কৌরবগণে পরিবৃত হইয়া মহারথ দৃষ্টকেতু অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ মহতীসেনার সহিত মধ্যস্থলে অবস্থিতি করত যুদ্ধের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির গজ সৈন্যগণে পবিবৃত হইয়া সেই স্থানে বিরাজমান রহিলেন। তৎপরে সাত্যকি, দ্রৌপদীব পঞ্চপুত্র এবং অভিমন্যু অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎপরে ইরাবান, তাহার পরে ঘটোৎকচ, তাহার পবে মহাবথ কৈকেয়গণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া অবস্থিতি কবিতে লাগিলেন। তাহার পরেই বামভাগে সকল জগতের রক্ষাকর্ত্তা জনার্দ্দন কর্ত্তৃক পরিবক্ষিত সেই মানবশ্রেষ্ঠ মহাবীর ধনঞ্জয় অবস্থিত হইলেন।

হে রাজন! পাণ্ডবগণ আপনাব পুত্র এবং আপনার পক্ষীয় বীরগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত এই ব্যূহ বচনা করিলেন। অনন্তর উভয়পক্ষেরই রথী ও গজারোহিগণের পরস্পর যুদ্ধারম্ভ হইল। তাঁহারা পরস্পর হতাহত হইতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে বথী ও গজারোহীদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর হনন করিতে দৃষ্ট হইল। সেই তুমুল সংগ্রামে আপনার ও পাণ্ডবপক্ষীয় পরস্পর হননকারী রথী ও নরবীরগণেব তুমুল শব্দ সমুত্থিত ও দুন্দুভিধ্বনি দ্বাবা আকাশমণ্ডল পবিপূর্ণ হইল।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৭।

হে মহারাজ। উভয়পক্ষীয় সৈন্য সমুদায় এইরূপে ব্যূহিত হইলে কালান্তক কৃতান্তসদৃশ মহাবীর ধনঞ্জয় শরজালে রথরক্ষকগণকে নিপাতিত করিয়া রথীদিগের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় যাবতীয় বীরপুরুষগণ যশোলাভের আকাঙ্ক্ষায় পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বহুবার পাণ্ডবসেনাগণকে শ্রেণীভঙ্গ করিলেন এবং পাণ্ডবগণও বারংবার কৌরবসৈন্য

ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষীয় প্রভূত সেনা ইতস্ততঃ ধাবিত, ভগ্ন ও পরিবর্ত্তিত হওয়াতে উভয়পক্ষের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ বোধগম্য হইল না। রণক্ষেত্র হইতে সমুত্থিত ধূলি সমূহে ভগবান্ সূর্য্য ও সমুদয় দিক্‌বিদিক্ এককালে সমাচ্ছন্ন হইল। তৎকালে কেবল অনুমান, নাম ও গোত্রের উল্লেখ দ্বারাই যুদ্ধ হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় ব্যূহ মহারথ দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক এবং পাণ্ডবপক্ষীয় ব্যূহ মহাবীর ভীমসেন ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে কোন ব্যক্তিই ঐ ব্যূহের অন্যতর ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। সেনাগণ সৈন্যাগ্র হইতে বিনির্গত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষের রথ ও হস্তী সমুদায় পরস্পর সমবেত হইল।

এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে অশ্বারোহিগণ শাণিত ঋষ্টি, প্রাস, নারাচ, শর ও তোমর দ্বারা বিপক্ষীয় হস্ত্যারোহিগণকে, রথিগণ সুবর্ণ ভূষিত শর দ্বারা রথিগণকে, পদাতি সমুদায় ভিন্দিপাল ও পরশু দ্বারা পদাতিদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিল এবং রথী হস্তীর সহিত হস্ত্যারোহীকে, অশ্বারোহী ও গজারোহী রথীকে, রথী রথীকে, পদাতি রথীকে, রথী পদাতিকে, গজারোহী অশ্বারোহীকে অশ্বারোহী গজারোহীকে, গজারোহী পদাতিগণকে ও পদাতিগণ গজারোহীদিগকে তোমর প্রাস ও শর প্রভৃতি নানাবিধ নিশিত অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। ভূরি ভূরি কার্ম্মুক ধ্বজ, তোমর বিচিত্র কম্বল, মহামূল্য কম্বল, প্রাস, পরিঘ, গদা, কম্পন, শক্তি, কবচ কুণপ, অঙ্কুশ, বিমলখড়্গ ও কনক পুঙ্খ শরজাল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে যেন রণভূমি স্রগ্দামে বিভূষিত বোধ হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের শরীর মাংস ও শোণিত ধারায় সমরক্ষেত্র অগম্য ও কর্দ্দমিত হইয়া উঠিল। সংগ্রাম ভূমি শোণিতসিক্ত হওয়াতে তত্রত্য রজোরাশি বিনষ্ট ও দিক্ সমুদায় নির্ম্মল হইল, জগদ্বিনাশের চিহ্ন স্বরূপ অসংখ্য কবন্ধ চতুর্দ্দিকে সমুত্থিত হইতে লাগিল এবং রথিগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

এই মহাভয়ঙ্কর সংগ্রামে মৃগেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সমরদুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, পুরুমিত্র, বিকর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি মহাবীরগণ পাণ্ডবসৈন্য সমুদায় ভগ্ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেবগণ যেমন দানবদিগকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভীমসেন, ঘটোৎকচ, সাত্যকি, চেকিতান ও দ্রৌপদীতনয়গণ অন্যান্য নৃপতিমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার পুত্রগণকে সমাহত করিতে লাগিলেন। ভূপালগণ পরস্পরের

নিপীড়নে শোণিতদিগ্ধাঙ্গ হইয়া কুসুমিত কিংশুক তরুর ন্যায় শোভমান হইলেন, শত্রুজয়শীল উভয় পক্ষীয় মাতঙ্গগণকে বিমানস্থ গৃহ সমুদায়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে রাজা দুর্য্যোধন সহস্র রথ লইয়া পাণ্ডবগণ ও ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণও অসংখ্য সেনায় পরিবৃত হইয়া বিপক্ষনাশন ভীষ্ম ও দ্রোণের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। বীরপ্রধান ধনঞ্জয় ক্রোধাক্রান্ত হইয়া বিপক্ষীয় নৃপতিগণকে এবং তৎপুত্র অভিমন্যু শকুনির সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। হে মহারাজ্! অতঃপর ভবদীয় ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

—*—

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৮।

হে রাজন্! তখন কৌরবপক্ষীয় ভূপালগণ মহাবীর অর্জ্জুনকে সংগ্রামে অভিমুখীন হইতে দেখিয়া, ক্রোধপূরিত চিত্তে অসংখ্য রথ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করত তাঁহার রথের উপর অসংখ্য বাণ, শাণিতশক্তি, গদা, পরিঘ প্রাস, পরশু, মুদগর ও মুষল সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও শলভ বৃষ্টির ন্যায় সেই সমস্ত বাণ অবরোধ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে অর্জ্জুনের পাণিলাঘব দর্শন করিয়া দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ "সাধু সাধু" বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সাত্যকি ও অভিমন্যু মহতীসেনায় পরিবৃত হইয়া সৌবল ও তদীয় শৌর্য্যশালী বীরগণকে অবরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সৌবল বীরগণ রোষপরবশ হইয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা সাত্যকির উৎকৃষ্ট রথ তিল তিল করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন, তখন সাত্যকি ছিন্ন রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে এক রথস্থ হইয়া শাণিত সায়কসমূহ দ্বারা সত্বর সৌবলসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ রণে সংযত হইয়া কঙ্কপত্র যুক্ত তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা ধর্ম্মরাজের সৈন্য সকল বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব সৈন্যগণের সমক্ষে দ্রোণসৈন্যের প্রতি উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। যেরূপ পূর্ব্বে দেব ও অসুরগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহাদিগের লোমহর্ষণ মহাসংগ্রাম হইতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে সংগ্রামে

মহৎকার্য্য করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের উভয়কেই নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! আমরা সেই সময়ে হিড়িম্বাপুত্রের এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করিলাম যে সে পিতা ভীমসেনকে অতিক্রম করিয়াও সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। ভীমসেনও যেন হাস্য করিতে করিতে দুর্য্যোধনের হৃদয়ে এক শর নিক্ষেপ করিলেন; তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই বিষম শরাঘাতে বিমোহিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে উপবেশন করিলেন। সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাবিহীন দর্শন করত সত্বরে রণস্থল হইতে অপনীত করিল। তাহাতে তদীয় সৈন্য সকল ভগ্ন হইতে লাগিল।

অনন্তর ভীমসেন কৌরব সৈন্যগণকে ইতস্তত পলায়ন করিতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণসায়ক বর্ষণ করত তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহারথ দৃষ্টদ্যুম্ন রাজা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই তাঁহাদিগের সৈন্যগণকে তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা নিহত করিতে লাগিলেন। মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনার পুত্রের পলায়মান সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা সেই সমস্ত সৈন্য গণকে নিবারণ করিলেও তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর বহু সহস্র রথ ইতস্তত ধাবমান হইলে এক রথস্থ শিনিকুলভূষণ সাত্যকি ও সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু চতুর্দ্দিক্ হইতে সৌবলসেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া আপনার সৈন্যগণের উপর মেঘমণ্ডলীর বারিধারা বর্ষণের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত কৌরবসৈন্য ধনঞ্জশরে নিপীড়িত হওয়াতে বিষাদ ও ভয়ে সমরভূমি হইতে ধাবমান হইতে লাগিল। তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধনহিতাভিলাষী ভীষ্ম এবং দ্রোণ নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন চতুর্দ্দিকে পলায়মান সেই সমস্ত সৈন্যগণকে আশ্বাস প্রদান করত নিবর্ত্তিত করিলেন। মহারথ ক্ষত্রিয়গণ যে যে স্থলে আপনার পুত্রকে অবলোকন করিল সে সেই স্থলেই নিবৃত্ত হইল। তাহাদিগকে নিবৃত্ত দেখিয়া ইতর ব্যক্তিরা পরস্পর স্পর্দ্ধা করত অনেকে লজ্জাপ্রযুক্তও নিবৃত্ত হইল। সেই সমস্ত সৈন্যগণ চন্দ্রোদয়ে সাগরবেগের ন্যায় মহা বেগে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিল।

রাজা দুর্য্যোধন তাহাদিগকে নিবৃত্ত দেখিয়া ত্বরা পূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পিতামহ! আমি আপনাকে যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি এবং পুত্র ও সুহৃদ্গণপরিবৃত অস্ত্র-

কুশল দ্রোণ এবং মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য বিদ্য মান থাকিতে যে সৈন্যগণ পলায়ন করিতেছে ; ইহা আপনার সমুচিত কার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। ফলতঃ স্পষ্টই বোধ হইতেছে পাণ্ডবগণকে অনুগ্রহ করাই আপনার উদ্দেশ্য। যদি আপনার এই রূপ অভিপ্রায় হইয়াছিল, তাহা হইলে পূর্ব্বে কি নিমিত্ত আমাকে বলেন নাই, তাহা হইলে আমি কদাচ পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতাম না। আমি কেবল আপনার ও দ্রোণাচার্য্যের কথানুসারে কর্ণের সহিত কার্য্য চিন্তা করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক এক্ষণে যদি আমি আপনার ও দ্রোণাচার্য্যের পরিত্যাজ্য না হই, তাহা হইলে আপনারা স্বীয় স্বীয় বিক্রমানুরূপ যুদ্ধ করুন।

মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বারম্বার ক্রোধভরে নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া হাস্য করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়, আমি এই হিতজনক বাক্য পূর্ব্বে তোমাকে বারম্বার কহিয়াছি। যাহা হউক আমি বৃদ্ধ এক্ষণে সাধ্যানুসারে সমরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, তুমি বান্ধবগণের সহিত অবলোকন কর। আজি আমি সসৈন্য ও সবান্ধব পাণ্ডব গণকে সর্ব্বলোকসমক্ষে নিবারিত করিব। হে রাজন! মহাবীর ভীষ্ম এই কথা বলিলে আপনার পুত্র শঙ্খ ও ভেরীনিনাদিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণও সেই সুমহদ্ধনি শ্রবণ করিয়া শঙ্খ, ভেরী ও মুরজবাদন করিতে লাগিলেন।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়। ৫৯।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ভীষ্ম আমার পুত্রের বাক্যে ক্রোধাসক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করত পাণ্ডবগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলেন ও পাণ্ডব এবং পাঞ্চালগণই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সেই দিবসের পূর্ব্বাহ্ন গত প্রায়, দিনকর কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে অবনত ও পাণ্ডবেরা জয়লাভ করত হৃষ্টমনা হইলে, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ দেবব্রত ভীষ্ম আপনার পুত্রগণ ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে বেগবান্ অশ্ব দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

হে ভারত! তদনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদের ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। আপনার অনীতি বশতই এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়। তৎকালে নিরন্তর পর্ব্বত স্ফোটের ন্যায় ধনুষ্টঙ্কার ও তল-ঘাতের কঠোরধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। এবং "তিষ্ঠ, এই আমি অবস্থিতি করিতেছি, ইহাকে অবগত হও, নিবৃত্ত হও, স্থির হও, প্রহার কর, সর্ব্বত্র এই শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। কাঞ্চন তনুত্রাণ সকলে, কিরীটে, ও ধ্বজে শর নিপতিত হওয়াতে শিলাপতনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র বিভূষিত মস্তক ও বাহু সমুদয় ভূতলে নিপতিত হইয়া চেষ্টা বিহীন হইতে লাগিল। কোন কোন পুরুষসত্তম ছিন্ন মস্তক হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সমরস্থলে নর, নাগ ও অশ্বশরীর সমুৎপন্না গৃধ্রগোমায়ুগণের হর্ষবিবর্দ্ধিনী রুধিরবাহিনী নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গের কলেবর উহার শিলা ও মাংস উহার কর্দ্দম স্বরূপ হইল।

হে রাজন! কৌরব ও পাণ্ডবগণের যেরূপ সংগ্রাম দেখিলাম, এরূপ যুদ্ধ পূর্ব্বে আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। নিপতিত যোধগণ ও গিরিশৃঙ্গসদৃশ নীলবর্ণ মাতঙ্গের কলেবরে সমরভূমি আবৃত হওয়াতে রথসঞ্চালনের পথ রহিত হইল। বিকীর্ণ কবচ ও শিরস্ত্রাণ দ্বারা রণস্থল শরৎকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল। কেহ কেহ অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত হইয়াও অদীনভাবে দর্প সহকারে শত্রুপক্ষের প্রতি ধাবমান হইল। অনেকে রণস্থলে পতিত হইয়া পিতঃ! ভ্রাতঃ! সখে! বন্ধো! বয়স্য! মাতুল! আমাকে পরিত্যাগ করিও না এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। অনেকে এস, নিকটে এস, তুমি কি ভীত হইয়াছ? কোথায় যাইবে? আমি সমরে আছি, তুমি ভীত হইও না এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময়ে ভীষ্ম মণ্ডলাকার ধনুক হস্তে করিয়া আশীবিষ সদৃশ দীপ্তাগ্র বাণ সকল নিক্ষেপ করিতেছিলেন। সংযত ব্রত মহাবীর ভীষ্ম শর বর্ষণ দ্বারা দশ দিক একাকার করত পাণ্ডবপক্ষীয় রথীগণের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তিনি সকল স্থানেই স্বীয় ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করত অলাত চক্রের ন্যায় রথবর্ত্মে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার লঘুহস্ততা প্রযুক্ত পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ রণস্থলে সেই একমাত্র বীরকে বহুশত সহস্রের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তত্রত্য সকলে তাঁহাকে মায়াবী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাঁহাকে পূর্ব্বদিকে

দর্শন করিলে, ক্ষণকাল পরেই পশ্চিম দিকে, আবার অনতিবিলম্বে উত্তর দিকে ও মুহূর্ত্তমধ্যে দক্ষিণ দিকে দর্শন করিতে লাগিল। ফলত, পাণ্ডবগণ কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। কেবল তাঁহার কার্ম্মুকনির্ম্মুক্ত সায়ক সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। বীরগণ তাঁহাকে সৈন্যবিনাশ ও অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে দেখিয়া বহুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়গণ আত্মবিনাশার্থ শলভের ন্যায় প্রমোহিত হইয়া সেই অমানুষরূপে বিচরণকারী সংক্রুদ্ধ ভীষ্মরূপ হুতাশনে নিপতিত হইতে লাগিল। ভীষ্মের শর মানব, হস্তী ও অশ্বের মধ্যে কাহারও গাত্রে নিপতিত হইয়া ব্যর্থ হইল না। বজ্র দ্বারা শিলোচ্চয় ভেদের ন্যায় তিনি একটীমাত্র বাণ দ্বারা হস্তী সকলকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা একত্রিত দুই তিন গজারোহীকে সংহার করিতে লাগিলেন। হে নররাজ! যে বীর ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হয়, সে মুহূর্ত্তমাত্র দৃষ্ট হইয়া ভূতলে নিপাতিত হয়। এইরূপে যৌধিষ্ঠিরী সেনা সকল অতুল্যবীর্য্য ভীষ্ম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া সহস্রধা বিশীর্ণ হইতে লাগিল এবং তাহারা মহাত্মা বাসুদেবের ও পার্থের সাক্ষাতেই শর দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া কম্পিত ও পলায়িত হইতে লাগিল। সেনাপতিগণ যত্নপরায়ণ হইলেও সেই সমস্ত ভীষ্মবাণে পীড়িত হইয়া পলায়মান সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। হে রাজন্! প্রধান প্রধান সৈন্যগণ মহেন্দ্র সদৃশ বীর্য্যশালী ভীষ্ম কর্ত্তৃক আহত হওয়াতে পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া রণস্থল হইতে ভঙ্গ হইতে লাগিল। পাণ্ডব সৈন্যগণ এইরূপে হাহাভূত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদিগের রথ, নাগ, অশ্ব, ধ্বজ ও কূবর পতিত হইতে লাগিল। এই মহাযুদ্ধে পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে ও সখা প্রিয় সখাকে সংহার করিতে লাগিল। পাণ্ডবসেনাপতিগণকে কবচ পরিত্যাগ ও কেশকলাপ আলুলায়িত করিয়া ধাবমান হইতে দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং রথযূথপগণ ও সৈন্যগণ উদ্ভ্রান্ত গোকুলের আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

তখন যাদবনন্দন কৃষ্ণ সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া রথ নিবৃত্ত করত অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি যে সময় প্রার্থনা করিয়াছিলে অদ্য সেই সময় উপস্থিত অতএব এই সময় ভীষ্মকে প্রহার কর, নচেত মোহিত হইতে হইবে। হে বীর! তুমি পূর্ব্বে রাজগণসমাগমে বলিয়াছিলে, যে ভীষ্ম দ্রোণপ্রমুখ যে সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমার সহিত যুদ্ধ করিবে, আমি তাহাদিগকে অনুচরগণের সহিত সংহার করিব। হে অরি-

ক্ষম! এক্ষণে সেই বাক্য সত্য কর। ঐ দেখ স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ ইতস্তত ভগ্ন ও যুধিষ্ঠির পক্ষ রাজগণ পলায়ন করিতেছে। উহারা সমরে ভীষ্মকে কৃতব্যাদানমুখকৃতান্ত বিবেচনায়, সিংহ দর্শনে ভয়ার্ত্ত ক্ষুদ্রমৃগের ন্যায় প্রনষ্ট হইতেছে।

বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিলে, অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! যেখানে ভীষ্ম অবস্থিতি করিতেছেন; তুমি এই সৈন্যসাগর অবগাহন করিয়া সেই স্থানে অশ্বচালন কর। আমি দুর্দ্ধর্ষ কুরুপিতামহ ভীষ্মকে নিপাতিত করিব।

তদনন্তর মাধব যেখানে ভীষ্মের সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দুর্নিরীক্ষ্য রথ অবস্থিত ছিল, সেই স্থানে রজতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অশ্বগণকে চালনা করিলেন। তখন যৌধিষ্ঠিরী সেনা সকল মহাবাহু পার্থকে ভীষ্মের প্রতি যুদ্ধে সমুদ্যত দেখিয়া প্রতি নিবৃত্ত হইল। তদনন্তর কুরুকুলপ্রধান ভীষ্ম বারম্বার সিংহনাদ করত শরবর্ষণ দ্বারা অনতিবিলম্বে ধনঞ্জয়ের রথ আচ্ছন্ন করিলেন। তখন সেই রথ ক্ষণকাল মধ্যে ধ্বজা ও সারথি বাসুদেবের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য হইল। সত্বশালী বাসুদেব ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ভীষ্মশরে ব্যথিত অশ্বগণকে চালনা করিতে লাগিলেন, তদনন্তর পার্থ জলদগম্ভীরনিস্বন দিব্যচাপ গ্রহণ পূর্ব্বক নিশিত শর দ্বারা ভীষ্মের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক পাতিত করিলেন। তখন কুরু প্রধান ভীষ্ম ছিন্ন ধন্বা হইয়া নিমেষমাত্রে পুনরায় অন্য মহাধনু গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে জ্যারোপণ করত ভুজদ্বয় দ্বারা উহা কর্ষণ করিতে লাগিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের সেই চাপ ছেদন করিলেন; তাহাতে শান্তনুতনয় ভীষ্ম অর্জ্জুনের ক্ষিপ্রকারিতার প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! হে পাণ্ডুনন্দন! সাধু! সাধু! এইরূপ মহৎকর্ম্ম তোমার উপযুক্ত। বৎস অর্জ্জুন! আমি তোমার প্রতি সবিশেষ প্রীত হইয়াছি; তুমি আমার সহিত সদৃঢ় যুদ্ধ কর। তিনি এইরূপে অর্জ্জুনের প্রশংসা করিয়া অন্যধনু গ্রহণ পূর্ব্বক পার্থের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব অশ্ব চালনায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করত মণ্ডলাকারে রথ চালনা করিয়া সেই সকল বাণ ব্যর্থ করিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর মহাবীর ভীষ্ম নিশিত শরদ্বারা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের সর্ব্বশরীর বিদ্ধ করিলেন; তখন সেই নরসিংহ কৃষ্ণার্জ্জুন ভীষ্মশরে ক্ষতবিক্ষত শরীর হইয়া বিষাণাঘাতে অঙ্কিতগাত্র নিনাদ কারী বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। ভীষ্ম পুনরায় সংক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকর বর্ষণ

দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিলেন, এবং ক্রোধভরে মহাশব্দে হাস্য করত বিস্ময়োৎপাদন পূর্ব্বক কম্পিত করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর পরবীরঘাতী মহাবাহু কৃষ্ণ সংগ্রামে পার্থের মৃদুতা ও ভীষ্মকে পাণ্ডব সেনার মধ্যবর্ত্তী হইয়া উত্তাপপ্রদ প্রভাকরের ন্যায় রণস্থলে অনবরত বাণবর্ষণ করিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির সৈন্যগণের প্রলয়কাল উপস্থিত নিশ্চয় করিলেন, এবং সেই সমস্ত সৈন্যমধ্যে প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে নিপাতিত করিতেছেন, দর্শন করত উহা সহ্য করিতে না পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবসৈন্য নিঃশেষিত প্রায় হইয়াছে। মহাবীর ভীষ্ম এক দিনের যুদ্ধেই দৈত্য দানবগণকে নিহত করিতে পারেন, তাহাতে সসৈন্য পাণ্ডবগণকে যে বিনাশ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি? কৌরবগণ মহাত্মা পাণ্ডবগণের সৈন্যকে পলায়নপর ও সোমকদিগের সৈন্যগণকে প্রভগ্ন দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে ভীষ্মের হর্ষোৎপাদন করত সংগ্রামাভিমুখে ধাবমান হইতেছে, অতএব অদ্য আমি পাণ্ডবগণের হিতার্থ ভীষ্মকে নিহত করিব; তাহা হইলে মহাত্মা পাণ্ডবগণের ভার অপনীত হইবে। অর্জ্জুন যুদ্ধে তীক্ষ্ণশর দ্বারা বধ্যমান হইয়াও পিতামহের গৌরব রক্ষার নিমিত্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিতে পারিতেছেন না।

কৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এদিকে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের রথের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত শরের বাহুল্য হেতুক দশদিক আচ্ছন্ন হইল। তখন কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্ সমস্ত, কি ভূতল, এবং কি দিবাকর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। সমীরণ সধূম হইয়া তুমুল ভাবে বহমান ও দিক সমস্ত ক্ষুভিত হইতে লাগিল। দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শ্রুতায়ু, অম্বষ্ঠরাজ, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ, প্রাচ্য, সৌবীর, বশাতি ক্ষুদ্রক এবং মালবগণ ভীষ্মের আদেশানুসারে ত্বরান্বিত হইয়া যুদ্ধার্থ অর্জ্জুনের সমীপে উপস্থিত হইলেন। শিনির পৌত্র সাত্যকি দেখিলেন, অর্জ্জুন শত শত সহস্র সহস্র গজযূথপ, অশ্ব, পদাতি ও রথ সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। তিনি শস্ত্রধারী প্রধান কৃষ্ণার্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে রথ, অশ্ব, নাগ ও পদাতিগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়া সত্বর তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বিষ্ণু যেরূপ বৃত্রাসুর নিধন সময়ে পুরন্দরের সাহায্য করিয়াছিলেন; সেইরূপ ধনুর্দ্ধরপ্রধান শিনিপ্রবীর সাত্যকি সহসা সেই অনীকিনী মধ্যে গমন করত অর্জ্জুনের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি পাণ্ডব পক্ষীয় নাগ, অশ্ব,

রথ ও ধ্বজ সমুদায় বিশীর্ণ এবং যোধগণকে বিত্রাসিতি দেখিয়া হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন; হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা কোথায় যাইবে? প্রাচীন পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন; যুদ্ধে পলায়ন করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। অতএব হে বীরগণ তোমরা স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ না করিয়া স্বীয় স্বীয় বীরধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

অনন্তর দাশার্হগণের প্রভু যশস্বী কৃষ্ণ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে পলায়মান, ভীষ্মকে সংগ্রামে সমুদীর্য্যমাণ ও কৌরব যোদ্ধৃবর্গকে আপতিত দেখিয়া সাত্যকিকে প্রশংসা করত ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, হে শিনিপ্রবীর! যাহারা যাইতেছে, তাহারা যাউক; যাহারা অবস্থিত আছে, তাহারাও যাউক; তাহাদিগের থাকিবার আবশ্যক নাই। অদ্য আমি ভীষ্ম ও দ্রোণকে তাঁহাদিগের অনুচরগণের সহিত নিপাতিত করিব। আজি কৌরব সৈন্য মধ্যে কেহই আমার ক্রোধে যুদ্ধ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। অতএব আমি ভীষণ চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রাণ সংহার করিব। মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণকে উহাঁদিগের অনুচরের সহিত নিহত করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির, ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের প্রীতি সম্পাদন করিব। অদ্য আমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও তাঁহাদের পক্ষীয় নরেন্দ্রগণকে নিহত করিয়া অজাত শত্রু যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যাধিপতি করিব।

বসুদেবতনয় মহাত্মা বাসুদেব এই বলিয়া অশ্ব রশ্মি পরিত্যাগানন্তর সহস্র বজ্রসদৃশ ক্ষুরধারযুক্ত, সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন চক্র হস্তদ্বারা উদ্-ভ্রামণ করিয়া সবেগে রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সিংহ যেরূপ গজরাজ হনন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হয়, তাহার ন্যায় তিনি ভীষ্মকে হনন করিবার অভিলাষে তদীয় সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন তাঁহার গাত্রস্থিত বিলম্বিত পীতাম্বরখণ্ড নভোমণ্ডলে চিরসংলগ্ন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কৃষ্ণের কোপরূপ সূর্য্যোদয়ে বিকসিত ক্ষুর-ধার সদৃশ তীক্ষ্ণাগ্রভাগরূপ পত্রযুক্ত তদীয় দেহরূপ সরোবরে সঞ্জাত ভুজরূপ মৃণালে অবস্থিত সুদর্শনরূপ চক্র পদ্ম, তাঁহার নাভিদেশ হইতে সম্ভূত বাল সূর্য্যসন্নিভ আদিপদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রাণিগণ কৃষ্ণকে ক্রোধপরায়ণ, চক্রধারী ও উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে দেখিয়া কুরুকুলক্ষয় মনে করত সাতিশয় শব্দ করিতে লাগিল। ধূমকেতু যেরূপ স্থাবর জঙ্গম দগ্ধ করিবার নিমিত্ত সমুদিত হয়, সেইরূপ লোকগুরু বাসুদেব চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক জীবলোক দহনকারি প্রলয় হুতাশনের ন্যায় ভীষ্মাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

মহাত্মা ভীষ্ম সেই মানবপ্রবর চক্রধারী কৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন। হে জগন্নিবাস! হে শার্ঙ্গধর! হে গদাধর! হে অসিধর! তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রাণিগণের শরণ্য, তুমি যুদ্ধে আমাকে রথ হইতে বলপূর্ব্বক নিপাতিত কর। হে কৃষ্ণ! অদ্য তুমি আমাকে নিহত করিলে, আমার ইহ ও পরলোকে শ্রেয় এবং আমার প্রভাব ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবে।

কৃষ্ণ ভীষ্মের এই কথা শ্রবণানন্তর বেগসহকারে তাঁহার অভিমুখে গমন করত কহিতে লাগিলেন; হে ভীষ্ম! তুমি এই মহা ক্ষয়ের মূলীভূত; তোমার নিমিত্তই অদ্য দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইবে। হে শান্তনুনন্দন! দ্যূতাসক্ত নৃপতিকে নিবারণ করাই ধার্ম্মিক মন্ত্রিদিগের কর্ত্তব্য। যদি কোন ভূপতি কাল বিপর্য্যয় বশতঃ উপদেশে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক, ধর্ম্মবহির্ভূত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। মহানুভব ভীষ্ম যদুপ্রবীর বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে জনার্দ্দন! দৈবই বলবান, যদুগণ আত্ম হিতাভিলাষে কংসকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি ধৃতরাষ্ট্রকে বারম্বার এই কথা বলিয়াছিলাম, তিনি বিপরীত বুদ্ধিবশতঃ আমার সেই হিতবাক্য বুঝিতে পারিলেন না।

ভীষ্ম ও কৃষ্ণের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, দেখিয়া বিশালবাহু ধনঞ্জয় সত্বর রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক যদুপ্রবীর কৃষ্ণের পশ্চাৎ দ্রুতবেগে গমন করত তাঁহার বাহুদ্বয় ধারণ করিলেন। কৃষ্ণ সাতিশয় ক্রোধাসক্ত ছিলেন, তন্নিমিত্ত অর্জ্জুন তাঁহাকে গ্রহণ করিলেও যেরূপ প্রবলবায়ু একটা বৃক্ষকে বেগে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ তিনি ধনঞ্জয়কে আকর্ষণ করিয়া ভীষ্ম সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। দশম পদ গমন করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ করত তাঁহার গতিরহিত করিলেন। তখন কাঞ্চন চিত্রমালী ধনঞ্জয় তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রীতমনে কহিলেন, হে কেশব! কোপ সংহার কর, তুমিই পাণ্ডবগণের একমাত্র গতি। হে কৃষ্ণ! আমি পুত্র ও সহোদরের শপথ করিতেছি, যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কদাচ তাহার অন্যথা করিব না। আমি তোমার নিদেশানুসারে অবশ্যই কুরুকুল ক্ষয় করিব।

অনন্তর জনার্দ্দন অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ও শপথ শ্রবণ করত চক্রহস্তে প্রীতমনে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া পুনরায় রথারোহণ করিলেন, এবং অশ্ব রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদে চতুর্দ্দিক ও আকাশমণ্ডল

পরিপূরিত করিলেন। কুরুবীরগণ নিষ্ক, অঙ্গদ ও কুণ্ডল বিভূষিত, ধূলি-ধূসরিত পক্ষ্ম যুক্ত নেত্রবিশিষ্ট, এবং বিশুদ্ধ দন্তসুশোভিত কৃষ্ণকে পুনরায় যুদ্ধার্থে শঙ্খ ধারণ করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব সৈন্যমধ্যে মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ, নেমি ও দুন্দুভির শব্দ এবং বীরগণের সিংহনাদ মিশ্রিত হইয়া তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অনন্তর ধনঞ্জয়ের জলদগম্ভীর সদৃশ গাণ্ডীবনির্ঘোষে চতুর্দ্দিক ও আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল, এবং গাণ্ডীব বিনির্ম্মুক্ত সায়ক সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তখন কৌরবাধিপতি দুর্য্যোধন বাণহস্তে কক্ষদাহকারী ধূমকেতুর ন্যায় ভীষ্ম, ভূরিশ্রবা ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের উপর ভূরিশ্রবা সুবর্ণপুঙ্খ সপ্তভল্ল, দুর্য্যোধন অতি বেগশালী তোমর, শল্য ও গদা এবং ভীষ্ম শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় ভূরিশ্রবা নিক্ষিপ্ত সপ্তভল্ল সপ্ত শর দ্বারা ও দুর্য্যোধন বিমুক্ত তোমর শাণিত ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা নিরাকৃত করিয়া ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত বিদ্যুত প্রভাসম্পন্ন শক্তি, এবং মদ্রাধিপতি শল্য বিমুক্ত গদা দুই বাণ দ্বারা কর্ত্তন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন বিচিত্র অপ্রমেয় গাণ্ডীব ধনু ভুজদ্বয়ে আকর্ষণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর মাহেন্দ্র অস্ত্র অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। সেই উত্তমাস্ত্র ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার অগ্নিবর্ণ অস্ত্র দ্বারা কৌরব সৈন্যগণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসনমুক্ত বাণ সকল বিপক্ষের, রথ, ধ্বজাগ্র, ধনু ও বাহু সকল কর্ত্তন করিয়া নরেন্দ্র, নাগেন্দ্র ও তুরঙ্গমগণের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। অর্জ্জুনের শাণিত শরসমূহ দ্বারা দশ দিক আচ্ছন্ন ও গাণ্ডীব শব্দে শত্রুগণের অন্তঃকরণ ব্যথিত হইতে লাগিল। সেই ঘোর সংগ্রামে গাণ্ডীবরবে শঙ্খ ধ্বনি অন্তর্হিত হইল। বিরাটরাজ প্রমুখ বীরগণ ও পাঞ্চাল রাজ এবং দ্রুপদ অদীন সত্ত্ব ভাবে সেই স্থানে আগমন করিলেন।

হে রাজন! আপনার সৈন্যমধ্যে যাহারা গাণ্ডীব শব্দ শ্রবণ করিয়াছিল তাহারাই অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা ভয়প্রযুক্ত কেহই তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হইল না। সেই নৃপক্ষয়কারক মহা যুদ্ধে হেমকক্ষ ও মহাপতাকাযুক্ত মহাবীরগণ রথ ও সারথির সহিত এবং গজগণ কিরীটী কর্ত্তৃক নারাচ দ্বারা হত, পীড়িত, ভিন্নকায় ও গতসত্ত্ব হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। সেনামুখে ভূপালগণের ধ্বজ সমুদয় মহাবীর অর্জ্জুনবিনির্ম্মুক্ত ঐন্দ্র অস্ত্রে ছিন্ন যন্ত্র ও নিহতেন্দ্রজাল,

হইয়া পতিত হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরাঘাতে যোদ্ধাগণের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া শোণিত ধারা নিপতিত হওয়াতে সমর স্থলে বৈতরণী সদৃশ শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। নরমেদ উহার ফেন, মৃত গজবাজি শরীর তীর, নরগণের মজ্জা ও মাংস কর্দ্দম, রাক্ষসগণ ঐ নদী-তীরস্থ বৃক্ষ, মানবগণের কেশকলাপ শাদ্বল, বিকীর্ণ কবচ সকল তরঙ্গ এবং নর, নাগ ও অশ্ব সমুদায়ের অস্থি সকল কর্কর স্বরূপ হইয়া শোভমান হইয়াছিল। ঐ নদীতে সহস্র সহস্র নরশরীর ভাসমান হইলেও শৃগাল, শালাবৃক, তরক্ষু এবং ক্রব্যাদগণ উহার তীরে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

হে রাজন্! চেদি, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও পাণ্ডবগণ ইঁহারা ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক কুরুবীরগণকে নিহত দেখিয়া সহসা নিনাদ করিতে লাগিলেন তাঁহারা অর্জ্জুনকে অরাতিগণের ভয়াবহ ও বিপক্ষ সৈন্যগণকে নিহত করিতে দেখিয়া কুরু যোধগণকে বিত্রাসিত করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের জয়শব্দ করিতে লাগিলেন; এবং সিংহ যেরূপ মৃগযূথকে ত্রাসিত করে তাহার ন্যায় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কৌরবসেনাদিগকে ত্রাসিত করিবার নিমিত্ত নিনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনশরে পরিক্ষত শরীর ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন ও বাহ্লিক প্রভৃতি বীরগণ দিবাকরকে রশ্মিজাল সংবৃত সন্ধ্যা সমাগত এবং অর্জ্জুনকে যুগান্তকর ঐন্দ্রাস্ত্র বিস্তৃত করিতে দেখিয়া যুদ্ধে বিরত হইলেন।

তখন ধনঞ্জয়ও শত্রু বিমর্দ্দন পূর্ব্বক কীর্ত্তি ও যশোলাভ করত দিবাকরের লোহিত রাগযুক্ত নিশাকে সন্নিগত অবলোকন করিয়া সোদরগণের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। তদনন্তর নিশামুখে কৌরবগণের ঘোরতর নিনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল।

হে রাজন্! অদ্য যুদ্ধে অর্জ্জুন অযুত রথী, শত শত গজ এবং প্রাচ্য, সৌবীর, ক্ষুদ্রক এবং মালবগণকে নিপাতিত করিয়া মহৎকর্ম্ম সাধন করিয়াছেন। এরূপ কার্য্য করা আর কাহারও সাধ্য নহে! শ্রুতায়ু, দুর্ম্মর্ষণ, চিত্রসেন, কৃপাচার্য্য, বাহ্লিক, ভূরিশ্রবা, শল্য এবং শল প্রভৃতি ভীষ্মপ্রমুখবীরগণকে ক্রোধাসক্ত সমর বীজয়ী একমাত্র পার্থ পরাজয় করিয়াছেন! ভবদীয় যোধগণ এই কথা বলিতে বলিতে সমরস্থল হইতে সহস্র সহস্র প্রজ্বলিত উল্কা দ্বারা আলোকময় শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়। ৬০।

হে ভারত! রজনী প্রভাত হইলে সপত্নগণের প্রতি জাতক্রোধ মহাত্মা ভীষ্ম সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বিপক্ষীয়সেনার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন, বাহ্লিক, দুর্ম্মর্ষণ, চিত্রসেন, মহাবল জয়দ্রথ এবং অন্যান্য নৃপতিগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম সেই সমস্ত তেজস্বী বীর্য্যশালী মহারথ রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া সুরগণ পরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় শোভমান হইলেন। সেই সমস্ত সৈন্যমধ্যে গজস্কন্ধে রক্ত, পীত, সিত এবং পাণ্ডরবর্ণ মহা পতাকা সকল দোধূয়মান হইতে লাগিল। সেই কৌরববাহিনী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, অন্যান্য মহারথ ও বারণ এবং বাজিগণ দ্বারা বিদ্যুৎসংযুক্ত বারিদমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর শান্তনুতনয় কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত সেই কৌরববাহিনী সহসা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধার্থ অভিমুখীন হইয়া ভয়ঙ্কর নদীবেগের ন্যায় গমন করিতে লাগিল।

বানরকেতু নররাজ মহাবীর ধনঞ্জয় গজ, অশ্ব, পদাতি ও রথ সমূহকে দূর হইতে মহামেঘ সদৃশ অবলোকন করিলেন। তিনি স্বপক্ষীয় সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া শ্বেতাশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমস্ত শত্রু সৈন্যের অভিমুখে গমন করিলেন। আপনার পুত্রগণের সহিত সমস্ত কৌরবগণ অর্জ্জুনের উৎকৃষ্ট রথ ও সারথীকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। পাণ্ডবদিগের যে ব্যূহনির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার উভয় কর্ণপ্রদেশে চারিসহস্র গজ সন্নিবিষ্ট ছিল। মহারথ অর্জ্জুন উদ্যতায়ুধ হইয়া ঐ ব্যূহ রক্ষা করিতেছিলেন। আপনার পক্ষীয় বীরগণ সেই উৎকৃষ্ট ব্যূহ দর্শন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্ব দিবসে যেরূপ ব্যূহনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেরূপ তাহার পূর্ব্বে কখন কাহারও দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর হয় নাই; এই ব্যূহও সেইরূপ মনুষ্যদিগের অদৃষ্ট ও অশ্রুতি পূর্ব্ব।

অনন্তর সমরস্থলে সৈন্যমধ্যে সহস্র সহস্র ভেরীর মহা শব্দ, শঙ্খ ধ্বনি, তূর্য্য ধ্বনি ও সিংহনাদ সমুৎপন্ন হইল। পরে ক্ষণকালমধ্যে সশর শরাসন শব্দে এবং শঙ্খধ্বনিতে ভেরী ও পণবাদির শব্দ তিরোহিত ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। আকাশমণ্ডল ধূলি পটলে আচ্ছন্ন হওয়াতে যেন উহা চন্দ্রাতপ বিস্তীর্ণপ্রায় বোধ হইতে লাগিল। রথী রথদ্বারা অভি-

হত হইয়া সারথি, অশ্ব ও রথের সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে গজ গজ দ্বারা ও পদাতি পদাতি দ্বারা অভিহত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। ভ্রমণকারী অশ্বারোহিগণ কর্ত্তৃক প্রাস ও খড়্গ দ্বারা সমাহত ও অদ্ভুত দর্শন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। স্বর্ণ তারা-গণ বিভূষিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন তূণীর সকল প্রাস, পরশ্বধ ও খড়্গাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। বহু সংখ্যক রথী সারথির সহিত গজগণ কর্ত্তৃক দন্ত ও শুণ্ড দ্বারা আহত এবং মহারথ-গণ রথি প্রধানদিগের বাণসমূহে নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। তখন-অনেকানেক অপর লোকও গজগণের বেগে ও দন্তাঘাতে তাড়িত হইয়া সাতিশয় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

এই রূপে যখন সাদি ও পদাতিগণ ক্ষয়প্রাপ্ত এবং নাগ, অশ্ব ও রথী সকল ভয়ে ত্বরান্বিত হইতে লাগিল, তখন মহারথগণ পরিবৃত ভীষ্ম কপি-ধ্বজ ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইলেন। পঞ্চতাল সমুচ্ছ্রিত পঞ্চকেতু ভীষ্ম অর্জ্জুনের রথ উৎকৃষ্ট অশ্ব কর্ত্তৃক বহমান ও তাঁহার অস্ত্র সকল বজ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অবলোকন করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৃপ, শল্য, বিবিংশতি দুর্য্যোধন, ভূরিশ্রবা ও দ্রোণ প্রভৃতি মহারথ সমু-দায় দ্রোণাচার্য্যকে অগ্রে করিয়া সেই ইন্দ্রকল্প ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনের সম্মুখে গমন করিলেন। ঐসময় কাঞ্চনময় বিচিত্র বর্ম্ম পরিধায়ী সর্ব্বাস্ত্রকুশল অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু বাহিনীমুখ হইতে অপগত হইয়া অতি বেগসহ-কারে যুদ্ধার্থ তাহাদিগের সমীপে গমন করিলেন। ভীমকর্ম্মা অভিমন্যু কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাবলগণের অস্ত্র সমস্ত ছেদন করিয়া মহামন্ত্রাহুত শিখামালী হুতাশনের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অনন্তর অদীন-সত্ব ভীষ্ম যুদ্ধে অরাতি রুধিরে নদী সৃষ্টি করিয়া অভিমন্যুকে অতি-ক্রম করত পার্থ সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিরীটমালী পার্থ হাস্য করিয়া অদ্ভুত দর্শন গাণ্ডী-বেরনির্ঘোষ সহকারে শরজাল বিস্তার করত ধনুর্দ্ধর প্রধান মহারথ ভীষ্মের মহাস্ত্র সকল বিনষ্ট এবং তাঁহার প্রতি সুতীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় যোধগণ দিবাকর দ্বারা অন্ধকার বিনাশের ন্যায় পার্থের অস্ত্রজাল অন্তরীক্ষে ভীষ্মের মহাস্ত্র দ্বারা বিশীর্ণ অবলোকন করিল। কৌরব, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য লোক সকল, পুরুষ প্রধান ভীষ্ম ও পাণ্ডবের এইরূপ প্রবল কার্ম্মুকের ভীষণ নিনাদ সহ-কারে দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়। ৬১।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন ও সাংযমিনির পুত্র ইহাঁরা সকলে সমবেত হইয়া অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। লোক সকল সেই তেজস্বী বালককে ব্যাঘ্র সদৃশ পঞ্চ যোদ্ধার নিকট যেন একটী সিংহ শিশুর ন্যায় দেখিতে লাগিল। কোন ব্যক্তি কি লক্ষ্যবেধ, কি পরাক্রম, কি অস্ত্র প্রয়োগ, কি লাঘব কোন বিষয়েই অর্জ্জুনতনয়ের সদৃশ হইলেন না। অর্জ্জুন শক্রতাপন স্বীয় তনয়কে যুদ্ধে ঈদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় যোধগণ অভিমন্যুকে এই-রূপে সৈন্য নিপীড়ন করিতে দেখিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন সেই শক্রতাপন সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু অদীনচিত্তে তেজ ও বলের সহিত তাঁহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ সময়ে তদীয় শ্রেষ্ঠ চাপ আদিত্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল। অর্জ্জুন তনয় মহাবীর অশ্বত্থামাকে এক ও শল্যকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া, অষ্টবাণ দ্বারা সাংযমিনির ধ্বজ ছেদন করিলেন। তখন সোমদত্ততনয় হেমময় দণ্ড যুক্ত উরগ সঙ্কাশ মহাশক্তি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু তিনি তাহা একমাত্র সায়ক দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন শল্য তাঁহার প্রতি শত শত সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, দেখিয়া অভিমন্যু তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয়কে বিনষ্ট করিলেন। ফলত তৎকালে ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, সাংযমনি ও শল ইহাঁরা কেহই অর্জ্জুনতনয়ের বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর সংগ্রামে অজেয় প্রধান প্রধান ধনুর্বিদ্বীরগণ ত্রিগর্ত্ত, মদ্র ও কেকয় দেশীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র যোদ্ধার সহিত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সপুত্র অর্জ্জুনকে হনন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। হে রাজন্! অমিত্রবিজয়ী সেনাপতি পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুন ও অভিমন্যুর রথ অরাতি সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধভরে বহু সহস্র গজ, রথ, শত শত সহস্র সহস্র পদাতি ও সাদিগণে পরিবৃত হইয়া সেনাদিগকে আদেশ প্রদান করত চাপ বিস্ফারিত করিয়া সেই মদ্র ও কেকয়বাহিনীর অভি-মুখে গমন করিলেন। রথ, নাগ ও অশ্বসঙ্কুল সেই পাণ্ডবসৈন্য দৃঢ়ধন্বা ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ও পরিচালিত হইয়া পরম শোভমান হইয়া

উঠিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুনসমীপে গমন করিয়া তিনবাণ দ্বারা কৃপাচার্য্যের জত্রুদেশ বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি মদ্রকগণকে শাণিত দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সত্বর ভল্ল দ্বারা কৃতবর্ম্মার পৃষ্ঠরক্ষককে নিহত করিলেন। পরে বিপুল নারাচ দ্বারা পৌরবতনয় দমনকে নিপাতিত করিলেন। তখন সাংযমনির পুত্র, যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রুপদ পুত্র ও তাঁহার সারথিকে দশবাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ধনুর্দ্ধর প্রধান দৃষ্টদ্যুম্ন অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে স্বক্কণী লেহন করত তীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা তাঁহার চাপ ছেদন ও তাঁহার প্রতি পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর তাঁহার অশ্ব সকল, পার্ষ্ণি-রক্ষক এবং সারথিকে বধ করিলেন। হে রাজন্! সাংযমনির পুত্র সেই অশ্ব শূন্যরথে অবস্থিত হইয়া দ্রুপদাত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করত ভীষণ লৌহময় খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক পদব্রজে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে আকাশ হইতে নিপতিত মহোরগ তুল্য, কালপ্রেরিত অন্তক সদৃশও দীপ্যমান দিবাকরের ন্যায় দর্শন করিলেন। অনন্তর ঐ মহাবীর বাণবেগের পথ অতিক্রম করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ সমীপে আগমন করিবামাত্র পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন গদাঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

হে রাজন্! সেই মহাবীর গদাঘাতে নিহত ও পতনোন্মুখ হইলে তাঁহার হস্ত হইতে সুপ্রভান্বিত খড়্গ স্খলিত হইয়া নিপতিত হইল। পাঞ্চাল রাজতনয় ভীমবিক্রম মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন গদাঘাতে তাঁহাকে নিহত করিয়া পরম যশো লাভ করিলেন। সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহারথ রাজতনয় নিহত হইলে, ভবদীয় সৈন্যমধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। অনন্তর মহাবীর সাংযমনি পুত্রকে নিহত দেখিয়া ক্রোধভরে বেগসহকারে রণদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং কুরু ও পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের সমক্ষে সেই মহারথদ্বয় যুদ্ধে মিলিত হইলেন। অনন্তর ক্রোধ-পরায়ণ বীরবর সাংযমি তোত্র দ্বারা মহাগজ হননের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন বাণ দ্বারা আঘাত করিলেন এবং সমিতিশোভন শল্য ও রোষপরবশ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন।

——**——

দ্বিষষ্টীতম অধ্যায়। ৬২।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি পুরুষকার অপেক্ষা দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, কারণ পাণ্ডবসৈন্যগণই ক্রমাগত অস্মৎ-

পক্ষীয় সৈন্যগণকে বধ করিতেছে। হে সঞ্জয়! তুমি প্রতি নিয়ত আমার পক্ষীয় সৈন্য বিনাশ ও পাণ্ডব পক্ষীয়দিগের প্রশংসা করিয়া থাক। আমার পক্ষীয় যোধগণ জয়াভিলাষে পুরুষকারের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেও পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে পরাজিত করিতেছে। সুতরাং আমার পক্ষীয় সৈন্যগণ ক্রমেই হীন হইয়া আসিতেছে। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আমার তীব্র দুঃখের বিষয় শ্রবণ করিতে হইল। হে তাত! পাণ্ডবগণের ক্ষয়প্রাপ্তির বা আমাদিগের জয় লাভের কোন উপায় দেখিতেছি না।

[illegible]য় করি[illegible] আপনার এই হস্তী, অশ্ব, রথ, মনুষ্য ক্ষয়রূপ মহান্ অপনয় আ[illegible] [illegible]পনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন।

হে রাজ[illegible] [illegible] ধৃষ্টদ্যুম্ন মদ্রাধিপতি শল্যের নয় বাণে নিপীড়িত হইয়া [illegible] তাহাকে লৌহময় সায়ক দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। [illegible] পরাক্রমশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর হইয়া শল্যকে নি[illegible]ণ করিতে লাগিলেন। আম[illegible] তাহার এই অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করিতে লাগিলাম। মুহূর্ত্তকালমাত্র তাহাদিগের এই যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা উভয়েই একরূপে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, যে কোন ব্যক্তি তাহাদিগের নিমেষমাত্র অব[illegible] দেখিতে পাইল না। হে রাজন্! শল্য পীতবর্ণ সুশাণিত ভল্লাস্ত্র [illegible] ছেদন করিলেন। অনন্তর পক্ষতোপরি প্রাবৃট্কালীন [illegible] বর্ষণের ন্যায় বাণ বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন [illegible] তাহাতে অতিমাত্র কাতর হইলে, অভিমন্যু মদ্ররাজের [illegible] গমন [illegible]। এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তৎক্ষণে আপনার পক্ষীয় যোধগণ অভিমন্যুকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত মদ্ররাজের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ, সত্যব্রত ও পুরুমিত্র এই দশ জন মদ্রাধিপতির রথ রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। হে রাজন্! ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু, নকুল ও সহদেব এই দশ জন মহাবীর অসংখ্য অস্ত্র দ্বারা বিপক্ষীয় দশ জনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ! আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা প্রযুক্তই ইহাঁরা রোষপরবশ হইয়া পরস্পর বধাভিলাষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে অন্যান্য রথিগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া তাঁহাদিগের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন ঐ মহারথ যোধগণ পরস্পর জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া রোষ কষায়িতলোচনে সিংহনাদ পূর্ব্বক

স্পর্দ্ধা সহকারে মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ক্রোধান্বিত হইয়া চারি, দুর্ম্মর্ষণ বিংশতি, চিত্রসেন পঞ্চ, দুর্ম্মুখ নয়, দুঃসহ সাত, বিবিংশতি পঞ্চ, দুঃশাসন তিন শাণিত সায়ক দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রহার করিলেন। হে রাজেন্দ্র! শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সমরে হস্তলাঘব প্রদর্শন করত তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পঞ্চবিংশতি বাণ ...রা করিলেন। অভিমন্যু, সত্যব্রত ও পুরুমিত্রকে দশ দশ বাণে ...বি-লেন। অনন্তর নকুল ও সহদেব মাতুল শল্যকে সুতীক্ষ্ণ স...সমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। পরে শল্য রথিশ্রেষ্ঠ মাদ্রীতনয় দ্বয়ের প্রতি অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে শল্যের শরাঘাতে আচ্ছন্ন হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

হে রাজন্! অনন্তর মহাবল ভীমসেন দুর্য্যোধনকে দর্শন করিয়া বিবাদ শেষ করিবার নিমিত্ত গদা গ্রহণ করিলেন। আপনার অন্যান্য পুত্রগণ গদাহস্ত ভীমসেনকে শৃঙ্গযুক্ত কৈলাস ভূধরের ন্যায় অবলোকন করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। দুর্য্যোধন ক্রোধান্বিত হইয়া মগধরাজকে অগ্রবর্ত্তী করত দশ সহস্র মগধ দেশীয় ও দশ সহস্র গজারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীমসের অভিমুখীন হইলেন। বৃকোদর সেই সমস্ত গজা-রোহী সৈন্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করত রথ হইতে অবরোহণ কবিলেন। তিনি বিবৃতানন কৃতান্ত সদৃশ অদ্রিসারময়ী মহতী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। যেরূপ বৃত্রহা ইন্দ্র দানব-গণকে সংহার করত বিচরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন গদা দ্বারা গজ সকলকে হনন করিয়া সমরস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় কম্পন মহা তর্জ্জনে গজগণ বিচেতন প্রায় হইল অনন্তর দ্রৌপদীতনয়গণ, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্ট-দ্যুম্ন ভীমসেনের পৃষ্ঠ রক্ষা করত ধারা বর্ষণের ন্যায় গজগণের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে শাণিত ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, ভল্ল ও অঞ্জলি-কাস্ত্র দ্বারা গজযোধীদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন তাহাদিগের মস্তক ও বাহু পতিত হওয়াতে যেন প্রস্তর বর্ষণ হইতে লাগিল। গজস্কন্ধেই সেই সমস্ত গজযোধগণের মস্তক ছিন্ন হওয়াতে যেন পর্ব্বত শিখরে ছিন্নাগ্র শালতরুর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন মহা-বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন অসংখ্য হস্তী নিপাতিত করিলেন। মগধরাজ ঐরাবত সদৃশ এক বৃহৎ হস্তী অভিমন্যুর রথ সমীপে চালন করিলেন। পরবীরঘাতী অভিমন্যু মগধরাজের মহাগজকে আসিতে দেখিয়া এক বাণাঘাতেই

তাহার প্রাণ সংহার করিলেন এবং এক রজত ভল্ল দ্বারা হস্তিশূন্য মগধ-রাজের শিরশ্ছেদন করিলেন। এদিকে ভীমসেন গজসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গজ সকল মর্দ্দন করত বাসবের গিরি বিচরণের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি এক এক আঘাতেই মাতঙ্গগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সমরস্থলে সেই সকল নিহত মাতঙ্গ নিপতিত থাকাতে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কতক গুলি হস্তীর দন্ত, কতকগুলির গণ্ড, কতকগুলির পৃষ্ঠ ভগ্ন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। কতকগুলি মাতঙ্গ সমরপরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল। কতকগুলি ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কোন কোন পর্ব্বতোপম হস্তী ভীমসেনের বিচরণ পথেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; কেহবা চীৎকাররবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাগজের কুম্ভ ভিন্ন হওয়াতে অনবরত রুধির বমন করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ভীমসেন, মেদ, রুধির, বসা ও মজ্জাতে লিপ্তাঙ্গ হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি মাতঙ্গশোণিত-সিক্ত গদা ধারণ করিয়া পিনাকধারী মহাদেবের ন্যায় ভীষণ রূপ ধারণ করিলেন। হে রাজন্! গজগণ ভীম কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া সহসা গমন পূর্ব্বক আপনার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিল সুরগণ যেরূপ অমররাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অভিমন্যু প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধরগণ ভীমসেনকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। যেরূপ পশু হননকালে রুদ্রদেবের পিনাক দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সমরস্থলে ভীমসেনের কেশ, মজ্জা ও রুধির মিশ্রিত গদা দৃষ্ট হইতে লাগিল। যেরূপ পশুপালক যষ্টি দ্বারা পশু সকলকে তাড়িত করে, সেইরূপ বৃকোদর গদা দ্বারা গজারোহী সৈন্যগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ ভীমসেনের গদা ও চতুর্দ্দিক্ হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ সমূহ দ্বারা আহত হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগকেই মর্দ্দন করিতে ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন প্রবল বাতেরিত মেঘমণ্ডলীর ন্যায় মাতঙ্গগণকে নিরাকৃত করিয়া শ্মশানবাসী ভূতনাথের ন্যায় সমরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

——**——

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৩।

হে রাজন্! সেই সমস্ত করিসৈন্য এইরূপে হত হইলে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বধ করিতে সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন।

তখন আপনারপক্ষীয় সৈন্যগণ ভীষণ রব করত ভীমসেনের নিকট ধাবিত হইল। ভীমসেন অসংখ্য রথ, পদাতি, নাগ ও ঘোটক পরিব্যাপ্ত, সমুত্থিত ধূলিনজালসংবৃত ও দেবগণেরও দুঃসহ সেই সমস্ত কৌরব সৈন্যগণকে বেলাভূমির সাগর নিবারণের ন্যায় নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ঐ যুদ্ধে আমরা মহাবীর ভীমসেনের অলৌকিককার্য্য অবলোকন করিলাম। তিনি সেই সমস্ত পার্থিবগণ এবং অশ্ব, রথ ও হস্তিগণকে অনায়াসে গদা দ্বারা নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন গদা দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্য নিবারিত করিয়া মহাশৈল সুমেরুর ন্যায় অচলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই ভীষণ সংগ্রাম সময়ে ভীমসেনের পুত্র ও ভ্রাতৃগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু ও অপরাজিত শিখণ্ডী ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিলেন না। বৃকোদর লৌহময়ী মহতী গদা হস্তে করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় আপনার যোধগণকে সংহার করিতে ধাবমান হইলেন এবং রথ ও অশ্ব সকল বিনষ্ট করত প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় সমরস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি উরুবেগে রথ সকল আকর্ষণ করত যোধগণকে হনন করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গ যেরূপ নলবন ভগ্ন করে, সেইরূপ তিনি সৈন্যগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন এবং রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি সকলকে প্রবল বাতাহত মহীরুহের ন্যায় গদাঘাতে নিহত করিতে লাগিলেন। তখন তদীয় গদা মজ্জা, বসা, মাংস ও শোণিত লিপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কররূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে নিহত মনুষ্য, হস্তী ও সাদি সমূহে সমর ভূমি শমনের আঘাত স্থলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সকল লোক মহাবীর ভীমসেনের সেই গদাকে কৃতান্ত দণ্ডের ন্যায়, বাসবের বজ্রের ন্যায় ও জীব ঘাতী পিনাক পানির পিনাকের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। তিনি সেই গদা ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করত প্রলয় কালীন কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সৈন্য গণকে তাড়িত করিতে আগমন করিতেছেন দেখিয়া সমর ভূমিস্থিত সকল ব্যক্তিই বিমনা হইল। ঐ মহাবীর গদা সমুদ্যত করিয়া যে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, সেই সেই দিকের সৈন্যগণ ভগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

এই প্রকারে সৈন্য সংহারকারী বিবৃতানন অন্তক সদৃশ ভীমসেন গদাঘাতে সমুদায় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছেন দেখিয়া মহাবীর ভীষ্ম জলদগম্ভীর নির্ঘোষ সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী রথে আরোহণ করত বর্ষণকারি

মেঘের ন্যায় শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন ভীষ্মকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে সহসা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন সত্যপরায়ণ সাত্যকি দৃঢ় শরাসন ধারণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিনষ্ট ও কম্পিত করিয়া শান্তনুতনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে রাজেন্দ্র! আপনার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই সেই রজতবর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে আরূঢ় নিশিত সায়কবর্ষী শিনি প্রবরকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কেবল নিশাচর অলম্বুষ তাঁহার প্রতি দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল। মহাবীর সাত্যকি তাঁহারে চারি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া অনায়াসে রথারোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ সেই বৃষ্ণি বংশাবতংস সাত্যকি শত্রু পক্ষে বিচরণ পূর্ব্বক কৌরবগণকে নিবারণ ও মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতেছেন দেখিয়া পর্ব্বতোপরি জলধর পটলের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন রূপেই তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সোমদত্ত সুত মহাবীর ভূরিশ্রবা ভিন্ন আর সকলেই বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। ঐ মহাবীরই সাত্যকি কর্ত্তৃক আপনার পক্ষীয় রথিগণকে তাড়িত দেখিয়া সংগ্রামবাসনায় উগ্রবেগ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৪।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর ভূরিশ্রবা সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সাত্যকিকে নয় বাণ দ্বারা প্রহার করিলেন। উদার স্বভাব সাত্যকিও সর্ব্ব সমক্ষে সন্নত পর্ব্ব বহু সায়ক দ্বারা ভূরিশ্রবাকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। পরে রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত ভূরিশ্রবার রক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন ও অন্যান্য মহাবল পরাক্রমশালী পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ সাত্যকির রক্ষার্থে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। ভীমসেন ক্রোধভরে গদা উদ্যত করিয়া আপনার পুত্রদিগকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিলে আপনার পুত্র নন্দক বহুসংখ্যকরথির সহিত রোষাবিষ্ট হইয়া শিলাশাণিত কঙ্কপত্র যুক্ত সায়ক দ্বারা ভীমসেনকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনও সেই যুদ্ধে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নয় বাণে ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন।

তখন অমিতপরাক্রম ভীমসেন স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া সারথি বিশোককে কহিলেন, সারথে! ঐ সমস্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অতি-মাত্র ক্রোধান্বিত হইয়া যুদ্ধে আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে কিন্তু অদ্য আমি তোমার সমক্ষেই উহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিব। অতএব তুমি এই যুদ্ধে যত্নসহকারে আমার অশ্বগণকে সঞ্চালন কর। হে রাজন্! ভীমসেন এই বলিয়া কনকসুশোভিত সুতীক্ষ্ণ বহুশর দ্বারা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ এবং তিন বাণ দ্বারা নন্দকের স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে প্রহার করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন মহাবল ভীমসেনকে ষষ্টিবাণে বিদ্ধ করিয়া সুশাণিত তিন বাণ দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন, এবং সহাস্যবদনে তিন বাণ দ্বারা ভীমের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। তখন ভীম সারথিকে দুর্য্যোধন শরে পীড়িত দেখিয়া ক্রোধভরে আপ-নার পুত্রের বধ সাধনার্থ দিব্য ধনু ও ক্ষুরপ্র অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনের ধনুকের মুষ্টিছেদন করিলেন। তখন দুর্য্যোধন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া সত্বরে ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক ধনু গ্রহণ করত কালান্তক সদৃশ এক বাণ দ্বারা ভীমসেনের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে ভীমসেন মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। তখন অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ ভীমসেনের কাতরতা দর্শনে সাতিশয় অসহিষ্ণু হইলেন। তাঁহারা ক্রোধভরে দুর্য্যোধনের মস্ত-কোপরি অনবরত তীক্ষ্ণ সায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেনও ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দুর্য্যোধনকে প্রথমত তিন বাণ, পরে পঞ্চ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর শল্যকে হেমপুঙ্খ পঞ্চ-বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। শল্য ভীম শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া সমরভূমি হইতে অপসৃত হইলেন।

হে রাজন্। পরে সেনাপতি সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীম-রথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম আপনার এই চতুর্দ্দশ পুত্র সকলে সমবেত ও ক্রোধাসক্ত হইয়া ভীম সমীপে গমন পূর্ব্বক অনবরত বাণ বৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে সাতিশয় বিদ্ধ করি-লেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন তাঁহাদিগকে সেই প্রকার বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়া পশুযূথ মধ্যস্থিত বৃকের ন্যায় সৃক্কণী লেহন করত গরুড় সদৃশ বেগে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া ক্ষুরপ্রদ্বারা সেনাপতির শিরশ্ছেদন করিলেন। অনন্তর তিন বাণ দ্বারা জলসন্ধ ও সুষেণকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন, পরে ভল্লাস্ত্র দ্বারা উগ্রের শিরস্ত্রাণের সহিত কুণ্ডলদ্বয় সুশোভিত

মস্তকচ্ছেদন, এবং অশ্ব, কেতু ও সারথির সহিত বীরবাহুকে সপ্ততি বাণ দ্বারা, শমনভবনে প্রেরণ পূর্ব্বক বেগশালী ভীমরথ ও ভীম উভয় ভ্রাতাকে সহাস্যবদনে সংহার করিলেন এবং সর্ব্ব সৈন্যসমক্ষে ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা সুলোচনকে নিপাতিত করিলেন। ইহা ভিন্ন আপনার যেসকল তনয়গণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ভীমসেনের পরাক্রম প্রদর্শন করত তৎকর্তৃক আহত হইয়া, চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

হে রাজন্! পরে শান্তনুতনয় ভীষ্ম কৌরব পক্ষীয় মহারথগণকে কহিলেন, হে মহারথগণ! উগ্রধন্বা ভীমসেন রণে ক্রোধপরবশ হইয়া প্রধান প্রধান বীরগণকে নিপাতিত করিতেছেন, অতএব তোমরা অবিলম্বে উহাকে আক্রমণ কর। ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যগণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে মহাবল ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভগদত্ত মদান্ধ কুঞ্জরে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসন্নিধানে উপনীত হইয়া অসংখ্য বাণ বর্ষণ দ্বারা জলদমণ্ডল সমাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করত ভগদত্ত ও তাঁহার হস্তীকে আচ্ছন্ন করিলেন। সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষহস্তী সেই সমস্ত মহারথের অস্ত্র বর্ষণে শোণিতাক্তকলেবর হইয়া সূর্য্যকিরণরঞ্জিত জলদমণ্ডলীর ন্যায় শোভমান হইল।

তখন মহাবল ভগদত্ত ক্রোধাসক্ত হইয়া সেই হস্তীকে সঞ্চালিত করিলেন। মাতঙ্গরাজ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর বেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পদভরে মেদিনীকম্পিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই হস্তী কালপ্রেরিত কৃতান্তের ন্যায় যোধগণের প্রতি ধাবমান হইল। সমুদয় যোদ্ধৃবর্গ সেই মত্তমাতঙ্গের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করত নিতান্ত বিমনা হইয়া উঠিল। রাজা ভগদত্ত ক্রোধভরে নতপর্ব্ব শর দ্বারা ভীমসেনের স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে প্রহার করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনও ভগদত্ত কর্ত্তৃক অতিমাত্র বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথের ধ্বজদণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহা প্রভাবশালী ভগদত্ত সেই সমস্ত যোধগণকে ভীত ও ভীমসেনকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া গম্ভীরনিনাদ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অনন্তর রাক্ষস ঘটোৎকচ ভীমসেনকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইল এবং অনতিবিলম্বেই ভীরুদিগের ভয়বিবর্দ্ধিনী মায়া সৃষ্টি করত স্বকৃত মায়াময় ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক লোকের

দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইল। উহার মায়াবলে অঞ্জন, বামন ও মহাপদ্ম এই তিন দিগ্‌গজ সৃষ্ট হইয়াছিল। উহারা ঐ ঐরাবতের অনুগামী হইল। ঐ দিগ্‌গজত্রয় বহুল মদস্রাবী, মহাকায় ও চতুর্দ্দন্ত-সম্পন্ন এবং তেজ, বীর্য্য, বল, বেগ ও পরাক্রমশালী রাক্ষসগণে অধিষ্ঠিত ছিল। ঘটোৎকচ গজদ্বারা গজের সহিত ভগদত্তকে বিনাশ করিবার মানসে স্বীয় হস্তী চালনা করিলেন এবং অন্য তিন হস্তীও সেই সমস্ত রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভগদত্তের হস্তীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক তাহাকে দন্ত দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। সেই হস্তী অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ কর্ত্তৃক আহত ছিল, তাহাতে আবার দিগ্‌হস্তীগণ দ্বারা দন্তাহত হওয়াতে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল।

হে ভারত! ভীষ্ম সেই ভগদত্ত হস্তীর গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন ও আচার্য্য দ্রোণকে কহিলেন, হে বীর গণ! মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত সমরে মহাকায় হিড়িম্বার সহিত যুদ্ধ করাতে দুঃসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাক্ষস ঘটোৎকচ বৃহৎকায়, রাজা ভগদত্তও সাতিশয় কোপন স্বভাব, ইহারা উভয়েই সমরে পরস্পর কালান্তক সদৃশ হইলেও বোধ হয় ভগদত্ত রাক্ষস ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকিবেন; কারণ, হে বীরগণ! ঐ পাণ্ডবগণের আনন্দধ্বনি ও ভয় পীড়িত ভগদত্তমাতঙ্গের মহান আর্ত্তনাদ শ্রুতি গোচর হইতেছে অতএব চল আমরা রাজা ভগদত্ত কে রক্ষা করিতে যাই; এক্ষণে তাঁহাকে রক্ষা না করিলে, তিনি শীঘ্রই সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিও না। উহাদিগের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। রাজা ভগদত্ত আমাদের অনুগত ও সৎকুল সম্ভূত এবং সেনাপতি অতএব উহাকে পরিত্রাণ করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

দ্রোণ প্রমুখ বীর গণ ও সমুদয় রাজ গণ ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভগদত্তকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সত্বর তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইলেন। এদিকে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই সমস্ত শত্রু পক্ষীয় বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহা প্রতাপশালী ঘটোৎ কচ সেই সমস্ত সৈন্য অবলোকন করিয়া ভীষণ নিনাদে নভোমণ্ডল পরিপূরিত করিল। তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাহার সেই ভীষণ নিনাদ শ্রবণ ও দিগ্‌-হস্তীদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া পুনরায় দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! দুরাত্মা ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার অভিরুচি হইতেছে না। সম্প্রতি ঐ

দুরাত্মা সহায় ও বীর্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে স্বয়ং দেবরাজও উহাকে জয় করিতে সমর্থ হন না। বিশেষতঃ আমাদিগের বাহনগণ পরিশ্রান্ত হইয়াছে, আমরাও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, এক্ষণে পাণ্ডবেরা জয়ী হইয়াছে অতএব আমার বিবেচনায় উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে। অদ্য অবহার করা কর্ত্তব্য কল্য শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করা যাইবে।

ঘটোৎকচ ভয় পীড়িত কৌরবগণ ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তদুক্ত উপায় অবলম্বন করত সৈন্যগণকে বিদায় করিলেন। অনন্তর কৌরবগণ নিবৃত্ত হইলে বিজয়ী পাণ্ডবগণ শঙ্খ ও বেণু নিনাদের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে ভারত! সে দিবস কৌরবগণের ও ঘটোৎকচ প্রমুখ পাণ্ডবগণের এইরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। কৌরবেরা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন। ক্ষত বিক্ষত শরীর পাণ্ডবগণ ঘটোৎকচ ও ভীমসেনের প্রশংসা করিতে করিতে প্রসন্নমনে শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহারা আনন্দিত হইয়া দুর্য্যোধনের মর্ম্মভেদী তূর্য্য ও শঙ্খ নিনাদ সহকারে বিবিধ সিংহনাদ করত পৃথিবী কম্পান্বিত করিয়া রজনীযোগে শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবধজনিত শোকে ক্ষণকাল চিন্তিত হইলেন। পরে শিবিরের বিহিত কার্য্য সমাধান করিয়া পুনরায় ভ্রাতৃ শোকে অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন।

পঞ্চষষ্টীতম অধ্যায়। ৬৫।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের অসাধ্য কর্ম্ম পরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া আমার অন্তঃকরণে অতিশয় ভয় ও বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! পুত্রদিগের পরাভব শ্রবণ করিয়া পরে আরও কি অবস্থা ঘটিবে, আমি এই মহতী চিন্তাদ্বারা অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। দৈবায়ত্ত ব্যাপার সমস্ত দর্শনে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বিদুরের বাক্য অবহেলন করাতে আমাকে অনুতাপিত হইতে হইবে। ঐ মহাত্মা যেরূপ কহিয়াছেন, এক্ষনে সেই সমস্তই সংঘটিত হইতেছে।

হে বৎস! তখন তাহারা যোদ্ধৃপ্রধান মহাবল ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ

করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতেছে, ও নভোমণ্ডলস্থ তারকার ন্যায় অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, তাহারা কাহারও নিকট বর প্রাপ্ত অথবা কোন প্রহার মন্ত্র অবগত হইয়া থাকিবে। পাণ্ডবগণ যে বার বার আমার পক্ষীয় সৈন্য গণকে বিনাশ করিতেছে, ইহা আমার সহ্য হইতেছে না। আমি দৈব কর্ত্তৃকই দণ্ডিত হইতেছি। হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা যেরূপ বধ্যআমার পুত্রগণও সেইরূপ, কিন্তু আমাতে কি নিমিত্ত এই নিদারুণ দণ্ড নিপতিত হইতেছে তাহা তুমি আমার নিকট যথাযথ বর্ণন কর। যেরূপ মনুষ্য বাহুবলে সন্তরণ করিয়া মহাসাগরের পার প্রাপ্ত হয় না; সেইরূপ আমি এই দুঃখসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইবার উপায় দেখিতেছি না। পুত্রদিগের নিদারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, একাকী ভীম আমার সমুদয় পুত্রগণকে সংহার করিবে সন্দেহ নাই। সংগ্রামে আমার পুত্রগণকে পরিত্রাণ করিতে পারে এমন কোন বীরই দৃষ্টি গোচর হয় না। অতএব আমার পুত্রগণ নিঃসন্দেহই বিনষ্ট হইবে। হে সঞ্জয়! পাণ্ডব গণের জয় ও আমার পুত্রগণের বিনাশের কারণ তুমি আমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন কর। স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ সমরে পরাঙ্মুখ হইলে, দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ, শকুনি, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ এই সমস্ত মহাবল বীরগণ কি করিয়াছিলেন এবং আমার পুত্রগণ রণবিমুখ হইলে সেই মহাত্মাগণের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে নররাজ! আমি যাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণ কোন প্রকার মন্ত্র প্রয়োগ, মায়াজাল বিস্তার বা কোন প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছেন না। তাঁহারা শক্তি ও ন্যায়ানুসারে যুদ্ধই করিতেছেন। হে রাজন! পাণ্ডবগণ যশোলাভ-বাসনায় একমাত্র ধর্ম্ম দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সেই শ্রীসম্পন্ন পাণ্ডবগণ স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াই সমরে নিবৃত্ত হইতেছেন না। যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয়; এই নিমিত্তই তাঁহারা সমরে অবধ্য ও জয়ী হইয়াছেন এবং আপনার পুত্রেরা দুরাত্মা, নিষ্ঠুর, হীনকর্ম্মা ও পাপাচারপরায়ণ, এই নিমিত্ত তাঁহারা পরাজিত হইতেছেন। তাঁহারা পাণ্ডবদিগের প্রতি নীচবৎ নৃশংস ব্যাহার করিয়াছিলেন কিন্তু পাণ্ডবগণ গ্রাহ্য করেন নাই। হে নররাজ! সম্প্রতি সেই অপরাধের মহাকাল রূপ ফল উপস্থিত হইয়াছে এক্ষণে আপনি সুহৃদ ও পুত্রগণের সহিত তাহা ভোগ করুন। মহাত্মা বিদুর, ভীষ্ম, ও দ্রোণাচার্য্য আপনাকে নিবারিত

করিলেও আপনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মূঢ় ব্যক্তি যে রূপ ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করে না সেইরূপ আপনি আমার সেই হিতবাক্য গ্রহণ করেন নাই। পুত্রদিগের মতানুসারে পাণ্ডব গণকে পরাজিত মনে করিতেন।

হে ভারত। পাণ্ডবগণের জয়লাভের কারণ যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা পুনরায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। এই বিষয় দুর্য্যোধন পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা যথাশ্রুতানুরূপ আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। হে নরাধিপ! রজনীযোগে দুর্য্যোধন মহাবল ভ্রাতৃগণকে সমরে পরাজিত দেখিয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে পিতামহ সমীপে গমন পূর্ব্বক বিনয়সহকারে কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি, মহাবীর দ্রোণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য-কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ এবং ভগদত্ত আপনারা সকলেই মহারথ, সৎকুল সম্ভূত ও সমরে অপরাঙ্মুখ। আমার বিবেচনায় আপনার সদৃশ যোদ্ধা এই ত্রিলোক মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সমবেত সমস্ত পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণও আপনাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। ইহাতে আমার মনে এই সন্দেহ হইতেছে যে পাণ্ডবেরা অন্য কোন ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পদে পদে জয়লাভ করিতেছে। তাহারা কাহাকে আশ্রয় করিয়া জয় লাভ করিতেছে; এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। আমি অনেকবার বলিয়াছি; কিন্তু তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলে। হে দুর্য্যোধন! তোমাকে এক্ষণেও বলিতেছি, পাণ্ডব গণের সহিত সন্ধি কর; তাহা হইলে তোমার ও পৃথিবীর মঙ্গল লাভ হইবে। তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া সুহৃদ ও বান্ধব গণের আনন্দ বর্দ্ধন করত ভ্রাতৃ গণের সহিত পরম সুখে পৃথিবী উপভোগকর। হে বৎস! তুমি পূর্ব্বে পাণ্ডবগণকে অবমাননা করিয়াছিলে, আমি তোমাকে নিষেধ করিলেও যে তুমি তাহা শ্রবণ কর নাই এক্ষণে তাহারই প্রতিফল ভোগ করিতেছ। হে কুরুরাজ! সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা পাণ্ডবগণ যে কারণে অবধ্য তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। হে নরাধিপ! যে পাণ্ডবগণকে ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং রক্ষা করিতেছেন; তাহাদিগকে পরাজিত করে, এমন প্রাণী এই ত্রিলোক মধ্যে দৃষ্ট হয় না, পূর্ব্বেও দৃষ্ট হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। হে বৎস! ভাবিতাত্মা

মুনিগণ পূর্ব্বে যে আমাকে পুরাণ গাথা কহিয়া ছিলেন; আমি তাহাই আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে সমস্ত দেব ও ঋষিগণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক ভগবান কমলযোনির নিকট গমন করিলেন। অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা তাঁহাদিগের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষে এক পরম দীপ্তি সম্পন্ন উৎকৃষ্ট বিমান দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি ধ্যান দ্বারা পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া হৃষ্ট মনে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রয়তচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ঋষি ও সুরগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন ও ব্রহ্মাকে উত্থিত দেখিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। জগৎপাতা ব্রহ্মা সেই পরম দেব বিষ্ণুকে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

হে দেব! তুমি বিশ্বাবসু, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বেশ, বিশ্বক্সেন, বিশ্বকর্ম্মা, নিয়ন্তা, বাসুদেব ও যোগপরায়ণ। হে প্রভো! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। হে মহাদেব তুমি জয়যুক্ত হও। হে লোক হিতৈষিন্! তুমি যোগীশ্বর, তুমি যোগপারাবার, তুমি পদ্মনাভ, তুমি বিশালাক্ষ! তুমি লোকেশ্বরেশ্বর, তুমি ত্রিকালনাথ, তুমি সৌম্য, তুমি আত্মজাত্মজ, তুমি সর্ব্ব গুণাধার, হে নারায়ণ! হে অনন্ত! মহিমন্! হে শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর! হে সর্ব্বগুণসম্পন্ন। হে বিশ্বমূর্ত্তে! হে নিরাময়! হে মহাবাহে! হে বরাহমূর্ত্তে! হে আদিকারণ! হে পিঙ্গলকেশ! হে বিভো! তুমি পীতবাস! তুমি দিগীশ্বর, তুমি বিশ্ববাস, তুমি অমিত, তুমি অব্যয়, তুমি ব্যক্ত, তুমি অব্যক্ত, তুমি অমিতাধার, তুমি নিয়তেন্দ্রিয়, হে সৎক্রিয়! হে অসংখ্যেয়! হে আত্মভাবজ্ঞ! হে গম্ভীর! হে সর্ব্বকামপ্রদ! হে অবিদিত! হে ব্রহ্মন্! হে নিত্য! হে ভূতভাবন! হে কৃতকার্য্য! হে কৃতজ্ঞ! হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে জয়পরাজয় বিহীন! হে গুহ্যাত্মন! হে সর্ব্ব যোগাত্মন! হে লোকেশ! হে ভূতবিভাবন! হে আত্মযোনে! হে মহাভাগ! তুমি কল্পসংক্ষেপতৎপর, তুমি ব্রহ্ম, তুমি জনপ্রিয়, তুমি নৈসর্গিকসৃষ্টিনিরত, তুমি কামেশ, তুমি পরমেশ্বর, হে অমৃতসম্ভূত! হে সৎস্বভাবসম্পন্ন! হে মুক্তাত্মন! হে বিজয়প্রদ! হে প্রজাপতিপতে! হে দেব! হে পদ্মনাভ! হে মহাবল! হে আত্মভূত! হে মহাভূত! হে কর্ম্মাত্মন্! হে সর্ব্বপ্রদ! তুমি জয়যুক্ত হও। পৃথিবী তোমার চরণদ্বয়, দিক্ সকল তোমার বাহু, অন্তরীক্ষ মস্তক, আমি তোমার মূর্ত্তি, দেবগণ তোমার দেহ, চন্দ্রসূর্য্য তোমার চক্ষু, সংকল্প, তপ ও সত্য তোমার বল, ধর্ম্মকর্ম্ম তোমার আত্মজ,

অগ্নি তোমার তেজ, বায়ু তোমার নিশ্বাস, সলিল তোমার স্বেদ, অশ্বিনী-কুমার দ্বয় তোমার শ্রবণ যুগল, সরস্বতী দেবী তোমার জিহ্বা, বেদ তোমার সংস্কার। এই অসীম বিশ্ব তোমাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে যোগীশ! আমরা তোমার সংখ্যা, পরিমাণ, তেজ, বল ও আবির্ভাব কিছুই জানি না, হে দেব! তুমি মহেশ্বর ও পরমেশ, আমরা তোমার আশ্রিত হইয়া ভক্তিসহকারে নিয়ম পূর্ব্বক তোমার পূজা করিয়া থাকি। হে বিশালাক্ষ! হে কৃষ্ণ! হে দুঃখবিনাশিন্! আমি ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও সরীসৃপগণকে তোমার প্রসাদে বিশ্বমধ্যে সৃষ্টি করিয়াছি। হে দেবেশ! তুমি সকল প্রাণীর গতি, তুমিই [illegible]লের আদি, দেবগণ তোমারই প্রসাদে পরম সুখসম্ভোগ ক[illegible]া থাকেন। তোমারই প্রসাদে এই পৃথিবী নির্ভয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। এক্ষণে তুমি ধর্ম্মসংস্থাপন, দৈত্যদলন, এবং পৃথিবীধারণের নিমিত্ত যদুবংশে অবতীর্ণ হও। হে প্রভো! আমার এই নিবেদিত বিষয়ের অনুষ্ঠান কর। আমি তোমারই প্রসাদে পরমগুহ্য বিষয় সমস্ত কীর্ত্তন করিয়াছি। তুমিই আত্মা দ্বারা আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং আত্মা হইতে প্রদ্যুম্নকে সৃষ্টি করিয়াছ ও সেই প্রদ্যুম্ন আমাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আমি তোমার আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তুমি বিভাগানুসারে মানবদেহ পরিগ্রহ কর। তুমি মানবগণের সুখসাধনার্থ অসুর বিনাশ, ধর্ম্ম সংস্থাপন ও যশো লাভ করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে গমন করিবে। হে বিষ্ণো! দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া তোমার সেই সমস্ত নাম দ্বারা তোমাকেই পরমাদ্ভুত বলিয়া গান করিয়া থাকেন। সমস্ত প্রাণী তোমাতেই অবস্থিতি করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া তোমারেই অনাদি, অমধ্য, অনন্ত, অসীম ও সংসারের সেতু বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

—*—

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৬।

হে দুর্য্যোধন! অনন্তর দেবাদিদেব ভগবান বিষ্ণু স্নিগ্ধ গম্ভীরস্বরে ব্রহ্মাকে কহিলেন, বৎস! আমি যোগবলে তোমার এই অভিলষিত বিষয় সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আমি তোমার প্রার্থিত

বিষয় সম্পন্ন করিব। এই বলিয়া তিনি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন অনন্তর দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন ও কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া পিতামহকে কহিলেন, হে বিভো! আপনি যাঁহাকে প্রণাম করত বিনয়বাক্যে স্তুতি করিলেন, তিনি কে? শ্রবণ করিতে আমারা নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি। তখন পিতামহ ব্রহ্মা দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে মহাত্মা সকল! যিনি তৎপদবাচ্য, যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যিনি এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন ও পরেও থাকিবেন, যিনি সকল ভূতের আত্মা ও প্রভু; যিনি পরমব্রহ্ম, তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সম্ভাষণ করিতেছিলেন। আমি সেই জগন্নাথের নিকট জগতের হিতাভিলাষে এইরূপ প্রার্থনা করিতে ছিলাম। হে প্রভো! তুমি বসুদেবের আত্মজ স্বরূপে মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ কর। যে সমস্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছিল, সেই মহাবলগণ পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি তাহাঁদিগের বধার্থ নরের সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বিচরণ কর। অমরগণ যত্নপরবশ হইলেও ঋষিসত্তম পুরাণপুরুষ নরনারায়ণকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। সেই মহাদ্যুতি ঋষিপ্রবর নরনারায়ণ মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিলে, মূঢ়েরা তাঁহাকে জানিতে পারিবে না। আমি যাঁহার আত্মজ হইয়া সমস্ত জগতের পতি হইয়াছি,সেই সর্ব্বলোকেশ ভগবান্ বাসুদেবতোমাদের সকলের পরমার্চ্চনীয়; সেই মহাবীর্য্যশালী শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারীকে মনুষ্য বলিয়া কদাচ অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি পরম গুহ্য, পরম পদ, পরম ব্রহ্ম, পরম যশ, অব্যক্ত ও শাশ্বত; সকলে তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করে। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকেই পরম তেজ, পরম সুখ ও সত্য স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই অমিত পরাক্রমশালী বাসুদেবকে কি পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ কি অসুরগণ, কি মানুষগণ, কাহারও অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। যে মূঢ়মতি ব্যক্তিরা তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সেই মহাযোগী মহাত্মাকে মানবশরীরী বলিয়া অবমানিত করে, অথবা যে ব্যক্তি সেই চরাচরাত্মা পদ্মনাভকে জানিতে না পারে, লোকে তাহাকে পাপাত্মা বলিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই কিরীট কৌস্তভধারী মিত্রগণের অভয় প্রদাতা মহাত্মাকে অবজ্ঞা করে, সে ঘোরপাপে নিমগ্ন হয়। হে সুরগণ! সকল লোকেই সেই লোক মহেশ্বর বাসুদেবকে এইরূপ জানিয়া নমস্কার করিবে। ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে ঋষি ও দেবগণকে এই বলিয়া

তাঁহাদিগের নিকট হইতে স্বভবনে গমন করিলেন। হে দুর্য্যোধন! আমি তাঁহাদিগের নিকট ভগবান্ বাসুদেবের এই পুরাতন কথা শ্রবণ করিয়াছি; এবং জামদগ্ন্য, মার্কণ্ডেয়, ব্যাস এবং নারদের নিকটেও এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

হে বৎস্য! জগৎ পিতা ব্রহ্মা যাহার আত্মজ সেই সর্ব্ব লোকেশ্বর মহাত্মা বাসুদেবের বিষয় জানিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহার অর্চ্চনা না করিবে। হে দুর্য্যোধন! পূর্ব্বে ভাবিতাত্মা মুনিগণ তোমাকে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মোহবশতঃ তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই, ইহাতে তোমাকে নিষ্ঠুর রাক্ষসের ন্যায় বোধ হইতেছে। তোমার মন নিতান্ত তমোময়, এই জন্যই তুমি বাসুদেব, পাণ্ডব ও ধনঞ্জয়ের দ্বেষ করিতেছ। কোন্ ব্যক্তি নরনারায়ণের প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিতে পারে? হে দুর্য্যোধন! তুমি কৃষ্ণকে শাশ্বত অব্যয়, সর্ব্বলোকময়, নিত্য, শাস্তা, বিধাতা, বিশ্বাধার ও ধ্রুব বলিয়া জানিবে। ইনিই ত্রিলোক ধারণ কর্ত্তা, চরাচরগুরু, প্রভু, যোদ্ধা, জেতা, সকলের প্রকৃতি ও ঈশ্বর। ইতি সত্বগুণময়; তম ও রজোগুনের সহিত ইহাঁর কোন সংস্রব নাই। এই পরাৎপর ভগবান্ বাসুদেব যে পক্ষে সেই পক্ষেই ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই জয়; ইঁহার আত্মযোগ দ্বারা পাণ্ডবেরা রক্ষিত হইতেছে, অতএব তাহাদিগেরই জয়লাভ হইবে। যিনি পাণ্ডবগণকে সতত সৎপরামর্শ প্রদান ও সাহায্য করেন, তিনিই তাহাদিগকে সকল ভয় হইতে রক্ষা করিবেন। হে ভারত! তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তোমার নিকট সেই সমস্ত কহিলাম। সেই সর্ব্বভূতময় পাণ্ডব সহায় বাসুদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ নিয়ত সমহিত হইয়া তাঁহার সেবা ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সঙ্কর্ষণ বলদেব দ্বাপরযুগের অবসানে কলিযুগের প্রথমে সাত্বতবিধি অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহারে গান করেন, সেই বিশ্বকর্ম্মা বাসুদেব যুগে যুগে দেবলোক, সত্যলোক, সমুদ্রগর্ত্তস্থ পুরী ও মনুষ্যের বাসস্থান বারম্বার সৃষ্টি করিতেছেন।

—*—

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৭।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! যে বাসুদেব সকল লোকমধ্যে

মহাপ্রাণী বলিয়া অভিহিত হন আমি তাঁহার আবির্ভাব ও অবস্থিতি জানিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! বাসুদেব মহাসত্ত্ব ও দেবগণের দেবতা, তাঁহা হইতে আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহারে মহৎ ও অদ্ভুত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই সর্ব্বভূতাত্মা অব্যয়-পুরুষ জল, বায়ু, তেজ ও সমুদায় স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করেন। সেই পুরু-ষোত্তম যোগবলে জলে শয়ন করিয়া মুখ হইতে অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু এবং মন হইতে সরস্বতী ও বেদ সকল সৃষ্টি করেন। এই প্রকারে তিনি দেব ঋষি ও লোক সকল সৃষ্টি করিয়া পরে তাঁহাদিগের প্রলয় সৃষ্টি করেন। সেই ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম, বর এবং সর্ব্বকাম প্রদাতা, তিনিই কর্ত্তা, কার্য্য ও প্রভু; সেই জনার্দ্দনই ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় এবং উভয় সন্ধ্যা, দিক, আকাশ ও নিয়ম সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই ঋষিগণ, তপস্যা ও প্রজাপতিকে সৃষ্টি করেন। তিনিই সকল প্রাণীর অপরাজেয় বলদেবকে সৃষ্টি করেন। লোকে যাঁহাকে অনন্ত বলিয়া জানে, যিনি এই সপর্ব্বত মেদিনী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; সেই শেষ নামক নাগকে তিনিই সৃষ্টি করেন। বিপ্রগণ ধ্যানযোগ দ্বারা সেই বাসুদেবকে জানিতে পারেন। যে উগ্রকর্ম্মা মধু নামক অসুর তাঁহার কর্ণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া প্রজাপতিকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তিনিই সেই উগ্র-কর্ম্মা ও উগ্রধীসম্পন্ন মহাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছেন বলিয়া দেব, দানব ও মানবগণ তাঁহাকে মধুসূদন এবং ঋষিগণ জনার্দ্দন বলিয়া থাকেন। ইনিই বরাহ, নৃসিংহ ও বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই পুণ্ডরী-কাক্ষ হরি সকলের মাতা ও পিতাস্বরূপ; তাঁহা হইতে আর কেহই শ্রেষ্ঠ হয় নাই ও হইবেক না। তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পাদ হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। অমা-বস্যা ও পৌর্ণমাসীতে তপোনিরত হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিলে, সেই সর্ব্ব যোগাত্মা পরমাত্মা কেশবকে লাভ করিতে পারা যায়। তিনিই তেজ ও নিখিল স্থাবর ও জঙ্গমের পতিস্বরূপ! মুনিগণ তাঁহাকে হৃষীকেশ বলিয়া থাকেন। তিনিই আচার্য্য, পিতা ও গুরু; তিনি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন তাঁহার অক্ষয় লোক লাভ হয়। যিনি ভয়ার্ত্ত হইয়া সেই বাসু-দেবের শরণাগত হন, এবং সর্ব্বদা তাঁহার এই উপাখ্যান পাঠ করেন; তিনি পরম মঙ্গল ও পরম সুখ লাভ করিতে পারেন এবং তাহাকে কোন প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইতে হয় না। তিনিই মহাভয়নিমগ্ন মানবগণকে

পরিত্রাণ করেন। হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই মহাভাগ যোগেশ্বর ভগবান্ কেশবকে এইরূপ জানিয়া সর্ব্বযত্নে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছে।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৮

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বকালে ভগবান্ প্রজাপতি যেরূপে বাসুদেবের স্তব করিয়াছিলেন, ও পূর্ব্বে মহর্ষি ও দেবগণ যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি সেই বেদস্বরূপ স্তব তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি নারদ তোমাকে লোকভাবন ভাবজ্ঞ, সাধ্য ও দেবগণের প্রভু ও দেবেশ্বর বলিয়াছেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয়যজ্ঞের যজ্ঞ, পতস্যার তপ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ও নারায়ণের চক্র বলিয়াছেন। ভগবান্ ভৃগু তোমাকে দেবের দেব, এবং তোমার রূপকে বিষ্ণুর পুরাতন পরমরূপ বলিয়াছেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন ইন্দ্রের স্থাপনকর্ত্তা, বসুগণের মধ্যে বাসুদেব ও দেবগণের দেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বকালীন পণ্ডিতগণ প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে তোমাকে প্রজাপতি দক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তোমাকে সকল সৃজনকর্ত্তা বলিয়া থাকেন। মহর্ষি দেবল কহিয়াছেন, হে দেবদেব! অব্যক্ত বিষয় সমস্ত তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ব্যক্ত বিষয় তোমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। দেবগণ তোমার বাক্য হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। তোমার মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ত্বদীয় বাহুযুগল ধরাতল ধারণ করিতেছে, এবং তোমার জঠরমধ্যে ভুবনত্রয় অবস্থিত রহিয়াছে তুমিই সনাতন পুরুষ। মানবগণ তপপ্রভাবে তোমাকে দেবতা বলিয়া বিদিত হইয়া থাকেন। তুমিই উদারপ্রকৃতি, সমরে অপরাঙ্মুখ ও রাজর্ষিগণের একমাত্র গতি এই বাক্যে সনৎকুমার প্রভৃতি যোগিগণ তোমার স্তব ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে বৎস! আমি সংক্ষেপে ও সবিস্তরে ভগবান্ বাসুদেবের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তুমি তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ কর।

হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের নিকট এই পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া মনে মনে বাসুদেব ও পাণ্ডবগণকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিলেন। অনন্তর শান্তনুতনয় ভীষ্ম পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কেশব ও অর্জ্জুনের সেই মাহাত্ম্য

এবং যে নিমিত্ত তাঁহারা মনুষ্য মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর যে নিমিত্ত কেহ তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না, সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম; যে নিমিত্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ অবধ্য হইয়াছেন, তুমি তাহাও শ্রবণ করিলে। হে রাজন্! ভগবান্ কেশব পাণ্ডবগণের প্রতি একান্ত অনুরক্ত; অতএব আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ কহিতেছি, তুমি অতঃপর তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া মহাবল ভ্রাতৃগণের সহিত পরমসুখে রাজ্যভোগ কর। নর ও নারায়ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, তুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

শান্তনুতনয় ভীষ্ম এই বলিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে বিদায় করিলেন। তখন দুর্য্যোধন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক ধবল শয্যায় শয়ন করত রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়। ৬৯।

অনন্তর রজনী প্রভাত ও দিনকর সমুদিত হইলে, উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ সমরভূমিতে উপস্থিত হইল। তখন পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ক্রোধপরতন্ত্র ও জয়লাভে সমুৎসুক হইয়া পরস্পর যুদ্ধে ধাবমান হইলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আপনার কুমন্ত্রণাপরতন্ত্র হইয়া মকর ব্যূহ রচনা করত হৃষ্টান্তঃকরণে নানাপ্রকার অস্ত্র ও বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিলেন। মহারথ ভীষ্ম সেই ব্যূহের চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম ধ্বজ সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া নির্গত হইলে, রথী, পদাতি, হস্তী ও হস্তিপক সকল যথাস্থানে অবস্থিতি হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে সংগ্রামে উদ্যত অবলোকন করিয়া দুর্ভেদ্য শ্যেনব্যূহ রচনা করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন সেই ব্যূহের মুখে, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নেত্রদ্বয়ে সত্যপরাক্রম সাত্যকি শিরোভাগে এবং ধনঞ্জয় গম্ভীর শরাসন বিকম্পিত করত গ্রীবাদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দ্রুপদ আত্মজের সহিত এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে উহার বাম পক্ষ, কৈকেয় দক্ষিণ পক্ষ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে উহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন অরাতিগণের সেই মকর ব্যূহমুখে প্রবেশ করত ভীষ্ম সমীপে

গমনপূর্ব্বক বাণবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। মহাবল ভীষ্ম পাণ্ডবগণের ব্যূহিত সৈন্যগণকে বিমোহিত করত, অস্ত্রজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; সৈন্যগণ ভীষ্মশরে বিমোহিত হইলে, ধনঞ্জয় সত্বর গমনে ভীষ্মকে সহস্র শর দ্বারা প্রহার করিলেন; ভীষ্মও নিক্ষিপ্ত শর সকল নিবারিত করিয়া স্বীয় সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদন করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল রাজা দুর্য্যোধন পূর্ব্বে কতিপয় ভ্রাতৃগণ ও সৈন্য-দিগের বিনাশ দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট ছিলেন, তন্নিবন্ধন ভরদ্বাজ-তনয় দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি সতত আমার হিতকামনা করিয়া থাকেন। আমরা আপনাকে ও পিতামহ ভীষ্মকে আশ্রয় করিয়া দেবগণকেও পরাজয় করিতে পারি। ইহাতে পরাক্রম-হীন ও বীর্য্যবিহীন পাণ্ডবগণকে যে পরাজিত করিব তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব যেরূপে পাণ্ডবগণের বধসাধন হইতে পারে তাহার উপায় বিধান করুন। হে রাজন্ দুর্য্যোধন সমরস্থলে আচার্য্যকে এই-রূপ কহিলে, দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির সমক্ষে পাণ্ডবগণকে অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। সাত্যকিও তাঁহাকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের এইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রতাপশালী আচার্য্য ক্রোধ ভরে যেন হাস্য করিতে করিতে দশ বাণ দ্বারা সাত্যকির জত্রু-দেশ বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবল ভীমসেন ক্রোধভরে অস্ত্রধারি-প্রধান দ্রোণ হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অন-বরত শরদ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্রোণ, ভীষ্ম ও শল্য ক্রোধভরে ভীমসেনকে শরবর্ষণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। অভি-মন্যু এবং দ্রৌপদীতনয়গণ উদ্যতায়ুধ দ্রোণ প্রভৃতিকে সুশাণিত সায়ক দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী, দ্রোণ এবং ভীষ্মকে ক্রোধাসক্ত ও সমাগত দেখিয়া তাঁহাদিগের সংমুখীন হইলেন এবং মেঘ-গম্ভীর নিস্বন দ্বারা বলবৎ চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরিতবেগে শর বৃষ্টি করিয়া দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভতরকুলপিতামহ ভীষ্ম সমরে শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে সমুপস্থিত দেখিয়াও তাহার প্রতি-অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন না। অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ দুর্য্যোধনের আদেশা-নুসারে ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিখণ্ডীর অভিমুখীন হইলেন। তখন শিখণ্ডী প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় শস্ত্রধারিপ্রধান আচার্য্যকে সমাগত দেখিয়া বিত্রস্তমনে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন মহাসৈন্যে সমবেত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে প্রাগিলেন এবং পাণ্ডবগণও ধনঞ্জয়কে পুরোবর্ত্তী করিয়া জয়লাভার্থ ভীষ্ম সমীপে ধাবমান হইলেন। তখন পরস্পর যশ ও বিজয়াকাঙ্ক্ষী উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণের দেবদানবের যুদ্ধের ন্যায় ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

—*—

সপ্ততিতম অধ্যায়। ৭০।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! শান্তনুতনয় ভীষ্ম আপনার পুত্রগণকে ভীমসেন হইতে রক্ষা কবিবার নিমিত্ত ঘোর সংগ্রাম আবম্ভ করিলেন। দিবসের পূর্ব্বাহ্নে কুরুপাণ্ডব ও উভয়পক্ষীয় রাজগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাহাতে প্রধান প্রধান বীরগণ মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইলেন। সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামস্থল হইতে নভোমণ্ডলস্পর্শী তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। করিগণের বৃংহিতে, অশ্বগণের হ্রেষারবে এবং ভেরী ও শঙ্খনিনাদে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইযা উঠিল। যুদ্ধার্থী বীরগণ পরস্পর বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া গোষ্ঠস্থ বৃষভদলের ন্যায় পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। শাণিত সায়ক দ্বারা যোধগণের মস্তক ভূতলে নিপতিত হওয়াতে যেন আকাশমণ্ডল হইতে শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন. কুণ্ডল ও উষ্ণীষ শোভিত ও সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল নরকপাল সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। পৃথিবী কুণ্ডলভূষিত মস্তকে হস্তাভরণ ও অন্যান্য আভরণযুক্ত শরীর দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেন। কবচযুক্ত দেহ, অঙ্গদযুক্ত হস্ত, শোণিতাক্ত নয়নযুক্ত চন্দ্রবদন এবং গজ, বাজি ও মনুষ্যের সমস্ত অবয়বে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সমরভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে সমুত্থিত ধূলিপটল মেঘমণ্ডলের ন্যায়, শস্ত্র সকল বিদ্যুতের ন্যায়, অস্ত্র-শস্ত্রের নির্ঘোষ মেঘধ্বনির ন্যায় এবং শোণিতপ্রবাহ ধারার ন্যায় প্রতীয়-মান হইতে লাগিল। হে রাজন্! সমরবিশারদ ক্ষত্রিয়গণ সেই লোম-হর্ষণ তুমুল যুদ্ধে অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়-পক্ষীয় বারণগণ শরপীড়িত হইয়া চীৎকার শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের চীৎকারে ও বীরগণের তলধ্বনি প্রভাবে কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না। সর্ব্বত্র রুধির প্রবাহ হইতে কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে লাগিল। নৃপগণ শত্রুবধে সমুদ্যত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। মহাবল পরিঘবাহু বীরগণ শর, শক্তি, গদা ও খড়্গ দ্বারা সমরে পরস্পরকে বধ

করিতে লাগিলেন। হস্তিগণ শরবিদ্ধ ও অশ্বগণ আরোহিবিহীন হইয়া দিগদিগন্তে ধাবিত হইল। অনেকে শরাঘাতে প্রপীড়িত ও উৎপতিত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে বাহু, মস্তক, কার্ম্মুক, গদা, পরিঘ, হস্ত এবং কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণ সমস্ত সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অশ্ব, হস্তী ও রথ সকলের একত্র সমবায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ যেন কালপ্রেরিত হইয়া পরস্পরকে গদা, অসি, প্রাস ও নতপর্ব্ব সায়ক সমূহে সংহার করিতে লাগিলেন। বাহুযুদ্ধবিশারদ মহাবীর সকল লৌহময় পরিঘ [illegible] বাহুদ্বারা পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনেক বীর মুষ্টি, জানু, [illegible] ও কফোণি দ্বারা পরস্পরকে হনন করিতে লাগিল। অনেকে ভূতলে পতিত ও বিচেষ্টমান হইয়াও ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। অনেক রথী রথবিহীন হইয়া পরস্পর বধাভিলাষে ধাবমান হইল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বহুসংখ্যক কলিঙ্গদেশীয় যোধগণে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবগণও ভীমসেনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের অভিমুখীন হইলেন।

একসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭১।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ধনঞ্জয় ভ্রাতা ও অন্যান্য রাজগণকে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি, গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ ও পার্থের রথ ধ্বজ দর্শন করত আমরা সাতিশয় ভীত হইলাম। আমরা সিংহলাঙ্গূল ভূষিত, চিত্র বিচিত্রিত বানরলাঞ্ছিত, সমুত্থিত ধূমকেতুসন্নিভ, আকাশ গামী তাঁহার দিব্য রথধ্বজ অবলোকন করিলাম। সেই তুমুল সংগ্রামে যোধগণ ধনঞ্জয়ের সুবর্ণপৃষ্ঠ গাণ্ডীবকে নভোমণ্ডলে বারিদমণ্ডল মধ্যগত বিদ্যুতের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। হে রাজন্। আপনার সৈন্য সংহার করিবার সময়ে তিনি ইন্দ্রের ন্যায় সাতিশয় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিরন্তর তদীয় তলদ্বয়ের কঠোরধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু ও বিদ্যুৎসহকৃত শব্দায়মান মেঘ সর্ব্বত্র জলে প্লাবিত করে সেইরূপ অর্জ্জুনশরে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন, তাঁহার অস্ত্র নিক্ষেপ

দ্বারা আমরা নিতান্ত বিমোহিত হইয়া কোন্ দিক্ পূর্ব্ব, কোন্ দিক্ পশ্চিম, ইহা অবধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। সেই সমস্ত যোধগণের মধ্যে কাহারাও শ্রান্তবাহন, কাহারা হত বাহন হতচেতন হইয়া পরস্পর সংহত ও দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হওয়াতে আপনার পুত্রগণের সহিত ভীষ্মের শরণাগত হইলে, তিনি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে লাগিলেন। তখন রথিগণ ভীত হইয়া রথ হইতে, সাদিগণ অশ্ব হইতে ও পদাতিগণ ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল। সৈন্যগণ অশনিনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন্! তৎকালে কলিঙ্গরাজ মদ্র, সৌবীর, গান্ধার, ত্রৈগর্ত্ত ও প্রধান প্রধান কলিঙ্গ দেশীয় যোধগণে কাম্বোজ দেশীয় শীঘ্রগামী অশ্বগণে ও বহুসহস্র গোপবলে পরিবৃত হইলেন। রাজা জয়দ্রথ অসংখ্য নর ও ভূপতিগণের সহিত সমবেত হইয়া দুঃশাসনকে পুরোবর্ত্তী করত সমরক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সুবলতনয় শকুনিকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রথ ও বাহনে অধিরোহণ পূর্ব্বক আপনার পক্ষীয় যোধগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সংগ্রামস্থলে রথী, বারণ, অশ্ব ও পদাতিগণ কর্ত্তৃক ধূলিজাল উড্ডীন হইয়া আকাশমণ্ডল মহামেঘাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহারথ ভীষ্ম তোমর, প্রাস, নারাচ, গজ, অশ্ব, রথ ও যোধগণে পরিবৃত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং অবন্তিরাজ কাশিরাজের সহিত, সিন্ধুরাজ ভীমসেনের সহিত, অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির পুত্র ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে শল্যের সহিত, বিকর্ণ সহদেবের সহিত, এবং চিত্রসেন শিখণ্ডীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন! মৎস্যগণ দুর্য্যোধন ও শকুনির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, দ্রুপদ, চেকিতান, এবং মহারথ সাত্যকি সপুত্র দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা উভয়ে ধৃষ্টকেতুর অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে চতুর্দ্দিকে রথ, হস্তী ও বেগবান অশ্ব সকল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সংগ্রামে আসক্ত হইল। হে রাজন! তৎকালে মেঘবিহীন নভোমণ্ডল হইতে বিদ্যুৎ ও গভীর নির্ঘোষসহকারে উল্কাপাত হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিক্ ধূলিপটলে আচ্ছন্ন হইল। সমীরণ প্রবলবেগে প্রবাহিত ও কর্কর বৃষ্টি হইতে লাগিল; দিবাকর ধূলিপটলে আচ্ছন্ন হইয়া

আকাশমণ্ডলে তিরোহিত হইলেন। উত্থিত ধূলিজাল দ্বারা প্রাণিগণ মোহপ্রাপ্ত হইল, বীরগণের বাহুবিমুক্ত শরসমূহের ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। যোধগণের ভুজবিনির্ম্মুক্ত সুনির্ম্মল শর সকল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশমণ্ডলে প্রকাশমান হইতে লাগিল। যোদ্ধৃবর্গের সূর্য্যবর্ণ খড়্গ দ্বারা বিচ্ছিন্ন দেহ ও মস্তক সকল সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারথগণের রথের চক্র সকল ভগ্ন, ধ্বজ সকল পতিত ও অশ্ব সকল নিহত হওয়াতে সেই সমস্ত মহারথগণ ভূতলস্থ হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক রথ যোদ্ধাগণ নিহত হওয়াতে তাহাদিগের অশ্ব সমুদয় অস্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া যুগকাষ্ঠ সকল আকর্ষণ কবিতে লাগিল। কোন স্থানে এক মাত্র শর দ্বারা সারথি, অশ্ব ও রথী সকল নিহত হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক হস্তী অন্য হস্তীর মদশ্রাবগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অনবরত বায়ু গ্রহণ করিতে লাগিল। অনেক হস্তী তোরণ ও মহামাত্রের সহিত নারাচাস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া পতিত ও মৃতপ্রায় হওয়াতে সমরভূমি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কতকগুলি হস্তী হস্তিপক কর্তৃক পরিচালিত ও শ্রেষ্ঠ হস্তী দ্বারা পরাজিত হইয়া আরোহীর সহিত নিপতিত হইল। কোন স্থানে হস্তিগণ নাগরাজ সদৃশ শুণ্ড দ্বারা রথের যুগন্ধর সকল ভগ্ন করিল, এবং রথীদিগকে বৃক্ষশাখার ন্যায় কেশাকর্ষণ করিয়া চূর্ণ করিতে লাগিল। করিযূথ পরস্পর সংসক্ত রথসমূহ আকর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল। যেরূপ অন্যান্য করিকুল সরোবরে পরস্পর সংসক্ত নলিনীসমূহকে আকর্ষণ করিয়া শোভমান হয়, সেই করিবর সেইরূপ শোভা ধারণ করিল। এইরূপে সেই রণস্থল সাদি, পদাতি ও সমুন্নত ধ্বজ মহারথগণ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭২।

হে রাজন্! শিখণ্ডী বিরাটরাজের সহিত আশু মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম সমীপে গমন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহাবল পরাক্রান্ত অন্যান্য ভূপতিগণের অভিমুখে গমন করিলেন, বৃকোদর অমাত্য ও বন্ধুবর্গ সমবেত সৈন্ধব, মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন, দুঃসহ ও অন্যান্য প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য ভূপতিগণের সমীপবর্ত্তী হইলেন। সহদেব মহাধনুর্দ্ধর শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূকের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল

যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গজ সৈন্যের অভিমুখীন হইলেন। সমরে পুরন্দর সদৃশ মাদ্রীতনয় নকুল ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহারথগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। সাত্যকি, চেকিতান ও অভিমন্যু শাল ও কেকয়গণের প্রতি ধাবমান হইলেন, ধৃষ্টকেতু এবং রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনার পুত্রগণের রথবাহিনীর সহিত যুদ্ধার্থ প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অমেয়াত্মা সেনাপতি মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন উগ্রকর্ম্মা দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রকারে উভয় পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণ পরস্পর সমবেত হইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে মধ্যাহ্নকালীন দিবাকর সাতিশয় উত্তাপ প্রদান করিলে, কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। হেম বিচিত্রিত পতাকাযুক্ত রথ সমুদয় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। বীরগণ জয়লাভে সমুৎসুক হইয়া গর্জ্জনশীল সিংহের ন্যায় তুমুল ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন আমরা সেই নিদারুণ বৃক সৃঞ্জয়গণের ঘোর সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিক শরজালে আচ্ছন্ন হওয়াতে দিক্, বিদিক্, আকাশ ও সূর্য্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, শক্তি, তোমর ও খড়্গের, বিচিত্র কবচের এবং ভূষণ সমস্তের সমুজ্জ্বল প্রভায় নভোমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ও ভূপালগণের চন্দ্র সূর্য্যপ্রভ শরীর দ্বারা রণক্ষেত্রে দীপ্তি পাইতে লাগিল। তখন সেই সমস্ত নরসিংহদিগের আকৃতি নভোমণ্ডলস্থ গ্রহের ন্যায় প্রকাশমান হইতে লাগিল।

হে ভারত! অনন্তর মহারথ ভীষ্ম রোষাবিষ্ট চিত্তে সৈন্যগণের সাক্ষাতে রুক্মপুঙ্খ শিলাশাণিত তৈলধৌত সায়কসমূহ দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেনও অমর্ষপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গম সদৃশ মহাবেগশালী এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ভীষ্ম সেই হেমদণ্ড শক্তিকে পতনোন্মুখ দর্শন করত, সন্নতপর্ব্ব সায়কসমূহ দ্বারা উহা ছেদন করিয়া সুশাণিত ভল্ল দ্বারা ভীমসেনের কার্ম্মুক দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন। পরে সাত্যকি সত্বর ভীষ্ম সমীপে গমন পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শর আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম অতি ভয়ঙ্কর সুতীক্ষ্ণ শর সন্ধান করত সাত্যকির রথ হইতে সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি নিহত হইলে বায়ুবেগগামী অশ্বগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। তৎকালে সমরভূমিতে সৈন্যগণের মহান কোলাহল ও পাণ্ডবগণের হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তোমরা ধাবমান হও, অশ্বদিগকে গ্রহণ কর, বন্ধন কর, যোদ্ধৃবর্গের প্রতি এইরূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। এই অবসরে শান্তনুতনয় ভীষ্ম দেবরাজ

যেরূপ আসুরী সেনাকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডবীয় সৈন্য-দিগকে বধ করিতে লাগিলেন। সোমক ও পাঞ্চাল সৈন্যগণ ভীষ্ম বধার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন, এবং ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ কৌরব বীরগণও তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৩।

হে রাজন্! অনন্তর বিরাট মহারথ ভীষ্মকে তিন বাণ দ্বারা ও সারথিকে তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলে, শান্তনুতনয় ভীষ্ম দশ বাণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমধন্বা মহারথ অশ্বত্থামা রুক্মপুঙ্খ ছয় শর দ্বারা গাণ্ডীব ধন্বা অর্জ্জুনের স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে বিদ্ধ করিলে, পরবীর ঘাতী ধনঞ্জয় তাঁহার চাপ ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ পঞ্চ সায়ক দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অ[illegible]শ্বত্থামা নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ক্রোধভরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্ব[illegible] শরে অর্জ্জুনকে ও সপ্ততি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন ক্রোধারক্ত নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বামকরে গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন, এবং সুশাণিত প্রাণসংহারক ভয়ঙ্কর শরসমূহে অশ্বত্থামাকে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের শর সকল অশ্বত্থামার বর্ম্মভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি শর বর্ষণ এবং মহাব্রত ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ তাঁহাকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিকট প্রয়োগ সংহারের সহিত পরম দুর্লভ অস্ত্র সকল লাভ করিয়া-ছিলেন। এক্ষণে লোকের মনে ভয় সঞ্চার করত, প্রতিদিন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইনি আমার আচার্য্য দ্রোণের অতি প্রিয়সন্তান, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, সুতরাং আমার পরম মাননীয়। মহাবীর শত্রুতাপন অর্জ্জুন এই প্রকার বিবেচনা করত অশ্বত্থামাকে কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া কৌরবসৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ্! দুর্য্যোধন সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত দশ শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেনও রোষপরবশ হইয়া জীবনান্তক বিচিত্র সায়ক

গ্রহণ করিলেন এবং মহাবেগে শর সকল আকর্ণ পর্য্যন্ত সন্ধান করিয়া দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। তখন তাঁহার বক্ষঃস্থলে কাঞ্চন সূত্রগ্রথিত মণি শরসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রহগণ পরিবারিত প্রভাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যেরূপ মাতঙ্গগণ তলশব্দ সহ্য করিতে নিতান্ত অসহিষ্ণু, সেইরূপ দুর্য্যোধন ভীমসেনের তল শব্দ শ্রবণ করিতে অসমর্থ হইলেন, এবং সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া সৈন্যগণকে পরিত্রাণার্থ শিলাশিত শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই অমর সদৃশ মহাবীরদ্বয় পরস্পর ক্ষতবিক্ষত হইয়া শোভমান হইতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবরাজ সদৃশ অভিমন্যু নিশিত সায়ক দ্বারা চিত্রসেনকে, সপ্ত বাণ দ্বারা পুরুমিত্রকে এবং অন্য সপ্ত সায়ক দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে সাতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হইল। অনন্তর চিত্রসেন দশ শরে ও সত্যব্রত নয় শরে, পুরুমিত্র সপ্ত শরে অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিলে, তাঁহার শরীর হইতে অনবরত শোণিতধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি চিত্রসেনের বিচিত্র কার্ম্মুক ছেদন ও তাঁহার তনুত্রাণ ভেদ করিয়া এক শরে তাহার বক্ষঃস্থল তাড়িত করিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীর ও মহারথ রাজপুত্রগণ মিলিত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে নিশিত শরনিকরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলে, সেই পরমাস্ত্রবিৎ অভিমন্যুও তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা তাঁহাদিগের সকলেরেই প্রহার করিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্রগণ অভিমন্যুর সেই অদ্ভুত কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিলেন। শিশিরাপগমে জ্বলন্ত হুতাশন যেমন তৃণকাষ্ঠ দহন করে, তদ্রূপ অভিমন্যু আপনার পুত্রের যোধগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ তাঁহার এই কার্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক অতিসত্বরে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। মহারথ অভিমন্যুও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ছয় বাণে লক্ষ্মণ এবং তাহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন লক্ষ্মণও নিশিত শরজাল দ্বারা তাহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই কার্য্য অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সুভদ্রাপুত্র মহারথ অভিমন্যু শরজাল দ্বারা লক্ষ্মণের রথের অশ্বচতুষ্টয় ও সারথিরে নিপাতিত করিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দুর্য্যোধনতনয় লক্ষ্মণ সেই অশ্ববিহীন রথে অবস্থিত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অভিমন্যুর রথের প্রতি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অভি-

মন্যু ও সহসা সেই ভুজগোপমা ঘোররূপা শক্তি সম্মুখীন হইতে দেখিয়া তীক্ষ্ণ শরজাল দ্বারা উহা ছেদন করিলেন। তখন কৃপাচার্য্য লক্ষ্মণকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া সর্ব্বসৈন্য সমক্ষে সেই সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিলেন। এই রূপে সেই সমরসমাকুল হইলে মহাধনুর্দ্ধর কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর বধাভিলাষে পরস্পরের প্রতি আঘাত করত ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে সৃঞ্জয়গণ মুক্তকেশ বর্ম্মবিহীন বিরথ ও ছিন্নকার্ম্মুক হইয়া কৌরবগণের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীষ্ম ক্রোধপরায়ণ হইয়া পাণ্ডবপক্ষীয় সেনা সমাহত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরনিকরে অসংখ্য হস্তী, হস্ত্যারোহী, অশ্ব, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতি নিপাতিত হইয়া ধরামণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৪।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবাহু সাত্যকি ভারসাধন উত্তম শরাসন আকর্ষণ করিয়া বিপক্ষদলের প্রতি আশীবিষোপম পুঙ্খসংযুক্ত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সংগ্রামে তাঁহার প্রকাশ্য রূপে বিচিত্র হস্তলাঘব লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি এই রূপে লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক চাপ বিক্ষেপন ও শরজাল বর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার অন্য ধনুগ্রহণ এবং শরসন্ধান করত শত্রুগণকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভয়ঙ্কর রূপ বারিধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে সৈন্য সংহার করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি অযুত রথী প্রেরণ করিলে, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সত্যবিক্রম বীর্য্যবান্ সাত্যকি দিব্যাস্ত্র দ্বারা সেই সমুদায় মহাধনুর্দ্ধর রথিগণকে নিপাতিত করিলেন।

মহাবীর সাত্যকি এইরূপ দারুণ কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক গৃহীতশরাসন হইয়া সংগ্রামে ভূরিশ্রবার সহিত সমবেত হইলেন। কুরুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধনশীল মহাবাহু ভূরিশ্রবা যুযুধান কর্ত্তৃক কৌরবসেনা নিপাতিত হইতে দেখিয়া, রোষকষায়িতলোচনে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ইন্দ্রায়ুধসন্নিভ সুমহৎ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক আশীবিষোপম বজ্রসদৃশ অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকির পদাতিগণ সেই প্রাণান্তকর শর পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন যুযুধানের মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ দশ পুত্র তাঁহারে নিঃসহায় দর্শনে বিচিত্র বর্ম্ম আয়ুধ ও ধ্বজসমূহে পরিমণ্ডিত হইয়া মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কৌরবদায়াদ! আইস, তুমি আমাদিগের সকলের সহিত অথবা প্রত্যেকের সহিত পৃথক্ রূপে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ কর। আজি হয় তুমি সংগ্রামে আমাদিগকে নিপাতিত করিয়া যশোলাভ করিবে, না হয় আমরা তোমাকে সমরশায়ী করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিব।

মহাবলশালী শ্লাঘাপরতন্ত্র মহারাজ ভূরিশ্রবা যুযুধানের পুত্রগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া, তাঁহাদিগকে সম্মুখীন দর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তোমাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিলাম। তোমরা সকলেই সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও; আমি তোমাদিগকে সমরে নিপাতিত করিব। ভূরিশ্রবা এইরূপ কহিলে, যুযুধানের ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ক্ষিপ্রহস্ত বীর পুত্রগণ প্রবলবেগে তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অপরাহ্ণ সময়ে সে একমাত্র ভূরিশ্রবার সহিত ঐ সমবেত বীরগণের তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। প্রাবৃট্‌কালে জলদ জাল যেরূপ মহাশৈলে বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই বীরগণ একমাত্র রথিপ্রধান ভূরিশ্রবাকে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহারথ ভূরিশ্রবাও ঐ বীরগণ কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত যমদণ্ড সদৃশ ও বজ্রের ন্যায় শব্দায়মান বাণসমূহ সমীপস্থ না হইতে হইতেই তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বীরগণ মহাবাহু ভূরিশ্রবার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণনাশে সমুদ্যত হইলে, মহাবীর ভূরিশ্রবা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিবিধ শরনিকরে তাঁহাদিগের কার্ম্মুক সমুদায় ছেদন করত তাঁহাদিগকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। তখন তাঁহারা তদীয় শরাঘাতে নিহত হইয়া বজ্রভগ্ন দ্রুমের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইলেন।

বৃষ্ণিবংশসম্ভূত মহাবীর সাত্যকি এইরূপে মহাবল পুত্রগণকে সংগ্রামে নিহত দর্শন করিয়া গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক ভূরিশ্রবার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সেই সমবেত মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ বীরদ্বয় সংগ্রামে রথ দ্বারা রথ চূর্ণীকৃত ও রথাশ্ব সমুদায় নিপাতিত করিয়া সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করত পরস্পরের আক্রমণে প্রবৃত্ত

হইলে, সমরক্ষেত্রে তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত হইল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ত্বরান্বিত হইয়া খড়্গচর্ম্মধারী সাত্যকিকে স্বীয় রথে এবং দুর্য্যোধনও সমুদায় ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে ভূরিশ্রবাকে অতি শীঘ্র আত্মরথে আরোপিত করিলেন।

হে মহারাজ! এই সংগ্রামে পাণ্ডবগণ ক্রোধপূর্ণ হইয়া মহারথ ভীষ্মের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভগবান্ ভাস্করের প্রভা লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ত্বরান্বিত হইয়া বিপক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র মহারথির জীবন নাশ করিলেন। ঐ বীরগণ মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রাণহরণার্থ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা পার্থ সমীপে সমাগত হইবামাত্র পাবকে নিপতিত শলভবৃন্দের ন্যায় বিনষ্ট হইলেন। তখন সমরবিশারদ মৎস্য ও কেকয়গণ পুত্রসমন্বিত মহারথ পার্থকে পরিবেষ্টন করিলেন। এই সময়ে ভগবান মরীচিমালী অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলে, সৈন্যগণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া ভ্রান্ত হইতে লাগিল। তখন দেবব্রত মহাত্মা ভীষ্ম যুদ্ধে অবহার করিলেন। এই সময়ে কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় শ্রান্তবাহন যাবতীয় সৈন্য পরস্পর সমবেত হইয়া স্বীয় স্বীয় শিবিরে প্রতি গমন করিল এবং সৃঞ্জয়, পাণ্ডব ও কৌরবগণও স্ব স্ব শিবিরে সমাগত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৫।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত হইলে বিশ্রামাবসানে পাণ্ডব ও কৌরবগণ সুসজ্জিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তখন উভয়পক্ষীয় যোজিত রথ, সুসজ্জিত হস্তী, বর্ম্মধারী পদাতি ও অশ্বসমূহের তুমুল শব্দ সমুত্থিত এবং চতুর্দ্দিকে শঙ্খ দুন্দুভি সমুদায় নিনাদিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে শত্রুতাপন মকরব্যূহ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলে, তিনি রথিগণকে তৎসম্পাদনে নিযুক্ত করিলেন। তখন মহারাজ দ্রুপদ ও মহাবীর ধনঞ্জয় এই ব্যূহের মুখ, মহারথ সহদেব ও নকুল ইহার নেত্রদ্বয় এবং মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ইহার তুণ্ড স্বরূপ হইলেন। সৌভদ্র, দ্রৌপদেয়গণ, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্যূহ গ্রীবায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিরাট এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে উঁহার পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত রহিলেন। কৈকেয় পঞ্চভ্রাতা কর্ত্তৃক উঁহার দক্ষিণ পক্ষ এবং ভূপতি ধৃষ্টকেতু ও বীর্য্যবান চেকিতান কর্ত্তৃক উঁহার বামপক্ষ রক্ষিত হইতে লাগিল। মহারথ শ্রীমান কুন্তিভোজ ও শতানীক মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া উঁহার পাদদ্বয় রক্ষা করিতে লাগিলেন। সোমকগণ পরিবেষ্টিত মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী ও মহাবল পরাক্রান্ত ইরাবান উঁহার পুচ্ছদেশ অবলম্বন করিলেন। সূর্য্যোদয় সময়ে পাণ্ডবগণ এইরূপে মকর নামক মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রভূত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমভিব্যাহারে অসংখ্য সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ, ছত্র ও শাণিত বিমল শস্ত্র সমুদায় লইয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামার্থ কৌরবগণের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন।

হে রাজন্! মহাবীর ভীষ্মদেব পাণ্ডবসৈন্যগণকে এইরূপে ব্যূহিত দেখিয়া সমুদায় কৌরবসৈন্যগণকে ক্রৌঞ্চব্যূহে ব্যূহিত করিলেন। তখন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য এই ব্যূহের তুণ্ডে, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য উঁহার নেত্রদ্বয়ে, মহাবীর কৃতবর্ম্মা কাম্বোজ ও বাহ্লিকগণে পরিবৃত হইয়া উঁহার শিরোভাগে, মহারাজ দুর্য্যোধন এবং শূরসেন অসংখ্য ভূপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রীবাদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত মদ্র, সৌবীর ও কেকয়দেশীয় বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে উঁহার বক্ষঃস্থলে, প্রস্থলের অধিপতি সুষেণ স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া উঁহার বামপক্ষে, তুষার, যবন, শক ও চূলিকগণ উঁহার দক্ষিণপক্ষে এবং শ্রুতায়ু শতায়ু ও সৌমদত্তি পরস্পরকে রক্ষা করত উঁহার জঘনদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তখন হস্তিগণ রথিগণের প্রতি, রথিগণ হস্তিগণের প্রতি, অশ্ব সমুদায় অশ্বারোহীদিগের প্রতি, অশ্বারোহিগণ রথী, অশ্ব ও হস্তিগণের প্রতি, রথিগণ হস্ত্যারোহিগণের প্রতি ও হস্ত্যারোহিগণ অশ্বারোহিগণের প্রতি ধাবমান হইল। পত্তিগণের সহিত রথী ও অশ্বারোহিগণ পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। পাণ্ডবীয় সেনা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও অন্যান্য মহারথগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া নক্ষত্রমণ্ডলমণ্ডিত শর্ব্বরীর ন্যায় শোভমান হইল। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ, শল্য এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি ীর কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া গ্রহগণ বেষ্টিত নভোমণ্ডলের ন্যায় সুশো-

ডিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবলপরাক্রম ভীমসেন সমরে আচার্য্য দ্রোণকে দর্শন করত বেগবান অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন মহাত্মা দ্রোণও ক্রোধাসক্ত হইয়া নয় শর দ্বারা ভীমসেনের মর্ম্ম লক্ষ্য করত নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে ভীমসেন সাতিশয় আহত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার সারথিকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং অশ্বগণকে ধারণ পূর্ব্বক অনল যেরূপ তুলরাশি দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিধন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এইরূপে ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সৃঞ্জয়গণ কেকয়গণের সহিত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কৌরবসৈন্যগণও ভীমার্জ্জুন শরে পরিরক্ষিত হইয়া মদমত্ত বারাঙ্গনার ন্যায় বিমুগ্ধ হইতে লাগিল। এই প্রকারে সেই উভয়পক্ষীয় সেনা ক্ষত বিক্ষত হইল এবং উভয়পক্ষেরই তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। আমরা একস্থানগত সেই পক্ষদ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম দর্শনে সকলে বিস্মিত হইয়াছিলাম। হে বিশাম্পতে! এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের প্রতি অস্ত্র সন্ধান করত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৬।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমাদিগের সৈন্য অসংখ্য এবং ব্যূহও যথাশাস্ত্র নির্ম্মিত সুতরাং উহা অমোঘ। আমাদিগের সৈন্যগণ প্রগল্ভ আমাদিগের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত, ব্যসনশূন্য ও দৃঢ়বিক্রম। উহারা অতিবৃদ্ধ বা বালক নহে এবং কৃশ বা অতিস্থূল নহে। তাহারা দৃঢ়শরীর, বর্ম্মযুক্ত, বহুশস্ত্রবিশারদ; অসিযুদ্ধে, বাহুযুদ্ধে ও গদাযুদ্ধে পারদর্শী; প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি এবং মুষলে সুশিক্ষিত; অস্ত্রগ্রহণে সুনিপুণ এবং আরোহণ, অবরোহণ, সরণ, বিরলপ্লুত, সম্যক্প্রহার, যান ও ব্যবধানে সবিশেষ দক্ষ। আমরা উহাদিগের নাগ, অশ্ব ও রথ গমনের পরীক্ষা করিয়াই বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছি। উহারা গোষ্ঠী, উপকার, সম্বন্ধ, সৌহার্দ্দ বা কুলমর্য্যাদার নিমিত্ত নিযুক্ত হয় নাই। উহারা সকলেই আর্য্যবংশোদ্ভব ও সমৃদ্ধ, উহাদিগের বান্ধবগণ সতত পরিতৃপ্ত সংকৃত হইয়া থাকে। উহারা সাতিশয় উপকারপরায়ণ,

যশস্বী, মনস্বী, মুখ্যকর্ম্মানুষ্ঠাতা, স্বরান্বিত লোকপালের ন্যায় লোকবিক্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিপালিত এবং সর্ব্ব লোকসম্মত। ইহারা স্বেচ্ছানুসারে আমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছে ও অনুচর ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। ঐ পূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য, রথ ও রাজমাতঙ্গ সদৃশ মাতঙ্গগণে পরিবৃত; গদা, শক্তি, প্রাস প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও ধাবমান বাহনগণে পরিব্যাপ্ত; বিবিধ ধ্বজ, ভূষণ ও রত্নরাজি দ্বারা সুশোভিত। সাগরের ন্যায় গর্জ্জনশীল ও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, বাহ্লিক প্রভৃতি মহাত্মা বলবান্ বীরগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত।

হে সঞ্জয়! আমাদিগের পক্ষ সৈন্য সমুদায় এরূপ হইয়াও যে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল, ইহা কেবল আমার জন্মান্তরীণ অদৃষ্টের ফল, সন্দেহ নাই। কি ঋষিগণ, কি মানবগণ, কেহই এরূপ যুদ্ধ কখন দর্শন করেন নাই। আমাদিগের এরূপ বল সমূহ যে অনায়াসে নিহত হইতেছে, অদৃষ্টই ইহার কারণ বলিতে হইবে। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমার সমস্তই বিপরীত বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। মহানুভব বিদুর পূর্ব্বে আমাকে এই বিপদের কথা কহিয়াছিলেন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহার বাক্যে কর্ণপাত করে নাই। সেই সর্ব্বজ্ঞ ক্ষত্তা পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সমস্ত সংঘটিত হইতেছে; অথবা বিধিনির্ব্বন্ধ কদাচ অন্যথা হইবার নহে।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৭।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আত্মদোষেই এই ব্যসনে নিপতিত হইয়াছেন। আপনি যে সমস্ত ধর্ম্মসঙ্কর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে পারে নাই। হে বিশাম্পতে! পূর্ব্বে আপনার দোষেই দ্যূতক্রীড়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং আপনার দোষেই পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। অতএব অদ্য আপনি সেই পাপের ফল ভোগ করুন। লোক সকল স্বকৃত কর্ম্মের ফল ইহ কালেই হউক আর পরকালেই হউক অবশ্যই তাহা ভোগ করিয়া থাকে। হে রাজন্! আপনি সুস্থির হইয়া এই ঘোর ব্যসনের বিষয় শ্রবণ করুন। মহাবল পরাক্রমশালী ভীমসেন শাণিত সায়ক সমূহ দ্বারা ভীষ্ম পরি-

পালিত মহাসৈন্য ভেদ করত তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুঃশাসন, দুর্ব্বিসহ, দুঃসহ, দুর্ম্মদ, জয়, জয়ৎসেন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুমিত্র, সুবর্ম্মা, দুষ্কর্ণ এবং কর্ণ প্রভৃতি মহারথ দুর্য্যোধনের অনুজগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ ভীমসেনকে অবলোকন পূর্ব্বক পরস্পর কহিতে লাগিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমরা সকলে উহাকে সংহার করিব। দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ এইরূপ স্থির করত তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলে মহাবীর ভীমসেন প্রলয়কালীন ক্রূর মহাগ্রহপরিবৃত দিবাকরের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। ঐ মহাবীর ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেবাসুর সংগ্রামে দানবগণের সম্মুখবর্ত্তী মহেন্দ্রের ন্যায় নির্ভয়হৃদয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তখন সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ সহস্র সহস্র রথী মহাস্ত্র সকল সমুদ্যত করিয়া তাঁহাকে আবৃত করিলে, ভীমসেন মহারাজের পুত্রগণকে লক্ষ্য না করিয়া কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রগণ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তত্রস্থ সকল যোদ্ধাগণকে সংহার করিবার বাসনায় গদাহস্তে রথ অবতরণ পূর্ব্বক কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে মহাবীর ভীমসেন কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া সৌবলসমীপে গমন করিলেন, এবং আপনার পক্ষীয় মহতীসেনা নিবারণ পূর্ব্বক ভীমসেনের শূন্য রথ সমীপে গমন ও তদীয় সারথি বিশোককে অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধভরে বাষ্পপূর্ণনয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত কহিলেন, হে সারথে! আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ভীমসেন কোথায়? তখন বিশোক কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, মহাভাগ! মহাবল পাণ্ডব ভীমসেন আমাকে এই স্থানে রাখিয়া একাকী ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যসাগরে অবগাহন করিয়াছেন। হে পুরুষব্যাঘ্র! তিনি গমন সময়ে প্রীতিসহকারে আমারে কহিয়াছেন, হে সূত! কৌরবগণ আমাকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছে, অতএব আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিহত করিয়া প্রত্যাগত না হই, তুমি তাবৎ অশ্বগণকে স্থগিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল এই স্থানে অবস্থিতি কর। তিনি আমাকে এই কথা বলিয়া গদা গ্রহণ করত কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং কৌরব সৈন্যগণ তাঁহাকে দেখিয়া মহাকোলাহল আরম্ভ করিল। হে রাজন্! সেই তুমুল যুদ্ধে মহাবীর ভীমসেন কৌরবগণের মহাব্যূহ ভেদ করত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসারথি বিশোকের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, হে সূত! পাণ্ডবগণের স্নেহ ও ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন কি? যদি আমি ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া যাই তাহা হইলে, ক্ষত্রিয়গণ আমারে কি বলিবেন? যে ব্যক্তি আপনার সহায়কে পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমঙ্গল বিধান করেন। মহাবল ভীমসেন আমার সম্বন্ধী, সখা ও আমার নিতান্ত ভক্ত এবং আমিও সেই অরিনিসূদন ভীমসেনের একান্ত অনুগত। যাহা হউক, এক্ষণে সেই ভীমসেন যে স্থানে গমন করিয়াছেন, আমিও তথায় গমন করিব। হে সূত! যেমন দেবরাজ ইন্দ্র দানবদিগকে নিহত করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও তোমার সমক্ষে শত্রুগণকে নিহত করিতেছি অবলোকন কর।

হে রাজন্! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কথা বলিয়া ভীমসেন গদা দ্বারা গজগণকে প্রমথিত করত যে পথে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে শত্রু সৈন্য মধ্যে তাঁহার সমীপে গমন করিলেন, এবং তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, মহাবীর ভীমসেন সৈন্যগণকে সংহার পূর্ব্বক সমস্ত নরপতিগণকে মহীরুহের ন্যায় ভগ্ন করিতেছেন। এ দিকে রথী, অশ্বারোহী পদাতি ও মাতঙ্গ সকল চিত্রযোধী ভীমসেনের ভয়ঙ্কর আঘাতে অতিশয় নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তস্বরে মহাচীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে কৌরবসৈন্য মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ বীরগণ ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া নির্ভয়চিত্তে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে সমুদায় সৈন্য একত্রিত হইয়া অস্ত্রবিশারদ মহাবীর ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া, মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই শরবিক্ষতাঙ্গ, পদাতি, ক্রোধবিষবমনকারী ও প্রলয়কালে গদাহস্ত অন্তকসদৃশ ভীমসেনকে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোপিত করত সত্বর শল্যবিহীন করিয়া বিপক্ষগণ সমক্ষে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সহসা সেই সমরক্ষেত্রে স্বীয় ভ্রাতৃগণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে কৌরবগণ! এই দুরাত্মা দ্রুপদতনয় ভীমসেনের সহিত সমরভূমিতে সমুপস্থিত হইয়াছে, চল, এক্ষণে আমারা গমন করিয়া তাহারে সংহার করি।

হে রাজন্! আপনার পুত্রগণ জ্যেষ্ঠের আদেশ শ্রবণ করিয়া ক্ষণ

বিলম্ব ব্যতিরেকে দ্রুপদপুত্রকে সংহার করিবার নিমিত্ত বিচিত্র চাপ-গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যানির্ঘোষে পৃথিবী কম্পিত করত যুগক্ষয় কালীন কেতু-গণের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগে তাহার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং অম্বুদ যেরূপ ভূধরে বারিজাল বর্ষণ করে, তদ্রূপ দ্রুপদতনয়ের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চিত্রযোধী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সুতীক্ষ্ণ শর নিকর দ্বারা তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না বরং তাঁহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত মহেন্দ্র যেরূপ দৈত্যগণের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনার পুত্রগণের প্রতি সম্মোহন অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাহারা দ্রুপদতনয়ের সম্মোহন শর প্রভাবে কাল-প্রাপ্তের ন্যায় মোহের বশীভূত ও সংজ্ঞাবিহীন হইতে লাগিল। অন্যান্য কৌরবগণ তদ্দর্শনে রথ, অশ্ব ও হস্তী সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে রাজন্! এই সময়ে শস্ত্রবিশরাদ দ্রোণ অতি দারুণ তিন শর দ্বারা দ্রুপদকে বিদ্ধ করিলেন, তখন দ্রুপদরাজ দ্রোণশরে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া পূর্ব্ব বৈর স্মরণ পূর্ব্বক রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। তখন মহাপ্রতাপশালী দ্রোণ দ্রুপদকে পরাতিজ করত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সোমকগণ সাতিশয় বিত্রাসিত হইল। অনন্তর অমিততেজা আচার্য্য দ্রোণ শ্রবণ করিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রমোহনাস্ত্র দ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ বিমোহিত হইয়াছেন, তখন তিনি ত্বরিত গমনে তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন সেই মহারণে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন বিচরণ করিতেছেন, এবং আপনার তনয়গণ মোহাবিষ্ট হইয়া পতিত রহিয়াছেন; তদনন্তর তিনি প্রজ্ঞাস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা মোহনাস্ত্রের শমতা করিলেন। তখন তাঁহারা চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রাজন্! তদনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যগণকে আহ্বান করত কহিলেন, হে সৈন্যকগণ! তোমরা শীঘ্র ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে গমন কর এবং সৌভদ্র প্রভৃতি দ্বাদশ বীর উহার সম্বাদ আনয়ন করুন; ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংবাদ অবগত না হইয়া আমার মনস্থির হইতেছে না। তখন মহাবল বিক্রান্ত যোধগণ যুধিষ্ঠিরের আদেশে সম্রান্ত হইয়া মধ্যাহ্নকালে যুদ্ধার্থ গমন করিতে লাগিলেন। মহতী সেনা পরিবৃত হইয়া সমুদায় কৈকেয়গণ, দ্রৌপদী পুত্রগণ ও মহাবীর ধৃষ্টকেতু অভিমন্যুকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সূচীমুখ ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কৌরবগণের রথ সৈন্য ভেদ

করিতে লাগিলেন। ভীমসেন ভয়াবিষ্ট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন শর বিমোহিত আপনার সৈন্যগণ সেই অভিমন্যুপ্রমুখ বীরগণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পথিস্থিত প্রমদার ন্যায় মূর্চ্ছাপন্ন হইল।

অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ সুবর্ণ নির্ম্মিত ধ্বজ সমুচ্ছিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেনের নিকট ধাবমান হইলেন, তৎকালে তাঁহারা শক্রসৈন্য ক্ষয় করিতেছিলেন। অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণকে দেখিয়া তাঁহারা সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা দ্রোণাচার্য্যকে আগমন করিতে দেখিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রতনয়গণকে বিনাশ করিতে বিরত হইলেন এবং ভীমসেনকে শীঘ্র কেকয়রাজের রথে আরোপিত করত স্বয়ং ক্রোধভরে দ্রোণের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। শক্রনিস্থদন দ্রুপদতনয়কে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধভরে ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করত তাঁহার প্রতি শত শত শর নিক্ষেপ করিলেন। পরবীরঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্ষণকালমধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হেমপুঙ্খ নিশিত সপ্ততি সায়কে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ পুনরায় দ্রুপদতনয়ের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক শরচতুষ্টয়ে তদীয় অশ্ব চতুষ্টয় ও নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা সারথিকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে সত্বর অবরোহণ করিয়া অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে পাণ্ডবসৈন্যগণ দ্রোণশরে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীম ও দ্রুপদতনয়ের সমক্ষেই কম্পিত হইতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীরগণ সেই অমিততেজা দ্রোণ কর্ত্তৃক প্রভগ্ন সৈন্যগণকে কোনরূপেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। উহারা দ্রোণশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ক্ষোভমান অর্ণবের ন্যায় সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। হে রাজন! কৌরবসৈন্যগণ পাণ্ডবসৈন্যগণের সেইরূপ অবস্থা অবলোকন ও ক্রোধ হুতাশন দ্বারা আচার্য্য দ্রোণকে রিপুবাহিনী দগ্ধ করিতে দেখিয়া সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়। ৮৭।

হে রাজন্! তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বিগতমোহ হইয়া ভীমসেনের প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, আপনার তনয়গণ সকলে মিলিত

হইয়া ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে মহাবল ভীমসেন পুনরায় স্বীয় রথ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর লোকক্ষয়কারক বিচিত্র দৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নিশিত শর দ্বারা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ভীমসেনের মর্ম্মে আঘাত করিলেন। এই প্রকারে ভীমসেন দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক সাতিশয় আহত হইয়া ক্রোধপূর্ণলোচনে মহাবেগে স্বীয় শরাসন গ্রহণ করত তিন শর দ্বারা তাঁহার বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধন ভীমশরে সাতিশয় আহত হইয়াও অচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনের অনুজগণ ভীম ও দুর্য্যোধনকে পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া আপনাদিগের পূর্ব্ব মন্ত্রণা স্মরণ করত ভীমসেনকে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে অবরোধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ভীমসেন সেই সমস্ত বীরগণকে সমাগত দেখিয়া গজগণের প্রতি ধাবমান মহাগজের ন্যায় তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং রোষপরবশ হইয়া নারাচ দ্বারা চিত্রসেনকে বিদ্ধ করত স্বর্ণ পুঙ্খ বহু শর দ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির প্রেরিত ভীমসেনের অনুগামী অভিমন্যু প্রমুখ দ্বাদশ মহারথ স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

হে রাজন্! আপনার পুত্রগণ সেই সূর্য্যানলসন্নিভ তেজস্বী স্বর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল রথস্থ বীরগণকে অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তাহারা যে জীবন লইয়া পলায়ন করিল ইহাও ভীমসেনের নিতান্ত অসহ্য হইয়াছিল।

একাশীতিতম অধ্যায়। ৮১।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন সমভিব্যাহারে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমীপবর্ত্তী হইয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধনপ্রমুখ বীরগণ আপনার সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত শরাসন গ্রহণ ও মারুত বেগগামী অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সন্নিধানে

উপনীত হইলেন। হে রাজন্! ঐ দিবস অপরাহ্লে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের ঘোরসংগ্রাম আরম্ভ হইল, মহাবীর অভিমন্যু বিকর্ণের অশ্ব সকল বিনষ্ট করিয়া তাঁহার প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিকর্ণ অশ্ববিহীন রথ পরিত্যাগ করিয়া চিত্রসেনের বিচিত্র রথে আরোহণ করিলেন। এই প্রকারে তাহার ভ্রাতৃদ্বয় এক রথে আরোহণ করিলে, মহাবীর অভিমন্যু তাহাদিগের উভয়কেই শরজালে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দুর্জ্জয় ও বিকর্ণ লৌহময় পঞ্চ বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন, কিন্তু সুমেরু সদৃশ মহাবীর অভিমন্যু তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

এদিকে মহাবল পরাক্রান্ত দুঃশাসন কেকয় দেশীয় পঞ্চভ্রাতার সহিত অদ্ভুত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং দ্রৌপদীতনয়গণ সক্রোধচিত্তে দুর্য্যোধনের প্রতি তিন তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। দুর্য্যোধনও তাঁহাদের প্রত্যেককে সুশাণিত শরসমূহে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, ঐ মহাবীর দ্রৌপদীপুত্রগণের শরসমূহে ছিন্ন ভিন্ন ও রুধিরাক্তদেহ হইয়া গৈরিক ধাতুবিমিশ্রিত প্রস্রবণযুক্ত পর্ব্বতের শোভা ধারণ করিলেন।

এ দিকে পশুপালক যেমন পশুসমূহকে তাড়িত করে, তদ্রূপ মহাবল ভীষ্ম পাণ্ডবীয় সৈন্যগণকে তাড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন দক্ষিণদিকের সৈন্য হইতে অরিমর্দ্দক পার্থের গাণ্ডীব নির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে সহস্র সহস্র কবন্ধ উত্থিত হইল। যোদ্ধৃবর্গ রথরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া সংগ্রাম নিহত নর, করী ও অশ্বসমূহের রুধির জলে পরিপূর্ণ, শরসমূহরূপ আবর্ত্তে আকুল, মাতঙ্গরূপ দ্বীপে পরিব্যাপ্ত ও অশ্ব রূপ উর্ম্মিমালা দ্বারা তরঙ্গিত সেই দুস্পার সৈন্যসাগর পার হইতে লাগিলেন। ঐ সংগ্রামে সহস্র সহস্র মহাবীরগণ ছিন্নহস্ত, ছিন্নগাত্র ও কবচবিহীন হইয়া ধরাতলে নিপাতিত রহিয়াছেন, দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। শোণিতপরিপ্লুত মত্ত-নিহত মাতঙ্গগণ নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু ঐ ঘোরসংগ্রামে কি কৌরব, কি পাণ্ডব, কোন পক্ষের যোদ্ধাই পরাঙ্মুখ হন নাই। হে রাজন্! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধে জয় ও যশো লাভবাসনায় পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অশীতিতম অধ্যায়। ৮০।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সকল ভুবন প্রকাশক দিবাকর লোহিত প্রভাধারণ করিলে, সংগ্রাম গমনোৎসুক রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে সংহার করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ভীমসেন সেই পরম বৈরী দুর্য্যোধনকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, গান্ধারিতনয়! অদ্য আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত সময় উপস্থিত, অতএব যদি তুমি সমর পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে অদ্য তোমাকে নিশ্চয় বধ করিয়া জননী কুন্তীর ক্লেশ, আমাদিগের বনবাসজনিত কষ্ট সমুদয় এবং দ্রৌপদীর চিরসঞ্চিত মনস্তাপ অপনীত করিব। তুমি পূর্ব্বে মাৎসর্য্যের বশীভূত হইয়া পাণ্ডবগণকে যে অবমাননা করিয়াছিলে, তোমার সেই পাপের ফলে এই ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। কর্ণ ও শকুনির মন্ত্রণানুসারে যে পাণ্ডবগণের প্রতি যথেচ্ছাচার ব্যবহার করিয়াছিলে। কৃষ্ণ সন্ধি প্রার্থনায় তোমাদিগের নিকট গমন করিলে, তাঁহার যে অবমাননা করিয়াছিলে এবং তুমি আহ্লাদসহকারে উলূকের দ্বারা আমাদিগের প্রতি যে সমস্ত কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলে, অদ্য আমি তোমাকে তোমার বন্ধু বান্ধব ও অনুগত ব্যক্তির সহিত সংহার করিয়া তোমার সেই পূর্ব্বকৃত পাতকের শাস্তি করিব।

হে রাজন্! ভীমসেন এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর ধনু আকর্ষণ করত বারম্বার উদ্‌ভ্রামণ করত বজ্রের ন্যায়, প্রভাসম্পন্ন অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত ষটত্রিংশ শর তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর দুই শরে তাঁহার কার্ম্মুক ও দুই শর দ্বারা তদীয় সারথিকে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে তাঁহার বেগবান্ অশ্ব চতুষ্টয়কে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর দুই শর আকর্ষণ করত তদ্দ্বারা তাঁহার রথ হইতে ছত্রচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং তিন শরে তাঁহার উৎকৃষ্ট রথ ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন। যেরূপ মেঘ হইতে বিদ্যুৎনিঃসৃত হয়, তদ্রূপ তাঁহার রথ হইতে বিবিধ রত্নবিভূষিত পরমাস্ত্রসম্পন্ন ধ্বজ ছিন্ন হইয়া পড়িল। সমস্ত পার্থিবগণ কুরুরাজের সেই সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মণিময় সমুজ্জ্বল ছিন্ন নাগ ধ্বজ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ ভীমসেন যেন হাসিতে হাসিতে তোত্র দ্বারা মহাগজ হননের ন্যায় দশবাণে কুরুরাজকে আহত করিলেন। পরে মহারথ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ প্রধান প্রধান বীরগণের সহিত

দুর্য্যোধনের পার্ষ্ণি রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথ কৃপাচার্য্য ক্রোধপরায়ণ রাজা দুর্য্যোধনকে ভীমসেনশরে অতিশয় বিদ্ধ ও ব্যথিত দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন রথোপস্থে নিষণ্ণ হইলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভীমসেনকে সংহার করিবার বাসনায় সহস্র সহস্র রথ দ্বারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। পরে ধৃষ্টকেতু, মহাবীর্য্য অভিমন্যু, কৈকেয়গণ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, আপনার পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা অভিমন্যু বিচিত্র কার্ম্মুকবিনির্ম্মুক্ত বজ্র ও মৃত্যু সদৃশ সন্নত পর্ব্ব সুশাণিত পাঁচ পাঁচ বাণ দ্বারা তাঁহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে অসহিষ্ণু হইয়া মেঘ যেরূপ পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, সেইরূপ অভিমন্যুর প্রতি তীক্ষ্ণ সায়ক সমুদয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমরবিশারদ অভিমন্যু তাঁহাদিগের শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দেবাসুরযুদ্ধে দেবরাজ যেরূপ অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহাদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। রথিপ্রধান মহাবীর্য্যশালী অভিমন্যু যেন নৃত্য করিতে করিতে বিকর্ণের প্রতি ভুজঙ্গোপম চতুর্দ্দশ ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া তদীয় রথধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর তিনি তীক্ষ্ণাগ্র বাণ সকল তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত কঙ্কপত্রযুক্ত সায়ক ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় বিকর্ণের শরীর ভেদ করিয়া ভূমিতে প্রবিষ্ট হইল। তখন হেমপুঙ্খ সেই সমস্ত বিকর্ণ রুধিরে লিপ্ত হইয়া যেন ভূতলে রুধির বমন করিতে লাগিল। বিকর্ণের সহোদরগণ তাঁহাকে শস্ত্রক্ষত দেখিয়া অভিমন্যু প্রভৃতি রথিগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে তাঁহাদিগের ঘোরতর সমর উপস্থিত হইল। সমরবিশারদ উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। দুর্ম্মুখ পঞ্চ শর দ্বারা শ্রুতকর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া একশর দ্বারা উহার রথধ্বজ ও সপ্ত শর দ্বারা সারথিকে ছেদন করিলেন। পরে জাম্বুনদবিভূষিত বায়ুবেগগামী ছয় বাণ দ্বারা অশ্বগণকে নিহত করিলেন। তখন মহারথ শ্রুতকর্ম্মা অশ্বশূন্য রথে অবস্থিতি করত ক্রোধভরে দুর্ম্মুখের উপর প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই তেজস্বিনী শক্তি যশস্বী দুর্ম্মুখের বর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক তাহার শরীর বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তদনন্তর মহাবল সুতসোম তাঁহাকে বিরথ দর্শন করিয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতে তাহাকে স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন।

মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি জয়ৎসেনকে সংহার করিবার নিমিত্ত তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি ধনু উদ্যত করিয়া বাণ বর্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে আপনার পুত্র জয়ৎসেন সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাহার চাপ ছেদন করিলেন। পরে শতানীক সহোদরকে ছিন্ন কার্ম্মুক দেখিয়া সিংহের ন্যায় নিনাদ করত তাহাকে আক্রমণ করিলেন। শতানীক সময়ে দৃঢ় ধনু বিস্ফারিত করিয়া দশ শরে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সর্ব্ব প্রকার আবরণভেদী অন্য সুতীক্ষ্ণ শর গ্রহণ পূর্ব্বক জয়ৎসেনের হৃদয়ে আঘাত করিলেন। এই প্রকারে নকুলতনয় শতানীক জয়ৎসেনকে প্রহার করিলে, দুষ্কর্ণ ক্রোধাসক্ত হইয়া জয়ৎসেনের সমক্ষে শতানীকের সশর চাপছেদন করিলেন। অনন্তর মহাবল শতানীক ভারসহ অন্য উৎকৃষ্ট ধনু গ্রহণ করিয়া দুষ্কর্ণকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া আমন্ত্রণ করত তাহার প্রতি ক্রুদ্ধভুজঙ্গমবৎ সায়ক সমস্ত বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং এক শর দ্বারা দুষ্কর্ণের ধনুক ও দুই বাণে সারথিকে ছেদন করিয়া সত্বরে বহু সায়ক দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন, পরে নিশিত দ্বাদশ শর দ্বারা তদীয় মনোবেগগামী অশ্বগণকে নিহত করিলেন। অনন্তর অপর এক ভল্ল দ্বারা দুষ্কর্ণের হৃদয় বিদ্ধ করিলে, দুষ্কর্ণ তাহার আঘাতে বজ্রাহত মহীরুহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

হে রাজন্! দুষ্কর্ণকে নিহত দেখিয়া দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জয়, দুর্ম্মর্ষণ, শত্রুঞ্জয় ও শত্রুসহ আপনার এই পাঁচ পুত্র শতানীকের নিধনার্থ শরজাল বর্ষণ করত তাহার সন্নিধানে সমাগত হইলেন। সেই সময় কেকয় দেশীয় পঞ্চভ্রাতা সেই পঞ্চ মহাবীরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে তাহারা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিচিত্র কবচ ও কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন। পরে বিচিত্র ভূষণে বিভূষিত অশ্বসমূহে যোজিত ও নানাবর্ণ পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহা গজসমূহ কর্ত্তৃক মহাগজ আক্রমণের ন্যায় কেকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতাকে আক্রমণ করত সিংহ যেমন বনে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ঐ পঞ্চ মহারথ অরিসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন অতি তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। রথে রথে ও গজে গজে মহাসংঘর্ষণ হইয়া উঠিল, তখন ভগবান সহস্রদীধিতি অস্তগিরি শিখরে গমন করিলেন। রথী ও সাদিগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ক্রোধে অধীর হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরসমূহে কেকয়

ও পাঞ্চাল সেনাদিগকে নিধন পূর্ব্বক স্বকীয় সৈন্যদিগের অবহার করিয়া শিবিরে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ধৃষ্টদ্যুম্ন বৃকোদরকে সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের শিরোদেশ আঘ্রাণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

একাশীতিতম অধ্যায়। ৮১।

হে রাজন্! তৎপরে মহাবলশালী পরস্পর কৃতাপরাধ বীরগণ রুধিরাক্তদেহে বিশ্রামার্থ স্ব স্ব শিবিরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তাহারা পরস্পর যথাবিধি সৎকার পূর্ব্বক যুদ্ধাভিলাষে পুনরায় কবচ গ্রহণ করিলেন, রুধিরাক্ত দেহ মহারাজ দুর্য্যোধন চিন্তান্বিত হইয়া বিশ্বস্ত চিত্তে পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ! পাণ্ডবীয় রথিগণ আমাদের ধ্বজদণ্ডধারী ভয়ানক বিপুল সৈন্যগণকে বিদারিত, নিপীড়িত, নিহত ও বিমোহিত করিয়া মহতীকীর্ত্তি লাভ করিয়াছে। আমি বজ্রসদৃশ দুর্ভেদ্য মকর ব্যূহে প্রবিষ্ট হইয়াও বৃকোদর কর্ত্তৃক শমনদণ্ডের ন্যায় ভয়াবহ শরনিকরে তাড়িত এবং তাহাকে ক্রুদ্ধ দর্শনে ভয়ে সাতিশয় অভিভূত হইয়াছিলাম। এখনও শান্তি লাভে সমর্থ হইতেছি না, কিন্তু আপনাব প্রসাদে জয়লাভ ও পাণ্ডবগণকে সংহার করিতে অভিলাষ করিতেছি।

সেই সময় মহাত্মা ভীষ্ম মহারাজ দুর্য্যোধনকে জাতমন্যু জানিয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, হে রাজন্! আমি যত্নসহকারে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে বিজয় ও সুখ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমি তোমার কার্য্য-সাধনে সম্পূর্ণ রূপে যত্নশীল হইব। যে সকল যশস্বী মহারথ বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডবদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন; তাঁহারা বিগতশ্রম হইয়া ক্রোধবিষ বমন করিতেছেম। তুমি তাহাদিগের সহিত বৈরিতাচরণ করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা কেহই সেই সকল মহাবীর্য্যবান ব্যক্তিদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না। সেই হেতু আমি প্রাণপণে ইহাঁদিগের সহিত সমরোদ্যত হইব। হে মহানুভাব। পাণ্ডবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তোমার প্রিয় সাধন করিব। শত্রুর কথা দূরে থাক, তোমার জন্য কি দেব, কি দৈত্য ও কি লোক সকলকেই ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিব।

মহারাজ দুর্য্যোধন এই বাক্য শ্রবণমাত্র নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সৈন্য ও ভূপালগণকে নির্গত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। তখন রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি সঙ্কুল বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্রধর বলসমূহ পরমানন্দে বহির্গমন পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে উপনীত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিতে লাগিল। করিগণ দলবদ্ধ ও প্রণালী পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পরিচালিত হইয়া সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইল। সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্রজ্ঞ নরপতিদিগের সহিত শোভমান হইতে লাগিল। পরিচালিত রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতিগণ কর্ত্তৃক ধূলিপটল সমুদ্ভূত হইয়া দিনকর করকে সমাচ্ছাদিত করিল। যেমন জলদমধ্যগত পবনেরিত ক্ষণপ্রভা নভোমণ্ডলে সুশোভিত হয়, তদ্রূপ নানাবর্ণ রথ, মাতঙ্গ ও পদাতি সকল চতুর্দ্দিকে বিচরণ করত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সমুদ্রমন্থনের গভীর শব্দের ন্যায় ভূপতিগণের শরাসন আকর্ষণকালে অতি ঘোরতর শব্দ সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই সময়ে মহারাজ দুর্য্যোধনের পরপক্ষবিমর্দ্দক নানাবর্ণ সম্পন্ন অত্যুগ্র নিস্বনযুক্ত সৈন্যগণ প্রলয়কালীন নীরদের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

—০()০—

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়। ৮২।

অনন্তর শান্তনুতনয় ভীষ্ম পরম চিন্তাকুলিত মহারাজ দুর্য্যোধনকে হর্ষজনক বাক্যে পুনর্ব্বার কহিলেন, রাজন্! আমার বোধ হইতেছে আমি দ্রোণ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সৈন্ধবগণের সহিত সোমদত্ত, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, বাহ্লিকদেশীয় সৈন্যগণসহ রাজা বাহ্লিক, ত্রিগর্ত্তেশ্বর, মাগধ, কৌশল্য বৃহদ্বল, চিত্রসেন ও বিবিংশতি আমরা সকলেই তোমার জন্য জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সমরোদ্যত হইলে সুরগণকেও পরাজিত করিতে সমর্থ হইতে পারি, অধিক কি ধ্বজপটাচ্ছাদিত সহস্র সহস্র রথ, আরোহি সংযুক্ত অশ্ব, মদমত্ত মাতঙ্গরাজ, নানা দেশোদ্ভব বহুবিধ আয়ুধধারী মহাশৌর্য্যসম্পন্ন রথী, পদাতি ও অপরাপর লোকগণ ইহারাও জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া তোমার জন্য যুদ্ধোদ্যত হইলে দেবগণকেও পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। হে রাজন্! তোমার যাহাতে মঙ্গল হয়, এরূপ বাক্য বলাই আমার সম্পূর্ণ রূপে কর্ত্তব্য। পুরন্দর প্রভৃতি দেবতারাও কৃষ্ণসহায় মহেন্দ্র সদৃশ পরাক্রম-

শালী পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিতে পারেন না। কিন্তু তথাপি আমি তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব। হয় পাণ্ডবেরাই পরাজিত হউক, না হয়, আমিই পরাজিত হই। এই কথা বলিয়া মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনের শল্য অপনয়নার্থে অতি তেজস্বী ঔষধ প্রদান করিলেন। তাহাতেই তাঁহার শল্য অপনীত হইল।

তৎপরে ব্যূহাভিজ্ঞ পিতামহ ভীষ্ম প্রাতঃকাল সমাগত হইলে, বহু সহস্র রথবেষ্টিত, করী ও পদাতিসঙ্কুল, যোদ্ধৃবর্গ পরিবারিত, ঋষ্টি তোমরধর পুরুষ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, অশ্বগণাকীর্ণ অস্ত্র শস্ত্রসম্পন্ন মণ্ডল ব্যূহ রচনা করিলেন। এক এক করীর প্রতি সাত রথ, এক এক রথের প্রতি সাত সাত তুরঙ্গ, এক এক তুরগের প্রতি দশ দশ ধনুর্দ্ধর এবং এক এক ধনুর্দ্ধরে প্রতি সাত সাত পদাতি নিয়োজিত হইল। মহাবীর ভীষ্ম এই প্রকারে মহাব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। দশ সহস্র হয়, দশ সহস্র গজ, দশ সহস্র রথ এবং চিত্রসেন প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষগণ বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক পিতামহ ভীষ্মের রক্ষার্থ নিযুক্ত হইলেন। ভীষ্মও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবলশালী মহীপাল সকলে বর্ম্মিত হইলে, মহারাজ দুর্য্যোধন বর্ম্মিত ও রথারূঢ় হইয়া স্বর্গস্থিত অমররাজের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তদনন্তর আপনার পুত্রগণের ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল, নিরন্তর রথের ঘর্ঘর ও বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর পরপক্ষীরদিগের দুর্ভেদ্য মহাবীর ভীষ্মকর্ত্তৃক বিরচিত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের মণ্ডলাকার মহাব্যূহ নিরতিশয় শোভা ধারণ করিয়া পশ্চিম দিকে গমন করিতে লাগিল।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই মণ্ডল ব্যূহ অবলোকন করিয়া বজ্র ব্যূহ রচনা করিলেন। তখন রথী ও গজারোহী সকল স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিয়া সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষীয় বীর পুরুষগণ বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করত সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ ও ব্যূহভেদ করিবার অভিলাষে নির্গত হইলেন। মহাবীর দ্রোণ মৎস্যের, অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর, মহারাজ দুর্য্যোধন দ্রুপদের, নকুল ও সহদেব মদ্রেশ্বর শল্যের এবং অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবানের অভিমুখে ধাবমান হইলেন, এবং অন্যান্য মহীপালগণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন পরম যত্নসহকারে হার্দ্দিক্যকে আক্রমণ করিলেন। অভিমন্যু চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণের সহিত সমরোদ্যত হইলেন। যেমন মদমত্ত বারণগণ পরস্পরের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ রাক্ষস

ঘটোৎকচ মহাবেগসহকারে প্রাগজ্যোতিষাধিপতি ভগদত্তের প্রতি প্রধাবিত হইল।

তৎপরে রাক্ষস অলম্বুষ ক্রোধে অধীর হইয়া সমরাভিমানী সৈন্য সমবেত সাত্যকির অভিমুখীন হইল। ভূরিশ্রবা যত্নশীল হইয়া ধৃষ্টকেতুর সহিত, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুব সহিত ও চেকিতান কৃপের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অন্যান্য বীরগণ পরম যত্নে ভীমসেনের প্রতি অভিক্রত হইলেন। সেই সময় সহস্র সহস্র নরপতি শক্তি, তোমর, নারাচ, গদা ও পবিঘ গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, মহানুভব ভীষ্ম দুর্য্যোধনের ব্যূহরচনা করিয়াছেন; বহুসংখ্যক বীব সমরাকাঙ্ক্ষী হইয়া রহিয়াছেন; ত্রিগর্ত্তেশ্বর সহোদরগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে যাহারা আমার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, অদ্য তোমার সাক্ষাতে আমি তাহাদিগকে নিহত করিব। ইহা বলিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় শরাসন আস্ফালন পূর্ব্বক মহীপালদিগের উপর বাণ বৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্ষাকালে বারিদমণ্ডল যেরূপ বারিধারা দ্বারা তড়াগাদি প্রভৃতিকে পরিপূর্ণ করে, সেইরূপ সেই সকল মহীপালগণও বাণবৃষ্টি দ্বারা ধনঞ্জয়কে আচ্ছন্ন করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার সৈন্যগণ নিবতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল। দেব, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

অথন অর্জ্জুন ক্রোধে অধীর হইয়া ঐন্দ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। আমবা তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন কবিতে লাগিলাম। তিনি অস্ত্রজাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক শত্রুবিক্ষিপ্ত অস্ত্র নিবারণ করিয়া সহস্র সহস্র মহীপাল করী, হয়, ও অপরাপর লোকদিগকে দুই তিন বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার বাণে ভিন্ন দেহ হইয়া ভীষ্মসকাশে উপনীত হইল। তিনি তাহাদিগকে নিতান্ত বিপদ গ্রস্ত দর্শন করিয়া রক্ষার্থ যত্নশীল হইলেন। তদনন্তর পাণ্ডবগণ আপনাব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাহারা পবনেরিত মহাসমুদ্রের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।

—*০*—

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়। ৮৩।

হে রাজেন্দ্র! তাদৃশ সংগ্রাম সময়ে সুশর্ম্মা নিবৃত্ত ও মহাত্মা অর্জ্জুন

কর্ত্তৃক কৌরবপক্ষীয় বীরপুরুষেরা ছিন্ন ভিন্ন হইলে, সাগর সদৃশ সৈন্যগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর ভীষ্ম অর্জ্জুনের সম্মুখে গমন করিলে, মহারাজ দুর্য্যোধন পার্থের বিক্রম দর্শনে সত্বর হইয়া সেই সমস্ত রাজগণের সমীপে গমন পূর্ব্বক সৈন্যদিগের সমক্ষে মহাবল সুশর্ম্মাকে একান্ত হৃষ্ট করত কহিলেন, হে মহানুভাবগণ! এই কুরুশ্রেষ্ঠ জীবিত নিরপেক্ষ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষী হইয়া স্বীয় সৈন্যদিগের সহিত শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তোমরা ইহারে যত্ন সহকারে রক্ষা কর। তখন নরেন্দ্রসৈন্যগণ "যে আজ্ঞা„ বলিয়া পিতামহ ভীষ্মের অনুগামী হইল।

অনন্তর শান্তনুতনয় ভীষ্ম অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সৈন্যগণ শ্বেতাশ্বযুক্ত বানরধ্বজ সুশোভিত মহামেঘের ন্যায় শব্দায়মান রথে আরোহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়া ভয়াবিষ্টচিত্তে ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং কৃষ্ণকে মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় প্রগ্রহহস্তে রণক্ষেত্রে আসিতে দেখিয়া দর্শন করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণও সেই শ্বেতাশ্ব শোভিত শ্বেত শরাসনধারী নভোমণ্ডলস্থ শ্বেতগ্রহের ন্যায় ভীষ্মকে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইলেন। সেই সময়ে ত্রিগর্ত্তেরা পুত্র, ভ্রাতৃ ও অপরাপর মহারথদিগের সহিত ভীষ্মের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন।

দ্রোণাচার্য্য এক বাণে বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার শরাসন ও ধ্বজ কর্ত্তন করিলেন। বিরাট তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করত অতি দৃঢ় অন্য এক ধনু ও জ্বলিতমুখ সর্পের ন্যায় বহুসংখ্যক বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক তিনবাণে দ্রোণকে চারি বাণে তাঁহার অশ্বগণকে, এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও পাঁচ বাণে তাঁহার সারথিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া এক বাণে তাঁহার কার্ম্মুক কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে অধীর হইয়া অষ্ট শরে বিরাটের অশ্ব সকল ও তাঁহার সারথিকে নিহত করিলেন। তখন বিরাট সেই রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শঙ্খের রথে আরূঢ় হইয়া পুত্রের সহিত অবিরত শরবৃষ্টি দ্বারা দ্রোণকে নিবৃত্ত করিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধ পরবশ হইয়া শঙ্খের উপর ভুজঙ্গম সদৃশ এক শর পরিত্যাগ করিলেন। ঐ শর তাহার বক্ষঃস্থল নির্ভেদ পূর্ব্বক শোণিতপান করত রুধিরাক্ত হইয়া ভূমিতলে প্রবিষ্ট হইল। শঙ্খ দ্রোণক্ষিপ্ত শরে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া শর ও কার্ম্মুক পরিহার পূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে পিতার সম্মুখে নিপতিত হইলেন। তখন বিরাট

শঙ্খকে নিহত দেখিয়া ব্যাদিতবদন অন্তক সদৃশ দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে পলায়ন করিলেন।

পরে মহাবীর দ্রোণ শত শত ও সহস্র সহস্র পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী অশ্বত্থামার সমীপস্থ হইয়া তিন শরে তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে আঘাত করিলেন। দ্রোণাত্মজ ললাটস্থ তিন বাণে উন্নত শৃঙ্গত্রয় ভূষিত রুক্মময় সুমেরুর ন্যায় পরম শোভা ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্টচিত্তে শিখণ্ডীর সারথি, ধ্বজ ও দ্রুতগামী অশ্ব সমুদায় লক্ষ্য করত ক্ষণকালমধ্যে শরনিকর দ্বারা তৎসমুদয় ভূতলশায়ী করিলেন। শিখণ্ডী রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ অসি ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা তাঁহাকে প্রহার করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না। তখন উহা অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পরে তিনি ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া শিখণ্ডীর উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলশালী শিখণ্ডী নিশিত অসি দ্বারা সেই দারুণ শরনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি-লেন। তৎপরে অশ্বত্থামা শর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার বিমল মনোহর শত চন্দ্র শোভিত বর্ম্ম ও অসি কর্ত্তন করিয়া পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী জাজ্বল্যমান আশীবিষসন্নিভ সেই খণ্ডিত খড়্গ অশ্ব-ত্থামার উপর পরিত্যাগ করিলে, অশ্বত্থামা হস্তলঘুতা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রলয়কালীন বহ্নিতুল্য দীপ্তিশীল সেই খড়্গ তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া শিখণ্ডীকে অসংখ্য শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী সেই সকল শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সত্বর মহাত্মা সাত্যকির রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর সাত্যকি ক্রোধে অন্ধ হইয়া ক্রূরাত্মা অলম্বুষকে ঘোরতর শর সমূহে আচ্ছন্ন করিলেন। রাক্ষসেশ্বর অলম্বুষ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সাত্য-কির শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে শরনিকর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসী মায়া বিস্তীর্ণ করিয়া শর সমূহ দ্বারা চারিদিক্ আবৃত করিলেন। তখন আমরা সাত্যকির অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। তিনি তাদৃশ শর প্রহারেও অবিকম্পিত-ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সত্বর ধনঞ্জয় হইতে প্রাপ্ত ইন্দ্রাস্ত্রে রাক্ষসী মায়া দূরীভূত করিয়া, প্রাবৃট্‌কালীন জলদ যেরূপ বারিধারা দ্বারা পর্ব্বতকে অভিষিক্ত করে, সেইরূপ সাত্যকি শর সমূহ দ্বারা অলম্বুষকে আচ্ছন্ন করিলেন। অলম্বুষ তাঁহার শর প্রহারে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া সাত্য-কিকে পরিহার করত ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে অভিদ্রুত হইল। সাত্যকি

ইন্দ্রের অজেয় সেই রাক্ষসরাজকে পরাজয় করিয়া বিপক্ষগণের সাক্ষাতে সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কুরুপক্ষীয় বীরদিগের উপর শরজাল বর্ষণ করিলে, তাঁহারাও সাতিশয় ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন।

এই অবসরে মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা দুর্য্যোধনকে শর সমূহে আচ্ছন্ন করিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধন কিছুমাত্র বিকম্পিত না হইয়া অবিলম্বে নবতিসংখ্যক বাণ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের সংগ্রাম অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের শরাসন কর্ত্তন ও চারি অশ্ব নিহত করিলেন এবং সুশাণিত সাত বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক খড়্গ উদ্যত করিয়া পাদচারে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে গমন করিলে, রাজপক্ষপাতী শকুনি তথায় উপনীত হইয়া দুর্য্যোধনকে স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিয়া তাঁহার সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর বারিদমণ্ডল যেরূপ দিনকরকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ কৃতবর্ম্মা ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীম ক্রোধপরবশ হইয়া হাস্য করিতে করিতে কৃতবর্ম্মার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কৃতবর্ম্মা তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বিকম্পিত না হইয়া ভীমসেনের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরজাল নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন তাঁহার অশ্বচতুষ্টয় সংহার পূর্ব্বক সুপরিচ্ছন্ন ধ্বজ ও সারথিকে ধরাশায়ী করিয়া বহুবিধ শরে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কৃতবর্ম্মা ছিন্ন ভিন্ন কলেবর হইয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই আপনার শ্যালক বৃষভের রথে সমারূঢ় হইলেন। ভীমসেনও ক্রোধান্বিতচিত্তে কৌরবসৈন্যের অভিমুখীন হইয়া দণ্ডধর যমের ন্যায় তাঁহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়। ৮৪।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমাদিগের সহিত পাণ্ডবগণের যে বহুবিধ দ্বৈরথ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা আমি তোমার নিকট

শ্রবণ করিলাম। তুমি অস্মৎ পক্ষের কাহাকেও প্রশংসা না করিয়া কেবল পাণ্ডবীয় যোধগণকেই প্রশংসা করিয়া থাক। যাহা হউক, যখন আমাদিগের সৈন্যগণ প্রতিদিন ক্ষীণ হইতেছে, তখন দৈবই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আমাদিগের সমুদায় যোধগণই শ্রেষ্ঠ; তাঁহারা সাধ্যানুসারে স্ব স্ব পৌরুষ প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু যেরূপ ভাগীরথীসলিল সমুদ্রসংযোগে লবণাক্ত হয়, সেইরূপ আপনার পক্ষীয় মহাবীরগণের পৌরুষ পাণ্ডবগণের নিকট নিষ্ফল হইয়া যায়। আপনার পক্ষীয় বীরগণ সাধ্যানুসারে দুষ্করকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; অতএব আপনি তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। হে মহারাজ! আপনাদিগের দোষেই এই লোকক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছে। অতএব আত্মকৃত দোষে শোকার্ত্ত হওয়া আপনার উচিত নহে। ক্ষত্রিয়গণ অর্থ ও জীবনরক্ষার বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ দ্বারা পরম পবিত্র স্বর্গলোক গমনাভিলাষে প্রতিদিন যুদ্ধ করিতেছেন।

হে নরপতে! সেই দিবস পূর্ব্বাহ্নে দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ লোকক্ষয়কর যে সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। রণদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবান্‌কে দর্শন করত তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন তাঁহাদিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইরাবান্ ক্রোধভরে শাণিত শরনিকর দ্বারা সেই দেবরূপী ভ্রাতৃদ্বয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এবং সেই মহাবল বীরদ্বয়ও তাঁহাকে অনবরত শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শত্রু বধাভিলাষে পরস্পর যত্নশীল হইয়া যেরূপ যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে কাহাকেও অপেক্ষাকৃত বিশেষ দৃষ্ট হইল না। ইরাবান্ সায়ক-চতুষ্টয় দ্বারা অনুবিন্দের অশ্বচতুষ্টয়কে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া দুই শরে তাঁহার ধনুক ও রথধ্বজ ছেদন করিলেন। অনন্তর অনুবিন্দ স্বীয় রথ পরিত্যাগ করিয়া বিন্দের রথে আরোহণ পূর্ব্বক এক ভারসহ উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহারা ভ্রাতৃদ্বয়ে এক রথস্থ হইয়া ইরাবানের প্রতি শীঘ্রগামী শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত কনকবিভূষিত সায়ক সকল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। ইরাবান্‌ও ক্রোধান্বিত হইয়া সেই মহারথ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি শরজাল বর্ষণ করত তাঁহাদিগের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি গতাসু হইয়া নিপতিত হইলে,

অশ্ব সকল চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। নাগরাজদৌহিত্র মহারথ ইরাবান্ অবন্তিরাজদ্বয়কে এইরূপে পরাজিত করিয়া পৌরুষ প্রকাশ করত, সত্বর হইয়া বিপক্ষীয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ এইরূপে ইরাবান্ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া বিষপানাসক্ত মানবের ন্যায় চতুর্দ্দিকে উদ্ভ্রান্ত হইতে লাগিল।

এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ সূর্য্যবর্ণ ধ্বজসমূহ সুশোভিত রথে আরোহণ করিয়া ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইল। যেরূপ পূর্ব্বে বজ্রধর ইন্দ্র তারকাময় সংগ্রামে ঐরাবতে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সমরদর্শী সমাগত দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ মহাবীর ঘটোৎকচ এবং ভগদত্ত এই উভয়ের মধ্যে কাহাকেও অপেক্ষাকৃত বিশেষ দৃষ্টিগোচর করিলেন না। যেরূপ দেবরাজ দানবগণকে বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজা ভগদত্ত পাণ্ডবগণকে বিত্রাসিত ও বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডবসৈন্যগণ বিদ্রাবিত হইয়া আপনাদিগের মধ্যে কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা না দেখিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন্! তৎকালে আমরা কেবল ঘটোৎকচকেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। অবশিষ্ট মহারথগণ বিমনা হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ পুনরায় নিবৃত্ত হইলে, আপনার সৈন্যমধ্যে সাতিশয় কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর ঘটোৎকচ পর্ব্বতের উপরিভাগে বর্ষণকারি জলধরের ন্যায় ভগদত্তের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত ঘটোৎকচের শরাসন নিক্ষিপ্ত সায়ক সকল ছেদন করিয়া উহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিলেন; যেরূপ অচল ভিদ্যমান হইয়াও বিচলিত হয় না, সেইরূপ ঘটোৎকচ বহু শর দ্বারা তাড়িত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ক্রোধভরে ঘটোৎকচের প্রতি চতুর্দ্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলে, ঘটোৎকচ তাহা ছেদন করিয়া কঙ্কপত্রযুক্ত সপ্ততি শরে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ভগদত্ত হাস্য করিতে করিতে শর দ্বারা তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে নিপাতিত করিলেন। তখন ঘটোৎকচ অশ্ববিহীন রথে অবস্থিতি করত ভগদত্তের হস্তীর প্রতি অতি বেগে এক শক্তি নিক্ষেপ করিল। রাজা ভগদত্ত সেই সুবর্ণদণ্ডসুশোভিত শক্তিকে আপতিত দেখিয়া উহা তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে সেই শক্তি বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। পূর্ব্বে দানবরাজ নমুচি যেরূপ

দেবরাজভয়ে পলায়ন করিয়াছিল সেইরূপ হিড়িম্বাপুত্র শক্তি ব্যর্থ দেখিয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। এইরূপে সেই ভগদত্ত অজেয় মহাবল পরাক্রান্ত পৌরুষশালী ঘটোৎকচকে পরাজয় করিয়া যেরূপ বন্যহস্তী পদ্মবন মর্দ্দন পূর্ব্বক বিচরণ করে, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে মর্দ্দন করত হস্তীর সহিত বিচরণ করিতে লাগিল।

এ দিকে মদ্রাধিপতি শল্য ভাগিনেয় নকুল ও সহদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শরসমূহ বর্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন। সহদেব মাতুল মদ্রাধিপতিকে যুদ্ধে সমাগত দেখিয়া মেঘমণ্ডল যেরূপ দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে শর সমূহে আচ্ছন্ন করিলেন। মদ্ররাজ ভাগিনেয়শরে আচ্ছাদিত হইয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহারাও মাতৃসম্বন্ধ নিবন্ধন পরম প্রীত হইলেন। অনন্তর মহারথ শল্য হাস্যবদনে নকুলের অশ্বচতুষ্টয়কে নিপাতিত করিলেন। মহারথ নকুল সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন। তখন উভয় ভ্রাতা এক রথস্থ হইয়া ক্রোধভরে স্ব স্ব চাপ বিস্ফারণ পূর্ব্বক ক্ষণকালমধ্যে শর বর্ষণ দ্বারা মদ্ররাজের রথ আচ্ছাদিত করিলেন। নরব্যাঘ্র শল্য ভাগিনেয়দিগের বহু শরে আচ্ছাদিত হইয়াও অচলের ন্যায় অবিচলিতভাবে হাসিতে হাসিতে সেই সমস্ত শর নিবারিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া এক মহাতেজস্বী সায়ক গ্রহণ পূর্ব্বক মদ্ররাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সুতীক্ষ্ণ সায়ক মহাবেগে মদ্ররাজকে ভেদ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। মদ্ররাজ তাহাতে অতিমাত্র বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তখন তদীয় সারথি তাঁহাকে নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক নিপীড়িত দেখিয়া রথে আরোপিত করত রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ মদ্রেশ্বরের রথকে সমর পরাঙ্মুখ দেখিয়া "ইনি জীবিত নাই" এই ভাবিয়া বিমনা হইল। মহারথ মাদ্রীতনয়দ্বয় মাতুলকে সমরে পরাজিত করত প্রফুল্লচিত্তে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! যেরূপ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয়ে দৈত্যসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ নকুল ও সহদেব ভ্রাতৃদ্বয় আপনার সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়। ৮৫।

হে রাজন্! তদনন্তর মরীচিমালী নভোমণ্ডলের মধ্যদেশে সমাগত হইলে, ধাৰ্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুকে লক্ষ্য করিয়া অশ্বগণ পরিচালিত করত তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া সুশাণিত নয় শর পরিত্যাগ করিলেন। শ্রুতায়ু সেই শর সমূহ নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি সাত শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল শর রাজা যুধিষ্ঠিরের বর্ম্ম ভেদ করিয়া রুধির পান করিতে লাগিল; তাহাতে বোধ হইল যেন ঐ সমস্ত শর শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণ অন্বেষণ করিতেছে। তখন ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বরাহকর্ণ অস্ত্রে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ এবং ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার কেতু ছেদ করিলেন। শ্রুতায়ু তাহা দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ সাত বাণ দ্বারা তাঁহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। যুগান্তকালীন হুতাশন যেমন ভূতগণের দহনার্থ প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্রোধানলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। পৃথিবীমণ্ডল আকুলিত হইয়া উঠিল। তখন সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে, অদ্য মহারাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই ক্রোধাক্রান্ত হইয়া ত্রিলোক নাশ করিবেন। দেবতা ও মুনিগণ সর্ব্বলোকের হিতসাধনার্থ স্বস্ত্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ধাৰ্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির যুগান্তকালীন মার্ত্তণ্ড সদৃশ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রোষারুণনয়নে পুনঃ পুনঃ সৃক্কণী পরিলেহন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ জীবিতাশা বিসর্জ্জন করিল। তদনন্তর ধৰ্ম্মরাজ ধৈর্য্যসহকার পূর্ব্বক ক্রোধ সম্বরণ করত শ্রুতায়ুর শরাসন ছেদন ও সেনাদিগের সাক্ষাতে নারাচ দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অবিলম্বে তদীয় অশ্ব ও সারথিকে সংহার করিলেন। শ্রুতায়ু রাজা যুধিষ্ঠিরের এতাদৃশ পুরুষকার দর্শনে রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন এবং রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল শ্রুতায়ুকে পরাজিত দর্শনে অবিলম্বে সংগ্রাম হইতে বিমুখ হইল। ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিবৃতানন যমের ন্যায় কৌরবপক্ষীয় সেনাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর বৃষ্ণিবংশসম্ভূত চেকিতান সৈন্যগণে পরিবৃত কৃপাচার্য্যকে শরনিকরে আচ্ছন্ন করিলেন। কৃপাচার্য্যও সেই শর সকল নিবারণ করিয়া তাঁহাকে শর সমূহ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। পরে ঐ বীর এক ভল্লাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া চেকিতানের শরাসন ছেদন ও অন্য

এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথিকে ভূতলশায়ী করিলেন এবং তদীয় অশ্ব-গণকে ও দুই পার্ষ্ণি সারথিকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। তখন চেকি-তান ত্বরা সহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বীরঘাতিনী গদা ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার অশ্ব সকলকে নিহত ও সারথিকে ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে কৃপাচার্য্য ভূতলে অবস্থান করিয়া উঁহার উপর ষোড়শসংখ্যক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সমস্ত বাণ চেকিতানের কলেবর বিদ্ধ করিয়া পৃথিবীতলে প্রবিষ্ট হইল। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুরকে নিধন করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন, সেইরূপ চেকিতান ক্রো-ধান্বিতচিত্তে তাঁহার বিনাশার্থী হইয়া পুনরায় গদা পরিত্যাগ করিলেন। কৃপাচার্য্য বহু সহস্র শর নিক্ষেপ করিয়া সেই পাষাণগর্ত্ত মহাগদা নিরা-করণ করিলেন। তখন চেকিতান হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া কৃপাভিমুখে অভিদ্রুত হইলেন। কৃপাচার্য্যও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুনির্ম্মল অসি ধারণ করিয়া চেকিতানের প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। পরে সেই বীরদ্বয় রণক্ষেত্রে পরস্পর অসি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা ব্যায়ামে পরিশ্রান্ত, নিস্ত্রিংশবেগে অভিহত ও মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইয়া ভূতধাত্রী ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। তখন চেকিতানের পরম বন্ধু করমর্ষ তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করত দ্রুতবেগে আগমন করিয়া সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন এবং শকুনিও কৃপাচার্য্যকে অবিলম্বে আপনার রথে আরোহণ করাইলেন।

তদনন্তর মহাবীর ধৃষ্টকেতু ক্রোধপরবশ হইয়া নবতিসংখ্যক শর দ্বারা সোমদত্তনন্দন ভূরিশ্রবার হৃদয় তাড়িত করিলেন। যেমন সূর্য্যমণ্ডল মধ্যাহ্ন সময়ে স্বীয় করনিকরে পরম শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভূরিশ্রবা ধৃষ্টকেতুর শর সমূহে বিদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন এবং বহু-সংখ্যক শরজাল বর্ষণ করত ধৃষ্টকেতুর সারথি, রথ ও অশ্বগণকে নিহত করিয়া তাহাকেও সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন ধৃষ্টকেতু রথ পরিত্যাগ করিয়া শতানীকের রথে আরোহণ করিলেন। পরে হেমকবচে অলঙ্কৃত রথী চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে যেমন বাত, পিত্ত ও কফের সহিত শরীরের যুদ্ধ হয়, সেইরূপ ঐ বীরগণের সহিত অভিমন্যুর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। অভিমন্যু তাঁহা-দিগকে রথভ্রষ্ট করিলেন, কিন্তু ভীমের বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের জীবন বিনষ্ট করিলেন না।

সেই সময় অলৌকিক তেজঃসম্পন্ন মহাবীর ভীষ্ম, রাজা দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণকে পরিত্রাণার্থ একমাত্র বালক অভিমন্যুকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিতেছেন দেখিয়া, অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যেস্থানে এ বহুসংখ্যক রথ রহিয়াছে, সেই স্থানে সত্বর অশ্ব চালনা কর। ঐ দেখ, যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরপুরুষ সকল আমাদিগের সৈন্যগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন কৃষ্ণ শ্বেতাশ্বসংযোজিত রথ ঘর্ঘররবে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া কৌরবদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ মহাকোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ভূপালদিগের সমীপে উপনীত হইয়া সুশর্ম্মাকে কহিলেন, হে সুশর্ম্মন্! তুমি আমার পূর্ব্ব শত্রু এবং সংগ্রামে প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়াছ; কিন্তু অদ্য তুমি দুর্নীতির ফল ভোগ করিবে; আমি তোমাকে মৃত পিতামহদিগের সহিত সাক্ষাৎ করাইব। সুশর্ম্মা অর্জ্জুনের এইরূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাল মন্দ কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। পরে তিনি দুর্য্যোধন প্রভৃতি বহুসংখ্যক মহীপালগণে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুন সকাশে গমন পূর্ব্বক তাঁহার অগ্র পশ্চাৎ ও সর্ব্বত্র পরিবেষ্টন করত মেঘ যেমন দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরজাল দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের রুধিরপ্লাবন ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ষড়শীতিতম অধ্যায়। ৮৬।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! মহাবীর অর্জ্জুন রাজগণের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পদাহত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বাণে বাণে মহারথগণের কার্ম্মুক সকল সহসা ছেদন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিঃশেষ করিবার মানসে এককালে শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহাদিগের সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত, শোণিতলিপ্ত ও বর্ম্ম সকল ছিন্ন ভিন্ন এবং মস্তক সকল ছেদিত হইলে, তাঁহারা ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সুশর্ম্মা রাজপুত্রগণকে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া প্রতিগমন করিলেন। তাঁহাদিগের পৃষ্ঠরক্ষক দ্বাত্রিংশৎ যোদ্ধা অর্জ্জুন সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করত শরবৃষ্টি করিতে

আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই সমস্ত শরে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে সুশাণিত ষষ্টিসংখ্যক শর দ্বারা পৃষ্ঠগোপ্তা বীরগণকে নিহত করিলেন। এইরূপে ষষ্টিসংখ্যক ঐ রথিগণকে পরাজিত করিয়া, তিনি মহীপালদিগের সৈন্য সকল সংহার করিতে করিতে ভীষ্মের বধসাধনার্থ প্রফুল্লচিত্তে শীঘ্র গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ত্রিগর্ত্তেশ্বর সুশর্ম্মা স্বকীয় বন্ধুবান্ধব গণকে নিহত দেখিয়া অন্যান্য নরপতিদিগকে পুরোবর্ত্তী করত অর্জ্জুন বধাভিলাষে ধাবিত হইলেন। তখন শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরগণ অর্জ্জুনকে দ্রুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার রথ রক্ষার্থ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্গামী হইলেন। অর্জ্জুন সুশর্ম্মার সহিত মহীপালদিগকে আসিতে দেখিয়া সুশাণিত শর সকল গাণ্ডীব হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সংহার করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া দেখিলেন, তথায় রাজা দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ প্রভৃতি নরপাল সকল অবস্থান করিছেন। তখন তিনি তাঁহাদিগের নিবারণার্থ ক্ষণকাল শক্তিসহকারে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষ্মের অভিমুখীন হইলেন। তদনন্তর মহাবীর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রোধান্বিত চিত্তে প্রতিদ্বন্দ্বী শল্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের সহিত সমবেত হইয়া ভীষ্মের প্রতি যুদ্ধার্থ ধাবমান হইলেন। বিচিত্র যোদ্ধা শান্তনুতনয় ভীষ্ম সেই সকল পাণ্ডবদিগের সহিত সমাগত ও সুদারুণ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না।

অনন্তর মহাবীর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সেই স্থানে সমাগত হইয়া শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক অবিলম্বে পাণ্ডবদিগের শরাসন সকল কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন; মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অনলপ্রভ শরসমূহ দ্বারা তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন দেবগণ অসুরগণের শরসমূহে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই প্রকার পাণ্ডবেরা কৃপ, শল্য, শল ও চিত্রসেনের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মবাণে শিখণ্ডীর ধনু খণ্ডখণ্ড দেখিয়া ক্রোধাবেশে কহিলেন হে বীর! তুমি তোমার পিতার অগ্রে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলে যে, আমি নিশ্চয়ই সূর্য্যপ্রভ শরসমূহ দ্বারা মহারথ শান্তনুপুত্র ভীষ্মকে নিহত করিব। কিন্তু কি জন্য তুমি সেই প্রতিজ্ঞা সফল করিতেছ না। এক্ষণে তাঁহাকে নিধন করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন, ধর্ম্ম, কুল ও যশরক্ষা কর। দেখ, কৃতান্ত যেরূপ মুহূর্ত্তকালমধ্যে জগৎ সন্তপ্ত করে, সেইরূপ ভীষ্ম সুশাণিত শরনিকর

দ্বারা আমার বাহিনীদিগকে অবিরত পরিতপ্ত করিতেছেন। এক্ষণে তুমি ছিন্নকার্ম্মুক সংগ্রামে বিমুখ ও ভীষ্ম সমীপে পরাজিত হইয়া বন্ধু বান্ধববর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় গমন করিবে? ইহা তোমার নিতান্ত অন্যায়। অনুমান হয়, তুমি মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মের অসীম শৌর্য্য এবং সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইয়াছ, এই জন্য তোমার মুখমণ্ডল বিষণ্ণ দেখিতেছি; তুমি অদ্য আমার বশীভূত, মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সমবেত ও ধরণীতলে বিখ্যাত হইয়া কি জন্য ভীষ্ম হইতে ভীত হইতেছ?

তখন শিখণ্ডী পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই পরুষবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া তিরস্কার বোধে ভীষ্মের বধসাধনার্থ যত্নশীল হইলেন। মহা শালী শল্য তাঁহাকে ভীষ্ম বধার্থ গমন করিতে দেখিয়া অমোঘ অস্ত্র রিত্যাগ করত নিবারণ করিলেন। ইন্দ্রসমপরাক্রম শিখণ্ডী সেই গান্তকালীন অনল সদৃশ শল্য কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অস্ত্র অবলোকন পূর্ব্বক কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিলেন, এবং পুনরায় তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য এক বারুণাস্ত্র ধারণ করিলেন। তখন রাজগণ ও স্বর্গস্থ দেবতা সকল অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র নিবারণ দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতুলবল ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরের বিচিত্র ধ্বজ ও শরাসন কর্ত্তন করিয়া সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সাতিশয় ভীত দেখিয়া শরের সহিত শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা ধারণ করিয়া পদব্রজে জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভীমকে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া যমদণ্ডের ন্যায় ভীষণ সুতীক্ষ্ণ পঞ্চ শত শর দ্বারা তাঁহার চতুষ্পার্শ বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন সেই সমস্ত শরজালকে লক্ষ্য না করিয়াই ক্রোধারুণনয়নে মহাবীর জয়দ্রথের অশ্বদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর রাজপুত্র চিত্রসেন ভীমসেনের নিবারণার্থ অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া তথায় উপনীত হইলেন। মহাবীর ভীমসেনও সহসা সিংহনাদ পূর্ব্বক গদা হস্ত হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করত প্রতি গমন করিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সেই যমদণ্ড সদৃশ গদা দর্শন করিবামাত্র সুররাজকল্প চিত্রসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন! চিত্রসেন সেই গদাপাতের পূর্ব্বেই অসি ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক গিরিশিখর হইতে অবতীর্ণ পশুরাজ সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে রথ হইতে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মহারাজ দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ চিত্রসেনের সেই বিচিত্র ব্যাপার অবলোকন করিয়া সিংহনাদ সহকারে সৈন্যদিগের সহিত তাঁহাকে যৎ-পরোনাস্তি সৎকার করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই গদা চিত্রসেনের রথ ভগ্ন এবং অশ্ব ও সারথিকে নিহত করিয়া আকাশমণ্ডল হইতে জাজ্জ্বল্যমান উল্কার ন্যায় মহাবেগে ধরণীতলে নিপতিত হইল।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়। ৮৭।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনার পুত্র বিকর্ণ মনস্বী চিত্রসেনের রথ ভগ্ন দেখিয়া অবিলম্বে তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইলেন। সেই ঘোরতর সংগ্রামে শান্তনুপুত্র ভীষ্ম সত্বরে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন, তদ্দর্শনে সৃঞ্জয়গণ বহুসংখ্যক নাগ, অশ্ব ও রথ সমভিব্যাহারে কম্পান্বিত হইয়া মনে করিতে লাগিলেন। যে, যুধিষ্ঠির মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। তখন ধর্ম্মরাজ নকুল ও সহদেবের সহিত মহাধনুর্দ্ধর নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের অভিমুখীন হইয়া জলদ যেরূপ দিনকরকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ শরসমূহ দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। গঙ্গানন্দন ভীষ্ম সেই যুধিষ্ঠির নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র শরজাল লক্ষ্য না করিয়া বহুসংখ্যক শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সকল ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত শর অন্তরীক্ষে খগব্রজের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে লাগিল। শান্তনুপুত্র ভীষ্ম অর্দ্ধনিমেষ মধ্যেই ধর্ম্মরাজকে শরজালে সমাচ্ছন্ন ও অদৃশ্য করিলেন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া ভীষ্মের উপর ভুজঙ্গম সদৃশ এক নারাচ পরিত্যাগ করিলেন, মহারথ ভীষ্ম সেই যুধিষ্ঠির নিক্ষিপ্ত কালপ্রতিম নারাচ অর্দ্ধ পথে কর্ত্তন করিয়া তাঁহার হেমভূষণ বিভূষিত অশ্ব সকল বিনষ্ট করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মজ যুধিষ্ঠির সেই অশ্ব-বিহীন রথ পরিহার পূর্ব্বক অবিলম্বে নকুলের রথে আরোহণ করিলেন। সেই সময় অরিকুলনিহন্তা ভীষ্ম ক্রোধভরে মাদ্রীতনয়দ্বয়ের অভিমুখীন হইয়া তাহাদিগকে শরজাল দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই মাদ্রীর পুত্রদ্বয়কে ভীষ্ম শরে নিতান্ত প্রপীড়িত দেখিয়া তাহার বধসাধনার্থ সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। অনন্তর তিনি আপনার সুহৃৎ রাজগণকে ভীষ্ম বধার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন।

রাজগণ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে রথ লইয়া ভীষ্মের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিলেন, তখন ভীষ্ম নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন সঞ্চালন পূর্ব্বক সেই মহারথগণকে নিপাতিত করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে পাণ্ডবীয় বীরগণ মৃগসমূহের মধ্যস্থিত সিংহ শিশুর ন্যায় তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, এবং মৃগসমূহ যেরূপ সিংহকে দর্শন করিয়া ভীত হয়, সেইরূপ সংগ্রামে শান্তনুতনয় বীরগণকে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা সন্ত্রাসিত করিতেছেন দেখিয়া ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইলেন, ক্ষত্রিয়গণ কক্ষদহনোদ্যত বায়ুসহায় অগ্নির গতির ন্যায় ভীষ্মের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সুনিপুণ ব্যক্তি যে প্রকার তালবৃক্ষ হইতে সুপক্ক তাল পাতিত করে, সেই প্রকার গঙ্গানন্দন ভীষ্ম রথীদিগের মস্তক সকল রণস্থলে পাতিত করিতে লাগিলেন। বীরগণের মস্তক সকল ভীষ্ম কর্ত্তৃক ছেদিত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে পাষাণপাতের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল।

হে রাজন্! এই রূপে সেই সংগ্রাম ক্রমে ক্রমে অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। সৈন্যেরা পরস্পরে সমবেত হওয়াতে ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। প্রত্যেকে এক এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দ্রুপদ নন্দন শিখণ্ডী ভীষ্মকে লক্ষ্য করত "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর শান্তনুপুত্র শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব স্মরণ করিয়া তাহারে অনাদর পূর্ব্বক সৃঞ্জয়দিগের অভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে সৃঞ্জয়গণ নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ ও শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ প্রভাকর পশ্চিম দিকে গমন করিলেন, কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যদিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ সাত্যকি বহুসংখ্যক শক্তি, তোমর ও শর দ্বারা কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাদের সায়কে সাতিশয় ব্যথিত হইয়াও বীর জনোচিত বুদ্ধি প্রভাবে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন না। বরং সাতিশয় উৎসাহ সহকারে শত্রুগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর তাহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের সায়কে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সৈন্যদিগের সেই ঘোরতর চীৎকার শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপস্থ হইলেন, এবং তাঁহার অশ্বসকল নিহত করিয়া তাঁহাকে শরনিকরে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বরে সেই অশ্ববিহীন রথ পরিত্যাগ করিয়া

মহাত্মা সাত্যকির রথে আরোহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রোধ-ভরে বহুসংখ্যক সৈন্যে পরিবৃত হইয়া বিন্দ ও অনুবিন্দের অভিমুখে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন মহতীসেনা সমভিব্যাহারে বিন্দ ও অনুবিন্দকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন।

এদকে মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন দানবহননোদ্যত বজ্রপাণি ইন্দ্রের ন্যায় ক্রোধান্বিতচিত্তে ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্য্যোধনের হিতার্থী দ্রোণাচার্য্যও ক্রোধপরবশ হইয়া অনল যেরূপ তূল-রাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যো-ধন প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ শান্তনুতনয়কে বেষ্টন পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

সহস্রদীধিতি ভগবান্ ভাস্কর ক্রমে ক্রমে লোহিতবর্ণ হইয়া অস্তগিরি-শিখরে গমন করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন আপনার পক্ষীয় সৈন্য-গণকে কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা "সত্বর হও" তখন সৈন্যগণ যে "আজ্ঞা বলিয়া,, রণস্থলে অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। তৎকালে সংগ্রামস্থলে অতি ভয়ঙ্কর শোণিতনদী প্রবা-হিত হইতে লাগিল। শৃগালগণ অতিভীষণ শব্দ করিয়া উহার তটে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি মাংসভোজিগণ চতুর্দ্দিকে দৃশ্যমান হইতে লাগিল। এই রূপে সেই সমরস্থল শতসহস্র ভূতগণে সমাকীর্ণ হইয়া অতিভীষণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন সুশর্ম্মা প্রভৃতি অসংখ্য সৈন্যপরিবৃত রাজগণকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া স্বীয় শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যমজ দুই ভ্রাতার সহিত সেনাগণে পরিবৃত হইয়া স্বীয় শিবিরে যাত্রা করিলেন। ভীমসেন রাজা দুর্য্যোধন প্রমুখ রথিগণকে পরাজয় করিয়া স্বীয় শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মকে মহারথগণে পরিবেষ্টিত করিয়া শিবিরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃতবর্ম্মা সৈন্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্ব স্ব শিবিরের প্রতি প্রয়াণ হইলেন। সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহাঁরাও যোধগণে পরিবৃত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ নিশাকালে প্রথমে একত্র সমবেত হইলেন, পরে স্ব স্ব শিবিরে প্রতিগমন পূর্ব্বক পরস্পর যথোচিত সৎকার প্রদর্শন, বীরগণের রক্ষা, গুল্ম সংস্থাপন, শরীর হইতে শল্য অপনয়ন ও বিবিধ জলে স্নান

করিয়া গীত বাদ্যাদি দ্বারা পরম আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের স্বস্ত্যয়ন ও বন্দিগণ স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৌরব ও পাণ্ডবদিগের শিবির দেবলোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহারা তৎকালে কেহ যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোন কথাই উত্থাপিত করিলেন না। যোদ্ধৃবর্গ এই প্রকারে মুহূর্ত্তকাল আমোদ প্রমোদ করিয়া নিদ্রিত এবং করী ও অশ্বসকল প্রসুপ্ত হইলে, সেই পরিশ্রান্ত উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরম শোভা প্রাপ্ত হইল।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়। ৮৮।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরেন্দ্র! এই প্রকারে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ নিদ্রাসুখ অনুভব করত রজনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্যসমূহের যুদ্ধযাত্রা সময়ে সাগর ধ্বনির ন্যায় ঘোরতর কোলাহল হইতে লাগিল। সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিবিংশতি, মহারথ ভীষ্ম ও মহাবলশালী দ্রোণাচার্য্য একত্র সমবেত হইয়া ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সাগর সদৃশ মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করত মালব, আবন্ত্য ও দাক্ষিণাত্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত সৈন্যের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পুলিন্দ, পারদ ও ক্ষুদ্রক মালবদিগের সহিত,তৎপশ্চাৎ প্রতাপশালী ভগদত্ত মাগধ, কলিঙ্গ ও পিশাচদিগের সহিত, তৎ পশ্চাদ্ভাগে কোশলেশ্বর বৃহদ্বল মেনক, ত্রৈপুর ও চিচ্ছিলদিগের সহিত, তৎ পশ্চাদ্ভাগে প্রস্থলেশ্বর ত্রৈগর্ত্ত বহুসংখ্যক কাম্বোজ ও যবনদিগের সহিত, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা সিংহনাদে ধরণীতল নিনাদিত করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে রাজা দুর্য্যোধন সমস্ত সৈন্য ও সহোদরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে শারদ্বত কৃপাচার্য্য গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সেই সাগরসন্নিভ মহাব্যূহ প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলে, ব্যূহস্থিত পতাকা, শ্বেত ছত্র, বিচিত্র অঙ্গদ ও মহার্হ ধনু সকল পরম শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

হে রাজন্! মহারথ যুধিষ্ঠির সেই কৌরবীয় মহাব্যূহ সন্দর্শন করিয়া অবিলম্বে স্বীয় সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে মহেষাস! দেখ,

কৌরবগণ সাগরতুল্য ব্যূহ রচনা করিয়াছে; অতএব তুমিও শীঘ্র প্রতি-ব্যূহ নির্ম্মাণ কর। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন যে আজ্ঞা বলিয়া পরব্যূহনাশক শৃঙ্গাটক ব্যূহ রচনা করিলেন। এই ব্যূহের শৃঙ্গদ্বারে বহু সহস্র রথ, অশ্ব ও পদাতিগণের সহিত মহারথ ভীমসেন ও সাত্যকি; নাভিস্থলে বানরধ্বজ অর্জ্জুন; এবং মধ্যদেশে যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব অবস্থিত হইলেন। ব্যূহশাস্ত্রনিপুণ অন্যান্য ধনুর্দ্ধর মহীপালগণ সৈন্যগণের সহিত সেই ব্যূহ পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে রথিপ্রধান অভিমন্যু, বিরাট, দ্রৌপদেয়গণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচ অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ এইরূপে মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া জয়াভিলাষে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন চতুর্দ্দিকে তুমুল শঙ্খধ্বনি, ভেরীশব্দ, সিংহনাদ, আস্ফোটন ও উৎক্রোশ হইতে লাগিল।

তখন শূরগণ পরস্পর সমবেত হইয়া পরস্পরের প্রতি অনিমিষনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমতঃ মনে মনে যুদ্ধের কল্পনা করিলেন; তৎপরে তাহারা পরস্পরের নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষীয় যোধগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। ব্যাদিতানন অতি ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গসন্নিভ সুশাণিত নারাচ সকল, মেঘবিনিঃসৃত দেদীপ্যমান বিদ্যুৎকল্প তৈলধৌত বিমল শক্তিনিকর ও পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ বিমলপট্টসমাচ্ছন্ন স্বর্ণবিভূষিত গদা সমূহ রণক্ষেত্রে নিপতিত হইতে লাগিল। বিমল অম্বর সদৃশ নিস্ত্রিংশ সকল এবং শত চন্দ্রশোভিত চর্ম্ম সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে নিপতিত হইয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধে সমুদ্যত দেবাসুর সৈন্যের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রথিগণ যুগ দ্বারা পরপক্ষীয় রথীদিগের যুগ আক্রমণ পূর্ব্বক যুদ্ধে সমুদ্যত হইল। সর্ব্বত্র যুধ্যমান দ্বিরদগণের রদসংঘর্ষণে সধূম অগ্নি উৎপন্ন হইতে লাগিল। কোন গজারোহী প্রাসাস্ত্রে আহত হইয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত মহীরুহের ন্যায় নিপতিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। বিচিত্ররথী ও পদাতিগণ নখর ও প্রাসাস্ত্র দ্বারা পরপক্ষীয় পদাতিগণকে সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে কুরুপাণ্ডবদিগের সৈনিক পুরুষগণ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া নানাবিধ শর দ্বারা পরস্পরকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন মহাবীর শান্তনুপুত্র ভীষ্ম রথনির্ঘোষে রণক্ষেত্র নিনাদিত এবং শরাসনশব্দে পাণ্ডবদিগকে বিমোহিত করিয়া সমাগত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় রথিগণও ভীষণ রব করত যুদ্ধে গমন করিলেন।

তদনন্তর উভয়পক্ষীয় নর, অশ্ব, রথ ও নাগগণের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ঊননবতিতম অধ্যায়। ৮৯।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যখন মহাপরাক্রমশালী সূর্য্যপ্রভ মহাবীর ভীষ্ম সংগ্রামে সমাগত হইলেন, তখন পাণ্ডবগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ মহারাজ ধর্ম্মনন্দনের আদেশক্রমে শান্তনুপুত্রের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করত যুদ্ধার্থ ধাবমান হইল। তখন যুদ্ধাভিমানী ভীষ্ম বহুসংখ্যক শর দ্বারা মহাবীর সোমক, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালদিগকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সমরোৎসাহী পাঞ্চাল ও সোমকগণ ভীষ্ম শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীষ্ম তাহাদিগের কাহাকে ছিন্ন হস্ত ও কাহাকে ছিন্ন মস্তক করিয়া রথিগণের রথ সকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। ভীষ্মের শরপ্রভাবে রণাঙ্গনে অশ্বচ্যুত অশ্বারোহিগণের মস্তক ও আরোহিবিহীন ধরাশায়ী পর্ব্বত সদৃশ গজ সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল।

হে নরনাথ! তখন পাণ্ডবদিগের মধ্যে একমাত্র মহারথ ভীমসেন বলবিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক মহাবীর শান্তনুতনয়কে আক্রমণ করিয়া তাড়ন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ভীমসেনের সহিত ভীষ্মের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে ঘোরতর কোলাহল হইতে লাগিল। তখন পাণ্ডবেরা পরম আহ্লাদিত হইয়া সিংহের ন্যায়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় ভ্রাতৃবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভীষ্মকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ভীষ্মের সারথিকে নিহত করিলে, অশ্ব সকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া ভীষ্মের রথ লইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সুশাণিত ক্ষুরপ্র দ্বারা সুনাভের শিরশ্ছেদন করিলেন। হে রাজন্! তখন অতুলপরাক্রম আদিত্যকেতু, বহ্বাশী কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিত ও বিশালাক্ষ আপনার এই সাতপুত্র সহোদর বিনাশে নিতান্ত অধীর হইয়া বিচিত্র কবচ ও আয়ুধ সকল ধারণ পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বে বজ্রপাণি ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুরকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবীর মহোদর বজ্রতুল্য নয় বাণ দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। আদিত্যকেতু সপ্ততি, বহ্বাশী পাঁচ, কুণ্ডধার নবতি, বিশালাক্ষ সাত, পণ্ডিত তিন এবং মহাবল অপরাজিত বহুসংখ্যক শর বর্ষণ করিয়া ভীমসেনকে নিপীড়িত করিলেন।

তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন রণাঙ্গনে শত্রুগণের শরাঘাতে সাতিশয় অস্থির হইয়া বাম করে ধনু অবনত করত আনতপর্ব্ব শব দ্বারা অপরাজিতের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে এক ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত সৈন্যদিগের সাক্ষাতে মহাবথ কুণ্ডধারকে যমালয়ে প্রেরণ পূর্ব্বক যুদ্ধবিশারদ পণ্ডিতের উপর এক নিশিত শব পরিত্যাগ করিলেন। সেই শর কালক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় পণ্ডিতকে নিহত কবিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাবল বৃকোদর পূর্ব্ব ক্লেশ স্মরণপূর্ব্বক তিন বাণ দ্বাবা বিশালাক্ষের মস্তক কর্ত্তন করিলেন এবং এক নিশিত শর গ্রহণ করিয়া মহোদরের উরঃস্থলে নিক্ষেপ কবিলেন। মহাবীর মহোদর ভীমসেনের শরাঘাতে বিগতপ্রাণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন এক সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা আদিত্যকেতুব ছত্র ও শাণিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার মস্তক কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। পরে এক আনতপর্ব্ব শর পরিত্যাগ করিয়া বহ্বাশীকে শমনসদনে প্রেবণ করিলেন। হে বিশাম্পতে! এইরূপে সেই মহাবীর সকল সংগ্রামে নিহত হইলে, আপনার অন্যান্য পুত্রগণ ভীমসেনকে সত্যপ্রতিজ্ঞ বোধ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন সহোদরবিয়োগে সাতিশয় কাতর হইয়া কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে কহিলেন, হে সৈন্যগণ! এই দুরাত্মা ভীমকে তোমবা অবিলম্বে নিধন কর।

হে নরেন্দ্র! আপনার তনয়গণ এই প্রকারে ভ্রাতৃবর্গকে নিহত দেখিয়া মহাবীর ভীমসেনের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কবিতে লাগিলেন। হে বিশাম্পতে! মহাত্মা সত্যবাদী বিদুরের বাক্য এক্ষণে সত্য হইল। আপনি লোভ, মোহ ও পুত্রস্নেহের বশীভূত হইয়া পূর্ব্বে বিদুরের হিতকর বাক্য বুঝিতে পারেন নাই। মহাবাহু ভীমসেন আপনার পুত্রদিগকে নিহত করিবার নিমিত্ত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে সংগ্রাম বিবরণ শ্রবণ করুন।

রাজা দুর্য্যোধন সহোদরবিয়োগে সাতিশয় বিহ্বল হইয়া ভীষ্মসকাশে গমন পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, হে পিতামহ! বৃকোদর রণ-

ক্ষেত্রে আমার সোদরগণকে নিহত করিয়াছে আমরা বহু যত্নে যুদ্ধ করিতেছি, কিন্তু তথাপি আমাদের সেনা সকল বিনষ্ট হইতেছে। আপনি উদাসীন হইয়া আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা করিতেছেন। আমি সমরোদ্যত হইয়া সাতিশয় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। মহাবীর শান্তনুপুত্র ভীষ্ম রাজা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি, দ্রোণাচার্য্য, মহাত্মা বিদুর ও যশস্বিনী গান্ধারী আমরা পূর্ব্বেই তোমাকে এই কথা কহিয়াছিলাম, কিন্তু তখন তুমি আমাদিগের বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলে। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বে তোমাদের সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে সমরে পরাঙ্মুখ হইব না, দ্রোণাচার্য্যও রণ পরিত্যাগ করিবেন না। কিন্তু আমি যথার্থ কহিতেছি যে, ভীমপরাক্রম ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের মধ্যে সংগ্রামস্থলে যাহাকে দর্শন করিবেন, তাহাকেই নিহত করিবেন। অতএব তুমি সুস্থিরভাবে অবস্থান পূর্ব্বক দৃঢ় প্রজ্ঞা অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পাণ্ডবদিগের পরাভব করা ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণেরও দুঃসাধ্য।

নবতিতম অধ্যায়। ৯০।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এক মাত্র ভীমসেন কর্ত্তৃক আমার বহু পুত্র নিহত হইলে, মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য ইঁহারা কি করিয়া ছিলেন? যখন তাহারা মহাত্মা দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ ও মহাবীর সৌমদত্তি, ভগদত্ত এবং অন্যান্য মহাবীরগণের মধ্যগত থাকিয়াও জয় লাভ করিতে পারিতেছে না; পরন্তু প্রতিদিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে; তখন দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? পূর্ব্বে আমি, ভীষ্ম এবং গান্ধারী আমরা সকলে দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিয়া ছিলাম, কিন্তু সেই দুর্ম্মতি মোহ বশতঃ তোমাদিগের বাক্যে কর্ণপাত করে নাই; এক্ষণে তাহারই প্রতিফল ভোগ করিতেছে!

সঞ্জয় কহিলেন, হে বিভো! পূর্ব্বে বিদুর আপনাকে কহিয়াছিলেন, "হে রাজন্! আপনি পুত্রগণকে দ্যূতক্রীড়ায় নিবৃত্ত করুন; পাণ্ডবগণের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিবেন না। হে ভূপতে! রোগী যেরূপ ঔষধ সেবনে অবহেলন করে, তদ্রূপ তুমি সেই হিতাভিলাষী বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের বাক্য অবহেলন করিয়াছিলে।

তজ্জন্যই এক্ষণে কৌরবগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। হে রাজন! সুহৃদ্-বাক্য অবহেলন করাতে পূর্ব্বেই আপনার এই বিপত্তি উপস্থিত হই-য়াছে। যাহা হউক, সেই দিবস মধ্যাহ্ন কালে যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল; এক্ষণে তাহাব বিষয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

তদনন্তর সমুদায় সৈন্যগণ ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে সুসজ্জিত হইয়া ভীষ্মের বধসাধনার্থ ধাবমান হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডীও মহারথ সাত্যকি সৈন্যগণের সহিত, বিরাট ও দ্রুপদ সোমকগণের সহিত, কৈকেযগণ ধৃষ্টকেতু ও কুন্তিভোজের সহিত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হই-লেন। মহাবীর অর্জ্জুন, দ্রৌপদেয়গণ এবং চেকিতান দুর্য্যোধন সম দিষ্ট নরপতিগণের সহিত, যুদ্ধার্থ ধাবমান হইলেন। অভিমন্যু, হিড়িম্ব ও ভীমসেন ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া কৌরবগণের অভিমুখীন হইলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। মহারথ দ্রোণ ক্রোধপরবশ হইয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে শমনভবনে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই-লেন। সৃঞ্জয়গণ মহাধম্বা দ্রোণশরে আহত হইয়া মহান্ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়গণ দ্রোণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া ব্যাধিদ্বারা পরিক্লিষ্ট মানবের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। রণস্থল হইতে অনবরত ক্ষুধাকাতর মানবের ন্যায়, পক্ষিকূজনের ন্যায়, ক্রন্দনের ন্যায় ও মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

এদিকে ক্রোধপরতন্ত্র মহাবীর ভীমসেন দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় কৌরব সৈন্যগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তথায় পরস্পর বধ্যমান সৈন্য-গণের শোণিতে তরঙ্গসঙ্কুল নদী সমুৎপন্ন হইল। হে রাজন্! সেই কৌরব পাণ্ডবের তুমুল সংগ্রাম যমরাষ্ট্র বৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠিল। অনন্তর ভীমসেন ক্রোধ ভরে মহাবেগে গজ সৈন্যের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। গজগণ ভীম নারাচে আহত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত বিষণ্ণ ও চারিদিগে ধাবমান হইল। কোন কোন হস্তী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ হস্তী ছিন্নশুণ্ড ও ভিন্ন দেহ হইয়া ক্রৌঞ্চের ন্যায় শব্দ করত ধরাশায়ী হইল। নকুল ও সহদেব অশ্বসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া কাঞ্চন বিভূষিত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ সম্পন্ন শত শত সহস্র সহস্র অশ্বকে নিহত করিতে লাগিলেন। তখন সেই সমস্ত নিপাতিত অশ্বে ভূতল পরিপূর্ণ

হইয়া উঠিল। হে রাজন্! কোন কোন অশ্বের জিহ্বা ছিন্ন হইল। কোন কোন অশ্ব ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কোন কোন অশ্ব পক্ষীর ন্যায় ধ্বনি করিতে লাগিল। কোন কোন অশ্ব প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবিধ আকার ধারণ করিল। হে ভারত! রণস্থল অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত বাজগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কর রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। বসন্তকালীন কুসুমাচ্ছন্ন অরণ্যের ন্যায় সেই সমর ভূমি ভগ্নরথ, ছিন্নধ্বজ, মহাস্ত্র, চামর, ব্যজন, ছত্র, হার, নিষ্ক, কেয়ূর ও উষ্ণীষ প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন হইল। হে রাজন্! শান্তনুতনয় ভীষ্ম, মহারথ দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা ক্রুদ্ধ হওয়াতে পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্য সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ ক্রুদ্ধ হওয়াতে, আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ নিহত হইতে লাগিল।

একনবতিতম অধ্যায়। ৯১।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এই প্রকার লোকক্ষয়কর মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইলে, সুবলতনয় শকুনি পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্বতবংশীয় পরবীরঘাতী হার্দ্দিক্য ও আপনার পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ কাম্বোজ দেশীয়, নদীজ, আরট্ট দেশীয়, স্থলজ, সিন্ধু দেশজ ও তিত্তিরি দেশীয় বেগশালী শুভ্রবর্ণ অশ্ব সমভিব্যাহারে পাণ্ডব সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। অর্জ্জুনসুত ইরাবান্ বিবিধ অলঙ্কার ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক বায়ুবেগগামী অশ্বের সহিত হৃষ্টচিত্তে সেই সমস্ত সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন।

হে রাজন্। ইরাবান্ মহাত্মা অর্জ্জুনের ঔরসে নাগরাজ ঐরাবতের সুষার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। খগরাজ গরুড় ঐরাবতের পুত্রকে হরণ করিলে, ঐরাবত পুত্রবধূকে সন্তান-বিহীনা ও দীনমনা দর্শন করত অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন। অর্জ্জুনও সেই নাগরাজ দুহিতাকে ভার্য্যা-স্বরূপে প্রতিগ্রহ করেন। এই রূপে মহাবীর ইরাবান অর্জ্জুনের ঔরসে পরক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইহার পিতৃব্য পার্থের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ ইহাঁকে পরিত্যাগ করিলে, ইনি নাগলোকে জননীর নিকট পরিপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সত্যপরায়ণ, পরম রূপবান্, বলবান্ ও অশেষ গুণসম্পন্ন ইরাবান্, ধনঞ্জয় ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন

শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন এবং অর্জ্জুন সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে আত্ম পরিচয় প্রদান করত কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! আপনার মঙ্গল হউক, আমি আপনার পুত্র এই বলিয়া পার্থের সহিত যে প্রকারে তাঁহার জননীর সমাগম হইয়াছিল, তিনি সেই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। তখন অর্জ্জুনের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে তিনি আত্মসদৃশ গুণসম্পন্ন পুত্রকে আলিঙ্গন করত পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, হে বৎস! তুমি সংগ্রাম সময়ে আমাদিগের সাহায্য করিও। তখন ইরাবান্ যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। হে মহারাজ! এক্ষণে সেই সংগ্রাম কাল উপস্থিত হওয়াতে ইরাবান্ মনোহর বেশভূষাসম্পন্ন অশ্বগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছেন।

অনন্তর কাঞ্চন বিভূষিত মনোমারুতগামী তদীয় অশ্ব সকল সাগর মধ্যগামী হংসগণেব ন্যায় সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইল। সেই সকল অশ্ব আপনার হয়গণ মধ্যে গমন করিয়া পরস্পরের নাসিকা দ্বারা নাসিকা ও বক্ষ দ্বারা বক্ষ দেশে আহত করত স্ব স্ব বেগে আহত হইয়া পতিত হওয়াতে যেন বিহগরাজ গরুড়ে পতন কালীন ভয়ঙ্কর শব্দ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। হে রাজন্। সেই সমস্ত অশ্বারোহী ব্যক্তিরা পরস্পর আক্রমণ পূর্ব্বক পরস্পরকে হনন করিতে লাগিল। সেই তুমুল সংগ্রামে উভয় পক্ষের যোধগণ ভয়ে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বীরগণ পরস্পর শরাঘাতে ছিন্ন গাত্র ও শ্রমার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের অশ্ব সকলও নিহত হইয়া পতিত হইতে লাগিল।

পরে সেই ক্ষয়প্রাপ্ত অশ্বারোহী সৈন্যেব কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে শকুনি সমরবিশারদ গজ, গবাক্ষ, বৃষভ, চর্ম্মবান্, আর্জ্জব ও শুক নামক মহাবল ছয় ভ্রাতার সহিত মহাবল পরাক্রান্ত যোধগণে পরিবৃত হইয়া বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমে আরোহণ পূর্ব্বক সৈন্যমণ্ডলী হইতে বহির্গত হইয়া সংগ্রামাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! গান্ধার দেশীয় উক্ত ছয় ভ্রাতা স্বর্গ গমনার্থ জয় লাভে সমুৎসুক হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সেই স্বাদি সৈন্য ভেদ করত প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন ইরাবান্ তাঁহাদিগকে সৈন্য মধ্যে সন্দর্শন করিয়া বিচিত্র অলঙ্কার ও আয়ুধধারী যোধগণকে কহিলেন, হে যোধগণ! ঐ সকল বিপক্ষীয় যোধগণ যাহাতে বিনষ্ট হয়, তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। তখন ইরাবানের যোদ্ধা সকল যে আজ্ঞা বলিয়া দুর্জ্জয় শত্রু সৈন্যগণকে নিহত করিল। সুবল-

নন্দনগণ আপনাদিগের সৈন্যগণকে ইরাবানের সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া, সক্রোধচিত্তে ইরাবানের সমীপে ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। তখন পরস্পর পরস্পরের প্রহারে উদ্যত হইলেন। হে রাজন্! ইরাবান তোত্রবিদ্ধ হস্তীর ন্যায় সেই বীরগণের প্রাসাস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়া গলিতরুধির ধারায় সিক্ত কলেবর হইলেন। তিনি সেই বহুজন কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত পরপুরঞ্জয় ইরাবান্ রোষপরবশ হইয়া সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকে বিদ্ধ করিয়া মোহিত করিলেন, এবং স্বীয় শরীর বিদ্ধ প্রাস সকল নিঃসারিত করিয়া তদ্দ্বারাই সুবলপুত্রগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। পরে সুবলপুত্রগণকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে খড়্গ আকর্ষণ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সত্বর পদব্রজে ধাবমান হইলেন। অনন্তর সুবলতনয়গণের মোহ দূরীভূত হইলে, তাহারা পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইরাবান্‌কে লক্ষ্য করত ধাবমান হইলেন। মহাবল ইরাবান ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তলাঘব প্রদর্শন করত তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সুবলতনয়গণ দ্রুতগামী অশ্ব দ্বারা দ্রুতবেগে বিচরণ করিয়াও ইরাবান্‌কে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা ইরাবান্‌কে ভূতলস্থ দেখিয়া সম্যক্ বেষ্টন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। পরে তাঁহারা নিকটবর্ত্তী হইলে, ইরাবান্ দুই হস্তে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের দেহ ও আয়ুধ এবং অলঙ্কার পরিশোভিত বাহু কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন একমাত্র বৃষভ ব্যতীত আর সকলেই ছিন্ন দেহ হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বৃষভ অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে কোন প্রকারে মুক্তি লাভ করিলেন।

হে রাজন্! ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র রাক্ষস অলম্বুষ মহাধনুর্দ্ধর ও মায়াবী; পূর্ব্বে ভীমসেন কর্ত্তৃক বকরাক্ষস নিধন হেতুক তাঁহার প্রতি তাহার বৈরিতা ছিল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সুবলতনয়দিগকে মৃত ও পতিত দেখিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে সেই ভীষণদর্শন রাক্ষস অলম্বুষকে কহিলেন, হে বীর! ঐ দেখ ধনঞ্জয়পুত্র মহাবল ইরাবান্ আমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করত সাতিশয় অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছে। বৎস! তুমি স্বেচ্ছাবিহারী মায়াস্ত্র কুশল ও ভীমসেনের সহিত তোমার দারুণ বৈরিতা আছে; অতএব তুমি ইরাবান্‌কে বিনাশ কর। ভীষণ মূর্ত্তি রাক্ষস অলম্বুষ মহাবল বীরগণে পরিবৃত হইয়া সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যে পরিবৃত

মহাবল ইরাবান্‌কে সংহার করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পরবীরঘাতী ইরাবান্‌ও ক্রোধভরে সত্বর হইয়া সেই রাক্ষসকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। রাক্ষস অলম্বুষ করিল। অনন্তর সৈন্য সকল নিবৃত্ত হইলে, সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীরদ্বয় বৃত্রবাসবের ন্যায় সংগ্রামস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবল ইরাবান্ যুদ্ধদুর্ম্মদ সেই রাক্ষস অলম্বুষকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া ক্রোধভরে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর রাক্ষস সমীপবর্ত্তী হইলে, খড়্গ দ্বারা তাহার উজ্জ্বল ধনুক ও সায়ক সকল পঞ্চধা বিভক্ত করিলেন। তখন সেই রাক্ষস ছিন্নধন্বা হইয়া অতি বেগে আকাশে উপনীত হইল। তৎকালে কামরূপী দুরাসদ ইরাবান্‌ও আকাশে উৎপতিত হইয়া মায়া দ্বারা রাক্ষসকে বিমোহিত করত তাহার গাত্রচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাক্ষস শ্রেষ্ঠ অলম্বুষ পুনঃ পুনঃ ছিন্ন দেহ হইয়াও যৌবন রূপ পরিগ্রহ করত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইতে লাগিল। হে রাজন্! রাক্ষসদিগের মায়া অতি সহজ এবং তাহারা ইচ্ছানুসারে বয়ঃক্রম ও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে এই নিমিত্ত সেই রাক্ষস বারম্বার ছিন্নদেহ হইয়াও স্বকীয় পূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল। ইরাবান্ সেই বলশালী রাক্ষসকে সুতীক্ষ্ণ পরশ্বধ অস্ত্রে পুনঃ পুঃ ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবল রাক্ষস ইরাবান্ কর্ত্তৃক ক্রমের ন্যায় ছিন্ন দেহ হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। পরে সেই রাক্ষস পরশ্বধাস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইলে, তাহার শরীর হইতে শোণিত ধারা অবিরত ক্ষরিত হইতে লাগিল এবং সেই রাক্ষস সংগ্রাম স্থলে যশস্বী অর্জ্জুনসুত ইরাবান্‌কে দেখিয়া মায়া বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। ইরাবান্ সেই রাক্ষসের তাদৃশী মায়া অবলোকনে ক্রোধভরে মায়া সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া ক্রোধাভিভূত হইলে, তাঁহার মাতৃবংশীয় নাগ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দিকে বহুসনাগ পরিবৃত ফণামণ্ডলশালী অনন্তরূপ ধারণ পূর্ব্বক রাক্ষস অলম্বুষকে বহুল নাগদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। রাক্ষস প্রধান অলম্বুষ বহুল নাগ পরিবৃত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত গরুড় মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত নাগদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। তখন মাতৃবংশীয় নাগকে অলম্বুষ মায়াবলে ভক্ষণ করিলে, ইরাবান্ বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। অলম্বুষ তাঁহাকে বিমোহিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা তদীয় মুকুটকুণ্ডলসুশোভিত মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিল।

হে রাজন্! এইরূপে অর্জ্জুন নন্দন ইরাবান্ রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহত হইলে, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রাজগণের সহিত শোকবিহীন হইলেন। সেই সময়ে উভয় পক্ষীয় সৈন্যের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই-যুদ্ধে গজ, অশ্ব ও পদাতি সকল গজগণ কর্ত্তৃক, রথ, অশ্ব ও গজগণ পদাতি সমূহ কর্ত্তৃক এবং পদাতি, অশ্ব ও রথ সমূহ রথিগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন পুত্র ইরাবানের মৃত্যুসংবাদ অবগত হন নাই। তৎকালে তিনি ভীষ্ম পরিরক্ষিত বীরগণকে বিনষ্ট করিতে ছিলেন। হে রাজন্! সহস্র সহস্র সৃঞ্জয় ও আপনার পক্ষীয় যোধগণ সংগ্রামহুতাশনে প্রাণাহুতি প্রদান করত পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। অনেকানেক বীর মুক্তকেশ, কবচ বিহীন, বিরথ, ছিন্ন কার্ম্মুক ও সকলে যেন সমবেত হইয়া পরস্পর বাহুযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। শত্রুতাপন ভীষ্ম পাণ্ডব সেনাকে কম্পিত করত মর্ম্মভেদী বাণ সমূহ দ্বারা মহারথগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের বহুসৈন্য, হস্তী, সাদী, রথী ও অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। হে রাজন্! তৎকালে তাঁহাকে পুরন্দর সদৃশ পরাক্রমশালী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধনুর্দ্ধর সাত্যকির ইহাদিগেরও অতিভীষণ পরাক্রম প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিশেষতঃ দ্রোণের পরাক্রম দর্শনে পাণ্ডবেরা অতিশয় ভীত হইলেন। তাঁহারা দ্রোণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আচার্য্য দ্রোণ একাকী আমাদিগকে সমস্ত সৈন্যের সহিত নিহত করিতে পারেন, তাহাতে উনি যখন পৃথিবীস্থ যোধগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তখন কি না করিতে পারেন? হে রাজন্! সেই ভীষণ সংগ্রামে উভয় পক্ষীয় বীরগণ কেহ পরস্পর কৃত প্রহার সহ্য করিল না, সকলেই যেন রাক্ষস বা ভূতগণে আবিষ্ট হইয়া প্রবলবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দৈত্যসংগ্রাম সদৃশ লোকক্ষয়কর সেই সংগ্রামে কাহাকেও আপনার প্রাণ রক্ষায় যত্ন করিতে দৃষ্ট হইল না।

——**——

দ্বিনবতিতম অধ্যায়। ৯২।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ পাণ্ডবগণ ইরাবানকে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া, কি করিয়াছিলেন? সঞ্জয় কহিলেন হে রাজন! ভীম-সেনতনয় ঘটোৎকচ সমরে ইরাবানকে নিহত দেখিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সেই গম্ভীর নিনাদে পর্ব্বত, কানন ও সসাগরা

মেদিনী, অন্তরীক্ষ, দিক্ এবং বিদিক্ সকল কম্পিত হইতে লাগিল। সেই মহাশব্দ শ্রবণ করত আপনার সৈন্যগণের উরুস্তম্ভ ও কম্পন উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগের শরীর হইতে অনবরত স্বেদ বিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। হে রাজন্! তৎকালে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ সকলেই সিংহভীত হস্তীর ন্যায় দীনচিত্তে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। রাক্ষস ঘটোৎকচ সেই ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া শূল হস্তে ক্রুদ্ধ কালান্তকের ন্যায় ধাবমান হইল।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সেই ভীষণ রাক্ষস ঘটোৎকচকে আপতিত ও তাহার ভয়ে স্বীয় সৈন্যগণকে বিমুখ দেখিয়া বিপুল শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বারম্বার সিংহনাদ করত তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বঙ্গাধিপ দশ সহস্র মদস্রাবী গজ সৈন্যের সহিত তাঁহার অনুগমন করিলেন। নিশাচর ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনকে এইরূপে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাব প্রতি অতিশয় ক্রোধাসক্ত হইলেন। পরে রাক্ষসসৈন্যের সহিত দুর্য্যোধনসৈন্যের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। শস্ত্রধারী রাক্ষসগণ গজ সৈন্যগণকে মেঘের ন্যায় সমুদ্যত দেখিয়া ক্রোধভরে সবিদ্যুত বারিদের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি করত ধাবমান হইয়া শর, শক্তি, নারাচ, ভিন্দিপাল, শূল, মুদ্গর, পরশ্বধ দ্বারা গজ যোধগণকে এবং পর্ব্বত শৃঙ্গ ও বৃক্ষ দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ হস্তীকে প্রহার করিতে লাগিল। হে রাজন্! তৎকালে দেখিলাম, নিশাচরগণ কর্ত্তৃক আহত হস্তিগণের কতকগুলির কুম্ভ বিদীর্ণ ও কতক গুলির গাত্র ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাহা হইতে অনবরত শোণিত ধারা নির্গত হইতে লাগিল।

এই প্রকারে গজ সৈন্যগণ ক্ষয় প্রাপ্ত ও ভগ্ন হইলে, শত্রুতাপন মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রোধাবেশে জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক রাক্ষসগণের প্রতি ধাবমান হইয়া নিশিত সায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রোধ ভরে তাহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান রাক্ষসগণকে হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ মহাবীর বেগবান্, মহারৌদ্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব ও প্রমাথী এই চারি রাক্ষসকে চারি বাণে নিহত করিয়া নিশাচর সৈন্যের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ভীমসেনতনয় ঘটোৎকচ মহারাজ দুর্য্যোধনের সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করত অতিশয় ক্রোধাসক্ত হইয়া বজ্রসদৃশ নিস্বনকারী শরাসন আস্ফালন পূর্ব্বক অতি বেগে ধাবমান হইল। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন

সেই কালান্তক সদৃশ রাক্ষসকে আপতিত দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তৎপরে ভীমসেনতনয় ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনকে ক্রোধভরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, রে দুর্ম্মতি ক্ষত্রিয়! তুই যে আমার পিতৃব্যগণকে ছল-দ্যূতে পরাজিত করিয়া দীর্ঘকাল প্রবাসিত করিয়াছিলি, এক বস্ত্রপরী- ণ া রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করত যে বহুবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলি এবং আমার পিতা ও পিতৃব্যগণ যখন অরণ্যে বাস করেন, তখন যে দুরাত্মা সিন্ধুরাজ তোর প্রিয়ানুষ্ঠানমানসে আমার পিতা ও পিতৃ-ব্যগণকে পরাভব করিয়া দ্রৌপদীকে যে নিদারুণ কষ্ট দিয়াছিল, যদি তুই অদ্য সমরভূমি হইতে পলায়ন না করিস, তাহা হইলে তোর সেই সমস্ত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিয়া পিতৃ মাতৃ ঋণ পরিশোধ করিব। হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ এইরূপ বলিয়া দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও সৃক্কণী লেহন করত মহাশরাসন বিস্ফারিত করিয়া ধারাধর যে রূপ ধরাধরের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা দুর্য্যোধনকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিল।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়। ৯৩।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন মহাহস্তী যেরূপ জলধারা ধারণ করে, তদ্রূপ সেই সমস্ত ঘটোৎকচনিক্ষিপ্ত সায়ক অনায়াসে ধারণ পূর্ব্বক অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অতিশয় সংশয়াপন্ন হইলেন এবং পঞ্চবিংশতি সংখ্যক নারাচ সেই রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। গন্ধমাদন পর্ব্ব-তের উপরিভাগে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গম পতনের ন্যায় সহসা সেই সমস্ত সায়ক সেই রাক্ষস প্রধানের উপর নিপতিত হইলে, রাক্ষস তাহাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া গলিতমদ মাতঙ্গের ন্যায় শোণিত স্রাব করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনের বধাভিলাষে প্রজ্বলিত মহোল্কা সদৃশ পর্ব্বতভেদী এক মহাশক্তি গ্রহণ করিল। বলশালী বঙ্গাধিপতি সেই শক্তি সমুদ্যত দেখিয়া শীঘ্রগামী পর্ব্বত সদৃশ এক কুঞ্জরে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর দুর্য্যো-ধনের রথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হস্তীদ্বারা সেই রথ আবৃত করিলেন। হে রাজন্! মহাবীর ঘটোৎকচ, দুর্য্যোধনের রথমার্গ বঙ্গরাজ কর্ত্তৃক আবৃত দেখিয়া, সেই সমুদ্যত মহাশক্তি বঙ্গরাজের হস্তির প্রতি নিক্ষেপ

করিল। তখন সেই হস্তী ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত শক্তিদ্বারা অভিহত হইয়া রুধির বমন করত পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই সময় বঙ্গাধিপতি অতিবেগে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সেই প্রধান হস্তীকে পতিত এবং স্বীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং স্বপক্ষীয় সৈন্য পলায়নে আপনার পরাভব স্বীকার করিয়াও স্বীয় অভিমানিতা ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক গিরির ন্যায় অচল ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে ক্রোধভরে কালাগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন এক শাণিত সায়ক সন্ধান পূর্ব্বক সেই ভীষণ নিশাচরের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। মায়াবী ঘটোৎকচ সেই শর আপতিত দেখিয়া অনায়াসে তাহা বিফল করিয়া ফেলিল, এবং ক্রোধভরে সমুদায় সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করত যুগান্তকালীন জলদের ন্যায় পুনরায় ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিল।

শান্তনুতনয় ভীষ্ম সেই ভীষণ রাক্ষসের ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া আচার্য্য সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে আচার্য্য! ঐ রাক্ষসের যেরূপ ঘোরতর গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে, ইহাতে বোধ হয়, যে ঐ রাক্ষস দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। হে রাজন্! কোন প্রাণীই তাহাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে; অতএব তোমাদিগের জয় হউক; তোমরা সেই সমরস্থলে গমন করিয়া রাজাকে রক্ষা কর। যখন মহানুভব দুর্য্যোধনের প্রতি মহাসত্ত্ব রাক্ষস অভিদ্রুত হইয়াছে, তখন তাঁহাকে রক্ষা করাই আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

তখন সেই সমস্ত মহারথগণ সত্বর মহাবেগে কুরুরাজ সন্নিধানে গমন করিলেন। দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, জয়দ্রথ, কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, আবন্ত্য, বৃহদ্বল, অশ্বত্থামা বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি এই সমস্ত মহারথ এবং ইঁহাদিগের অনুগত বহু সহস্র রথী দুর্য্যোধনসমীপে গমনার্থ সত্বর হইলেন। তৎকালে শূল, মুদ্গর ও বহুবিধ অস্ত্রধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত রাক্ষসসত্তম ঘটোৎকচ সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত দুর্দ্দমনীয় সৈন্যগণকে সমাগত দেখিয়া বিপুল শরাসন ধারণ পূর্ব্বক মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধনের সেই সমস্ত সৈন্যের সহিত ঘটোৎকচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যোদ্ধাদিগের ভয়ঙ্কর ধনুষ্টঙ্কার দহ্যমান বংশ ধ্বনির ন্যায় ও বর্ম্মে নিপতিত শর সমুদায়ের শব্দ ভিদ্যমান পর্ব্বত ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। বীরগণবিসৃষ্ট আকাশগামী তোমর

সকল সর্পকুলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ক্রোধান্বিতচিত্তে ভীষণ ধ্বনি করত মহাচাপ বিস্ফারণ পূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র বাণে দ্রোণের শরাসন ও সুতীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্রে সোমদত্তের ধ্বজ কর্ত্তন করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। পরে বাহ্লিকের হৃদয়দেশে তিন শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃপকে এক শরে ও চিত্রসেনকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে শরাসন আকর্ষণ করত বিকর্ণের জত্রুদেশে আঘাত করিলেন। মহাবলশালী বিকর্ণ ঘটোৎকচের শরাঘাতে শোণিতাক্ত শরীর হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন।

অনন্তর মহা প্রতাববান্ ঘটোৎকচ ক্রোধপরবশ হইয়া ভূরিশ্রবার উপর পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল নারাচ ভূরিশ্রবার বর্ম্ম ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা বৃকোদরের পুত্র ঘটোৎকচ বিবিংশতির ও অশ্বত্থামার সারথিকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ঐ উভয় সারথিই তখন বাণাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্বরশ্মি মোচন পূর্ব্বক রথোপস্থে নিপতিত হইল। পরে মহাবল হিড়িম্বাতনয় অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সিন্ধুরাজের সুবর্ণভূষিত বরাহধ্বজ ও অন্য শরে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ক্রোধারুণনয়নে চারি নারাচ নিক্ষেপ করত অবন্তিরাজের অশ্বচতুষ্টয় সংহার ও শরাসনে সুতীক্ষ্ণ সায়ক সন্ধান করিয়া রাজপুত্র বৃহদ্বলকে বিদ্ধ করিলেন। পরাক্রমশালী বৃহদ্বল ঘটোৎকচের বাণে নিতান্ত ব্যথিত ও একান্ত কাতর হইয়া রথোপস্থে উবিষ্ট হইলেন। তখন রথারূঢ় রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ক্রোধাবেশে আশীবিষসদৃশ নিশ্রিত শখনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমরবিশারদ শল্যের শরীর ভেদ করিল।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়। ৯৪।

হে রাজন্! হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ এইরূপে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণকে সমরে পরাঙ্মুখ করিয়া দুর্য্যোধন বধাভিলাষে ধাবমান হইল। আপনার পক্ষীয় সৈন্য সকল দুর্জ্জয় হিড়িম্বাতনয়কে মহারথ দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবমান দেখিয়া, তালপ্রমাণ চাপ সকল আকর্ষণ করত সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক শরৎকালীন জলদজালের পর্ব্বতোপরি জল বর্ষণের ন্যায় তাহার উপর শর বৃষ্টি

করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ সৈন্যদিগের শরসমূহে অঙ্কুশাহত কুঞ্জরের ন্যায় ব্যথিত হইয়া বিনতাসুতের ন্যায় সহসা গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইল এবং শরৎকালীন জীমূতের ন্যায় চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিতে আরম্ভ করিল।

ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির হিড়িম্বাতনয় রাক্ষসের গভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বৃকোদর! ঐ ঘটোৎকচের ভীষণ ধ্বনি শ্রুত হইতেছে; অতএব নিশ্চয়ই ঐ বীর মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বোধ হয় ঐ যুদ্ধ রাক্ষসের পক্ষে অতি ভয়াবহ হইয়াছে; আবার ওদিকে পিতামহ ভীষ্ম ক্রোধাবেশে পাঞ্চালদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন। হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে এই দুই কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন পাঞ্চালদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শক্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। তুমি অবিলম্বে গমন পূর্ব্বক সংশয়ারূঢ় হিড়িম্বাতনয়কে রক্ষা কর।

মহাবলশালী ভীমসেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে সিংহনাদ করত সমস্ত মহীপালদিগকে বিত্রাসিত করিয়া পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণীমান্, বসুদান, কাশীরাজপুত্র বিভু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্ম্মা ও অনূপাধিপতি নীল ছয় সহস্র কুঞ্জর ও বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীমসেনের অনুসরণক্রমে ঘটোৎকচের সন্নিধানে গমন করত শরনিকর বর্ষণ করিয়া ঘটোৎকচকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রথনেমিনির্ঘোষে ও বীরগণের সিংহনাদে ধরাতল বিকম্পিত হইয়া উঠিল। কৌরব পক্ষীয় সৈন্য সকল সেই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যের কোলাহল শ্রবণে এবং ভীমের ভয়ে উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণবদন হইয়া হিড়িম্বানন্দনকে পরিহার পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল।

অনন্তর দুই পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ ভয়ঙ্কর সমরে মহারথ সকল পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষীয় অশ্বারোহী, হস্ত্যারোহী, রথী ও পদাতি সকল পরস্পরকে আহ্বান করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন রথনেমি এবং পদাতি, মাতঙ্গ ও অশ্বগণের পদ ঘর্ষণে ধূমসন্নিভ ধূলিজাল সমুত্থিত হইল। তখন কে আত্মীয়, কে পর কিছুই বোধগম্য হইল না; পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে অবগত হইতে পারিলেন না। মানব ও অস্ত্র সমূহের ভীষণ গর্জ্জন প্রেতশব্দের

ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তুরগ, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণের রুধিরে নদী প্রবাহিত হইল; মৃত মনুষ্যদিগের কেশজাল উহার শৈবাল ও শাদ্বলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মনুষ্যদিগের মস্তক সকল শরীর হইতে নিপতিত হওয়াতে পাষাণ পতন শব্দের ন্যায় শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। হে রাজন্! তৎকালে মস্তকশূন্য দেহ, ছিন্নগাত্র মাতঙ্গ ও ভিন্নদেহ অশ্ব সমূহে বসুন্ধরা সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

অশ্ব সকল অশ্বারোহিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পরপক্ষীয় অশ্বের সহিত সম্মিলিত হইল এবং অবশেষে উভয়েই পরস্পরের আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মানবগণ পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক ক্রোধারক্ত নয়নে পরস্পর আলিঙ্গন করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মাতঙ্গগণ মহামাত্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া শত্রুপক্ষীয় পতাকা শোভিত মাতঙ্গগণের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রতি দন্তাঘাত করিতে লাগিল। আহতমাতঙ্গগণ শোণিতলিপ্ত হইয়া সবিদ্যুত জলদজালের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কতকগুলি হস্তী দন্ত দ্বারা ভিন্নদেহ ও কতকগুলি তোমর দ্বারা ভিন্নকুম্ভ হইয়া গর্জ্জনশীল মেঘের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। কতকগুলি ছিন্নশুণ্ড করী কতকগুলি ভিন্ন দেহ হইয়া ছিন্ন পক্ষ ভূধরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। হস্তী কর্ত্তৃক বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকলের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ হওয়াতে, যেরূপ পর্ব্বত হইতে গৈরিকাদি ধাতু নির্গত হয়, তদ্রূপ তাহাদিগের শরীর হইতে শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল। নারাচ দ্বারা নিহত ও তোমর দ্বারা বিদ্ধ হস্তী সকলের আরোহী নিহত হওয়াতে, তাহারা শৃঙ্গবিহীন অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কতকগুলি বারণ অঙ্কুশ বিহীন হইয়া শত শত রথ, অশ্ব ও পদাতিগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। অশ্ব সকল পরপক্ষীয় অশ্বারোহীদিগের প্রাস ও তোমরনিচয়ে তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করত চতুর্দ্দিক ব্যাকুলিত করিতে লাগিল। বীরকুলসম্ভূত রথিগণ শরীর পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্বীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত নির্ভয়চিত্তে রথিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যোধগণ সেই নিদারুণ সংগ্রামে স্বয়ম্বরস্থলের ন্যায় যশ বা স্বর্গের প্রার্থী হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রের মহা সৈন্য প্রায় সকলেই বিমুখ হইল।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়। ৯৫।

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ দেখিয়া, ক্রোধান্বিতচিত্তে ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং বজ্রপ্রতিম শরাসন ধারণ করত তাঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে লোমযুক্ত সুশাণিত এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা ভীমসেনের ধনু কর্ত্তন করিয়া, পর্ব্বতভেদী অতি তীক্ষ্ণ শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল তাড়িত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সৃক্কণী পরিলেহন পূর্ব্বক সুবর্ণ বিচিত্রিত ধ্বজ অবলম্বন করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষস ঘটোৎকচ মহাবীর ভীমকে বিমনায়মান দেখিয়া দহনোন্মুখ অনলের ন্যায় ক্রোধানলে উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর অভিমন্যুপ্রমুখ রথিশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষগণ সত্বরে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করত মহারাজ দুর্য্যোধনের সমীপে গমন করিলেন। ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ তাঁহাদিগকে ক্রুদ্ধচিত্তে আসিতে দেখিয়া মহারথদিগকে কহিলেন, হে বীরবর্গ! তোমরা সত্বরে রাজা দুর্য্যোধন সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা কর। তিনি বিপদসাগরে নিপতিত হইয়া সংশয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেখ, পাণ্ডবীয় মহারথ সমুদায় ভীমসেনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া জয়াভিলাষে ক্রোধাবেশে নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র পরিহার পূর্ব্বক ধরণীস্থ লোক সকলকে বিত্রাসিত করত সিংহনাদসহকারে দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিতেছে। তখন মহাবীর কৃপ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বৃহদ্বল, এবং অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ দ্রুতবেগে গমন করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিলেন।

তদনন্তর উভয় পক্ষীয় বীরগণ বিংশতি পদ গমন পূর্ব্বক পরস্পর হননেচ্ছায় তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা দ্রোণ শরাসন বিকম্পিত করত ষড়্‌বিংশতি সংখ্যক শর দ্বারা ভীমসেনকে প্রহার করিলেন এবং প্রাবৃট্‌কালীন মেঘমণ্ডল যেরূপ বারিধারা দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরসমূহ দ্বারা পুনর্ব্বার তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন অবিলম্বে দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়া দ্রোণের বামপার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ভীমবাণে নিতান্ত ব্যথিত ও হতচেতন হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ দুর্য্যোধন ও

অশ্বত্থামা ক্রোধপরবশ হইয়া ভীমসেনের সমীপে গমন করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সেই বীরদ্বয়কে কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ত্বরায় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক যমদণ্ড সদৃশী এক মহতী গদা ধারণ করত অচলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা ভীমপরাক্রম গদাহস্ত ভীমকে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গধর কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেনও তাঁহাদিগের সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় কৌরবীয় দ্রোণ প্রভৃতি রথিশ্রেষ্ঠ বীরগণ ভীমসেনকে বিনাশ করিবার মানসে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া বহুসংখ্যক শরনিকরে তাঁহাকে নিপীড়িত করত তদীয় বক্ষঃস্থলে নানাবিধ শস্ত্র প্রহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় বীরগণ শরে সাতিশয় ব্যথিত ও সংশয়াপন্ন হইলে, পাণ্ডবপক্ষীয় অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ভীমের প্রিয়সুহৃৎ অনূপেশ্বর নীল ক্রোধপরবশ হইয়া অশ্বত্থামার অভিমুখে গমন করিলেন। মহারাজ নীরদনিভ নীল অশ্বত্থামার প্রতি সতত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন; দেবরাজ পুরন্দর যেরূপ দুষ্প্রধর্ষ, তেজস্বী, ভুবনত্রয়বিত্রাসকারী বিপ্রচিত্তিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবীর নীল শরাসন হইতে শর আকর্ষণ করত অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বীরবর অশ্বত্থামা নীলশরে শোণিতাক্ত শরীর হইয়া রোষাবেশে তাঁহার বধসাধনার্থ যত্নশীল হইলেন এবং বজ্রসদৃশ শব্দায়মান শরাসন আস্ফালন ও কূর্ম্মারচিত্রিত সাত ভল্লাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক ছয় ভল্লে নীলের অশ্বচতুষ্টয় সংহার এবং ধ্বজদণ্ড নিপাতিত করিয়া সপ্তম ভল্ল দ্বারা তাঁহার উরঃস্থল তাড়িত করিলেন। তাহাতে নীল সাতিশয় ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাক্ষস ঘটোৎকচ মহারাজ নীলকে বিমোহিত দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া জ্ঞাতিবর্গের সহিত মহাবেগে অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইল এবং অন্যান্য যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসেরাও সত্বরে গমন করিতে লাগিল। মহাদস্ত্রশালী অশ্বত্থামা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ঘটোৎকচকে দর্শন করত অবিলম্বে ধাবিত হইয়া ক্রোধ ভরে ভীমরূপী রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ঘোর দর্শন ঘটোৎকচ পুরোবর্ত্তী রাক্ষসগণকে অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত শরপ্রভাবে রণে বিমুখ দেখিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে অশ্বত্থামাকে বিমোহিত করত স্বীয় ভয়ঙ্করী মায়া বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল।

তখন কৌরবপক্ষীয় বীরপুরুষগণ রাক্ষসের মায়াপ্রভাবে রণে পরাঙ্মুখ হইলেন এবং তাহার শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত রুধিরাক্ত ও ভূতলশায়ী হইয়া অতি কাতরভাবে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ, দুর্য্যোধন, শল্য ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরবরগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন; রথী সকল নিহত ও মহীপালগণ নিপতিত হইতে লাগিলেন; শত সহস্র অশ্ব ও অশ্বারোহী সকল ছিন্নদেহ হইয়া ধরাশায়ী হইল। তখন আমি ও মহারথ শান্তনুনন্দন আমরা উভয়ে সৈন্যদিগকে শিবিরাভিমুখে ধাবিত দেখিয়া অঙ্গীকার করত কহিলাম, হে সৈন্যগণ! তোমরা সমরে পরাঙ্মুখ হইও না; রাক্ষস মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে; কিন্তু তাহারা রাক্ষসের মায়াপ্রভাবে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া আমাদের বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করত পলায়ন করিতে লাগিল।

হে বিশাম্পতে! এইরূপে পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া ঘটোৎকচ সমভিব্যাহারে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন বাদ্য শঙ্খ ও দুন্দুভিরবে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিলেন এবং সূর্য্যাস্তকালে আপনার সৈন্য সকল দুরাত্মা হিড়িম্বানন্দন কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দিগ্দিগন্তরে পলায়ন করিল

——*——

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়। ৯৬।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! মহারাজ দুর্য্যোধন ভীষ্মের সন্নিহিত হইয়া সবিনয়ে অভিবাদন পূর্ব্বক বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস বিসর্জ্জন করত আপনার পরাজয় ও ঘটোৎকচের বিজয় বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হে পিতামহ! পাণ্ডবগণ যেরূপ কৃষ্ণের আশ্রিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে, সেইরূপ আমিও আপনার আশ্রিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হে পরন্তপ! আমি একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছি; তথাপি ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ঘটোৎকচের সাহায্যে আমারে সংগ্রামস্থলে পরাজয় করিল। শুষ্ক বৃক্ষ যেরূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়, সেইরূপ আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধানলে সতত দগ্ধ হইতেছে; অতএব আমি যে প্রকারে সেই রাক্ষসাধমকে নিহত করিতে পারি, তাহার উপায় বিধান করুন।

মহাবীর শান্তনুপুত্র ভীষ্ম রাজা দুর্য্যোধনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া

কহিলেন, হে মহারাজ! তোমায় যে প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সকল সময়ে আপনাকে রক্ষা করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রাম করিবে। নৃপতির সহিত নৃপতির যুদ্ধ করাই রাজ ধর্ম্মানুসারে কর্ত্তব্য। আমি দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি তোমার ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া তোমারই কার্য্যসাধনার্থ রাক্ষস ঘটোৎকচের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব। অথবা যদি রাক্ষস ঘটোৎকচ নিতান্তই তোমার হৃদয়ের তাপপ্রদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ইন্দ্রসমতেজস্বী নরপতি ভগদত্ত তাহার সহিত যুদ্ধার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করুন। "মহাবীর ভীষ্ম এই কথা বলিয়া, সকলের সাক্ষাতে ভগদত্তকে কহিলেন, হে রাজন্! তুমি সত্বরে গমন পূর্ব্বক সমস্ত ধনুর্দ্ধরদিগের সাক্ষাতে পরম যত্নশীল হইয়া দেবরাজের তারকাসুর নিবারণের ন্যায় যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসাধমকে নিবারণ কর। তোমার পরাক্রম অতি অদ্ভুত ও অস্ত্র সকল দিব্য এবং তুমি পূর্ব্বে অসুরগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে; অতএব এক্ষণে তোমার প্রতিযোগী সেই দুরাত্মা রাক্ষস ঘটোৎকচকে সত্বরে সংহার কর।

মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ভগদত্ত বাহিনীপতি ভীষ্মের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সিংহনাদ সহকারে সুপ্রতীকনামে এক হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া শত্রুদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথ ভীমসেন, অভিমন্যু, রাক্ষস ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর তনয়গণ, সত্যধৃতি, ক্ষত্রদেব, চেদিপতি, বসুদান ও দশার্ণাধিপতি গভীর গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগদত্তের সহিত পাণ্ডবদিগের তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইল। রথিগণ হস্তী ও রথের উপর মহাবেগে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আরোহীদিগের সুশিক্ষিত মাতঙ্গসকল প্রসন্নকলেবর হইয়াও নির্ভীকের ন্যায় পরস্পরের উপর নিপতিত হইল এবং মদান্ধ ও ক্রোধান্বিত হইয়া দন্তাগ্র দ্বারা পরস্পরকে ভেদ করিতে লাগিল। চামরভূষিত অশ্বসকল প্রাসহস্ত সাদিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া নির্ভীকের ন্যায় দ্রুতবেগে সমাগত হইল। শত শত সহস্র সহস্র পদাতি সমূহ কর্ত্তৃক শক্তি ও তোমর দ্বারা তাড়িত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রথী সকল রথারোহণ পূর্ব্বক কর্ণি, নালীক ও সায়ক দ্বারা বীরগণকে সংহার করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! এইরূপ রোমাঞ্চকর সংগ্রাম সংঘটিত হইলে, মহাধনু-

ন্দ্রর ভগদত্ত প্রস্রবণশালী পর্ব্বত সদৃশ মদস্রাবী মাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক চারি দিকে শরনিকর পরিত্যাগ করিতে করিতে ঐরাবতস্থ ভগবান্ পুরন্দরের ন্যায় ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া বর্ষাকালীন জলদ-জাল যেরূপ জলধারা দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকেও শর সমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার শতাধিক পাদরক্ষককে শর সমূহ দ্বারা নিহত করিলেন মহাতেজস্বী ভগদত্ত তাহাদিগকে নিহত দেখিয়া, ক্রোধা-ন্বিত চিত্তে ভীমের রথাভিমুখে হস্তী চালনা করিলেন। নাগরাজ ভগ-দত্ত কর্তৃক পরিচালিত হইয়া জ্যাবিনিঃসৃত শরের ন্যায় দ্রুতবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। সেই সময় পাণ্ডবীয় মহারথ সকল ভীমকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। অভি-মন্যু, দ্রৌপদীর তনয়গণ, দশার্ণাধিপতি, ক্ষত্রদেব, চেদিপতি চিত্রকেতু ও কেকয়গণ ইহাঁরা ক্রোধপরবশ হইয়া দিব্যাস্ত্র সকল প্রদর্শন করত সেই একমাত্র কুঞ্জরকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন সেই করিবর শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া শোণিতধারা বিসর্জ্জন করত গৈরিক চিত্রিত গিরিরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর দশার্ণাধিপতি পর্ব্বতোপম এক গজে সমারূঢ় হইয়া ভগদত্তের হস্তীর প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই হস্তী বেলাভূমির মহাসাগর নিবারণের ন্যায় সেই প্রতিহস্তীকে নিবারণ করিলে, দশার্ণাধিপতির হস্তীও সুপ্রতীককে নিবারিত করিল। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদিগের সেনা সকল সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ক্রোধ পরবশ হইয়া শত্রুপক্ষীয় গজের প্রতি চতুর্দ্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল তোমর তাহার হেম খচিত তনুত্রাণ ভেদ করিয়া ভুজঙ্গ যেরূপ বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ তদীয় দেহে প্রবিষ্ট হইল। দশার্ণাধিপের হস্তী তাহাতে নিতান্ত বিদ্ধ ও অতি-মাত্র ব্যথিত হইয়া ভীষণ শব্দ সহকারে মহাবেগশালী পবনের পাদপদল মর্দ্দনের ন্যায় স্বীয় সৈন্যদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে করিতে অতিবেগে ধাবমান হইল।

এই রূপে সেই দশার্ণাধিপের হস্তী পরাজিত হইলে, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথ সকল সংগ্রামার্থ সমুদ্যত হইয়া ভীমকে পুরোবর্ত্তী করত সিংহ-নাদ সহকারে অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত সেই ক্রোধান্বিত বীর পুরুষদিগের ঘোর-

তর সিংহনাদ শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ভয় পরিহার পূর্ব্বক স্বীয় হস্তীকে প্রেরণ করিলেন। সুপ্রতীক অঙ্কুশাহত হইবামাত্র সম্বর্ত্তক হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া করী, অশ্ব, আরোহী ও শত সহস্র পদাতিকে বিমর্দ্দিত করিতে করিতে দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ অগ্নিসমাহিত চর্ম্মের ন্যায় সাতিশয় সঙ্কুচিত হইল।

অনন্তর দীপ্তানন দীপ্তলোচন মহাবলশালী ঘটোৎকচ অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া গিরিবিদারণ স্ফুলিঙ্গমালার ন্যায় ভয়ঙ্কর এক শূল গ্রহণ করত ভগদত্তের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তদীয় হস্তীর নিধনার্থ ঐ শূল পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ ভগদত্ত এক সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক উহা দুই খণ্ডে কর্ত্তন করিয়া ইন্দ্রনির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায় ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর ঐ বীর অগ্নিশিখাতুল্য এক শক্তি ধারণ করত "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া রাক্ষসের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষস সুবর্ণদণ্ড সেই শক্তিকে আকাশস্থ বজ্রের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উহা গ্রহণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং ভগদত্তের সাক্ষাতেই উহা জানু দ্বারা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দেবলোকে দেব, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ রাক্ষসদিগের সেই অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভীমসেন প্রমুখ পাণ্ডববর্গ সাধু সাধু শব্দে পৃথিবীমণ্ডল নিনাদিত করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত পরমানন্দিত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সিংহনাদ শ্রবণে একান্ত অধীর হইয়া অশনিসদৃশ ধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং অগ্নিসদৃশ শরনিকর বর্ষণ করিয়া এক শরে ভীমসেন, নয় শরে রাক্ষস, তিন শরে অভিমন্যু, পাঁচ শরে কেকয়দিগকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি শরাসন হইতে এক শর আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্ষত্রদেবের দক্ষিণ বাহু ভেদ করিলে, তাঁহার হস্ত হইতে সশর শরাসন নিপতিত হইল। তৎপরে ভগদত্ত পঞ্চসংখ্যক সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে প্রহার করিলেন এবং ক্রোধান্বিতচিত্তে মহাবীর ভীমের অশ্ব সকলকে নিহত করিয়া তিন শরে তাঁহার ধ্বজ ছেদন ও অপর তিন শরে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেনের সারথি বিশোক ভগদত্তশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর রথিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় মহারথ সকল তাঁহাকে শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকে শত্রুগণকে সংহার করিতে করিতে যে স্থানে মহারথ পিতা পুত্র ভীম ও ঘটোৎকচ ভগদত্তের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, সেই স্থানে সমাগত হইলেন এবং মহারথ ভ্রাতাদিগকে সংগ্রাম করিতে দেখিয়া সত্বরে শরনিকর বর্ষণ করত সমরে সমুদ্যত হইলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন অবিলম্বে অশ্ব-কুঞ্জরসমাকুল সৈন্যদিগকে সত্বর প্রেরণ করিলেন। শ্বেতবাহন অর্জ্জুন সেই সকল আপতিত কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হই-লেন। মহাবীর ভগদত্ত আপনার কুঞ্জর দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিম-র্দ্দিত করিতে করিতে ধর্ম্মনন্দনের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগি-লেন। তৎকালে উদ্যতাস্ত্র পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কেকয়দিগেব সহিত ভগ-দত্তের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। সেই সময় ভীমসেন কেশব ও অর্জ্জুনের সমীপে ইরাবানের নিধন বিবরণ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন।

——(**)——

সপ্তনবতিতম অধ্যায়। ৯৭।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ধনঞ্জয় স্বীয় তনয় ইরাবানের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে মহাদুঃখে নিপতিত হইয়া ক্রুদ্ধ পন্নগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বাসুদেবকে কহিলেন, হে মধুসূদন! পূর্ব্বেই মহামতি বিদুর কুরুপাণ্ডবদিগের ঘোরতর ভয়ের বিষয় অবগত হইয়া আমাদিগকে ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে নিবারণ করিয়াছিলেন। দেখ, কৌরবগণ আমা-দিগের পক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরকে এবং আমরা কৌরবদিগকে নিহত করি-য়াছি। হে রাজন্! অর্থের নিমিত্তই লোকে কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; আমারাও কেবল সেই অর্থের জন্যই জ্ঞাতিনিধনরূপ দুষ্কৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিয়াছি। অর্থে ধিক্! নির্দ্ধন ব্যক্তির জ্ঞাতি বিনাশ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। হে বাসুদেব! এই জ্ঞাতিবর্গকে নিহত করিলে, আমাদিগের কি লাভ হইবে? দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও শকুনির অপরাধ এবং কর্ণের কুমন্ত্রণায় ক্ষত্রিয় সকল নিহত হইতেছে। সম্প্রতি বুঝিলাম, রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে

দুর্য্যোধনের সন্নিধানে রাজ্যের অর্দ্ধ ভাগ কিম্বা পাঁচ খানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু দুরাশয় দুর্য্যোধন তাহাতে অসম্মত হইয়াছিল। হে ভারত! এক্ষণে এই ক্ষত্রিয়দিগকে ধরাশায়ী দেখিয়া আপনাকে নিন্দা করিতেছি; ক্ষত্রিয় বৃত্তিতে ধিক্! আমার জ্ঞাতিগণের সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ নাই। আমি যুদ্ধে নিরস্ত হইলে, ক্ষত্রিয়গণ আমাকে অসমর্থ জ্ঞান করিবেন। তজ্জন্যই আমি সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি; অতএব হে মধুসূদন! ধৃতরাষ্ট্রের সৈনাভিমুখে শীঘ্র অশ্ব চালনা কর; আমি ভুজ দ্বারা দুস্পার সমরোদধি উত্তীর্ণ হইব। ক্লীবের ন্যায় আর বৃথা কালযাপন করা উচিত নয়।

পরবীরঘাতী মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পবনবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৌরবীয় সৈন্যমধ্যে মারুতবেগোদ্ধূত পর্ব্বকালীন সাগরের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। অপরাহ্ণ সময়ে ভীষ্মের সহিত পাণ্ডবদিগের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। যে প্রকার বসুগণ বাসবকে পরিবেষ্টন করেন, সেই রূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দ্রোণাচার্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর মহারথ ভীষ্ম, কৃপ, ভগদত্ত ও সুশর্ম্মা ধনঞ্জয়ের প্রতি, কৃতবর্ম্মা ও বাহ্লিক সাত্যকির প্রতি, রাজা অম্বষ্ঠ অভিমন্যুর প্রতি ও অন্যান্য মহারথ সকল অন্যান্য মহারথদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

মহাবীর ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সন্দর্শন করিয়া, হবিঃ-প্রজ্বলিত হব্যবাহনের ন্যায় ক্রোধে নিতান্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ বর্ষাকালীন জলদমণ্ডলের জলধারায় পর্ব্বতাচ্ছাদনের ন্যায় শরসমূহ দ্বারা ভীমকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের শরনিকরে আচ্ছাদিত হইয়া সৃক্কণী পরিলেহন পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা ব্যূঢ়োরস্ককে নিপাতিত করিবামাত্র তিনি গতাসু হইলেন। তদনন্তর ভীমসেন এক সুশাণিত ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহের ক্ষুদ্র মৃগ নিপাতনের ন্যায় কুণ্ডলীকে নিহত করিয়া অবিলম্বে অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের প্রতি সুশাণিত শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ভীমনিক্ষিপ্ত শর সমুদায় আপনার পুত্র অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী বৈরাট, বিশালাক্ষ, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনকধ্বজকে রথ হইতে নিপাতিত করিল। তখন তাঁহারা ধরাশায়ী হইয়া ভূমিপতিত কুসুমপূর্ণ আম্রবৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইলেন। সেই সময় অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মহা-

বল ভীমসেনকে মূর্ত্তিমান্ কৃতান্ত বোধ করিয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে বিশাম্পতে! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আপনার পুত্রগণকে ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া তাঁহার প্রতি অবিরত শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন দ্রোণশরে নিবারিত হইয়াও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিহত করিয়া অদ্ভুত পৌরুষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৃষ যেরূপ আকাশ হইতে নিপতিত বারিধারা সহ্য করে, তদ্রূপ বৃকোদর দ্রোণক্ষিপ্ত শর সকল অনায়াসে সহ্য করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর রণক্ষেত্রে এককালে দ্রোণাচার্য্যকে নিবারিত ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিলে সমস্ত লোক বিস্ময়াপন্ন হইল, মহারাজ! ব্যাঘ্র যেরূপ মৃগযূথ-মধ্যে সঞ্চরণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করে, তদ্রূপ মহাবল ভীমসেন আপনার পুত্র-গণের মধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, এবং এক বৃক যেরূপ মৃগমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ তিনিও আপনার পুত্রগণের মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাবীর ভীষ্ম, ভগদত্ত ও কৃপাচার্য্য অতুলবল অর্জ্জুনকে মহা-বেগে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে তাঁহাকে নিবারিত করিতে লাগি-লেন মহাপ্রতাপশালী অতিরথ অর্জ্জুন অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের অস্ত্র সকল নিবারণ করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে শমনভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া লোকবিখ্যাত রাজা অম্বষ্ঠের রথ ভগ্ন করিলেন। রাজা অম্বষ্ঠ মহাত্মা অভিমন্যু শরে ভগ্ন রথ ও আহত হইয়া সলজ্জ চিত্তে রথ হইতে ভূতলে অবতরণ পূর্ব্বক সুভদ্রাতনয়ের উপর অসি নিক্ষেপ করত মহাত্মা হার্দ্দিক্যের রথে সমারূঢ় হইলেন। যুদ্ধবিশারদ পরবীরঘাতী অভিমন্যু সেই অম্বষ্ঠবিমুক্ত খড়্গ অনায়াসে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল।

হে নরাধিপ! ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ আপনার সৈন্যের সহিত এবং আপনার সৈন্যগণ পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষীয় শূরগণ পরস্পর কেশাকর্ষণ করিয়া নখ, দন্ত, মুষ্টি, জানু, তল, অসি ও বাহু প্রহারে পরস্পরকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। রণমদে মত্ত হইয়া পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে নিহত করিলেন। যোদ্ধৃবর্গ পরপক্ষের শরনিকরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া সমর

কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। হত ব্যক্তিদিগের হেমপৃষ্ঠ মনোহর শরাসন ও মহার্হ অলঙ্কার সকল যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল এবং রজত পুঙ্খ তৈলমার্জ্জিত বাণ সকল নির্ম্মোকনির্মুক্ত পন্নগের ন্যায় রণক্ষেত্রে পতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল; গজ-দন্তনির্ম্মিত মুষ্টি দ্বারা বিভূষিত হেমমণ্ডিত খড়্গ, চর্ম্ম, প্রাস, পট্টিশ, ঋষ্টি, সুবর্ণময় যষ্টি সমুজ্জ্বল শক্তি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবচ, গুরুতর মুষল, ভিন্দিপাল বিচিত্র হেমপরিষ্কৃত বিবিধ চাপ, নানাবিধ পরিঘ, চামর, ব্যজন ও অন্যান্য বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র সকল সংগ্রাম ভূমিতে নিপতিত হইল। রণ নিহত মহারথ সকল নানাবিধ অস্ত্র হস্তে ভূতলে পতনোন্মুখ হইয়া জীবি-তের ন্যায় প্রতীয় মান হইতে লাগিলেন। অনেক যোধগণ গদামথিত দেহ, মুষলনির্ভিন্ন মস্তক এবং হস্তী, অশ্ব ও রথের সংঘর্ষণে নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। ঐ সময় রণস্থলে বাজি, ও মনুষ্যদিগের শরীর সমুদায় পতিত থাকাতে উহা পর্ব্বাতাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাশি রাশি শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, শর, খড়্গ, পট্টিশ, প্রাস, লোহকুণ্ড, পরশু, পরিঘ, ভিন্দিপাল, শতঘ্নী ও শস্ত্র নির্ভিন্ন নরশরীরে মেদিনী পরি-ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। মহারাজ! তখন কেহ নিঃশব্দ; কেহ কেহ মৃদু-শব্দ এবং কেহ কেহ বা গতাসু হইয়া ভূমিতল সমাবৃত করিল। কেয়ূর-ভূষিত চন্দনচর্চ্চিত বাহু, হস্তিশুণ্ড সদৃশ উরুসমূহ এবং চূড়ামণিবিভূষিত কুণ্ডলশোভিত মস্তক সকল নিপতিত থাকাতে রণক্ষেত্র অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। রুধিরাক্ত হেমময় কবচ সমূহ চতুর্দ্দিকে নিপতিত হও-য়াতে, রণাঙ্গন অনলশিখাকীর্ণ বলিয়া প্রতীয় মান হইতে লাগিল। সুবর্ণপুঙ্খ শর, শরাসন, তূণীর কিঙ্কিণীজালবিভূষিত প্রভগ্ন রথ, শোণি-তাক্ত স্খলিত জিহ্ব নিহত অশ্ব, রথ, অনুকর্ষ, পতাকা, পাণ্ডুর বর্ণ ধ্বজ, মহশঙ্খ ও স্রস্তশুণ্ড শয়ান মাতঙ্গ দ্বারা পৃথিবী অলঙ্কার বিভূষিতা প্রম-দার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। প্রাসাহত গাঢ়বেদনাযুক্ত মাতঙ্গগণ চীৎকার ও শুণ্ডাস্ফালন করাতে রণস্থল স্যন্দমান পর্ব্বতে পরিব্যাপ্ত বলিয়া প্রতীয় মান হইতে লাগিল। নানাবিধ কম্বল, করিগণের বিচিত্র কম্বল, বৈদূর্য্য মণিনির্ম্মিত দণ্ড, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, বিপাটিত চিত্রকম্বক, বিচিত্র কণ্ঠভূষণ সুবর্ণ কক্ষা বহুধা ছিন্ন ভিন্ন যন্ত্র কাঞ্চনময় তোমর, ধূলিধূষরিত বৃহৎ ছত্র, বর্ম্ম, সাদিগণের অঙ্গদ ভূষিত ছিন্ন ভুজ বিমল তীক্ষ্ণ প্রাস, যষ্টি, বিচিত্র উষ্ণীষ সুবর্ণময় বিচিত্র অর্দ্ধচন্দ্র, অশ্বগণের মর্দ্দিত চিত্রকম্বল ও রাঙ্কব, রাজগণের বিচিত্র চূড়ামণি, ছত্র, চামর

ব্যজন, এবং বীরগণের মনোহর কুণ্ডল সুশোভিত শ্মশ্রুবাজিবিরাজিত দ্যুতিমান্ বদন সকল ইতস্ততঃ নিপতিত হওয়াতে বসুন্ধরা গ্রহ নক্ষত্র বিভূষিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে নরনাথ! সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর এইরূপে নিহত হইলে, হতাবশিষ্ট যোধগণ শ্রান্ত ভগ্ন ও মর্দ্দিত হইতে লাগিল। পরে মহাভয়ঙ্কর রজনী সমাগত হইল; তখন সমরভূমিতে আর কিছুই দৃষ্টি-গোচর হইল না। তখন কুরুপাণ্ডবগণ সৈন্যাবহার করিয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

——(০০)——

অষ্টনবতিতম অধ্যায়। ৯৮।

হে রাজন্! অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণ সকলে সমবেত হইয়া শিবিরে অবস্থিতি করত কি প্রকারে সসৈন্য পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন, তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, শল্য ও সোমদত্তসুত ইহারা পাণ্ডবগণকে যে কি নিমিত্ত নিবারিত করিতেছেন না, তাহা বুঝিতে পারি না। পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিয়া অনায়াসে অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণকে ক্ষয় করিতেছে, অতএব হে কর্ণ! সংগ্রামে আমার সৈন্য এবং অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পাণ্ডবগণ দেবগণেরও অবধ্য ও শূর; অতএব আমি কি প্রকারে তাহাদিগকে পরাজয় করিব। ইহাতে সাতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়াছি।

কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্! আপনি শোকার্ত্ত হইবেন না; শান্তনু-তনয় ভীষ্ম শীঘ্র এই সংগ্রাম হইতে অপসৃত হউন; তাহা হইলে আমি আপনার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব। আমি আপনার নিকট এই সত্য করিতেছি যে, ভীষ্ম অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে, আমি তাঁহার সাক্ষাতেই সমস্ত পাণ্ডব ও সোমকগণকে সংহার করিব। শান্তনু-তনয় পাণ্ডবগণের প্রতি সতত স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন; সুতরাং তিনি কদাচ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে পারিবেন না এবং তিনি সাতিশয় সমর প্রিয়, অতএব তিনি কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে পরাজয় [illegible]য়া যুদ্ধ শেষ করিবেন? হে ভারত! আপনি সত্বর ভীষ্মশিবিরে

গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন, তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে আমি একাকী সুহৃদ্ ও বান্ধবগণের সহিত পাণ্ডবগণকে নিহত করিয়াছি।

হে রাজন্! কর্ণ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলে, তিনি ভ্রাতা দুঃশাসনকে কহিলেন, হে ভারত! শীঘ্র আমার অনুযাত্রিকগণ যাহাতে সজ্জীভূত হয়, তুমি তাহার উপায় বিধান কর। তৎপরে কর্ণকে কহিলেন, হে অরিনিসূদন! আমি ভীষ্মকে উক্ত বিষয়ে সম্মত করিয়া শীঘ্র তোমার নিকট আগমন করিতেছি; ভীষ্ম যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেই তুমি সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে।

হে নরপতে! তদনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণকে এইরূপ কহিয়া সুরগণ পরিবৃত সুররাজের ন্যায় ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে গমনে উদ্যত হইলেন। তখন দুঃশাসন শার্দ্দূল বিক্রমশালী দুর্য্যোধনকে সত্বর অশ্বে আরোহণ করাইলেন। সিংহগামী মহাবীর দুর্য্যোধন অঙ্গদ, মুকুট ও হস্তাভরণে ভূষিত, মঞ্জিষ্ঠা পুষ্প সদৃশ, সুবর্ণপ্রভ, সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত ও নির্ম্মল বসনে সম্বীত হইয়া নির্ম্মল কিরণ প্রভাকরের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক ভীষ্মের শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যেরূপ দেবগণ ইন্দ্রের অনুগামী হইয়া থাকেন, তদ্রূপ তদীয় ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য মহা ধনুর্দ্ধরগণ, কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ গজে এবং কেহ কেহ রথে আরোহণ করত রাজার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যেরূপ দেবলোকে দেবগণ পুরন্দরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার অনুগামী হন, সেইরূপ সুহৃদ্গণ তাঁহার রক্ষার্থ অনুগামী হইলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন কুরুগণ কর্ত্তৃক পূজিত, সোদরগণে পরিবৃত এবং সূতমাগধগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া, করিকরসদৃশ সর্ব্ব শত্রু-নির্ব্বহণ, পীন দক্ষিণ বাহু সম্বরণ, অনুগতগণের অঞ্জলি গ্রহণ, নানা জনপদ বাসী মানবগণের বাক্য শ্রবণ ও স্তাবকদিগকে পুরস্কার করত শান্তনু-তনয়ের শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ভৃত্যগণ সুগন্ধি তৈলপূরিত কাঞ্চনময় দীপ সকল লইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। রাজা দুর্য্যোধন সেই সমস্ত কাঞ্চনময় দীপে পরিবেষ্টিত হইয়া সমুজ্জ্বল মহাগ্রহ পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কাঞ্চনোষ্ণীষভূষিত বেত্রধারী পুরুষগণ হস্তস্থিত বেত্রের ঝর্ঝর শব্দে জনতা নিবারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল।

মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রমে ক্রমে ভীষ্মের শিবিরে উপস্থিত হইয়া অশ্ব

হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভীষ্ম সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভি-বাদন করত সর্ব্বতোভদ্র মহামূল্য আস্তরণ সমাস্তীর্ণ কাঞ্চনময় আসনে উপবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অশ্রুপূর্ণনয়নে গদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে অরিনিসূদন! আমরা আপনাকে আশ্রয় করিয়া, পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, দেবগণ ও দানবগণকেও সংগ্রামে পরাজয় করিতে সাহসী হইতে পারি; অতএব হে পিতামহ! অমররাজ যেরূপ দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি পাণ্ডবগণকে পরাভব করুন। "আমি সমুদয় সোমক, পাঞ্চাল, কেকয় ও করূষগণকে সংহার করিব" এক্ষণে আপনার এই বাক্য সত্য করুন। হে মহামতে! যদি আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া অথবা আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ-ভাববশতঃ পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ কর্ণকে অনুজ্ঞা করুন। তিনি সমরে সবান্ধব পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন। কুরুপ্রবীর দুর্য্যোধন ভীষ্মকে এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

——(००)——

নবনবতিতম অধ্যায়। ৯৯।

এই প্রকারে মহামনা ভীষ্ম মন্ত্ররূপ শলাকা দ্বারা বিদ্ধ নিঃশ্বসন্ত ভুজ-গের ন্যায় দুর্য্যোধনের বাক্যরূপ শলাকায় সাতিশয় বিদ্ধ ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দুর্য্যোধনকে কিছুই কহিলেন না; কিন্তু রোষভরে নিমী-লিত নেত্রে অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া সুরাসুর গন্ধর্ব্বের সহিত দেব-লোককে যেন দগ্ধ করিয়া নয়নদ্বয় উন্মীলিত করত প্রশান্তভাবে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আমি যথাশক্তি প্রযত্নসহকারে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া তোমারই প্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছি; তথাচ তুমি কি জন্য আমার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? পাণ্ডবগণ যে খাণ্ডবদাহে শক্র পরাজয় পূর্ব্বক হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। গন্ধর্ব্বেরা বলপূর্ব্বক তোমাকে হরণ করিলে, তোমার শূর ভ্রাতৃগণ ও কর্ণ পলায়ন করিয়াছিল; কিন্তু ভীমসেন তাঁহা-দিগের হস্ত হইতে তোমাকে যে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। আমরা বিরাটনগরে গোগৃহে সকলে সমবেত হইলেও যে একমাত্র ধনঞ্জয় আমাদিগকে পরাভব করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগের পরাক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। তৎকালে অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট

আচার্য্য ও আমাকে সমরে পরাজিত করিয়া যে বসন সমুদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। গোধন হরণ সময়ে ধনঞ্জয় যে মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ও পুরুষাভিমানী কর্ণকে পরাজয় করিয়া বসন গ্রহণ পূর্ব্বক যে উত্তরাকে প্রদান করিয়াছিলেন; তাহাই তাঁহাদিগেব বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। দেবরাজ ইন্দ্রও যাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই, সেই সমস্ত নিবাতকবচগণকে অর্জ্জুন যে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার বিক্রমের যথেষ্ট নিদর্শন। হে ভূপতে! নারদাদি মহর্ষিগণ যাহাকে মহাশক্তিসম্পন্ন সৃষ্টি সংহারকারী, সকলের ঈশ্বর, দেবদেব, পরমাত্মা ও সনাতন বলিয়া থাকেন, সেই শঙ্খ চক্রগদাপদ্মধারী বিশ্বগোপ্তা বাসুদেব যখন অর্জ্জুনের রক্ষা কর্ত্তা তখন সেই মহাবেগশালী অর্জ্জুনকে সমরে পরাজিত করিতে কে সমর্থ হইবে?

হে দুর্য্যোধন! তুমি মোহবশতঃ কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান রহিত হইয়া মুমূর্ষু ব্যক্তি যেরূপ সমুদায় বৃক্ষকে কাঞ্চনময় দর্শন করে, তদ্রূপ তুমি বিপরীত ভাব দর্শন করিতেছ। তুমি স্বয়ং পূর্ব্বে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত মহৎ বৈরভাব উৎপাদন করিয়াছিলে, এক্ষণে আমাদিগের সাক্ষাতে তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর। আমি শিখণ্ডী ব্যতিরেকে সমস্ত সোমক ও পাঞ্চালগণকে নিহত করিব। হয়, আমি তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া, শমন ভবনে গমন করিব, নাহয়, তাহাদিগকে নিহত করিয়া তোমার প্রীতিসম্পাদন করিব। শিখণ্ডী প্রথমে রাজগৃহে স্ত্রীভাবে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বরপ্রভাবে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ সে স্ত্রীজাতি। হে ভারত! আমি প্রাণান্তেও তাহাকে সংহার করিতে পারিব না; কারণ পূর্ব্বে বিধাতা তাহাকে স্ত্রী রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হে গান্ধারীতনয়! এক্ষণে তুমি সুখে নিদ্রা যাও; আমি কল্য মহাসংগ্রাম করিব। যাবৎ পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ আমার সেই সমরের খ্যাতি থাকিবে।

হে নররাজ! ভীষ্ম আপনার তনয় দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিলে, তিনি মস্তক অবনত করিয়া গুরু ভীষ্মকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিয়া রজনী যাপন করিলেন। পরে রজনী প্রভাত হইলে, গাত্রোত্থান করিয়া সমস্ত রাজগণকে এই আদেশ প্রদান করিলেন হে রাজগণ! তোমরা সৈন্য যোজনা কর; অদ্য ভীষ্ম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সোমকগণকে সংহার করিবেন।

হে রাজন্! শান্তনুতনয় ভীষ্ম রজনীতে দুর্য্যোধনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাই আপনার ভৎর্সনা স্বরূপ বিবেচনা করিলেন এবং পরাধীনতার প্রতি বিবিধ নিন্দাকরত অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহার সেই ভাব বুঝিতে পারিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, হে দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মের রক্ষণার্থ রথিগণ ও দ্বাবিংশতি শ্রেণীভুক্ত সৈন্য প্রেরণ কর। আমি সসৈন্য পাণ্ডবগণকে বধ করিয়া রাজ্যলাভ করিব, বহুকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া আসিতেছি সম্প্রতি আমার সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে ভীষ্মকে রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিতেছি; কারণ তিনি আমাদিগের প্রধান সহায়; তিনি সুরক্ষিত হইলে, পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইবেন। মহাত্মা ভীষ্ম কহিয়াছেন, "আমি শিখণ্ডীকে কদাচ প্রহার করিব না শিখণ্ডী প্রথমে স্ত্রীজাতি ছিল। সে এই জন্য যুদ্ধে আমার পরিত্যজ্য, আমি পূর্ব্বে পিতার হিত কামনায় স্ত্রী ও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি। হে রাজন্! তোমার নিকট সত্য বলিতেছি, আমি স্ত্রীজাতি বা স্ত্রী পূর্ব্ব পুরুষকে কদাচ বিনাশ করিব না। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই আমি তোমাকে কহিয়াছি যে, শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রীজাতি ছিল; পরে পুরুষ হইয়াছে সেই শিখণ্ডী আমার সহিত যুদ্ধ করিলে আমি কদাচ তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিব না। শিখণ্ডী ব্যতিরেকে পাণ্ডবগণের জয়ৈষী যে সকল ক্ষত্রিয় আমার বাণ-পাতের পথবর্ত্তী হইবেক, আমি তাহাদিগকে সংহার করিব। হে মহাত্মন্! শস্ত্রকুশল গাঙ্গেয় আমাকে এইরূপ কহিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। মহারণ্য মধ্যে সিংহও অরক্ষিত হইলে, বৃক কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে পারে, অতএব পিতামহ ভীষ্ম যেন শিখণ্ডী রূপ বৃক কর্ত্তৃক বিনষ্ট না হন। মাতুল শকুনি, শল্য, কৃপ, দ্রোণ ও বিবিংশতি ইহাঁরা প্রযত্ন সহকারে ভীষ্মকে রক্ষা করুন। তিনি রক্ষিত হইলেই আমরা জয় লাভে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই।

তখন শকুনি প্রভৃতি বীরগণ দুর্য্যোধনের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া রথ সমূহ দ্বারা ভীষ্মকে বেষ্টন করিলেন। হে রাজন্! আপনার পুত্রগণ আহ্লাদ সহকারে অন্তরীক্ষ ও ধরণী মণ্ডল বিকম্পিত এবং পাণ্ডবগণকে ক্ষোভিত করিয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিতে গমন করিলেন। মহারথগণ রথী ও দন্তিগণের সহিত ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সমরে অবস্থিতি করিতে লাগলেন। যেমন দেবাসুরসংগ্রামে দেবগণ পুরন্দরকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই সমস্ত মহারথগণ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগি-

লেন। তখন দুর্য্যোধন পুনরায় দুঃশাসনকে কহিলেন, হে দুঃশাসন! যুধামন্যু ও উত্তমৌজা ক্রমান্বয়ে অর্জ্জুনের বাম ও দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিয়া থাকেন, অর্জ্জুন তাঁহাদিগের দ্বারা রক্ষিত হইয়া শিখণ্ডীকে রক্ষা করিবেন, অতএব যদি আমরা ভীষ্মকে রক্ষা না করি, তাহা হইলে শিখণ্ডী অর্জ্জুন কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া তাহাকে সংহার করিবে; এক্ষণে যাহাতে ভীষ্ম শিখণ্ডী কর্তৃক নিহত না হন, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

দুঃশাসন ভ্রাতা দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সমরে গমন করিলেন। এ দিকে মহারথ অর্জ্জুন ভীষ্মকে রথিগণ কর্তৃক পরিবৃত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে পাঞ্চালরাজ! শিখণ্ডীকে ভীষ্মের অগ্রে অবস্থিত কর; অদ্য আমি তাহাকে রক্ষা করিব।

শততম অধ্যায়। ১০০।

হে মহারাজ! অনন্তর শান্তনুপুত্র ভীষ্ম বহুসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সমরার্থ বহির্গমন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা, শৈব্য, শকুনি, সিন্ধুপতি, কাম্বোজরাজ, সুদক্ষিণ, ভীষ্ম ও আপনার পুত্রগণ ঐ ব্যূহের সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, শল্য ও ভগদত্ত বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক উহার দক্ষিণ পক্ষে রহিলেন। মহারথ অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে উহার বামপক্ষ রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত উহার মধ্যস্থলে আশ্রয় করিলেন। রথিপ্রধান অলম্বুষ ও মহারথ শ্রুতায়ু কবচ পরিধান পূর্ব্বক উহার পৃষ্ঠভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্র পক্ষীয় বর্ম্মধারী বীরগণ এইরূপে সেই মহাব্যূহ রচনা করিয়া জাজ্বল্যমান অনলের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন।

এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও মাদ্রীতনয়দ্বয় আপনাদিগের মহাব্যূহস্থ সকল সৈন্যের অগ্রভাগ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধনঞ্জয়, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহাবাহু চেকিতান, মহাবলশালী কুন্তিভোজ, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অভিমন্যু, প্রতাপবান্ দ্রুপদ ও কৈকেয় পঞ্চভ্রাতা মহামূল্য কবচ ধারণ পূর্ব্বক উহার

মধ্যস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে পাণ্ডবেরা সুদারুণ মহাব্যূহ রচনা করিয়া সমরার্থ সমুদ্যত হইলেন।

অনন্তর কৌরবপক্ষীয় মহীপাল সকল শান্তনুতনয়কে পুরোবর্ত্তী করিয়া সংগ্রামার্থ পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সমরোৎসাহী ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও বিজয়াভিলাষে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সংগ্রামস্থলে বারম্বার সিংহনাদ, কিলকিলা রব, হস্তিগণের বৃংহিত, এবং ক্রকচ, গোবিষাণিক, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণবধ্বনি হইতে লাগিল। পাণ্ডবেরা সিংহনাদ, বীরনাদ, এবং ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি করিতে করিতে সমরাভিলাষে কৌরবদিগের অভিমুখে আগমন কবিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবেরাও ক্রোধান্বিতচিত্তে প্রতিনাদ করত পাণ্ডবদিগের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্য সকল একত্রিত হইয়া পরস্পর ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রাজন্! তৎকালে রণস্থল হইতে মহাশব্দ সমুত্থিত হইয়া পৃথিবীমণ্ডল কম্পান্বিত করিল। পতগকুল ঘোরতর শব্দ করত দিগ্দিগন্তে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বিমল সমুদিত দিনকরের করনিকর তিরোহিত হইল; অমঙ্গলজনক শৃগালগণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; চতুর্দ্দিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, পাংশু ও শোণিতসংযুক্ত অস্থি বৃষ্টি হইতে লাগিল; বাহন সকল চিন্তাকুলিতচিত্তে অশ্রুবিসর্জ্জন ও মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল; মহাভয়সূচক তুমুল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; সহসা অন্তর্হিত পুরুষভোজী রাক্ষসদিগের ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল; গোমায়ু ও বায়সগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল; কুক্কুর সকল নানাবিধ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। মহাভয়সূচক প্রজ্বলিত মহোল্কা সকল সূর্য্যের সহিত ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! সেই অমঙ্গলসূচক সময়ে হস্ত্যশ্ব নরেন্দ্র-সঙ্কুল কুরুপাণ্ডবদিগের সেই মহাসৈন্যগণ পবনবেগ কম্পিত বনরাজির ন্যায় শঙ্খ মৃদঙ্গাদি শব্দে প্রকম্পিত হইয়া বাতোদ্ধত সাগবের ন্যায় ঘোবতর শব্দ করিতে লাগিল।

—০()০—

একাধিক শততম অধ্যায়। ১০১।

অনন্তর মহাতেজস্বী অভিমন্যু পিঙ্গলবর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে

আরোহণ পূর্ব্বক জলদের জলধারা বর্ষণের ন্যায় শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে মহারাজ দুর্য্যোধনের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান্ হইলেন। কৌরব-গণ অক্ষয় সেনাসাগরে প্রবিষ্ট অরিনিসূদন অস্ত্র শস্ত্রধারী সুভদ্রাতনয়কে কোন রূপেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অভিমন্যুনিক্ষিপ্ত শত্রু নিবর্হণ শর সমূহ কৌরবীয় ক্ষত্রিয়গণকে প্রেতরাজশদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। রণবিশারদ অভিমন্যু ক্রোধপরবশ হইয়া যমদণ্ডসদৃশ অতি ভীষণ আশীবিষতুল্য সায়ক সকল পরিত্যাগ করিয়া রথের সহিত রথী, অশ্বের সহিত অশ্বারোহী ও গজের সহিত গজারোহীদিগকে বিদারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহীপালগণ তাঁহার সেই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিরা হৃষ্ট চিত্তে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বায়ু যেরূপ আকাশমণ্ডলে তুলরাশি পরিচালিত করে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুনতনয় কৌরবীয় সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে কেহই মহাপঙ্কে নিমগ্ন মাতঙ্গকুল সদৃশ অভিমন্যুবিদ্রাবিত কৌরবপক্ষীয় সৈন্য-দিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাবল পরাক্রান্ত সুভদ্রাতনয় অনায়াসে সেই সকল সেনাদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কালপ্রেরিত পতঙ্গগণ যেরূপ অগ্নির প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ কৌরবসেনা সকল অর্জ্জুনতনয়ের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অভিমন্যু পরপক্ষীয়দিগকে সংহার করত বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ ধনু জলদমণ্ডলে বিরাজিত বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সুশাণিত সায়ক সকল প্রফুল্ল বৃক্ষসমূহ হইতে নিপতিত ষট্‌পদরাজির ন্যায় দিগ্দিগন্তে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। মহারথ অর্জ্জুন-তনয় সুবর্ণময় রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবীর কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও সিন্ধুপতিকে বিমোহিত করত অবিরত মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বিচরণ সময়ে মণ্ডলাকার কার্ম্মুক সূর্য্যমণ্ডল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

মহাবীর ক্ষত্রিয়গণ মহাবলশালী অভিমন্যুর অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শন করিয়া এই লোকে দুই অর্জ্জুন আছেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! কৌরবপক্ষীয় সেই সকল সৈন্যগণ অভিমন্যুর শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া মদমত্ত যোষিতের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ সুভদ্রাপুত্র সেই সকল সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত ও মহারথদিগকে বিকম্পিত করিয়া ময়বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় সুহৃদ্‌গণকে আহ্লাদিত করি-

লেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্য সকল অভিমন্যু কর্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল।

মহারাজ দুর্য্যোধন মারুতবেগে সমুদ্ধূত সাগর গর্জ্জন সদৃশ কৌরব সৈন্যগণের নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া রাক্ষস অলম্বুষকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাক্ষস সত্তম! মহাবাহু অর্জ্জুননন্দন দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায় ও দেবসৈন্য বিদ্রাবী বৃত্রাসুরের ন্যায় একাকী কৌরবসেনাদিগকে বিদ্রাবিত করিয়াছে। তুমি ভিন্ন তাহাকে নিবারণ করিবার অন্য উপায় দেখিতেছি না। অতএব তুমি সত্বরে গমন পূর্ব্বক উহারে পরাভব কর। আমরা মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত একত্রিত হইয়া সংগ্রামে অর্জ্জুনকে নিহত করিব।

রাক্ষসপ্রধান অলম্বুষ কুরুরাজ দুর্য্যোধন আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র বর্ষাকালীন বারিদমণ্ডলের ন্যায় ঘোরতর ধ্বনি করত অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকল রাক্ষসরাজের সেই ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগসমুদ্ধূত সাগরের ন্যায় দিগ্‌দিগন্তে বিচলিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাশায়ী হইল। হে নরনাথ! সেই সময় রথস্থ মহাবল পরাক্রান্ত সুভদ্রাতনয় সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতে করিতে সেই রাক্ষসরাজের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রতাপশালী অলম্বুষ অভিমন্যুকে দর্শন করিবামাত্র ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করত বলাসুর যেরূপ দেবসেনার পশ্চাদ্ভাগে ধাবিত হইয়াছিল, সেইরূপ পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যদিগের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। এই প্রকারে সেই ঘোররূপী নিশাচররাজ স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক সহস্র সহস্র বাণ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবীয় সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত ও বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের মহতীসেনা তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! মাতঙ্গ যেমন কমলবনকে প্রমথিত করে, তদ্রূপ রাক্ষসরাজ অলম্বুষ পাণ্ডবীয় সৈন্যগণকে সংহার করিয়া মহাবলশালী দ্রৌপদীতনয়গণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রৌপদীপুত্রগণ রাক্ষসকে অবলোকন পূর্ব্বক নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্যাভিমুখে ধাবিত পঞ্চ গ্রহের ন্যায় অলম্বুষের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং যুগান্তকালীন পঞ্চগ্রহ যেরূপ নিশাকরকে নিপীড়িত করে, সেইরূপ

তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাপ্রতাপবান্ প্রতিবিন্ধ্য রাক্ষসরাজের উপর লৌহময় সুতীক্ষ্ণ শস্ত্র সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। অলম্বুষ সেই সকল শস্ত্রে ছিন্নবর্ম্ম হইয়া দিনকররঞ্জিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দ্রৌপদীনন্দন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হেম বিচিত্রিত সায়ক সমূহ শরীরে বিদ্ধ হওয়াতে অলম্বুষ দীপ্তশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

পরে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র একত্রিত হইয়া সুবর্ণবিভূষিত শরনিকরে অলম্বুষকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহা বীর্য্যসম্পন্ন অলম্বুষ ক্রুদ্ধ পন্নগোপম সেই সকল শরে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধও অনতি-বিলম্বে মূর্চ্ছিত হইল এবং মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর ক্রোধান্বিত চিত্তে দ্রৌপদীপুত্রগণের শর, ধ্বজ, ও ধনু সকল কর্ত্তন করিয়া ফেলিল। তৎপরে ঐ মহাবীর রথমধ্যে যেন নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া তদীয় অশ্ব ও সারথিগণকে সংহার পূর্ব্বক নানাবিধ সুশাণিত শরদ্বারা পুনরায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহারথ নিশাচর এইরূপে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে বিরথ করিয়া তাঁহাদিগের বধাভিলাষে দ্রুতবেগে ধাবমান হইল।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনতনয়, পাপাত্মা রাক্ষস দ্রৌপদীর পুত্র-দিগকে নিপীড়িত করিতেছে, দেখিয়া, অবিলম্বে তাহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। হে রাজন্! সেই সময় মহাপ্রতাপবান্ অভিমন্যুর সহিত রাক্ষসরাজ অলম্বুষের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন কুরুপাণ্ডবীয় মহারথ সকল বৃত্রবাসব সদৃশ সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত সংগ্রাম সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ কালানলসন্নিভ মহাবীরদ্বয় ক্রোধারুণনয়নে পরস্পর অবলোকন করিলেন। পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে দেবরাজ ও সম্বরের সংগ্রাম যে প্রকার ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, এই মহাবীরদ্বয়ের সংগ্রামও সেই-রূপ ভীষণ হইয়া উঠিল।

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়। ১০২।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অভিমন্যু মহারথগণকে বিনষ্ট করিতেছেন দেখিয়া, অলম্বুষ কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল? মহারথ অভিমন্যু

অলম্বুষের সহিত কি প্রকারে সংগ্রাম করিলেন। এবং মহাবলশালী ভীম, রাক্ষস ঘটোৎকচ, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও অর্জ্জুনই বা কি প্রকারে আমার সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন? তুমি তাহা আমার নিকট আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর অলম্বুষ ও অভিমন্যু যে প্রকারে সংগ্রাম করিয়াছিল; অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সমরে যে প্রকার পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি আপনার পক্ষীয় বীরগণ নির্ভীকের ন্যায় যে প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন; আমি তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাপ্রতাপ-বান্ রাক্ষসরাজ অলম্বুষ সিংহনাদসহকারে বারম্বার তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া দ্রুতবেগে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইল। অভি-মন্যুও সিংহনাদ কবিতে করিতে পিতৃশত্রু রাক্ষসরাজ অলম্বুষের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। অনন্তর দিব্যাস্ত্রবিশারদ মহারথ অভিমন্যু ও মায়াবী রথিশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ উভয়ে দেবদানবের ন্যায় অবিলম্বে সমাগত হইলেন। পরে মহাবীর অভিমন্যু সুতীক্ষ্ণ তিন বাণে রাক্ষসকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। যেমন তোদন দণ্ডে কুঞ্জরকে প্রহার করে, তদ্রূপ ক্ষিপ্রকারী অলম্বুষও ক্রোধান্বিত হইয়া নয় বাণে অভিমন্যুর বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সহস্র শরে তাঁহাকে ব্যথিত করিল। তখন অভিমন্যু ক্রোধে অধীর হইয়া নয় বাণে রাক্ষসের বক্ষঃস্থল তাড়িত করিলে ঐ সমস্ত বাণ তাঁহার শরীর ভেদ করিয়া মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল। রাক্ষস শরনিকরে প্রভিন্নগাত্র হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষসমাকীর্ণ পর্ব্ব-তের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিল এবং সেই হেমপুঙ্খ শরনিকর ধারণ করিয়া শিখাবিশিষ্ট শৈলের ন্যায় অধিকতর শ্রী প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর অমর্ষপরায়ণ অলম্বুষ ক্রোধান্বিত চিত্তে মহেন্দ্র সদৃশ অভি-মন্যুকে শরসমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। রাক্ষসনির্ম্মুক্ত যমদণ্ড তুল্য শর সকল অভিমন্যুর কলেবর বিদীর্ণ করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল এবং অভিমন্যু নিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত শরনিকরও অলম্বুষের দেহ বিদীর্ণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ ময়দানবকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অভিমন্যু শর সমূহ দ্বারা অলম্বুষকে সমরে বিমুখ করিলেন। তৎপরে নিশাচর মহীয়সী তামসী মায়া বিস্তার করিলে, সকলেই ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেন; কি অভিমন্যু কি আত্মীয় কি পর কেহই কাহাকেও দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। মহা-

বল পরাক্রান্ত অভিমন্যু সেই ঘোর অন্ধকার সন্দর্শন করিয়া অতি দীপ্তি-শীল সৌরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন রাক্ষসের মায়া দূরীভূত ও জগৎ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইল। অনন্তর অভিমন্যু ক্রোধান্বিত হইয়া শর-সমূহ দ্বারা রাক্ষসকে সমাচ্ছন্ন করত তৎপ্রযুক্ত বহুবিধ মায়া নিবারণ করিলেন। রাক্ষসরাজ মায়াবিহীন ও শরনিকরে একান্ত আহত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে রথ পরিহার পূর্ব্বক পলায়ন করিল। এই প্রকারে সেই কূটযোধী অলম্বুষ পরাজিত হইলে, মহাবীর অভিমন্যু কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে বোধ হইল, যেন মদান্ধ বন্য হস্তী পদ্মবন মর্দ্দন করিতেছে।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম সৈন্যদিগকে সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া, অভিমন্যুকে শরজাল দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ একমাত্র অভিমন্যুর চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ কবিলেন। তখন অর্জ্জুনপরাক্রম ও বাসুদেব সদৃশ বলবীর্য্যশালী মহাবীর অভিমন্যু পিতা ও মাতুলের ন্যায় নানাবিধ কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর্য্যসম্পন্ন ধনঞ্জয় কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে নিধন করিবার নিমিত্ত অভিমন্যুর সমীপে গমন করিলেন। রাহু যেরূপ দিবাকরকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মহাবীর ভীষ্ম ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন্! আপনার পুত্রগণ রথ, হস্তী ও অশ্বগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে পাণ্ডবেরাও অর্জ্জুনকে পরিবৃত করিয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৃপাচার্য্য শান্তনুতনয়ের অগ্রবর্ত্তী অর্জ্জুনকে পঞ্চবিংশতি সায়ক দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। শার্দ্দূল যেরূপ মাতঙ্গের প্রতি গমন করে, তদ্রূপ সাত্যকি পাণ্ডবদিগের হিতসাধনার্থ কৃপের প্রতি গমন করিয়া সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য ও ক্রোধান্বিতচিত্তে অবিলম্বে কঙ্কপত্রযুক্ত নয় শরে সাত্যকির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে সাত্যকি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে শরাসন আকর্ষণ করত গৌতমান্তকর এক শর নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণতনয় সেই ইন্দ্রাশনিসন্নিভ শরকে মহাবেগে আপতিত দেখিয়া ক্রোধাবেশে দুই খণ্ডে কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন।

তখন মহারথ সাত্যকি কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া আকাশমণ্ডলে রাহু যেরূপ শশধরের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ অশ্বত্থামার প্রতি

ধাবমান হইলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। সাত্যকি তৎক্ষণাৎ অন্য এক ভারসহ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ষষ্টিসংখ্যক শর দ্বারা দ্রোণাত্মজের দুই বাহু ও হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে অশ্বত্থামা নিতান্ত ব্যথিত ও ক্ষণকাল বিমোহিত হইয়া ধ্বজদণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক রথোপস্থে উপবেশন করিলেন। পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে পুনর্ব্বার সাত্যকিকে এক নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিলে, ঐ নারাচ সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া বসন্তকালে বলবান্ সর্পশিশুর বিল প্রবেশের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর তিনি অপর এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। এবং প্রাবৃটকালীন জলদজাল যেরূপ প্রভাকরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরজালে সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে মহারাজ! সাত্যকিও সেই সকল শর নিবারণ পূর্ব্বক শরসমূহ দ্বারা অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিয়া মেঘজালবিনির্ম্মুক্ত তপনের ন্যায় তাঁহাকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন এবং পুনর্ব্বার সমুদ্যত হইয়া সহস্র সহস্র শর দ্বারা তাঁহাকে পরিব্যাপ্ত করিলেন।

মহাপ্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য, পুত্র অশ্বত্থামাকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় অবলোকন করিয়া সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং শরপীড়িত অশ্বত্থামাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকিও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করিয়া লৌহময় বিংশতি শরে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর অমেয়াত্মা অর্জ্জুন ক্রোধপরবশ হইয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এই প্রকারে মহাবীর দ্রোণ ও অর্জ্জুন উভয়ে সংগ্রামে সমবেত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ বৃহস্পতি ও শুক্রগ্রহের ন্যায় পরম শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

ত্র্যধিক শততম অধ্যায়। ১০৩।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও অর্জ্জুন এই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরদ্বয় কি প্রকারে যুদ্ধস্থলে সমাগত হইলেন? অর্জ্জুন ধীমান্ দ্রোণাচার্য্যের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং দ্রোণাচার্য্যও অর্জ্জুনের নিতান্ত প্রীতিভাজন; অতএব প্রমত্ত কেশরীর ন্যায় ঐ মহাবীরদ্বয় কি প্রকারে উভয়ে সমাগত হইলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! ভরদ্বাজাত্মজ দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে প্রীতিভাজন বলিয়া বোধ করেন না; অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে দ্রোণাচার্য্যকে গুরু বলিয়া মান্য করেন না। ক্ষত্রিয়েরা কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করেন না; তাঁহারা মর্য্যাদাশূন্য হইয়া পিতা ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত সংগ্রাম করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণাচার্য্যকে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু দ্রোণ সেই সকল শর অর্জ্জুন চাপবিনির্ম্মুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া গহন বনে অতি প্রবৃদ্ধ অগ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং শরবৃষ্টি দ্বারা অর্জ্জুনকে পরিব্যাপ্ত করিতে লাগিলেন! পরে রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের পাঞ্চিগ্রহণের নিমিত্ত সুশর্ম্মাকে প্রেরণ করিলেন। ত্রিগর্ত্তেশ্বর সুশর্ম্মা স্বীয় পুত্র সমভিব্যাহারে ক্রোধান্বিত হইয়া শরাসন আকর্ষণ করত শর নিকর দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নির্ম্মুক্ত সেই সকল সায়কনিচয় শরৎকালে গগনবিহারী হংসশ্রেণীর ন্যায় নভঃস্থলে শোভমান হইতে লাগিল। যেমন পক্ষিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইয়া সুস্বাদু ফলে অবনত বৃক্ষে প্রবেশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সকল শরনিকর চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিয়া অর্জ্জুনশরীরে প্রবিষ্ট হইল। মহারথ পার্থ সিংহনাদ করিয়া সপুত্র ত্রিগর্ত্তরাজকে শরসমূহে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও প্রলয়কালীন কালস্বরূপ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিধ্যমান হইয়াও জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পার্থের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাঁহার প্রতি অনবরত শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত সকল যেরূপ জলবর্ষণ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জ্জুন শরনিকর দ্বারা শর বর্ষণ ধারণ করিলেন। তখন আমরা তাঁহার লঘুহস্ততা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। তিনি একাকী পবনের মেঘমণ্ডল অপসরণের ন্যায় বহু যোধবিনির্ম্মুক্ত দুর্নিবার শরবৃষ্টি নিবারণ করিলেন। তখন দেব দানবগণ তাঁহার তাদৃশ কার্য্য অবলোকন করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর মহাবীর পার্থ ক্রোধপরবশ হইয়া সৈন্যদিগের প্রতি বায়ব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে প্রবল বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া নভস্থল ক্ষুভিত, তরু সকল নিপাতিত ও সৈনিকদিগকে নিহত করিতে লাগিল। হে রাজন্! দ্রোণাচার্য্য সেই সুদারুণ বায়ব্যাস্ত্র অবলোকন করিয়া ভয়ানক শৈলাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন বায়ু প্রশান্ত ও দশ দিক্ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তৎপরে বীরাগ্রগণ্য পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তরাজের রথীদিগকে নিরুৎসাহ, পরাক্রমবিহীন ও রণপরাঙ্মুখ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, ও বাহ্লিকগণের সহিত রাজা বাহ্লিক রথ সমূহে ধনঞ্জয়ের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। মহারথ পরাক্রান্ত শ্রুতায় ও ভগদত্ত গজসৈন্য দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দ্দিক্ পরিবারিত করিলেন। ভূরিশ্রবা, শল্য, ও সুবলতনয় শরনিকর দ্বারা মাদ্রী পুত্রদ্বয়কে নিবারণ করিলেন। ভীষ্ম সসৈন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সহিত সমবেত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলেন।

হে নরনাথ! মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর গজসৈন্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া কাননস্থিত মৃগরাজের ন্যায় সৃক্কণী পরিলেহন করিতে করিতে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আপনার সৈন্যদিগকে ভয়ে নিতান্ত অভিভূত করিলেন। তখন গজারোহী যোদ্ধা সকল তাঁহাকে গদাহস্ত অবলোকন করিয়া যত্ন সহকারে চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। সেই সময় দিবাকর যেমন মেঘ মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিরাজিত হন, তদ্রূপ ভীমসেন গজসৈন্য মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক বিরাজিত হইয়া, পবনের জলদজাল পরিচালনের ন্যায় গদা দ্বারা সেই সকল গজ সৈন্যকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। দন্তিসকল মহাবীর ভীমসেন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ভীমসেনও রণমধ্যে মাতঙ্গগণের দশন দ্বারা বিদারিত হইয়া পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। পরে তিনি কোন কোন হস্তীর দন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক সেই দন্ত দ্বারা দণ্ডধারী কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগের কুম্ভ সমাহত করত ভূমিতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন; এবং মেদ মজ্জায় অবলিপ্ত ও শোণিতাক্ত শরীর হইয়া রুধিররঞ্জিত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রুদ্রদেবের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরে হতাবশিষ্ট বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল স্বীয় সেনাদিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণও পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল।

চতুরধিক শততম অধ্যায়। ১০৪।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ঐ দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে সোমকগণের সহিত ভীষ্মের লোকক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহারথ ভীষ্ম শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডবসৈন্যগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

যেরূপ গো সকল ছিন্ন ধান্যরাশি মর্দ্দন করে, সেইরূপ দেবব্রত ভীষ্ম পাণ্ডবসৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বিরাট ও মহারথ দ্রুপদ ভীষ্ম সমীপে গমন পূর্ব্বক শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে আহত করিতে লাগিলেন। শত্রুন্তপ ভীষ্ম তিন তিন শর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাটকে বিদ্ধ করত মহারাজ দ্রুপদের প্রতি এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মহারথগণ ভীষ্মাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া পাদস্পৃষ্ট ভুজঙ্গমের ন্যায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিখণ্ডী পিতামহ ভীষ্মকে অনবরত শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীর ভীষ্ম তাহার স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাহার প্রতি কোন অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধে অতিমাত্র প্রজ্বলিত হইয়া অনল সদৃশ তিন সায়ক দ্বারা ভীষ্মের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন এবং মহারথ দ্রুপদ পঞ্চবিংশতি বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! মহারথ ভীষ্ম তাহাতে অতিমাত্র বিদ্ধ ও রুধির পরিপ্লুত হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পপরিপূর্ণ রক্তাশোক তরুর ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি শিখণ্ডী ব্যতীত আর আর সকলের প্রত্যেককে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্ল দ্বারা দ্রুপদের শরাসন ছেদন করিলেন। দ্রুপদরাজ অন্য শরাসন গ্রহণ করত সুশাণিত পঞ্চ বাণ দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন।

তখন ভীমসেন, দ্রৌপদীনন্দনগণ, কেকয়গণ ও সাত্বত সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় সমস্ত বীরগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবসেনার প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই সময়ে উভয় পক্ষের মনুষ্য, অশ্ব, হস্তী ও রথীর তুমুল সংগ্রাম হইতে আরম্ভ হইল। রথী রথীর সহিত, হস্তী হস্তীর সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত, সাদী সাদির সহিত ও অন্যান্য মনুষ্য মনুষ্যের সহিত পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইয়া যম রাষ্ট্র বর্দ্ধন করিতে লাগিল। হে রাজন্! স্থানে স্থানে রথ সমুদয় বহুবিধ দারুণ শরাঘাতে হত সারথি ও রথি বিহীন হইয়া সমর ভূমির চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। তৎকালে দেখিলাম, ঐ মারুতগামী গন্ধর্ব্বনগর সদৃশ রথ সকল মনুষ্য ও অশ্বগণকে মর্দ্দন পূর্ব্বক বায়ুবেগে ধাবমান হইতে লাগিল। হে ভূপাল! বৃহস্পতি সদৃশ নীতি বিশারদ, কুবের সদৃশ সম্পত্তিশালী ও ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্যসম্পন্ন, উষ্ণীষ ও কাঞ্চনাঙ্গদবিভূষিত

দেবপুত্র সদৃশ রথী ভূপালগণ রথ বিহীন হইয়া প্রাকৃত ন্যায় মানবের ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। দন্তিগণ আরোহি বিহীন হইয়া স্বপক্ষীয় সেনাগণকে বিমর্দ্দিত করত মহাশব্দে নিপতিত হইতে লাগিল। নবজলধর সদৃশ মাতঙ্গগণ মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করত অতিবেগে ধাবমান হইল। তাহাদিগের বিচিত্র বর্ম্ম, চামর, পতাকা, হেমদণ্ড, ছত্র ও শাণিত তোমর সকল চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তাহাদিগের আরোহিগণ গজ বিহীন হইয়া সেই তুমুল সমরক্ষেত্রে ধাবমান হইতে লাগিল। নানাদেশীয় শত শত সহস্র সহস্র সুবর্ণবিভূষিত অশ্বগণকে বায়ুবেগে ধাবমান হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। অশ্ব সকল নিহত হইলে তাহাদিগের আরোহিগণ অসি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বযং দ্রবমাণ ও অনেকে অন্য কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইতে লাগিল। কোন কোন হস্তী ধাবমান রথ, পদাতি ও অশ্বগণকে মর্দ্দিত করত অন্য হস্তীর সহিত মিলিত হইয়া গমন করিতে লাগিল। রথ সমুদয় ভূপতিত অশ্ব সকলকে ও অনেক অশ্ব মনুষ্যদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। এই প্রকারে পরস্পর মর্দ্দিত হইতে লাগিল। সেই প্রকার ভীষণ সংগ্রামে শোণিত ও অস্ত্র সমূহের তরঙ্গসঙ্কুলা ভয়ঙ্কর নদী সমুৎপন্ন হইল। অস্থিরাশি উহার সংবাধ, কেশকলাপ শৈবাল, ভগ্ন রথ সমুদয় হ্রদ, বাণ সকল আবর্ত্ত, অশ্ব সকল মীন, মস্তক সকল উপল, হস্তী সকল উহার গ্রাহ, কবচ ও উষ্ণীষ সমুদয় উহার ফেন, শরাসন সকল উহার বেলাভূমি, অসি সকল উহার কচ্ছপ ও মাংসাশী প্রাণিগণ উহার বক এবং পতাকা ও ধ্বজ সকল উহার তীরস্থ বৃক্ষ স্বরূপ হইল। ঐ নদী যমরাজ্য রূপ সাগর বর্দ্ধন করিতে লাগিল। শৌর্য্যশালী মহারথ ক্ষত্রিয়গণ ভয় পরিহার পূর্ব্বক অশ্ব, হস্তী ও রথ স্বরূপ ভেলা দ্বারা ঐ নদী হইতে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। যেরূপ বৈতরণী নদি মৃত ব্যক্তিকে যমরাজ্য উপনীত করে, সেই রূপ ঐ শোণিত নদী ভীরু ব্যক্তিদিগকে বাহিত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ সেই মহাহত্যাকাণ্ড দর্শন করত চীৎকাররবে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! "ক্ষত্রিয়কুল দুর্য্যোধনের দোষেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রই বা কি নিমিত্ত লোভে বিমোহিত ও পাপপরায়ণ হইযা গুণশালী পাণ্ডুনন্দনগণের দ্বেষ্টা হইলেন?" হে মহারাজ! এই রূপ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের প্রশংসা ও আপনার পুত্রগণের নিন্দাসূচক বহুবিধ বাক্য শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর সকলের নিকট অপরাধী আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সমুদয় যোধগণের ঐ রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যকে

কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর, বিলম্ব করিতেছ কেন? হে রাজন্! অনন্তর কুরুপাণ্ডবদিগের সেই দ্যূতক্রীড়া নিবন্ধন মহা হত্যাজনক ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে ভূপতে! পূর্ব্বে মহানুভবগণ আপনাকে নিষেধ করিলেও যে আপনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, এক্ষণে তাহারই প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করুন। সংগ্রামে পাণ্ডব, কৌরব, কি তাঁহাদিগের সৈন্য বা অনুগত ব্যক্তিরা কেহই কাহার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন না। আপনি যে পূর্ব্বে কাহারও নিষেধ বাক্য শ্রবণ করেন নাই সেই নিমিত্তই হউক, আর দৈব বশতই হউক, অথবা আপনার অনীতি বশতই হউক, এক্ষণে এই ভয়ঙ্কর স্বজনক্ষয় সমপস্থিত হইয়াছে।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় ১০৫।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! নরপুঙ্গব ধনঞ্জয় সুশর্ম্মার অনুচর ক্ষত্রিয়-গণকে নিশিত শর প্রহারে যমসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মা সপ্ততি শরে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া নব শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন সুশর্ম্মাকে শরসমূহ দ্বারা নিবারিত করিয়া তদীয় যোধ-গণকে শমনভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মার অবশিষ্ট যোধগণ প্রলয়কালীন কৃতান্তসদৃশ ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক বিধ্যমান হইয়া ভয়ে পলায়ন করিল। কেহ কেহ অশ্ব, কেহ কেহ রথ ও কেহ কেহ গজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে অশ্ব, হস্তী ও রথ লইয়াই সত্বর ধাবমান হইল। অনেক পদাতি সেই মহারণে অস্ত্র পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক কাহারও অপেক্ষা না করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ও অন্যান্য ভূপালগণ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেও তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইল না।

হে নরপতে! দুর্য্যোধন সেই সমস্ত সৈন্যকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সকল সৈন্যের পুরোবর্ত্তী হইয়া ভীষ্মকে অগ্রসর করত সুশর্ম্মার জীবন রক্ষার্থে মহোদ্যোগ সহকারে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন কেবল দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত বহুবিধ বাণ বিকীর্ণ করিয়া অর্জ্জুনের সংগ্রামে অবস্থিত হইলেন। অন্যান্য মানবগণ পলায়ন করিল। পাণ্ডব-গণও উদ্যোগ সহকারে অর্জ্জুনের রক্ষার্থ ভীষ্মসমীপে গমন করিলেন।

তাঁহারা গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের বলবিক্রম অবগত হইয়াও উৎসাহের সহিত হাহাকার শব্দে তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করত ভীষ্মের সমীপে গমন করিলেন। অনন্তর তালকেতু মহাশূর ভীষ্ম সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিলেন।

হে রাজন্! এই রূপে মধ্যাহ্ন সময়ে কৌরবগণের পাণ্ডবদিগের সহিত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাশূর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে পঞ্চ শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র সায়ক বর্ষণ পূর্ব্বক সংগ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্রুপদরাজ দ্রোণাচার্য্যকে প্রথমতঃ শাণিত বহু শরে বিদ্ধ কবত পুনরায় সপ্ততি শবে তাঁহাকে বিদ্ধ কবিয়া পঞ্চ শর দ্বারা তদীয় সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ভীমসেন রাজা বাহ্লিককে সুতীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা বিদ্ধ করিয়া কাননস্থ শার্দ্দূলের ন্যায় মহা নিনাদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনতনয় চিত্রসেন কর্ত্তৃক বহু শর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া তিন শর দ্বারা চিত্রসেনের হৃদয় দৃঢ়রূপে বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! যেরূপ নভোমণ্ডলে বুধ এবং শনৈশ্চর গ্রহ দীপ্তি পাইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই মহাবীরদ্বয় সমরক্ষেত্রে সেই রূপ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বীরঘাতী অভিমন্যু নয় শরে চিত্রসেনের অশ্বচতুষ্টয় ও তাঁহার সারথিকে নিহত করিয়া মহা নিনাদ করিতে লাগিলেন। হে ভূপাল! মহারথ চিত্রসেন অশ্ব বিহীন রথ হইতে শীঘ্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সত্বর দুর্ম্মুখের রথে আরোহণ করিলেন। পরাক্রমশালী আচার্য্য দ্রোণ নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা দ্রুপদকে বিদ্ধ করিয়া সত্বর তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদরাজ সৈন্যগণের সমক্ষে দ্রোণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া পূর্ব্ব বৈরিতা স্মরণ পূর্ব্বক বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করত সমরস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। ভীমসেন সৈন্যগণের সাক্ষাতে মুহূর্ত্তমধ্যে বাহ্লিককে অশ্ব, সারথি ও রথ বিহীন করিলেন। হে রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ বাহ্লিক সংশয়াপন্ন, ভীত ও ত্বরান্বিত হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক লক্ষ্মণের রথে আরোহণ করিলেন। সাত্যকি বহু শরে কৃতবর্ম্মাকে নিবারিত করত ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইয়া ষষ্টিসংখ্যক শাণিত লোমবাহী শরে ভরতকুলপাবন ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন এবং মহাধনু বিকম্পিত করত যেন রথোপস্থে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পিতামহ ভীষ্ম হেমবিচিত্র মহাবেগশীল নাগ কন্যা সদৃশী উৎকৃষ্ট মহাশক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাযশা সাত্যকি সেই মৃত্যুকল্প দুর্জ্জেয় মহাশক্তিকে সহসা আপতিত দেখিয়া ক্ষিপ্রকারিতা দ্বারা উহা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন; তখন সেই মহা-

প্রভা সম্পন্না শক্তি মহোল্কার ন্যায় মহীতলে নিপতিত হইল। অনন্তর সাত্যকি মহাবেগশালিনী স্বীয় শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক্ ভীষ্মের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকির বাহুবলনিক্ষিপ্ত সেই শক্তি মানবগণের প্রতি ধাবমান কালরাত্রির ন্যায় বেগে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। শান্তনুনন্দন সেই শক্তিকে সহসা আপতিত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ দুই ক্ষুর প্রাস্ত্র দ্বারা উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন। তখন সেই শক্তি ভূতলে বিশীর্ণ হইয়া নিপতিত হইল। পরে বীরঘাতী ভীষ্ম ক্রোধভরে সেই শক্তি ছেদন করত্ সহাস্যবদনে নয় শরে সাত্যকির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! পরে পাণ্ডবগণ ভীষ্ম হইতে সাত্যকির পরিত্রাণার্থ রথ, হস্তী ও অশ্বের সহিত ভীষ্মকে বেষ্টন করিলেন। অনন্তর পরস্পর জয়াভিলাষী কৌরব ও পাণ্ডবগণেব তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল

ষড়ধিক শততম অধ্যায়। ১০৬।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন শান্তনুতনয়কে বর্ষাকালীন জলদজালসংবৃত দিবাকরের ন্যায় পাণ্ডবগণে পরিবৃত দেখিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, হে ভ্রাত! ঐ দেখ, অরিনিসূদন মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াছেন। এক্ষণে ঐ মহাবীর ভীষ্মকে রক্ষা করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতামহকে রক্ষা করিতে পারিলে, উনি সপাঞ্চাল পাণ্ডবগণকে নিহত করিবেন। মহাব্রত পিতামহ সমরে দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং উনি আমাদিগের গোপ্তা; অতএব তুমি সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া উঁহাকে রক্ষা কর। দুঃশাসন মহাবীর দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট ও মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন রথিপ্রধান শকুনি বিমল প্রাস, ঋষ্টি ও তোমরধারী, সুশিক্ষিত সমরবিশারদ বীরগণ কর্ত্তৃক সমারূঢ়, মহাবেগশালী, পতাকা সুশোভিত শতসহস্র অশ্ব লইয়া নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মরাজের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করত তাঁহাদিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের নিবারণার্থ অযুত সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অশ্বগণ গরুড়ের ন্যায় সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র তাহাদিগের খুরাঘাতে ধরাতল কম্পিত ও ধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের খুরশব্দ পর্ব্বতস্থ

দহ্যমান বংশবনের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। তাহাদিগের খুরসমুৎপন্ন ধূলিপটল গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিল। যেরূপ বেগশালী হংস সকল নিপতিত হইলে মহাসরোবর ক্ষোভিত হয়, সেই-রূপ অশ্বগণ পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সৈন্যগণ ক্ষোভিত হইয়া উঠিল। অশ্বগণের হ্রেষা রবে আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না।

বেলা যেরূপ বর্ষাকালীন পৌর্ণমাসীতে সমুদ্ধত মহাসাগরের বেগ অবরোধ করে, সেইরূপ রাজা যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীপুত্রদ্বয় অশ্বারোহিগণের বেগ নিবারণ করিয়া সমুন্নতপর্ব্ব শর ও প্রাস সমূহ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহা-দের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহিগণ পাণ্ডবশরে নিহত হইয়া পর্ব্বতগহ্বরস্থিত নাগনিহত মহানাগের ন্যায় পতিত হইল। তাহা-দের মস্তক সকল বৃক্ষ হইতে পরিভ্রষ্ট তাল ফলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক অশ্ব আরোহীর সহিত নিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে দৃষ্ট হইল। অশ্বগণ পাণ্ডবশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সিংহসমা-ক্রান্ত মৃগযূথের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডবগণ সমরে বিপক্ষগণকে পরাজিত করিয়া ভেরীশব্দ ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সাদিসৈন্যগণকে পরাজিত দেখিয়া মদ্ররাজ শল্যকে কহিলেন, হে রাজন্! ঐ দেখ, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যমজ অনুজ-দ্বয়ের সহিত আমাদিগের সমক্ষেই মদীয় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করি-তেছে। হে মহাভাগ! আপনার বলবিক্রম লোকে প্রসিদ্ধ, অতএব বেলা ভূমি যেরূপ সমুদ্রকে প্রতিহত করে, সেইরূপ আপনি জ্যেষ্ঠ পাণ্ড-বকে নিবারিত করুন।

হে মহারাজ! মহাপ্রতাপশালী শল্য রাজা দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠির সমীপে গমন করিলেন। তখন পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠির শল্যের সৈন্য সমুদয়কে মহাবেগে আপতিত দেখিয়া তাহাদিগকে অনায়াসে নিবারিত করত সত্বরে দশ বাণে মদ্র-রাজের স্তনদ্বয়ের অভ্যন্তর বিদ্ধ করিলেন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহাকে সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মদ্ররাজও তাঁহাদিগের প্রত্যেককে তিন তিন বাণে আহত করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে শাণিত ষষ্টি শরে এবং নকুল ও সহদেবকে সুশাণিত দুই দুই শরে বিদ্ধ করিলেন।

হে রাজন্! পরবীরঘাতী মহাবাহু ভীমসেন রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৃত্যু-মুখপ্রবিষ্টের ন্যায় মদ্ররাজের বশবর্ত্তী দেখিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হই-

লেন। দিবাকর পশ্চিম দিগবলম্বী হইলে, তাঁহাদিগের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়। ১০৭।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম ক্রোধান্বিত হইয়া সুশাণিত শরসমূহে সসৈন্য পাণ্ডবগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি ভীমকে দ্বাদশ, সাত্যকিকে নয়, নকুলকে তিন ও সহদেবকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের বাহুদ্বয়ে ও বক্ষঃস্থলে দ্বাদশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। পরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তখন নকুল দ্বাদশ, সাত্যকি তিন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সপ্ততি, ভীমসেন সাত ও যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বাণে ভীষ্মকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। মহাবলশালী দ্রোণাচার্য্য সাত্যকি ও ভীমসেনকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও তোদনদণ্ড দ্বারা মহাগজ বিদ্ধের ন্যায় তিন তিন বাণে দ্রোণকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতিদেশীয় যোদ্ধাগণ শরনিকরে সমাহত হইয়াও ভীষ্মকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন না। নানাদেশসমাগত অন্যান্য মহীপালগণ বিবিধ শস্ত্রহস্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের অভিমুখীন হইলেন, তখন পাণ্ডবেরা পিতামহকে পরিবেষ্টন করিলেন।

তখন রথ সমূহে পরিবৃত অপরাজিত ভীষ্ম, দাবাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রথ ঐ ভীষ্মাগ্নির গৃহ, কার্ম্মুক শিখা, অসি, গদা ও শক্তি ইন্ধন এবং শরনিকর স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ হইল, তিনি গৃদ্ধ পক্ষবিরাজিত হেমপুঙ্খ সুশাণিত ইষু, কর্ণী, নালীক ও নারাচ দ্বারা সকল পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে আচ্ছাদিত করিয়া সুতীক্ষ্ণ বাণ সমূহে রথের ধ্বজ সকল পাতিত করত রথনিচয় মুণ্ডিত তালবনের ন্যায় করিলেন। পরে রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গদিগের আরোহিগণকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। প্রাণিগণ তাঁহার জ্যা তলধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! মহাবীর শান্তনুতনয়ের অব্যর্থ সায়ক সকল শরাসন হইতে বিনির্গত হইয়া শত্রুপক্ষীয় যোধগণের বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। অনন্তর দেখিলাম, মহাবেগশালী অশ্বগণ রথিশূন্য রথ সকল আকর্ষণ

করিয়া রণাঙ্গনে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। চেদি, কাশি ও করূষ দেশীয় মহাবংশসম্ভূত সমরে অপরাঙ্মুখ বিখ্যাত চতুর্দ্দশ সহস্র মহারথ সুবর্ণনির্ম্মিত ধ্বজে শোভমান ও দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্যাদিতানন কৃতান্ত সদৃশ ভীষ্মের সহিত সমাগত হইবামাত্র অশ্বগজ সমভিব্যাহারে পরলোকে গমন করিতে লাগিলেন। শত শত ও সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির রথের যুগকাষ্ঠ ও উপকরণ এবং কোন কোন ব্যক্তির চক্র সকল ভগ্ন হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। ভগ্ন রথ ও বরূথ, ছিন্ন শর, কবচ, পট্টিশ, গদা ও ভিন্দিপাল, ভগ্ন তূণীর, চক্র ও খড়্গ, কুণ্ডল সুশোভিত আনন, তলত্রাণ, অঙ্গুলিত্রাণ এবং নিপাতিত ধ্বজ সমূহে সমরক্ষেত্র সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। শত শত ও সহস্র সহস্র মাতঙ্গ ও তুরঙ্গম আরোহীর সহিত নিহত হইল; মহারথ সকল শান্তনুতনয়ের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন পাণ্ডবেরা কোন রূপেই তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। হে ভারত! তৎকালে পাণ্ডবপক্ষীয় মহাসৈন্য মহেন্দ্র সদৃশ মহাবীর ভীষ্মের শরাঘাতে এরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল যে, দুই জন একত্র হইয়া পলায়ন করিতে পারিল না। রথ, করী, অশ্ব, পদাতি ও ধ্বজ সঙ্কুল পাণ্ডবীয় সৈন্য সকল বিচেতনপ্রায় হইয়া হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। দৈবদুর্ব্বিপাক হেতু পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও বন্ধু প্রিয়বন্ধুকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। যুধিষ্ঠিরের অন্যান্য সৈন্য সকল কবচ পরিহার করিয়া বিকীর্ণকেশে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে; রথের যুগন্ধর সকল উদ্ভ্রান্ত হইতেছে এবং রণভূমিস্থ সৈন্য সকল আর্ত্তনাদ করিতেছে দৃষ্টিগোচর হইল।

মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া রথবেগ নিবারণ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! এই তোমার অভিলষিত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; আর বিমোহিত হইও না। হে নরব্যাঘ্র! তুমি পূর্ব্বে বিরাট নগরে রাজসমাজে সঞ্জয়ের সমীপে কহিয়াছিলে, যে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় সৈনিকগণ আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তাহাদিগকে সমূলে নিহত করিব, এক্ষণে সেই বাক্য সফল কর। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সন্তাপ পরিহর পূর্ব্বক সমরোদ্যত হও।

অর্জ্জুন বাসুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যক্ ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত অধোমুখে অনিচ্ছা পূর্ব্বক কহিলেন, হে হৃষীকেশ! অবধ্যদিগকে বধ করিয়া নরকের হেতুভূত রাজ্যভার গ্রহণ করা অপেক্ষা বরং

বনবাস জন্য দুঃখ পরম্পরা ভোগ করাই শ্রেয়স্কর। যাহা হউক, অশ্ব চালনা কর। তোমার বাক্য প্রতিপালন করিতে হইবে, কুরুপিতামহ দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকে যুদ্ধে নিপাতিত করিব।

তখন হৃষীকেশ সূর্য্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য শান্তনুতনয়ের নিকট সুবর্ণপ্রভ অশ্বগণকে পরিচালনা করিলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্য সকল মহাবাহু পার্থকে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত দেখিয়া পুনরাবৃত্ত হইল। পরে মহাবীর ভীষ্ম বারম্বার সিংহনাদ করত শর বৃষ্টি দ্বারা পার্থের রথ আচ্ছাদিত করিলেন। ক্ষণকালমধ্যেই রথ, অশ্ব ও সারথি তাঁহার শর-বর্ষণে এরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, আর কিছুই অবগত হইতে পারা গেল না। অকুতোভয় বাসুদেব সত্বর হইয়া ধৈর্য্যসহকারে ভীষ্মশরাহত অশ্ব-দিগকে চালনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর পার্থ জলদগম্ভীর-নিস্বন দিব্য শরাসন ধারণ করিয়া সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা ভীষ্মের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় তৎক্ষণাৎ অন্য এক বৃহৎ শরাসন ধারণ পূর্ব্বক তাহাতে জ্যারোপণ করিবামাত্র ধনঞ্জয় ক্রোধা-ন্বিত চিত্তে তাহা অবিলম্বে ছেদন করিলেন। তখন ভীষ্ম "সাধু অর্জ্জুন সাধু,, এই বলিয়া তাহার হস্তলঘুতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় এক মনোহর শরাসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার রথের উপর শর সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুদেব মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীষ্মনির্ম্মুক্ত শরনিকর ব্যর্থ করিয়া অশ্ব পরিচালনে অতিশয় বলবিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বাসুদেব ও অর্জ্জুন ভীষ্মশরে ছিন্ন কলেবর হইয়া, শৃঙ্গ ক্ষত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ করিলেন।

মহারাজ! অর্জ্জুন মৃদুভাবে সংগ্রাম করিতেছেন এবং ভীষ্ম অবিরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যস্থলে আগমন করত প্রতাপশীল আদিত্যের ন্যায় সন্তপ্ত হইয়া পাণ্ডবপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণকে নিহত করিয়া যে প্রলয়কাল উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া মহা-বাহু বাসুদেব সহ্য করিতে পারিলেন না; সুতরাং অর্জ্জুনের রজতবর্ণ অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কশাহস্তে মুহুর্মুহু সিংহনাদ করত ক্রোধভরে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ ক্রোধা-রুণলোচন অমিতদ্যুতি প্রতাপবান্ মহাযোগীর পদভরে পৃথিবীমণ্ডল বিদারিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! তদ্দর্শনে আপনার পক্ষীয় সৈন্য-গণের হৃদয়ে অতিশয় ভয় সঞ্চার হইতে লাগিল। মহারাজ বাসুদেবের সহিত ভীষ্মের সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, "ভীষ্ম হত হইলেন ভীষ্ম হত হই-

লেন,, এই রূপ উচ্চ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। পীত কৌষেয়বসন মরকতকান্তি কৃষ্ণ মাতঙ্গের অভিমুখীন সিংহের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে মহাবীর শান্তনুতনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইয়া সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম মহাত্মা বাসুদেবকে সংগ্রামে আগমন করিতে দেখিয়া ত্বরায় সুরুচির শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক অভ্রান্তচিত্তে কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার; এস, অদ্য আমাকে এই মহাসংগ্রামে নিপাতিত কর; তুমি আমাকে নিহত করিলে, আমি অবশ্যই শ্রেয়োলাভ কবিব। ত্রিভুবন মধ্যে আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছি; আজি তুমি আমাকে সংগ্রামে প্রহার কর। হে অনঘ! আমি তোমার ভৃত্য।

এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার বাহুদ্বয় ধারণ করিলেন। রাজীবলোচন বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াও তাঁহাকে লইয়াই মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি দশ পদ গমন করিলে, মহাবাহু ধনঞ্জয় হস্ত দ্বারা চরণ যুগল ধারণ করিয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর পরবীরঘাতী পার্থ নিতান্ত কাতর হইয়া রোষাকুলিতলোচন সর্প সদৃশ নিঃশ্বসন্ত কৃষ্ণকে প্রণয় পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো! নিবৃত্ত হও; তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, আমি যুদ্ধ করিব না, এক্ষণে সেই বাক্য মিথ্যা করিও না; তাহা হইলে, লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। আমাব প্রতি সমস্ত ভার সমর্পিত আছে; অতএব আমিই পিতামহ ভীষ্মকে সমরে নিহত করিব। আমি শস্ত্র, সত্য ও সুকৃত দ্বারা শপথ করিতেছি যে, আমি সংগ্রামে শত্রুগণকে সমূলে বিনাশ করিব। দেখ, প্রলয়কালীন শশধরের ন্যায় অদ্যই দুর্জ্জয় মহারথ ভীষ্মকে নিপাতিত করিতেছি!

বাসুদেব মহানুভব ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে কিছুমাত্র না বলিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে পুনর্ব্বার রথারোহণ করিলেন। এই প্রকারে মাধব ও অর্জ্জুন রথে আরোহণ করিলে, মহারথ ভীষ্ম জলধরের জলধারায় পর্ব্বতাচ্ছাদনের ন্যায় শর সমূহ দ্বারা পুনরায় তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন। দিবাকর যেরূপ বসন্তকালে করনিকর দ্বারা যাবতীয় পদার্থের তেজ হরণ করেন, তদ্রূপ তিনি শরনিকর দ্বারা যোধবর্গের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ যেরূপ কৌরবীয় সৈন্যদিগকে ভগ্ন করিতেছিলেন, তদ্রূপ তিনিও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে পলায়িত,

নিরুৎসাহ, দুর্ম্মনায়মান, শত শত ও সহস্র সহস্র পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক আহত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রদীপ্ত, অলৌকিক পরাক্রম, দুষ্করকর্ম্মা ভীষ্মকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণ তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইতে লাগিলেন।

হে ভারত! পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য সকল ভীষ্ম কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া পঙ্কনিমগ্ন গোসমূহের ন্যায়, উৎপীড়িত পিপীলিকার ন্যায় ও বলবান্ ব্যক্তির সংগ্রামে দুর্ব্বল ব্যক্তির ন্যায়, অশরণ হইয়া দুর্জ্জয় ভীষ্মের উপর কটাক্ষপাত করিতেও পারিল না। মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনুতনয় সায়ক রূপ কিরণ দ্বারা দিবাকরের ন্যায় মহীপালদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এই প্রকারে পাণ্ডবদিগের মহাসৈন্য পিতামহ ভীষ্ম কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল। তখন ভগবান্ সূর্য্যদেব অস্তগিরি-শিখরে গমন করিলেন। সৈন্যগণ নিতান্ত শ্রমাতুর হইয়া অবহারের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

—*—

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়। ১০৮।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! দিবাকর অস্তগত ও সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইলে, আর যুদ্ধ ব্যাপারের কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সন্ধ্যা সময়ে স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে মহাবল ভীষ্ম কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন পর এবং সোমকগণকে সমরে পরাজিত ও নিরুৎসাহ অবলোকন পূর্ব্বক সাতিশয় চিন্তিত হইয়া সৈন্যগণকে অব-হার করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। হে রাজন্! এই প্রকারে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণের অবহার হইলে, আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণেরও অবহার হইল। তখন মহারথগণ ক্ষত বিক্ষত শরীরে শিবিরে গমন করি-লেন। পাণ্ডবগণ ভীষ্মশরে নিপীড়িত হইয়া ভীষ্মের সমরনৈপুণ্য চিন্তা করত শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। হে ভারত! তখন ভীষ্ম আপনার তনয়গণ কর্ত্তৃক পূজিত ও বেষ্টিত হইয়া শিবিরে গমন করিলেন।

অনন্তর জীবগণের মোহকরী ভয়ঙ্করী বিভাবরী সমুপস্থিত হইল; সেই নিশামুখে দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত আপনা-দিগের শ্রেয়ঃ সাধনের নিমিত্ত সুস্থিরচিত্তে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বাসুদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে বাসুদেব! মহাবল ভীষ্ম হস্তীর নলবন মর্দ্দনের ন্যায় আমার সৈন্যগণকে মর্দ্দন করিতেছেন; মহাবল সেই প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় আমার সৈন্যগণকে গ্রাস করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিতেও আমাদিগের সাহস হয় না, সমর স্থলে মহা প্রতাপশালী তীক্ষ্ণাস্ত্রসম্পন্ন পিতামহ ক্রোধভরে শরাসন ধারণ পূর্ব্বক মহানাগ তক্ষক সদৃশ হইয়া শাণিত শরসমূহ বর্ষণ করিয়া থাকেন। ক্রোধপরায়ণ কৃতান্ত, বজ্রধর পুরন্দর, পাশহস্ত বরুণ ও গদাধারী কুবেরকেও জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু মহাসংগ্রামে ক্রোধপরবশ ভীষ্মকে কদাচ পরাজয় করিতে পারা যায় না। অতএব হে বাসুদেব! আমি সমরে ভীষ্মের নিমিত্ত সাতিশয় ভীত হইতেছি, ভীষ্ম নিরন্তর আমার পক্ষীয় সৈন্য ক্ষয় করিতেছেন। তাহাতে আমার আর যুদ্ধের অভিলাষ নাই, আমার অরণ্য গমনই শ্রেয়স্কর। যেরূপ পতঙ্গ সকল মৃত্যুর নিমিত্তই প্রজ্বলিত হুতাশনে ধাবমান হয়, সেইরূপ আমি ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি। হে বৃষ্ণিকুল পাবন! আমি রাজ্য লোভে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। আমার শূর ভ্রাতৃগণও সমরে শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছেন। আমার ঐ সমস্ত ভ্রাতৃগণ আমার নিমিত্তই অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। হে মধুসূদন! দ্রৌপদীও আমার নিমিত্ত সাতিশয় ক্লেশ পরম্পরা ভোগ করিতেছেন। যাহা হউক, আমার জীবনকে দুর্লভ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। অতএব আমি এক্ষণে অবশিষ্ট জীবিতকালে ধর্ম্মাচরণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। হে বাসুদেব! এক্ষণে আমার ভ্রাতৃগণ ও আমার প্রতি [illegible] করিয়া হিতকর কর্ম্মের উপদেশ প্রদান কর, আমরা তাহার অনুষ্ঠান করি।

তখন বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কারুণ্য বশত তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে সত্যসন্ধ ধর্ম্মনন্দন! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। আপনার ভ্রাতৃগণ সকলে মহাবল পরাক্রান্ত, শত্রুনিসূদন ও দুর্জ্জেয়; অর্জ্জুন ও ভীমসেন অনল সদৃশ তেজস্বী, মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব এরূপ মহাবলসম্পন্ন যে, উঁহারা দেবগণের প্রতিও প্রভুত্ব করিতে পারেন। হে পাণ্ডুতনয়! আপনার সহিত আমার যেরূপ সৌহার্দ্দ আছে, তাহাতে আপনি আমাকে সমরে নিযুক্ত করুন, তাহা হইলে আমি ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব; সমরে আমার অসাধ্য কিছুই নাই। ধনঞ্জয় যদি ভীষ্মকে নিহত করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে,

আমি ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয়দিগের সমক্ষে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে নিহত করিব। হে পাণ্ডুপুত্র! মহাবীর ভীষ্ম নিহত হইলেই যদি আপনি জয় লাভ করেন, তাহা হইলে আমি অদ্য কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে এক রথেই নিপাতিত করিব। হে রাজন্! সমরে আমার বাসব সদৃশ পরাক্রম দর্শন করিবে। মহাস্ত্র নিক্ষেপকারী মহাবল ভীষ্মকে রথ হইতে নিপাতিত করিব। যে ব্যক্তি পাণ্ডবগণের শত্রু, সে আমারও শত্রু ও আপনাদিগের প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন সন্দেহ নাই। হে ভূপতে! বিশেষতঃ অর্জ্জুনের সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অর্জ্জুন আমার পরম সখা ও শিষ্য; আমি তাঁহার নিমিত্ত স্বীয় শরীর হইতে মাংস পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়া দিতে পারি। ঐ নর শার্দ্দূল ধনঞ্জয়ও আমার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমাদিগের এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে আমরা উভয়ে পরস্পরের পরিত্রাণ করিব। অতএব হে নবরাজ। আমি যেরূপে সমরকার্য্য সম্পাদন করিতে পারি, আপনি সেইরূপে আমাকে নিযুক্ত করুন।" ধনঞ্জয় উপপ্লব্যনগরে লোকের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে "আমি ভীষ্মকে নিহত করিব" ধীমান্ ধনঞ্জয় এই বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুজ্ঞা করিলে, আমি অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিতে পারি; অথবা মহাবীর অর্জ্জুনই সমরে ভীষ্মকে নিহত করুন। তাঁহার পক্ষে এই ভার গুরুতর নহে; কারণ পরবীরঘাতী ধনঞ্জয় সমরে সমুদ্যত হইলে, অন্যের অসাধ্য কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারেন। উনি দৈত্য-দানবগণ সমবেত দেবগণকেও বিনষ্ট করিতে পারেন। ইহাতে ভীষ্মকে সংহার করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মহাবল ভীষ্ম স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত বুদ্ধি প্রযুক্ত আপনার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যাহা কহিতেছ তাহা যথার্থই বটে; কৌরবেরা সকলে একত্রিত হইয়াও তোমার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। তুমি যখন আমার পক্ষে অবস্থিতি করিতেছ, তখন নিয়তই আমার সমস্ত অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। হে গোবিন্দ! আমি যখন তোমাকে সহায় প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন মহাবীর ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক, দেবগণকেও পরাজয় করিতে পারি; কিন্তু হে মাধব! তুমি কহিয়াছিলে, "যুদ্ধ করিব না,, এক্ষণে আমি স্বীয় গৌরব নিবন্ধন তোমারে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া মিথ্যাবাদী করিতে সাহস করি না; অত-এব তুমি যুদ্ধ না করিয়া আমাদিগকে সমুচিত সাহায্য প্রদান কর। পিতা-

মহ ভীষ্ম আমাদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন না; দুর্য্যোধনের নিমিত্তই যুদ্ধ করিবেন। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমাদিগের হিতের নিমিত্ত মন্ত্রণা প্রদান করিবেন। অতএব হে মাধব! তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপরামর্শ প্রদান করিয়া রাজ্য প্রদান করিবেন। হে বাসুদেব! এক্ষণে চল আমরা সকলে সমবেত হইয়া পুনরায় তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাদিগকে অবশ্যই হিতকর উপদেশ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই। তিনি আমাদিগকে যে রূপ আদেশ প্রদান করিবেন, আমরা তাহাই করিব। হে মধুসূদন! আমরা বাল্য কালে পিতৃহীন হইলে, তিনিই আমাদিগকে লালন পালন করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। সেই দেবব্রত ভীষ্ম এক্ষণে অবশ্যই আমাদিগকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিবেন। যখন আমরা সেই পরম প্রিয়তম পিতামহ ভীষ্মকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তখন আমাদিগের ক্ষত্রিয়বৃত্তিতে ধিক্।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর বৃষ্ণিবংশাবতংস মধুসূদন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি যাহা কহিলেন, ইহা আমারও অভিপ্রেত; শান্তনুতনয় দেবব্রত ভীষ্ম সমরে বিপক্ষগণকে অবলোকন করিয়াই বিনষ্ট করিতে পারেন, অতএব তাঁহার বধোপায় জানিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করুন। আপনি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সবিশেষ বলিবেন সন্দেহ নাই, অতএব চলুন, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি। আমরা তৎপ্রদত্ত মন্ত্রণা অনুসারে শত্রু পক্ষীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিব।

হে রাজন্! মহাবীর পাণ্ডবগণ ও মাধব এই রূপ পরামর্শ করিয়া শরাসন ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে সমবেত হইয়া, ভীষ্মশিবিরে উপনীত হইয়া অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম এবং পূজা করত তাঁহার শরনাপন্ন হইলেন। তখন কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাঁহাদিগের প্রত্যেককে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মা সকল! তোমাদিগের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ আমার কি কার্য্য করিতে হইবে? ঐ কর্ম্ম অতি দুঃসাধ্য হইলেও আমি প্রযত্ন সহকারে তাহা সম্পাদন করিব।

গঙ্গানন্দন ভীষ্ম প্রীতিসহকারে বারম্বার এই রূপ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির দীনচিত্তে প্রণয় পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ প্রভু পিতামহ! আমরা কিরূপে জয় বা রাজ্য প্রাপ্ত হইব? এবং কি রূপেই বা প্রজাগণকে রক্ষা করিব? হে বীর! আমরা সমরে কোন প্রকারেই আপনার

বেগ সহ্য করিতে পারি না; অতএব আপনি আমাদিগকে আপনার বধোপায় বলুন। যুদ্ধ সময়ে আপনার বিন্দুমাত্র ছিদ্রও নয়নগোচর হয় না। আমরা সংগ্রাম সময়ে দেখি, আপনি অবিরত মণ্ডলাকার ধনুর্দ্ধারণ করিয়া আছেন। আপনি কোন্ সময় শরাসন গ্রহণ করেন, কোন্ সময় শর সন্ধান করেন এবং কোন্ সময়ই বা শরাসন আকর্ষণ করেন, তাহা কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনি রথারোহণ করিলে, আপনাকে দ্বিতীয় সূর্য্য এবং রথ, অশ্ব, মানব ও করিকুলের সংহর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে; কোন লোকই আপনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। আপনি অবিরত শরবৃষ্টি দ্বারা শত্রুগণকে নিহত করিতেছেন। আমার মহাসৈন্য একেবারে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব যে প্রকারে আমরা যুদ্ধে আপনাকে পরাজিত করিতে পারি, যে প্রকারে আমাদিগের রাজ্য লাভ ও যে প্রকারে মদীয় সৈন্যগণের মঙ্গল হয়, আপনি তাহার উপায় বলুন।

হে অর্জুন! অনন্তর ভীষ্ম পাণ্ডবগণকে কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! আমি জীবিত থাকিতে সংগ্রামে তোমাদিগের কোন প্রকারেই জয় লাভের সম্ভাবনা নাই। আমি পরাজিত হইলে, তোমরা জয় লাভে সমর্থ হইবে; অতএব সমরে যদি জয় লাভের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমরা যথা সুখে আমারে প্রহার কর; তোমরা যে আমাকে বিদিত হইয়াছ, ইহা তোমাদিগের পরম সুকৃতির বিষয়। আমি নিহত হইলে, সমস্ত কৌরব নিহত হইবে, অতএব যেরূপ কহিলাম তোমরা সেই রূপ অনুষ্ঠান কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি সংগ্রামে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় অবস্থিতি করেন; অতএব আপনাকে কি প্রকারে সমরে পরাজিত করিব? তাহার উপায় বলুন। আমরা সমরে পুরন্দর, বরুণ ও যমকেও পরাজিত করিতে পারি, কিন্তু আপনাকে কোন রূপেই পরাজয় করিতে পারি না। এমন কি, পুরন্দরের সহিত সুরাসুরগণও আপনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না।

তখন ভীষ্ম কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা যথার্থ; আমি সংগ্রামে সযত্ন হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে, বাসবের সহিত সুরাসুরগণও আমাকে পরাজয় করিতে পারেন না। আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারা আমাকে নিহত করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মনন্দন। শস্ত্র পরিত্যাগী, পতিত, কবচশূন্য, ধ্বজবিহীন, পলায়নপর, ভীত, শরণা-

পন্ন, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীনামধারী, বিকল, একপুত্রক, সন্তানহীন ও পাপাত্মা ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে আমার অভিরুচি হয় না। হে রাজন্! আমার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। আমি কাহারও অমঙ্গলধ্বজ দর্শন করিলে, তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। যে, সমর বিশারদ মহা-শূর দ্রুপদরাজতনয় শিখণ্ডী তোমার সৈন্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি পূর্ব্বে স্ত্রীজাতি ছিলেন, পরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁর বৃত্তান্ত তোমরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছ; এক্ষণে মহারথ অর্জ্জুন বর্ম্মিত হইয়া সেই শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করত সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা আমাকে নিহত করিবেন। সেই শিখণ্ডীর রথধ্বজ অমঙ্গলজনক এবং উনি পূর্ব্বে স্ত্রী ছিলেন সুতরাং আমি তাঁহাকে কদাচ প্রহার করিব না। হে ভরত-সত্তম! পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় সেই শিখণ্ডীর অন্তরালে অবস্থিতি করত চতু-র্দ্দিক্ হইতে শর সমূহ দ্বারা আমাকে আঘাত করিবেন। আমি সমরে সমুদ্যত হইলেও ধনঞ্জয় ও বাসুদেব ব্যতীত জগতে আর কেহই আমাকে নিহত করিতে পারিবে না। অতএব ধনঞ্জয় প্রযত্নসহকারে সশর গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আমাকে নিপাতিত করুন; তাহা হইলেই নিশ্চয় তোমার জয় লাভ হইবে। হে যুধিষ্ঠির! আমি যে প্রকার কহিলাম, সেই প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সমরে ধার্ত্ত-রাষ্ট্রদিগকে নিহত কর।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ পিতামহ ভীষ্মের নিকট এইরূপ উপায় অবগত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় শান্তনুতনয়কে প্রাণ পরিত্যাগে সমু-দ্যত দেখিয়া দুঃখসন্তপ্তচিত্তে লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসু-দেব! আমি বাল্যাবস্থায় ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলিধূষরিতগাত্র হইয়া ক্রোড়ে উপবেশন পূর্ব্বক যাঁহাকে ধূলিধূষরিত করিতাম এবং যাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলে, যিনি কহিতেন, "আমি তোমার পিতা নহি; আমি তোমার পিতার পিতা,, হে কৃষ্ণ! এক্ষণে আমি ঐ মহাত্মা পিতামহের সহিত কি প্রকারে সংগ্রাম করিব এবং কি প্রকারেই বা তাঁহাকে নিহত করিব? হে মহাত্মন্! ঐ মহাত্মা আমার সৈন্য সকলকে প্রহার করুন; কিন্তু আমি তাঁহার সহিত কদাচ যুদ্ধ করিব না। ইহাতে আমার জয়ই হউক; কিম্বা বিনাশই হউক; হে কৃষ্ণ! ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি?

বাসুদেব কহিলেন, হে জিষ্ণো! তুমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে

যে, আমি ভীষ্মকে সমরে নিহত করিব; কিন্তু ক্ষত্রিয় হইয়া কি প্রকারে তাহার অন্যথা করিবে। অতএব হে পার্থ! এই যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়কে সমরে রথ হইতে পাতিত কর। উহাঁকে নিহত না করিলে, তোমার জয় লাভ হইবে না। পূর্ব্বে দেবগণ নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, ভীষ্ম মৃত্যু-মুখে প্রবিষ্ট হইবে, এক্ষণে তাহাই কর; তুমি তাহার অন্যথা করিও না। তোমা ভিন্ন আর কেহই ঐ ব্যাদিতানন কৃতান্ত সদৃশ দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকে সংগ্রামে নিহত করিতে সমর্থ হইবে না। অধিক কি, স্বয়ং বজ্রধরও উহাঁকে সংহার করিতে পারিবেন না; অতএব তুমিই স্থিরচিত্তে ঐ ভীষ্মকে নিপাতিত কর। পূর্ব্বে মহামতি বৃহস্পতি পুরন্দরকে কহিয়াছিলেন যে, হে পুরন্দর! আততায়ী ব্যক্তি সদ্গুণান্বিত, জ্যেষ্ঠ ও বৃদ্ধ হইলেও তাঁহাকে আপতিত হইবামাত্র নিহত করিবে। হে পার্থ! ক্ষত্রিয়-গণের এই সনাতন ধর্ম্ম যে, তাহারা অসূয়াশূন্য হইয়া শত্রুদিগের সহিত সংগ্রাম করিবে, প্রজাগণকে রক্ষা করিবে ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! শিখণ্ডীই ভীষ্মের মৃত্যু; যেহেতু শান্তনু-তনয় তাহাকে দর্শন করিলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইবেন। আমি এই উপায় মনোনীত করিয়াছি যে, আমরা শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মকে নিহত করিব। শিখণ্ডী কেবল ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিবেন; আর আমি সশর শরাসন দ্বারা সকলকেই নিবারণ করিব। আমি ভীষ্মের মুখে শুনিয়াছি যে, শিখণ্ডী স্ত্রীপূর্ব্ব পুরুষ; অতএব কুরুপিতামহ ভীষ্ম উহাঁর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না। হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ এই প্রকার স্থির করিয়া প্রফুল্লচিত্তে স্ব স্ব স্থানে উপনীত হইলেন।

নবাধিক শততম অধ্যায়। ১৯৯।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! শিখণ্ডী গঙ্গানন্দন ভীষ্মের সহিত কি প্রকার সংগ্রাম করিলেন? এবং ভীষ্মই বা পাণ্ডবদিগের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিলেন? তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দিবাকর সমুদিত হইলে, চতুর্দ্দিকে ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক ও শঙ্খ সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। তখন পাণ্ডবেরা শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সংগ্রামার্থ বহির্গত হইলেন। শিখণ্ডী শত্রু নিবর্হণ মহাব্যূহ রচনা করিয়া সমস্ত সৈন্যদিগের অগ্রভাগে

অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাঁহার চক্র-রক্ষক এবং দ্রৌপদীতনয়গণ ও সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু তাঁহার পৃষ্ঠগোপ্তা হইলেন। সাত্যকি, চেকিতান ও পাঞ্চালগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঐ ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে ভারত! পশ্চাৎ রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের সহিত একত্রিত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে গমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ বিরাট স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া প্রয়াণ হইলেন। দ্রুপদরাজ তাঁহার পশ্চাতে অভিদ্রুত হইলেন। কেকয়েরা পঞ্চভ্রাতা ও মহাবলশালী ধৃষ্টকেতু ঐ পাণ্ডবব্যূহের জঘনদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ সৈন্যদিগের এইরূপ ব্যূহিত করত জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া আপনার সৈন্যদিগের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে কৌরবেরাও মহারথ ভীষ্মকে সমস্ত সৈন্যের পুরোবর্ত্তী করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি গমন করিলেন। আপনার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রেরা ঐ দুরাধর্ষ শান্তনুতনয়কে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ, অশ্বত্থামা, গজসৈন্যসংবৃত ভগদত্ত, আচার্য্য কৃপ ও কৃত-বর্ম্মা ইহাঁরা ক্রমান্বয়ে তাহাদিগের অনুগামী হইলেন। কাম্বোজপতি সুদক্ষিণ, মগধরাজ জয়ৎসেন, সুবলতনয় বৃহদ্বল, শকুনি ও সুশর্ম্মা প্রভৃতি অন্যান্য বীরগণ কৌরবসৈন্যের জঘনভাগ রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। হে ভারত! মহাবীর ভীষ্ম প্রতি দিবস এই প্রকার আসুর, পৈশাচ বা রাক্ষস ব্যূহ রচনা করিতেন।

অনন্তর উভয়পক্ষে যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল; বীরগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন প্রমুখ পাণ্ডুপুত্রগণ শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া বিবিধ শরনিকর বিকীর্ণ করিতে করিতে সংগ্রামার্থ ভীষ্মের সমীপে গমন করিলেন। হে ভারত! আপনার সৈন্য সকল ভীম-নির্ম্মুক্ত শর সমূহে তাড়িত ও রুধিরাক্ত হইয়া পরলোকে গমন করিতে লাগিল। নকুল, সহদেব ও সাত্যকি কৌরবপক্ষীয়সৈন্যগণকে প্রাপ্ত হইবা-মাত্র বলপূর্ব্বক নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। কুরুসৈন্যেরা পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক শরনিকর দ্বারা হন্যমান হইয়া পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিবা-রণ করিতে সমর্থ হইল না এবং অবশেষে নিরাশ্রয় হইয়া দিগ্দিগন্তে পলা-য়ন করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম, আমাদিগের সৈন্যগণকে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত দেখিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে কি করি-

য়াছিলেন? এবং সোমকদিগকে প্রহার করিতে করিতে কি রূপেই বা যুদ্ধার্থ পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিলেন? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরেন্দ্র! কুরুসৈন্যেরা পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক ব্যথিত হইলে, মহাবীর শান্তনুতনয় যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহাবলশালী পাণ্ডবেরা হৃষ্টচিত্তে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে করিতে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর শান্তনুতনয় স্বপক্ষীয় মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণকে শত্রুগণ কর্ত্তৃক শব সমূহ দ্বারা নিহত দর্শনে নিতান্ত অধীর হইয়া জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নারাচ, বৎসদন্ত ও অঞ্জলিক দ্বারা পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মহারথ পঞ্চপাণ্ডবকে নিবারিত করিলেন। তিনি ক্রোধাবেশে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ পূর্ব্বক অসংখ্য মাতঙ্গ ও অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া অতি ভীষণরূপে শত্রুপক্ষীয় রথিগণকে রথে, অশ্বারোহীগণকে অশ্বে, পদাতিগণকে ভূমিতে ও হস্ত্যারোহীদিগকে হস্তিপৃষ্ঠে প্রহার করিতে লাগিলেন। অসুরগণ যেরূপ দেবরাজ পুরন্দরের সম্মুখীন হয়, পাণ্ডবগণ মহারথ ভীষ্মকে সংগ্রামে সমাগত দেখিয়া সেইরূপ তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। মহাবীর ভীষ্ম ইন্দ্রাশনি সদৃশ শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি এবং মণ্ডলাকার বৃহৎ শরাসন চতুর্দ্দিকে নয়নগোচর হইতে লাগিল। হে ভারত! আপনার পুত্রগণ মহাবীর ভীষ্মের তাদৃশ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহার বিলক্ষণ সৎকার করিলেন। দেবগণ যেরূপ বিপ্রচিত্তির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবেরা বিমনা হইয়া বিবৃতানন যম সদৃশ শান্তনুতনয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহাকে নিবারিত করিতে সমর্থ হইলেন না। হে রাজন্! মহাবীর ভীষ্ম দশম দিবসে হুতাশনের অরণ্য দহনের ন্যায় সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা শিখণ্ডীর রথসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন শিখণ্ডী তিন বাণ নিক্ষেপ করিয়া জাতরোষ পন্নগ ও কৃতান্ত সদৃশ মহাবীর ভীষ্মের উরঃস্থলে আঘাত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া যেন অনিচ্ছা পূর্ব্বক ক্রোধান্বিতচিত্তে হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, হে শিখণ্ডিন্! তুমি আমার উপর শর নিক্ষেপ করিলেও, আমি তোমার সহিত কোন প্রকারেই সমরে প্রবৃত্ত হইব না। কারণ, বিধাতা তোমাকে শিখণ্ডিনীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।

শিখণ্ডী শান্তনুতনয়ের এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া স্বক্কণী লেহন করিতে করিতে কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়কুলান্তক ভীষ্ম! আমি তোমাকে বিলক্ষণ অবগত আছি; তুমি যে ভার্গবের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে, তাহাও শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমার এই দিব্য প্রভাবও আমি জানি; তথাপি আমি স্বীয় ও পাণ্ডবদিগের হিতার্থী হইয়া তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। তোমার নিকট আমি শপথ করিতেছি যে, তোমাকে সমরে নিহত করিব। হে ভীষ্ম! আমি যাহা কহিলাম, তাহা তুমি শ্রবণ করিলে, সংপ্রতি যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা কর। তুমি আমার প্রতি শর নিক্ষেপ না করিলেও তুমি জীবিত থাকিতে আমার নিকট কোন রূপেই নিস্তার পাইবে না। অতএব এক্ষণে এই সকল লোককে বিশেষ রূপে দর্শন কর।

অনন্তর শিখণ্ডী মহাবীর ভীষ্মকে প্রথমতঃ এই রূপ নানাবিধ বাক্য-রূপ শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া পরে সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিদ্ধ করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন শিখণ্ডীর বাক্য শ্রবণে এই যথার্থ অবসর সমাগত হইয়াছে বোধ করিয়া, শিখণ্ডীকে কহিলেন, হে শিখণ্ডিন্! আমি তোমার সাহায্য করিব, তুমি শর সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুগণকে সংহার করিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে মহাবীর ভীষ্মকে আক্রমণ কর। মহারথ ভীষ্ম তোমাকে নিপীড়িত করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব আজি তুমি যত্নসহকারে তাঁহার সহিত সমরার্থ সমুদ্যত হও। যদি তুমি ঐ ভীষ্মকে নিহত না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও, তাহা হইলে, লোকে তোমাকে ও আমাকে উপহাস করিবে। অতএব যাহাতে আমরা লোক-সমাজে উপহাসাস্পদ না হই, তাহার উপায়বিধান কর। আমি বেলা-ভূমির সমুদ্রবেগ নিবারণের ন্যায় দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, সুযোধন, চিত্রসেন, বিকর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, মহাশৌর্য্যশালী ভগদত্ত, মহারথ মগধরাজ, বীর্য্যবান্ সৌমদত্তি, রাক্ষস আর্ষশৃঙ্গ, ত্রিগর্ত্তেশ্বর সুশর্ম্মা এবং অন্যান্য মহারথ কৌরবদিগকে নিবারণ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব; তুমি পিতামহের বিনাশ সাধন কর।

——(০০)——

দশাধিক শততম অধ্যায়। ১১০।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাঞ্চালতনয় শিখণ্ডী সমরে ক্রুদ্ধ

হইয়া শান্তনুতনয় ভীষ্মকে কি প্রকারে আক্রমণ করিয়াছিলেন? পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে কোন্ কোন্ মহারথ জিগীষাপরবশ হইয়া উদ্যতাস্ত্র শিখণ্ডীকে রক্ষা করিয়াছিলেন? এবং মহাবল ভীষ্মই বা সেই দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? হে সঞ্জয়! শিখণ্ডী যে ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহা আমার সহ্য হইতেছে না। যখন শিখণ্ডী ভীষ্মের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন তাঁহার রথ ভগ্ন বা শরাসন ত বিশীর্ণ হয় নাই?

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! সংগ্রামকালে মহারথ ভীষ্মের রথ ভগ্ন বা শরাসন বিশীর্ণ হয় নাই। তিনি সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে অরাতিকুল ক্ষয় করিতেছিলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় বহুসংখ্যক মহারথ গজারোহী ও সাদী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পিতামহকে পুরস্কৃত করত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সমরবিজয়ী ভীষ্ম স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে যুদ্ধে নিরন্তর সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন। সেই মহাবীর দশম দিবসের যুদ্ধে যখন অরাতিকুল ক্ষয় করিতে ছিলেন, তখন কি পাণ্ডব কি পাঞ্চাল কেহই তাঁহার বলবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি সেই সমস্ত বিপক্ষ সেনার প্রতি শত শত সহস্র সহস্র শাণিত শরনিকর বর্ষণ করিয়াই অনায়াসে তাহাদিগের বলবিক্রম সহ্য করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত বিপক্ষ সৈন্যগণ পাশহস্ত কৃতান্ত সদৃশ ভীষ্মকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই।

হে রাজন্! অনন্তর অপরাজিত বীভৎসু সমুদায় রথিগণকে বিত্রাসিত করিয়া তথায় গমন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ ও পুনঃ পুনঃ শরাসন বিক্ষেপ করত শরজাল বর্ষণ করিতে করিতে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভীষণ শব্দে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ সন্ত্রাসিত হইয়া সিংহভীত মৃগের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে বিজয়ী ও আপনার সৈন্যগণকে পরাজিত দেখিয়া, দুঃখিতমনে পিতামহকে কহিলেন, হে পিতামহ! অনল যেমন কাননকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ঐ কৃষ্ণসারথি শ্বেতবাহন ধনঞ্জয় আমার সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখুন, আমার সৈন্যগণ সর্ব্বদাই অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। হে শত্রুতাপন! পশুপাল যেরূপ কাননে পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন আমার ঐ সমস্ত সৈন্যগণকে তাড়িত করিতেছে। একে উহারা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক

প্রভগ্ন হইতেছে; তাহাতে আবার ভীমসেন, সাত্যকি, চেকিতান, নকুল, সহদেব, মহারথ অভিমন্যু, মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন ও রাক্ষস ঘটোৎকচ ইহারা উহাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে। হে মহারথ! আপনি দেবতুল্য পরাক্রমশালী; আপনি ব্যতিরেকে এ সমস্ত প্রভগ্ন সৈন্যগণকে যুদ্ধে অবস্থিত এবং ঐ সমস্ত মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করিবার উপায়ান্তর নাই। অতএব আপনি সত্বর ঐ মহারথগণকে নিবারিত করত আমার সৈন্যগণকে পরিত্রাণ করুন।

হে রাজন্! দেবব্রত শান্তনুতনয় মহাবীর দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া, ক্ষণকাল চিন্তা করত সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি অবহিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য ক্ষয় করিয়া সংগ্রাম হইতে অবসৃত হইব। হে দুর্য্যোধন! আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সম্পাদনও করিয়াছি এবং অদ্যও সমরে মহৎকার্য্য সাধন করিব। আমি আজি হয় পাণ্ডবগণকে নিহত করিব, না হয় পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সমরক্ষেত্রে শয়ন করিব। অদ্য আমি তোমার সম্মুখ সমরে নিহত হইয়া ভর্ত্তৃদত্ত অন্নের মহৎঋণ পরিশোধ করিব।

মহাবল ভীষ্ম এই বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করত পাণ্ডবীয় সেনা আক্রমণ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণও স্বীয় সৈন্য মধ্যে অবস্থিত ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গম সদৃশ শান্তনুতনয়কে নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে কৌরব! ভীষ্ম দশম দিবসে স্বীয় পরাক্রমানুসারে শত সহস্র সৈন্য বিনাশ করিলেন। যেরূপ দিবাকর কিরণমালা দ্বারা সলিল আকর্ষণ করে, তদ্রূপ ভীষ্ম পঞ্চালদেশীয় মহারথগণের তেজ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তিনি আরোহীর সহিত অযুত অশ্ব, অযুত বেগবান্ হস্তী এবং দুই লক্ষ পদাতি নিহত করিয়া সমরস্থলে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের মধ্যে কেহই সেই উত্তরায়ণবর্ত্তী প্রতাপপ্রদ ভাস্কর তুল্য ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম কর্ত্তৃক পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ নিপীড়িত হইয়া তাঁহার বধার্থ ধাবমান হইলেন। তখন শান্তনুতনয় যোধগণে পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডল পরিবৃত মহাশৈল সুমেরুর ন্যায় শোভমান হইলেন। আপনার পুত্রগণও মহতী সেনার সহিত একত্রিত হইয়া ভীষ্মের রক্ষার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। তৎপরে সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

একাদশাধিক শততম অধ্যায়। ১১১।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপতে! অর্জ্জুন সংগ্রামে ভীষ্মের পরাক্রম দেখিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, হে শিখণ্ডিন্! তুমি ভীষ্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও; আজি তুমি কোন রূপেই উহাঁকে ভয় করিও না। অদ্য আমি তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা উহাঁকে রথোত্তম হইতে নিপাতিত করিব। হে ভারত! তখন শিখণ্ডী পার্থের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গাঙ্গেয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। বৃদ্ধ রাজা বিরাট, দ্রুপদ ও কুন্তিভোজ বৰ্ম্মিত হইয়া আপনার পুত্রের সমক্ষে ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। নকুল, সহদেব, মহাবীর্য্যশালী ধৰ্ম্মরাজ ও অন্যান্য সৈন্য সমস্ত ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় যোধগণ বিপক্ষীয় যে সমস্ত যোধগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, আমি সেই বিষয় আপনার নিকট কীৰ্ত্তন কবিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

হে রাজন্! চিত্রসেন ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত চেকিতানের, কৃতবৰ্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের, সোমদত্ত ভীমসেনের, বিকর্ণ নকুলের, কৃপাচার্য্য সহদেবের, দুর্ম্মুখ ঘটোৎকচের, অলম্বুষ সাত্যকির, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ অভিমন্যুর, অশ্বত্থামা ক্রোধপরায়ণ হইয়া বিরাট ও দ্রুপদের, দ্রোণাচার্য্য ধৰ্ম্মনন্দনের এবং মহাধনুর্দ্ধর দুঃশাসন চতুর্দ্দিকে শর নিক্ষেপকারী ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! এই প্রকারে আপনার পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন সুসজ্জিত হইয়া মহারথ ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ বীরগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! ঐ কুরুনন্দন অর্জ্জুন ভীষ্মাভিমুখে গমন করিতেছেন; তোমরা নির্ভীকচিত্তে উহাঁকে আক্রমণ কর। ভীষ্ম তোমাদিগকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইবেন না। হে বীরগণ। ক্ষীণবল অল্পপ্রাণ ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিতে পারেন না। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রবলপ্রবাহের ন্যায় আগমনশীল অরাতিগণকে প্রফুল্লচিত্তে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও ভীষ্মের রথ সমীপে দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে আক্রমণ করিলেন।

মহারাজ! মহারথ দুঃশাসন ভীষ্মের জীবন রক্ষার্থী হইয়া নির্ভীকচিত্তে ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মহাবীর অর্জ্জুন দুঃশাসনের রথ সমীপস্থ হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

যেরূপ বেলাভূমি ক্ষোভিতসলিল মহার্ণবকে নিবারিত করে, তদ্রূপ দুঃশাসন অর্জ্জুনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই রথিশ্রেষ্ঠ, দুর্জ্জেয়, চন্দ্রের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ ছিলেন এবং উভয়েই ক্রোধান্বিতচিত্তে উভয়ের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া ময়াসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় পরস্পর আক্রমণ করিলেন। হে মহারাজ! দুঃশাসন অর্জ্জুনকে তিন ও বাসুদেবকে বিংশতি বাণে প্রহার করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন বাসুদেবকে পীড়িত দেখিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে দুঃশাসনের প্রতি শত সংখ্যক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল নারাচ দুঃশাসনের কবচ ভেদ করিয়া রুধির পান করিতে লাগিল। তখন দুঃশাসন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শরে পার্থের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। তখন পার্থ সেই ললাটনিখাত শরত্রয়ে উন্নতশৃঙ্গ মেরুর ন্যায় ও পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া, রাহু যেরূপ পর্ব্বকালীন চন্দ্রমাকে নিগ্রহ করে, তদ্রূপ দুঃশাসনকে নিগ্রহ করিতে লাগিলেন। দুঃশাসন অর্জ্জুনশরে নিপীড়িত হইয়া কঙ্কপত্রযুক্ত শিলাশিত সায়ক সমূহে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন তিন বাণে তাঁহার রথ ও শরাসন ছেদন করিয়া অনবরত যমদণ্ডসদৃশ শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত শর নিকটস্থ না হইতে হইতেই দুঃশাসন তাহা ছেদন করিয়া অর্জ্জুনকে বিস্ময়াবিষ্ট করত নিশিত শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধনঞ্জয় ক্রোধাসক্ত হইয়া শাণিত সুবর্ণপুঙ্খ শর সমূহ বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত সায়ক তড়াগগত মরালকুলের ন্যায় দুঃশাসন শরীরে সন্নিবিষ্ট হইল; তাহাতে দুঃশাসন নির্ভর নিপীড়িত হইয়া ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষ্মের রথে গমন করিলেন। ভীষ্ম সেই অগাধ সলিলে নিমগ্ন দুঃশাসনের দ্বীপ স্বরূপ হইলেন। যেরূপ দেবরাজ বৃত্রাসুরকে নিবারিত করিয়াছিলেন, মহাপরাক্রমশালী দুঃশাসন চেতনা লাভ করিয়া পুনরায় সেইরূপ নিশিত শর সমূহ দ্বারা অর্জ্জুনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত অথবা সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন না। ৮

——০()০——

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়। ১১২।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর ঋষ্যশৃঙ্গনন্দন অলম্বুষ ভীষ্মের সহিত সমরোদ্যত সাত্যকিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মধুকুলনন্দন

সাত্যকি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য করিতে করিতে নয় শরে রাক্ষসকে আহত করিলেন। তখন রাক্ষসও অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নয় শরে সাত্যকিকে নিপীড়িত করিল। অনন্তর, সাত্যকি রাক্ষসের প্রতি শর সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু অলম্বুষও সুশাণিত শরনিকরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল। তেজস্বী সাত্যকি রাক্ষস কর্ত্তৃক এই রূপে বিদ্ধ হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক হাস্য করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যেমন বৃহৎ কুঞ্জরকে তোদনদণ্ড দ্বারা তাড়না করে, সেইরূপ মহাবলশালী ভগদত্ত সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা সাত্যকিকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তখন রথিপ্রবর সাত্যকি রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের প্রতি সন্নতপর্ব্ব সায়ক সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। ভগদত্ত হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক শাণিত ভল্ল দ্বারা সাত্যকির বৃহৎ শরাসন কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। পরবীরঘাতী সাত্যকি তৎক্ষণাৎ অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা ভগদত্তকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত তাহাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া সৃক্কণী পরিলেহন পূর্ব্বক কনক ও বৈদূর্য্য শোভিত যমদণ্ড সদৃশ ভয়ঙ্কর এক লৌহময়ী শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তৎক্ষণাৎ তাহা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন শক্তি নিষ্প্রভ মহোল্কার ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল।

মহারাজ দুর্য্যোধন শক্তি ব্যর্থ দেখিয়া রথ সমূহ দ্বারা সাত্যকিকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! সাত্যকি যাহাতে রথবেষ্টন হইতে বহির্গত না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হও। বোধ হয়, সাত্যকি নিহত হইলে, পাণ্ডবদিগের মহৎবল বিনষ্ট হইবে। তখন মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে ভীষ্মের সমীপে সাত্যকির সহিত সংগ্রামে সমুদ্যত হইলেন।

কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ শান্তনুতনয়ের সম্মুখীন অভিমন্যুকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহারথ অভিমন্যু প্রথমতঃ সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে, পরে চতুঃষষ্টি শরে সুদক্ষিণকে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর সুদক্ষিণও ভীষ্মের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অভিমন্যুকে পাঁচশরে ও তাঁহার সারথিকে নয় শরে আহত করিলেন হে রাজন্! তাঁহাদিগের এইরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ ক্রোধপরবশ হইয়া কৌরবদিগের মহতী

সেনা নিবারিত করিতে করিতে ভীষ্মাভিমুখে ধাবমান হইলে, মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধভরে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। পরে ঐ বীরদ্বয়ের সহিত অশ্বত্থামার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অশ্বত্থামার প্রতি বিরাট দশ ভল্ল ও দ্রুপদ তিন শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামাও শর সমূহ দ্বারা ঐ উভয় বীরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে, ঐ বৃদ্ধদ্বয় অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত সুদারুণ বাণ সকল অনায়াসে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

মদমত্ত বন্য হস্তী যেরূপ অন্য বন্য মত্ত হস্তীকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ মহা শৌর্য্যসম্পন্ন কৃপাচার্য্য মহারথ সহদেবের সমীপস্থ হইয়া সুবর্ণভূষণ সপ্ততি শরে তাঁহাকে আহত করিলেন। সহদেব শর সমূহ দ্বারা কৃপাচার্য্যের কার্ম্মুক দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া তাঁহাকে নয় শরে সমাহত করিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য ভীষ্মের জীবিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য এক কার্ম্মুক ধারণ করত দশ শরে সহদেবের উরঃস্থলে আঘাত করিলেন। সহদেবও ভীষ্মবধার্থী হইয়া শর নিকরে কৃপাচার্য্যের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে আঘাত করিলেন। হে ভারত! এইরূপে তাঁহারা সমর ব্যাপার সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

শত্রুনিহন্তা বিকর্ণ ক্রোধান্বিত চিত্তে ষষ্টিশরে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল নকুল তাহাতে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া সপ্তসপ্ততি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিকর্ণকে আঘাত করিলেন। এই প্রকারে সেই বীরদ্বয় ভীষ্মের নিমিত্ত গোষ্ঠস্থিত দুই বৃষভের ন্যায় পরস্পর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঘটোৎকচ কৌরব সৈন্যগণকে আঘাত করত গমন করিতেছিলেন। এমন সময় পরাক্রমশালী দুর্ম্মুখ তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। ঘটোৎকচ রোষপরবশ হইয়া আনতপর্ব্ব শরে দুর্ম্মুখের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, দুর্ম্মুখ শাণিত ষষ্টিশরে ঘটোৎকচকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মবধার্থ গমন করিতেছিলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা তাঁহার গতিরোধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন লৌহময় পঞ্চশরে হার্দ্দিক্যকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শীঘ্র তাঁহার বক্ষঃস্থলে পঞ্চাশৎ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। কৃতবর্ম্মাও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কঙ্কপত্রযুক্ত নয়বাণে আহত করিলেন। এইরূপে তাঁহারা ভীষ্মবধের নিমিত্ত পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল বৃকোদর ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, সেই সময় সোমদত্তসুত ভূরিশ্রবা "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া সত্বর তাঁহার সম্মুখে গমন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ সুবর্ণপুঙ্খ

নারাচ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাপ্রতাপশালী ভীমসেন সেই শরাঘাতে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া শক্তিবিদ্ধ ক্রৌঞ্চাসুরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রোষপরবশ হইয়া কর্ম্মকার পরি-মার্জ্জিত সূর্য্য সদৃশ শর সমূহে ভীষ্মবধার্থী ভীমসেন ভূরিশ্রবাকে এবং ভীষ্মজয়াভিলাষী ভূরিশ্রবা ভীমসেনকে আহত করিলেন। সেই বীরদ্বয় প্রযত্ন সহকারে পরস্পর এইরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মের অভিমুখীন হইতে-ছিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য তাঁহার গতিরোধ করিলেন। প্রভদ্রকগণ দ্রোণাচার্য্যের জলদগম্ভীর নিঃস্বন রথ গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া বিকম্পিত হইতে লাগিল এবং সেই মহতীসেনা দ্রোণশরে নিপীড়িত হইয়া পদমাত্র গমনেও সমর্থ হইল না।

হে রাজন্! আপনার পুত্র চিত্রসেন চেকিতানের পথ অবরোধ করি-লেন, অনন্তর উভয়ে স্ব স্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! এদিকে দুঃশাসন কি প্রকারে ভীষ্মের জীবন রক্ষা হইবে, এই চিন্তায় সাধ্যানুসারে ধনঞ্জয়ের পথ অবরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পার্থ পুনঃ পুনঃ নিবারিত হইয়াও পরিশেষে দুঃশাসনকে নিরস্ত করত কৌরব সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে নিপীড়িত হইতে লাগিল।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়। ১১৩।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর মত্তবারণবিক্রম মহারথ দ্রোণাচার্য্য মত্তবারণনিবারণ মহাশরাসন বিকম্পিত করত পাণ্ডবীয় সৈন্যসাগরে প্রবিষ্ট হইয়া মহারথগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দিকে দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া পুত্রকে কহিলেন, হে বৎস! মহাবল ধনঞ্জয় যে দিবসে ভীষ্ম হননেচ্ছায় যত্ন করিবেন, অদ্য সেই দিবস সমাগত হইয়াছে, যেহেতু আমার শর সকল আপনা হইতেই উৎপতিত হইতেছে। শরাসন স্পন্দিত হইতেছে; অস্ত্র সকল বিশ্লিষ্ট হইতেছে; অন্তঃকরণ ক্রূর কর্ম্মে অনুরক্ত হইতেছে, মৃগ ও পক্ষিগণ

চতুর্দ্দিকে চঞ্চল ভাবে পরিভ্রমণ করত অনবরত চীৎকার করিতেছে। গৃধ্রগণ কৌরবসৈন্যের উপর নিপতিত হইতেছে; আদিত্য প্রভাশূন্য হইয়াছে; দিক্ সকল লোহিতবর্ণ হইয়াছে; বসুন্ধরা যেন শব্দায়মান, ব্যথিত ও কম্পিত হইতেছে; কঙ্ক, গৃধ্র, বক ও শিবা সকল মুহুর্মুহু মহাভয়সূচক অশিব চীৎকার করিতেছে; সূর্য্যমণ্ডলের মধ্য হইতে মহোল্কাপাত হইতেছে; কবন্ধ ও পরিঘ দিবাকরকে পরিবেষ্টন করিয়াছে; রাজগণের দেহাবকর্ত্তন রূপ ঘোরতর ভয়সূচক চন্দ্র সূর্য্যের পরিবেশ হইয়াছে; ধৃতরাষ্ট্রের দেবালয়স্থ দেবতা সকল কখন হাস্য, কখন নৃত্য ও কখন রোদন করিতেছেন; গ্রহ সকল দিনকরকে প্রতিকূল করিয়া অলক্ষণাক্রান্ত করিয়াছে; চন্দ্রমা অবাক্শিরা হইয়া উপাসনা করিতেছেন; নরপতিগণ কৌরবসৈন্যে পরিবৃত হইয়াও সমুচিত শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন না; প্রত্যুত তাঁহারা নিষ্প্রভ হইয়াছেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের চতুর্দ্দিক্ হইতেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও গাণ্ডীবের ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রুত হইতেছে; অতএব ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই উত্তমাস্ত্র সকলে যোদ্ধৃবর্গকে পরাজিত করিয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিবেন।

হে বৎস! আমি মহাবীর ভীষ্ম ও ধনঞ্জয়ের সমরে সমাগম চিন্তা করিয়া পুলকিত ও নিতান্ত অবসন্ন হইতেছি। ধনঞ্জয় পাপাত্মা নিকৃতিজ্ঞ ঐ শিখণ্ডীকে পুরস্কৃত করিয়া ভীষ্মের সহিত সমরার্থ গমন করিয়াছেন। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমি অমঙ্গলধ্বজ শিখণ্ডীকে বিনাশ করিব না; বিধাতা উহারে স্ত্রীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দৈববশতঃ পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব ভীষ্ম উহাকে কদাচ সংহার করিবেন না; কিন্তু সেই শিখণ্ডী ক্রোধান্বিতচিত্তে ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহাতেই আমার অন্তঃকরণ সাতিশয় অবসন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ রাজা যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ, ভীমার্জ্জুনের সমাগম ও আমার সমরোদ্যোগ, প্রজাদিগের অমঙ্গলের কারণ। মহাত্মা অর্জ্জুন মনস্বী, বলবান্, শূর, কৃতাস্ত্র, লঘুবিক্রম, দূরপাতী, দৃঢ়শরাসন, নিমিত্তজ্ঞ, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণেরও অজেয়, বুদ্ধিমান্ জিতক্লেশ ও রণবিজয়ী; তুমি তাঁহার মার্গ রোধের নিমিত্ত অবিলম্বে গমন কর। দেখ, সেই ঘোরতর সংগ্রামে অদ্য মহামারী উপস্থিত হইবে। ধনঞ্জয় ক্রোধপরবশ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে বীরগণের সুবর্ণ বিচিত্রিত তনুত্রাণ, ধ্বজাগ্রভাগ, তোমর, কার্ম্মুক, প্রাস, কনকোজ্জ্বল শক্তি ও করী সমূহের পতাকা সকল কর্ত্তন করিবেন। হে তাত! ইহা উপজীবীদিগের জীবন রক্ষার সময় নয়,

স্বর্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যশ ও বিজয়ের জন্য সমরে অগ্রসর হও। কিরীটী রথ দ্বারা রথ, দন্তী ও অশ্ব রূপ আবর্ত্ত বিশিষ্ট অতি দুর্গম সমর-সরিৎ উত্তীর্ণ হইতেছেন। অর্জ্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেব যাঁহার সহোদর এবং বাসুদেব যাঁহার সহায়, তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠা, দান, দম ও তপস্যা ইহ-লোকেই দৃষ্ট হইতেছে। সেই তপঃক্লিষ্ট যুধিষ্ঠিরের শোকসম্ভূত কোপাগ্নি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে ভস্মাবশেষ করিতেছে। ঐ দেখ, কৃষ্ণ-সহায় অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে নিবারিত করিতেছেন। সৈন্য সকল তিমিকুম্ভীর ভীষণ মহোর্ম্মিসমাকুল অর্ণবের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া হাহাকার ও কিলকিলা রব করিতেছে। তুমি পাঞ্চালদিগের সম্মুখে গমন কর; আমি যুধিষ্ঠিরের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছি। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ব্যূহের মধ্যদেশ চতুর্দ্দিকস্থ অতি রথ সমূহে সাগর-কুক্ষির ন্যায় সাতিশয় দুষ্প্রবেশ্য হইয়াছে। তিনি সাত্যকি, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইতেছেন। বাসুদেব সদৃশ অত্যুচ্ছিত মহাশালতুল্য, শ্যামাঙ্গ, ঐ মহাবল অভিমন্যু দ্বিতীয় ধনঞ্জয়ের ন্যায় সৈন্যগণের সম্মুখে আগমন করিতেছেন। তুমি অতি ত্বরায় উত্তম বসন ও কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া উহার সমীপে গমন কর এবং ভীমের সহিত সমরে সমুদ্যত হও। প্রিয়পুত্র চিরজীবী থাকা সকলেরই অভিপ্রেত বটে, কিন্তু আমি কেবল ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারেই তোমাকে সংগ্রামে প্রেরণ করিতেছি। দেখ, এই অতুলপরাক্রম ভীষ্ম কৃতান্ত ও বরুণের ন্যায় মহতী সেনা নিহত করিতেছেন।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়। ১১৪।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, অবন্তি-রাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, সিন্ধুপতি জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ আপনার পক্ষীয় এই দশ জন যোদ্ধা যশঃপ্রত্যাশায় মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেই ভীম সমরে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শল্য নয়, কৃতবর্ম্মা তিন ও কৃপ নয়বাণে ভীমসেনকে তাড়িত করিলেন। চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ভগদত্ত ইহাঁরা প্রত্যেকে দশ দশ ভল্লে, সিন্ধুরাজ তিন শরে, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ শরে এবং দুর্ম্মর্ষণ বিংশতি শরে ভীমসেনকে আহত করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর

মহাবল ভীমসেন সর্ব্ব সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় মহারথগণের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ শাণিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তিনি শল্যকে পঞ্চাশৎ ও কৃতবর্ম্মাকে আটশরে বিদ্ধ করিয়া কৃপাচার্য্যের সশর শরাসনের মধ্য-ভাগ ছেদন করিলেন। অনন্তর সেই ছিন্ন ধন্বা কৃপাচার্য্যকে পুনরায় সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন, পরে বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া দুর্ম্মর্ষণকে বিংশতি, চিত্রসেনকে পাঁচ, বিকর্ণকে দশ ও জয়দ্রথকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করত পুনরায় তাঁহাকে তিন শরে আহত করত আনন্দের সহিত নিনাদ করিতে লাগিলেন। মহারথ কৃপাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত দশ শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন সেই দশ শরে বিদ্ধ হইয়া তোত্রবিদ্ধ মহাগজের ন্যায় ক্রোধা-সক্ত হইয়া বহু শরে কৃপকে আহত করিলেন। অনন্তর মূর্ত্তিমান্ কৃতান্ত সদৃশ ভীমসেন সিন্ধুরাজের অশ্বচতুষ্টয় ও সারথিকে তিন শরে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। মহারথ জয়দ্রথ সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভীমসেনের প্রতি ভূরি ভূরি শাণিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন দুই ভল্ল দ্বারা মহাত্মা জয়দ্রথের ধনুকের মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন তিনি ছিন্নধন্বা, বিরথ, হতাশ্ব, ও হত-সারথি হইয়া সত্বর চিত্রসেনের রথে আরোহণ করিলেন। হে রাজন্! ভীমসেন সেই যুদ্ধে একাকী মহারথগণকে শর সমূহ দ্বারা নিবারণ পূর্ব্বক সর্ব্ব সমক্ষে সিন্ধুরাজকে বিরথ করিয়া অদ্ভুত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! শল্য ভীমসেনের পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া থাক্ থাক্ বলিয়া কার্ম্মার পরিমার্জ্জিত সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমূহ সন্ধান পূর্ব্বক ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, মহাবীর্য্য ভগদত্ত, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, চিত্রসেন, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ, বীর্য্যবান্ সিন্ধুপতি এই সমস্ত মহাবীর সেই সময়ে মদ্ররাজ শল্যের নিমিত্ত সত্বর হইয়া ভীমকে শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনও তাঁহাদিগের প্রত্যে-ককে পাঁচ পাঁচ শরে এবং শল্যকে অগ্রে সপ্ততি শরে পরে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। শল্যও অগ্রে নয় বাণে পরে পাঁচ বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহা-প্রতাপবান্ ভীমসেন স্বীয় সারথি বিশোককে শরনির্ভিন্ন দেখিয়া তিন শরে মদ্ররাজের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন এবং অন্যান্য মহাধনু-র্দ্ধরগণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অন-ন্তর সেই মহাধনুর্দ্ধরগণ সকলে যত্নশীল হইয়া তিন তিন শরে সমরবিশারদ

ভীমসেনের মর্ম্মে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। যেরূপ অচল বারিদমণ্ডলের বারিধারা দ্বারা ব্যথিত হয় না, তদ্রূপ মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন তাঁহাদিগের সায়ক সমূহে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। পরন্তু তিনি রোষপরবশ হইয়া তিন শরে মদ্ররাজকে, বহুসংখ্যক শরে কৃপকে, শত শরে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরকে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা কৃতবর্ম্মার সশর শরাসন ছেদন করিলেন। শত্রুতাপন কৃতবর্ম্মা অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বৃকোদরের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে এক নারাচ দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন ভীমসেন শল্যকে নয়, ভগদত্তকে তিন, কৃত-বর্ম্মাকে আট বাণে বিদ্ধ করিয়া কৃপ প্রভৃতি মহারথগণকে দুই দুই শরে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে সুশাণিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন সেই সমস্ত মহারথ কর্ত্তৃক সাতিশয় নিপী-ড়িত হইয়াও বিগতব্যথ হইয়া তাঁহাদিগকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করত সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত মহারথগণ অব্যগ্রচিত্তে তাঁহার প্রতি শত শত সহস্র সহস্র শাণিত শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! মহাবীর ভগদত্ত তাঁহার প্রতি সুবর্ণ-দণ্ডযুক্ত এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু সিন্ধুরাজ তোমর এবং পট্টিশ, কৃপাচার্য্য শতঘ্নী, শল্য শর সমূহ এবং অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণ প্রত্যেকে তাঁহার প্রতি পাঁচ পাঁচ শিলীমুখ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পবনতনয় ভীমসেন ক্ষুরপ্র দ্বারা তোমরাস্ত্র, তিন শর দ্বারা পট্টিশাস্ত্র ও কঙ্কপত্রযুক্ত নয় শর দ্বারা শতঘ্নী অস্ত্র তিলকাণ্ডের ন্যায় ছেদন করি-লেন এবং অন্যান্য ভীষণ সায়ক সকল সন্নতপর্ব্ব সায়ক সমূহ দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে সেই সমস্ত মহারথগণকে তিন তিন শরে তাড়িত করিলেন।

তদনন্তর মহারথ ধনঞ্জয়, সেই মহারণে ভীমসেন শরনিকরে শত্রুগণকে নিহত করিতেছেন দেখিয়া, রথারোহণ পূর্ব্বক তথায় সমাগত হইলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সেই দুই মহাত্মাকে তথায় সমবেত নিরীক্ষণ করিয়া জয়াশা পরিহার করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মের নিধন ও ভীমের হিতসাধ-নের নিমিত্ত শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীমসেন যে দশ মহারথের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা দুর্য্যোধন, ধনঞ্জয় ও ভীমসেনকে বধ করিবার নিমিত্ত সুশর্ম্মাকে কহিলেন, হে সুশর্ম্মন্! তুমি শীঘ্র সৈন্য সমূহে পরিবৃত হইয়া

অর্জ্জুন ও বৃকোদর সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিনাশ কর। প্রস্থলাধিপতি সুশর্ম্মা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সহস্র সহস্র রথীর সহিত ধাবমান হইয়া মহাধনুর্দ্ধর ভীমার্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। তৎপরে কৌরবগণের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

—*০*—

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়। ১১৫।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অতিরথ অর্জ্জুন আপনার পক্ষীয় সৈন্যদিগকে নিপীড়ন পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব সায়কনিচয়ে মহারথ শল্যকে পরিব্যাপ্ত করিয়া সুশর্ম্মা, কৃপ, ভগদত্ত, চিত্রসেন, বিকর্ণ, বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিন তিন শরে সমাহত করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ চিত্রসেনের রথে অবস্থান পূর্ব্বক ধনঞ্জয় ও ভীমসেনকে শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। শল্য ও কৃপাচার্য্য বহুসংখ্যক কবচভেদী শরজাল বর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার তনয়গণ প্রত্যেকেই ভীম ও অর্জ্জুনকে পাঁচ পাঁচ বাণে আহত করিলেন। মহারথ বৃকোদর ও অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্তেশ্বর সুশর্ম্মা নয় শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া সৈন্যদিগকে সন্ত্রাসিত করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। অন্যান্য রথিগণ ও শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীম ও ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ উদারস্বভাব ভীমার্জ্জুন উভয়ে গোসমূহমধ্যে আমিষলিপ্সু সিংহদ্বয়ের ন্যায় কৌরবপক্ষীয় রথিগণমধ্যে বিচিত্রবেশে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রণমধ্যে শত শত পুবগণের সশর শরাসন সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মস্তক সমুদায় নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তখন শত শত অশ্ব আহত ও নিহত হইল; শত শত হস্তী ও হস্ত্যারোহী ধরাশায়ী হইল; শত শত রথী ও অশ্বারোহী স্থানে স্থানে ব্যাপাদিত হইল এবং কত শত ব্যক্তিকে কম্পিত হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। রণনিহত গজ, বাজি, পদাতি ও প্রভগ্ন রথ সমূহে পৃথিবীতল পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। হে ভারত! আমি এই রণে অর্জ্জুনের অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিলাম। তিনি শর সমূহে সেই সকল বীরগণকে অনায়াসে প্রতিহত ও আহত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র মহাবল দুর্য্যোধন ভীমার্জ্জুনের ঈদৃশ পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া গঙ্গানন্দনের রথ সমীপে গমন করিলেন; কিন্তু কৃপ,

কৃতবর্ম্মা, সিন্ধুনাথ জয়দ্রথ ও অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ তখনও সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন না। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ও মহারথ ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণও সত্বর হইয়া পাঞ্চালরাজের প্রতি অযুত অযুত ও অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর পার্থ স্বীয় শর সমূহে সেই সকল শর নিবারণ করিয়া মহারথ ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। মহারথ শল্য ক্রোধান্বিত হইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে সন্নতপর্ব্ব ভল্ল সমূহ দ্বারা অর্জ্জুনের উরঃস্থল সমাহত করিলেন। অর্জ্জুন পঞ্চ শরে শল্যের ধনুক ও হস্তাবাপ কর্ত্তন করিয়া সুশাণিত সায়ক সমূহ দ্বারা তাঁহার মর্ম্ম-স্থলে আঘাত করিলেন। তখন শল্য ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া অন্য এক ভারসহ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তিন শরে অর্জ্জুনকে ও পাঁচ শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করত নয় শরে ভীমসেনের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

হে ভারত! অনন্তর মগধরাজ জয়ৎসেন ও দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে যে স্থানে মহারথ পার্থ ও ভীমসেন কৌরবগণের মহতী সেনা নিহত করিতেছিলেন, সেই স্থানে সমাগত হইলেন। মহারথ মগধ-রাজ ভীমায়ুধ ভীমসেনকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীম-সেনও প্রথমতঃ দশ, পরে পাঁচ শরে উহাঁকে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক উহাঁর সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। তখন মগধ-রাজের অশ্ব সকল উদ্‌ভ্রান্ত ও চারি দিকে ধাবমান হইয়া সৈন্যদিগের সাক্ষাতেই তাঁহাকে সেই স্থান হইতে অপসারিত করিল। এই অবসরে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনের উপর আট বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনও পঞ্চষষ্টি ভল্ল দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। এ দিকে প্রবল বায়ু যেরূপ জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ মহারথ অর্জ্জন শরনিকর দ্বারা সসৈন্য সুশর্ম্মাকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ ভীষ্ম, রাজা দুর্য্যোধন ও কোশলেশ্বর বৃহদ্বল ক্রোধপরবশ হইয়া ভীম ও ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করিলেন। এ দিকে পাণ্ডবেরাও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত বিবৃতানন কৃতান্ত সদৃশ ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন। শিখণ্ডী মহাবল ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইবামাত্র নির্ভীকচিত্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মহারাজ! এই প্রকারে রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও সৃঞ্জয়গণ শিখণ্ডীকে এবং কৌরবগণ ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবেরা ভীষ্মের জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া

পাণ্ডবদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সংগ্রামরূপ দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া জয় লাভের নিমিত্ত ভীষ্মকে পণস্বরূপ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন, হে রথিসত্তমগণ! তোমরা নির্ভীকচিত্তে ভীষ্মকে আক্রমণ কর। তখন সৈন্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অবিলম্বে ভীষ্মকে আক্রমণ করিল। মহার্ণব যেরূপ বেলাভূমি গ্রহণ করে, তদ্রূপ মহারথ ভীষ্ম ও সেই সকল সমাগত সৈন্যগণকে প্রতিগ্রহ করিলেন।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়। ১১৬।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর্য্যশালী শান্তনুতনয় ভীষ্ম দশমদিবসে কি প্রকারে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? এবং কুরুগণই বা কি প্রকারে পাণ্ডবগণকে নিবারিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমার নিকট সেই বিষয় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন হে রাজন্! আমি আপনার নিকট কুরুপাণ্ডবদিগের সেই তুমুল সংগ্রাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় মহারথগণ কিরীটীর পরমাস্ত্র দ্বারা এবং পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ মহারথ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞানুসারে প্রতিদিন পরলোকে গমন করিত। হে পরন্তপ! কুরুগণসমবেত ভীষ্ম ও সপাঞ্চাল ধনঞ্জয়ের পরস্পর জয়লাভে নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। সেই দশম দিবসে ধনঞ্জয় এবং ভীষ্ম সমাগমে ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় সমুপস্থিত হইল। হে রাজন্! সেই ভীষণ সংগ্রামে পরমাস্ত্রবিৎ শান্তনুতনয় প্রতি দিন দশ সহস্র যোধগণকে ক্ষয় করিতেন; ইহা ভিন্ন অজ্ঞাতনামগোত্র এরূপ বহুসংখ্যক সৈন্যকে সংহার করিতেন। এই প্রকারে তিনি দশ দিন পাণ্ডববাহিনী সন্তাপিত করিলে, তাঁহার অন্তঃকরণে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল; সুতরাং আত্মবিনাশে ইচ্ছুক হইয়া আর মনুষ্যহত্যা করিবেন না বলিয়া চিন্তা করত যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পাণ্ডব! তুমি আমার নিকট ধর্ম্ম ও স্বর্গজনক বাক্য শ্রবণ কর। হে বৎস! আমি বহু প্রাণী বিনাশ করিয়া কাল অতিবাহিত করিলাম। এক্ষণে আমার আত্মদেহে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব হে ধর্ম্মনন্দন! যদি এক্ষণে আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে তোমার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তুমি পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের সহিত পার্থকে পুরোবর্ত্তী করত আমার বধের নিমিত্ত যত্ন কর।

প্রিয়দদর্শন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দেবব্রত ভীষ্মের এইরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া সৃঞ্জয়গণের সহিত সংগ্রামে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং স্বীয় সৈন্য সমুদায়কে এই বলিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলেন যে, হে সৈন্যগণ! তোমরা ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় কর। রিপুঘাতী সত্যসন্ধ জিষ্ণু এবং মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে সৃঞ্জয়গণ! সংগ্রামে ভীষ্ম হইতে তোমাদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই; আমরা শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে পরাজয় করিব। ব্রহ্মলোকপরায়ণ পাণ্ডবগণ ক্রোধভরে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভীষ্মকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয় ও শিখণ্ডীকে পুরস্কৃত করত তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! তখন আপনার পক্ষীয় রাজগণ, সৈন্যগণে পরিবৃত সপুত্র দ্রোণ এবং মহাবল দুঃশাসন ভ্রাতৃগণের সহিত দুর্য্যোধন কর্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া সমরমধ্যস্থিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ ভীষ্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শিখণ্ডীপ্রমুখ পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন চেদি ও পাঞ্চালগণের সহিত বানরকেতন ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের, সাত্যকি অশ্বত্থামার, ধৃষ্টকেতু পৌরবের, যুধামন্যু সামাত্য দুর্য্যোধনের, সহানীক বিরাট সসৈন্য জয়দ্রথের, মহারাজ যুধিষ্ঠির সসৈন্য মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজের, ভীমসেন গজারোহী সৈন্যের ও পাঞ্চালতনয়গণ মহোদয়গণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। এ দিকে রাজতনয় বৃহদ্বল সিংহকেতু সুভদ্রাত্মজ অভিমন্যুর, আপনার পুত্রগণ রাজগণের সহিত শিখণ্ডী ও ধনঞ্জয়ের বধসাধনার্থ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন।

হে ভরতর্ষভ! এই প্রকারে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ ভয়ঙ্করবেগে পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলে, মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। সংগ্রামে ভীষ্মকে দেখিয়া উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পরের প্রতি আপতিত হইলে, চতুর্দ্দিকে সেই সমস্ত সৈন্যের মহাশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন শঙ্খ ও দুন্দুভিনির্ঘোষ, গজগণের বৃংহিত এবং সৈন্যদিগের ভীষণ সিংহনাদ হইতে লাগিল। রাজগণের চন্দ্র সূর্য্য সদৃশী বিমল প্রভা, বীরগণের উৎকৃষ্ট অঙ্গদ ও কিরীটের প্রভাব দিপ্তীহীন হইয়া উঠিল। সমুত্থিত ধূলিপটল মেঘমণ্ডল স্বরূপ হইয়া শস্ত্র রূপ বিদ্যুতে সমাবৃত হইল। উভয়পক্ষ যোধগণের শরাসন, বাণ, শঙ্খ, ভেরী ও রথ সমুদায়ের নিস্বন ঐ মেঘের গর্জ্জন স্বরূপ হইল। নভোমণ্ডল উভয় সেনার প্রাস, ঋষ্টি ও বাণ সমূহে

সমাবৃত হইয়া যেন অপ্রকাশিত হইয়া উঠিল। রথিগণ রথীদিগকে ও সাদিগণ সাদীদিগকে নিহত করিয়া পাতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গগণকে, পদাতিগণ পদাতিগণকে নিহত করিতে লাগিল। হে নররাজ! যেরূপ আমিষের নিমিত্ত দুই শ্যেন পক্ষীর যুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভীষ্মের নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরের বধার্থী ও জয়ৈষী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়। ১১৭।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু ভীষ্মের নিমিত্ত মহতী সেনাপরিবৃত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সন্নতপর্ব্ব নয় শরে অভিমন্যুকে আহত করিলেন এবং পুনরায় রোষপরবশ হইয়া তিন সায়কে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন অভিমন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া শমনসহোদরা সদৃশী এক ভয়ঙ্করশক্তি দুর্য্যোধনের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই ভয়ঙ্কর শক্তিকে আপতিত দেখিয়া, তীক্ষ্ণ-ধার ক্ষুরপ্র দ্বারা উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! মহাবীর অভিমন্যু ভীষ্মকে বিনাশ এবং দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিবার নিমিত্ত অতি বিচিত্র ইন্দ্রিয়প্রীতিকর রাজগণের প্রশংসিত অতি ভীষণ সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

শত্রুতাপন দ্রোণতনয় ক্রোধান্বিত হইয়া সাত্যকির বক্ষঃস্থলে এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। শিনির পৌত্র সাত্যকি নয় শর দ্বারা অশ্বত্থামার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন অশ্বত্থামাও সাত্যকির প্রতি নয় শর নিক্ষেপ করত পুনরায় সত্বর হইয়া ত্রিংশৎ বাণ দ্বারা তাঁহার বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাযশা সাত্যকি অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া তিন বাণে দ্রোণতনয়কে আহত করিলেন। অনন্তর মহারথ পৌরব ধৃষ্টকেতুর শরাসন ছেদ করিয়া মহানিনাদ করত সুশাণিত সায়ক দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ ধৃষ্টকেতু অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিসপ্ততি শরে পৌরবকে আহত করিলেন। এইরূপে সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরকে শরবর্ষণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের শরাসন ও রথের অশ্ব ছেদন করত বিরথ হইয়া, যেমন মহাবনে সিংহদ্বয় সিংহীর নিমিত্ত যত্নসহকারে ধাবমান হয়, সেইরূপ গোচর্ম্মনির্ম্মিত শতচন্দ্রবিভূষিত শততারকাবিচিত্রিত চর্ম্ম এবং অতি তীক্ষ্ণ ধার খড়্গ গ্রহণ করত পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া অসি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ঐ বীরদ্বয় পরস্পরকে আক্রমণ করিবার মানসে মণ্ডলাকারে বিচিত্র গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন করত পরস্পরকে আহ্বান পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পৌরব ক্রোধভরে থাক্ থাক্ বলিয়া বৃহৎ খড়্গ দ্বারা ধৃষ্টকেতুর ললাটে আঘাত করিলেন। তখন চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুও পুরুষশ্রেষ্ঠ পৌরবের জত্রুদেশে শিতধার বৃহৎ খড়্গ দ্বারা আঘাত করিলেন। হে মহারাজ! সেই দুই মহাবীর পরস্পরের বেগে আহত হইয়া সেই সমরভূমিতে নিপতিত হইলেন। তখন আপনার পুত্র জয়ৎসেন পৌরবকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া সমরক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন এবং পরাক্রমশালী প্রতাপবান্ মাদ্রীতনয় সহদেবও ধৃষ্টকেতুকে সমরভূমি হইতে অপসৃত করিলেন।

হে রাজন্! চিত্রসেন সুশর্ম্মাকে প্রথমে লৌহময় বহুশরে বিদ্ধ করিয়া পরে ষষ্টিশরে বিদ্ধ করত পরিশেষে নবশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। সুশর্ম্মাও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে শাণিত শত শরে অনন্তর আনতপর্ব্ব ত্রিশ শরে চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর চিত্রসেন ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরজালে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! মহাবলশালী সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ভীষ্মের সেই সমরে যশ ও মান বর্দ্ধনের নিমিত্ত পার্থের সাহায্য জন্য রাজপুত্র বৃহদ্বলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোশলাধিপতি বৃহদ্বল অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুকে পঞ্চশরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সন্নতপর্ব্ব বিংশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে, তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া কোশলরাজকে প্রথমে অষ্ট শরে তৎপরে শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোশলপতির শরাসন ছেদ করিয়া কঙ্কপত্রযুক্ত ত্রিংশৎ শরে তাঁহাকে আহত করিলেন। তখন রাজপুত্র বৃহদ্বল অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধান্বিত হইয়া বহুশরে অর্জ্জুনপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! যেমন দেবাসুরসংগ্রামে বলিবাসবের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, সেইরূপ ভীষ্মের নিমিত্ত সেই চিত্রযোধী জাতক্রোধ মহাবীরদ্বয়ের যুদ্ধ হইতে লাগিল।

যেরূপ বজ্রধর বাসব বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল বিদারণ করেন, সেই-রূপ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন গজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অচল সদৃশ মাতঙ্গ সকল ভীমসেন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া পৃথিবী-মণ্ডল নিনাদিত করত ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। সেই অঞ্জনরাশি সদৃশ হস্তী সকল ভূতলে পতিত হইয়া সমাকীর্ণ পর্ব্বতরাজির ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

মহাধনুর্দ্ধর রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া সমরোদ্যত মদ্ররাজ শল্যকে এবং শল্য ভীষ্মের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ বিরাটকে প্রথমে সুতীক্ষ্ণ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। এবং মৎস্য-রাজ সিন্ধুরাজের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে সুশাণিত ত্রিংশৎ শর আঘাত করিলেন। এইরূপে সেই বিচিত্র কার্ম্মুক, অসি, বর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজশালী মহাবীরদ্বয় সমরে বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন।

হে রাজন্! দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চাল রাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা মহাসংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের বৃহৎ শরাসন ছেদন করিয়া পঞ্চাশৎ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অরি-নিসূদন ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের প্রতি সুবর্ণ-মণ্ডিত শমনদণ্ড সদৃশ এক মহতীগদা নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য সেই হেমপট্টবিভূষিত গদা আপতিত দেখিয়া পঞ্চাশৎ শরে তাহা ছেদন করিলেন। তখন সেই গদা দ্রোণ নিক্ষিপ্ত শরে ছিন্ন, বিশীর্ণ ও চূর্ণীকৃত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন গদা ব্যর্থ দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতি এক লৌহময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। হে ভারত! দ্রোণাচার্য্য নয়শরে সেই শক্তি ছেদন করিয়া মহাধনুর্দ্ধর পার্ষতকে শর দ্বারা প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ভীষ্মের নিমিত্ত দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের এইরূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

এদিকে ধনঞ্জয় ভীষ্মকে দেখিয়া শাণিত শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করত বন্য মত্ত হস্তী যেরূপ অন্য মত্ত হস্তীর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। মহা প্রতাপশালী ভগ-দত্ত অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহার গতিরোধ করিলেন। বীভৎসু রজত সদৃশ সুনির্ম্মল সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা ভগদত্তের হস্তীকে বিদ্ধ করিলেন এবং শিখণ্ডীকে "চল চল,, ভীষ্মের নিকট গমন কর, উঁহাকে হনন কর, এইরূপ কহিতে লাগিলেন। রাজা ভগদত্ত

অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুপদের রথ সমীপে গমন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দ্রুতবেগে ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনন্তরকৌরব পক্ষীয় বীরগণ সমরে চীৎকার সহকারে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! বায়ু যেরূপ নভোমণ্ডলে মেঘমণ্ডলকে অপনীত করে, সেই-রূপ ধনঞ্জয় আপনার পুত্রগণের সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

শিখণ্ডী ভরতকুলপিতামহ ভীষ্মকে দর্শন করত সুস্থিরচিত্তে বহু শর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন ভীষ্মরূপ অনল রথস্বরূপ অগ্নি-গৃহে অবস্থিত, শরাসনরূপ শিখাযুক্ত, অসি, শক্তি ও গদাস্বরূপ ইন্ধনে সমুজ্জ্বলিত ও শরসমূহরূপ শিখাবিশিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হুতাশন যেরূপ অনিল সহকারে সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া কক্ষমধ্যে বিচরণ করে, তদ্রূপ মহাবীর শান্তনুতনয় দিব্য সায়ক সমূহে প্রজ্বলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের অনুগত সোমকদিগকে নিহত, তাঁহাদিগের সৈন্যগণকে নিবারিত, দিক্‌বিদিক্ সকল নিনাদিত, রথী, অশ্ব, অশ্বারোহী-দিগকে নিপাতিত, রথ সমুদায়কে মুণ্ডিত তালবন সদৃশ এবং শত শত অশ্ব ও মাতঙ্গকে নির্ম্মনুষ্য করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষেরা অশনি-নির্ঘোষ সদৃশ জ্যাতলধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার চাপবিক্ষিপ্ত অব্যর্থ শর সমূহ অরাতিগণের শরীর ভেদ করিয়া পতিত হইতে লগিল। হে রাজন্! তৎকালে দেখিলাম বেগবান্ ঘোটক সকল মনুষ্যবিহীন রথ সমুদায়কে বায়ুবেগে আকর্ষণ করিতেছে। দেহত্যাগে সমুদ্যত, সমরে অপরাঙ্মুখ, সুবর্ণধ্বজ, বিখ্যাত মহারথ, অশ্ব কুঞ্জর ও রথা-রূঢ় চতুর্দ্দশ সহস্র কুলপুত্র চেদি, কাশি এবং করূষ সংগ্রামে বিবৃতানন তণ্ডক সদৃশ ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। সোমক-গণেরমধ্যে কোন মহারথই জীবিতাবস্থায় ভীষ্মের হস্ত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারেন নাই বস্তুতঃ ভীষ্মের পরাক্রম অবলোকন করিয়া লোকে এই বিবেচনা করিতে লাগিল যে, সোমকবংশীয় সমুদায় যোদ্ধাই শমন-ভবনে গমন করিয়াছেন। এমন কি, কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ও মহাতেজা শিখণ্ডী ব্যতীত আর কেহই ভীষ্মের প্রতি গমনে সমর্থ হইলেন না।

—*০*—

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়। ১১৮।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইবামাত্র সুশাণিত দশ বাণে তাঁহার উরঃস্থল আহত করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম

কোপোজ্জ্বলিত দৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সকলেই দেখিলেন, তিনি শিখণ্ডীর স্ত্রীরূপ স্মরণ পূর্ব্বক তাহাকে আহত করিলেন না; কিন্তু শিখণ্ডী তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তখন ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে শিখণ্ডিন্! আর কোন কথায় প্রয়োজন নাই; তুমি ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিপাতিত কর। আমি যথার্থ কহিতেছি যে, তোমা ব্যতিরেকে যুধিষ্ঠির সৈন্য-মধ্যে আর কেহই ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। শিখণ্ডী ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে সত্বর হইয়া নানাবিধ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মহারথ ভীষ্মকে পরিব্যাপ্ত করিলেন। শান্তনুতনয় ভীষ্ম সেই সকল শর গ্রাহ্য না করিয়া শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়কে নিবারণ ও সৈন্য সকলকে প্রেতরাজ-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। জলদজাল যেরূপ দিবাকরকে আবৃত করে, তদ্রূপ পাণ্ডবেরাও অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মকে পরি-বেষ্টিত করিলেন। তখন মহারথ ভীষ্ম দাবাগ্নির ন্যায় সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া বীরগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে মহাত্মা দুঃশাসনের অতি অদ্ভুত পৌরুষ দৃষ্টি-গোচর হইল। তিনি একাকী অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক পিতামহকে রক্ষা করিতে লাগি-লেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাকে প্রতিহত করিতে পারিলেন না। দুঃশাসন রণস্থলে রথিগণকে বিরথ এবং অশ্বারোহী ও মাতঙ্গদিগকে শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন। শত শত দন্তী তাঁহার শরা-ঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল হুতাশন যেরূপ ইন্ধন প্রাপ্ত দীপ্তশিখ হইয়া প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ দুঃশা-সন পাণ্ডবসৈন্যগণকে প্রাপ্ত হইবামাত্র দগ্ধ করত প্রজ্বলিত হইয়া উঠি-লেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে মহারথ অর্জ্জুন ব্যতীত আর কেহই তাঁহাকে জয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে গমন করিতে পারিলেন না। কেবল মহাবীর অর্জ্জুনই সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভি-দ্রুত হইলেন। ভীষ্মরক্ষিত অপরাজিত দুঃশাসন বারম্বার আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াই সংগ্রাম করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে করিতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন।

শিখণ্ডী ইন্দ্রাশনিসন্নিভ সর্পতুল্য শর সমূহ দ্বারা শান্তনুতনয়কে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভীষ্ম তাহাতে কিছুমাত্র নিপীড়িত না হইয়া সহাস্যবদনে তাপিত ব্যক্তি যেরূপ জলধারা গ্রহণ করে, সেইরূপ

শিখণ্ডিনির্ম্মুক্ত শরধারা গ্রহণ করত পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা সত্বরে অর্জ্জুনকে আক্রমণ কর; ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে রাজগণ! সুবর্ণময় তালকেতু বিরাজিত শান্তনুতনয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সুখ ও বর্ম্মরক্ষা করিতেছেন। বিনশ্বরস্বভাব পাণ্ডবদিগের কথা কি বলিব, দেবগণও ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মকে সমরে পরাজয় করিতে পারেন না। অতএব তিনি অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইলে, পলায়ন করিবেন না। আমি অদ্য আপনাদিগের সহিত একত্রিত হইয়া পরম যত্নসহকারে পাণ্ডবদিগের সহিত সমরে সমুদ্যত হইব।

মহারাজ! আপনার পক্ষীয় মহাবলশালী যোধগণ রাজা দুর্য্যোধনের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্ভীকচিত্তে পাণ্ডবদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। পতঙ্গপাল যেরূপ বহ্নিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত বিদেহ, কলিঙ্গ, দাশেরক, নিষাদ, সৌবীর, বাহ্লীক, দরদ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিসাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্ব, শক, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয়রাজ ক্রোধভরে অর্জ্জুনের অভিমুখে যুদ্ধার্থ ধাবমান হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ধ্যান পূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র সকল সন্ধান করিয়া, হুতাশন যেমন পতঙ্গকুল দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবেগসম্পন্ন অস্ত্র শস্ত্র সমূহের প্রভাবে শতানীক মহারথকে দগ্ধ করিলেন। বাণ সহস্র বর্ষণকালে তাঁহার গাণ্ডীব যেন অন্তরীক্ষে সমুজ্জ্বলিত হইতেছে, বোধ হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় মহারথ সকল তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের ধ্বজ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। তাঁহারা আর অর্জ্জুনের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইলেন না। রথিগণ রথের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বের সহিত ও হস্ত্যারোহিগণ হস্তীর সহিত ধনঞ্জয়ের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ অর্জ্জুননির্ম্মুক্ত সায়কনিচয়ে সাতিশয় অভিহত হইয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করত ধরাতল পরিব্যাপ্ত করিল।

মহারথ অর্জ্জুন কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া দুঃশাসনের প্রতি ভূরি ভূরি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সকল বাণ দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিয়া ভুজঙ্গরাজির বল্মীক প্রবিষ্টের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। সেই সময় ধনঞ্জয় দুঃশাসনের অশ্বগণ ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন।

অনন্তর তিনি বিংশতি শরে বিবিংশতিকে রথভ্রষ্ট করিয়া সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং কৃপ, বিকর্ণ ও শল্যকেও ভূরি ভূরি শরে বিদ্ধ করিয়া রথভ্রষ্ট করিলেন। এই প্রকারে মহারথ কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও বিবিংশতি মধ্যাহ্নকালে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিরথ হইয়া পলায়ন করিলে, মহাবীর অর্জ্জুন বিধূম পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া দিনকরের করনিকর বর্ষণের ন্যায় শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক অন্যান্য মহীপালদিগকে সংহার করিয়া শোণিতনদী প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষেই, কোন স্থানে রথী সকল মাতঙ্গ, অশ্ব ও রথীদিগকে নিহত করিয়াছে; কোন স্থানে মাতঙ্গ সকল রথ সমূহকে ভগ্ন করিয়াছে; কোন স্থানে পদাতি সকল অশ্বগণকে সংহার করিয়াছে; হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথযোধগণের ছিন্ন কলেবর ও মস্তক সকল চারিদিকে পতিত রহিয়াছে; রণস্থল পতিত, পাতিত, রথনেমিনিকৃত্ত ও হস্তিদন্তাহত কুণ্ডলাঙ্গদবিভূষিত নরপতিপুত্র সকলে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; পদাতি, অশ্ব, অশ্বারোহী, গজ ও রথিগণ চতুর্দ্দিকে অভিক্রুত হইতেছে; ভগ্ন নেমি, ভগ্নযুগ ও ভগ্নধ্বজ রথ সকল সমরভূমিতে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; সংগ্রামস্থল গজ, বাজি ও যোদ্ধৃবর্গের শোণিতধারায় শরৎ কালীন রক্তাম্বুজের ন্যায় শোভমান হইয়াছে; কুক্কুর, বায়স, গৃধ্র, বৃক, গোমায়ু ও অন্যান্য বিকৃত পশু পক্ষিগণ ভক্ষ্য প্রাপ্তে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া শব্দ করিতেছে; চারিদিকে বহুবিধ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; রাক্ষস ও ভূতগণ দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া চিৎকার করিতেছে; সুবর্ণবিচিত্রিত মহামূল্য পতাকা সকল সহসা বায়ুবেগে বিকম্পিত হইতেছে; শত শত শ্বেতছত্র ও ধ্বজের সহিত মহারথ সকল ধরাতলে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

তদনন্তর মহাবলশালী ভীষ্ম যেমন দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করত ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইতেছিলেন, অমনি বর্ম্মধারী শিখণ্ডী তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন; তখন ভীষ্মও সেই অনল সদৃশ অস্ত্র উপসংহার করিলেন। এই অবসরে মহারথ অর্জ্জুন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন।

——(oo)——

ঊনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১১৯।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! সেই মহতী সেনা ব্যূহিত হইলে, সমরে

অপরাঙ্মুখ মহাধনুর্দ্ধরগণ সকলেই জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া ব্রহ্মলোক গমনে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। তখন সৈন্যগণ সৈন্যগণের সহিত, রথী রথীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত ও গজ গজারোহীর সহতি, সকলেই মিলিত হইল। এই প্রকারে মনুষ্য ও দন্তিগণ পরস্পর মিশ্রিত হইলে, কে কোন্ পক্ষীয় ইহার কিছুই অবধারিত হইল না। উভয় পক্ষীয় বীরপুরুষ সকলেই উন্মত্তের ন্যায় সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

তদনন্তর শল্য, কৃপ, চিত্রসেন, দুঃশাসন ও বিকর্ণ ইঁহারা রথারোহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-সৈন্যগণ ঐ সকল মহাত্মা কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মারুতবিঘূর্ণিত নৌকার ন্যায় ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিল।

এদিকে শিশিরকাল যেরূপ গোগণের মর্ম্মচ্ছেদ করে, মহাবলশালী শান্তনুতনয় সেইরূপ পাণ্ডুপুত্রদিগের মর্ম্ম ছেদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ও নবজলধরসন্নিভ কুঞ্জরগণকে নিপাতিত করিয়া নারাচ ও শরনিকর দ্বারা বীরগণকে বিমর্দ্দিত ও তাড়িত করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মার্জ্জুন উভয়ে বীরক্ষয়কর সংগ্রাম আরম্ভ করিলে, বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গ সকল উচ্চৈঃস্বর চিৎকার করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। সমরাঙ্গন, নিহত মহাত্মাদিগের আভরণভূষিত শরীর ও কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তকে সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। তখন কৌরব-পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীষ্মের পরাক্রম দর্শনে জীবিতাশা পরিহার পূর্ব্বক স্বর্গ-কেই পরম আশ্রয় জ্ঞান করিয়া মহতীসেনা সমভিব্যাহারে পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডবেরাও আপনাদিগের প্রদত্ত পূর্ব্বতন ক্লেশপরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া নির্ভয়ে আহ্লাদিতচিত্তে তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময় পাণ্ডবদিগের মহারথ সেনাপতি সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে কহি-লেন, হে সোমকগণ! হে সৃঞ্জয়গণ! তোমরা অবিলম্বে ভীষ্মকে আক্রমণ কর। তখন সোমক ও সৃঞ্জয় ভীষ্মশরে নিতান্ত সমাহত হইয়াও সেনা-পতির বাক্য শ্রবণে সত্বর হইয়া শরনিকর নিক্ষেপ করত ভীষ্মকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল, মহারথ ভীষ্ম তাঁহাদিগের শরাঘাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সৃঞ্জয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম পূর্ব্বে পরশুরামের নিকট যে শত্রুসৈন্য বিনাশিনী অস্ত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তদনুসারেই প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য ক্ষয় করিতেন। দশম দিবসের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, তিনি একাকী মৎস্য ও পাঞ্চালদিগের দশ সহস্র হস্ত্যা-

-রোহী, সাত জন মহারথ, চতুর্দ্দশ সহস্র পদাতি, সহস্র মাতঙ্গ, দশ সহস্র অশ্ব, বিরাটের প্রিয়তর ভ্রাতা শতানীক ও অন্যান্য সহস্র সহস্র রাজগণকে ভল্লাস্ত্র দ্বারা সমরে নিহত করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় যে সকল মহীপালগণ অর্জ্জুনের পার্শ্ববর্ত্তী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভীষ্মের সংগ্রামে প্রেতরাজসদনে গমন করিলেন। অনন্তর ভীষ্মের শরনিকরে পাণ্ডবসেনার দশ দিক্ পরিব্যাপ্ত হইল। মহাপ্রতাপশালী শান্তনুতনয় সমরে এইরূপ দুষ্কর কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া কার্ম্মুকহস্তে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকালীন আকাশমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী তাপপ্রদ দিবাকরের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় না, তদ্রূপ কোন পার্থিবই সেই ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দৈত্যসেনাকে তাপিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গঙ্গানন্দন ভীষ্ম সমরে পাণ্ডবসেনাকে পরিতাপিত করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! দেবকীনন্দন বাসুদেব ভীষ্মের ঈদৃশ পরাক্রম অবলোকন করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! এই উভয় সেনার মধ্যস্থিত শান্তনুতনয় ভীষ্মকে বলপূর্ব্বক সংহার করিলেই তোমার জয় লাভ হইবে, অতএব যে স্থানে ঐ সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, সেই স্থানে উহাঁকে সংস্তম্ভিত কর। তুমি ভিন্ন আর কেহই উহাঁর শর নিকর সহ্য করিতে পারিবে না। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের নিয়োগানুসারে শর সমূহ দ্বারা ধ্বজ, রথ ও অশ্বের সহিত ভীষ্মকে পরিব্যাপ্ত করিলেন। মহারথ ভীষ্মও শরবর্ষণ দ্বারা পার্থনিক্ষিপ্ত শরজাল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, মহাবল ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, মাদ্রীর তনয়দ্বয়, চেকিতান, কেকয়েরা পঞ্চভ্রাতা, মহাবাহু সাত্যকি, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু, রাক্ষস ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, শিখণ্ডী, কুন্তিভোজ, সুশর্ম্মা, বিরাট এবং অন্যান্য মহাবীরগণ ভীষ্মশরে নিপীড়িত ও শোকার্ণবে নিপতিত হইলে, মহারথ অর্জ্জুন তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধন করিলেন।

তদনন্তর শিখণ্ডী পরমাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। রণবিশারদ অর্জ্জুন ভীষ্মের অনুচরদিগকে নিহত করিয়া শিখণ্ডীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু ও দ্রৌপদেয়গণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া মহায়ুধ সকল সমুদ্যত করত ভীষ্মের প্রতি গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

শান্তনুতনয় ভীষ্ম সেই সমস্ত রাজগণ কর্ত্তৃক বিনির্ম্মুক্ত শর অনায়াসে নিবারণ করিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যেন ক্রীড়া করিতে করিতে শরজাল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু শিখণ্ডীর স্ত্রীরূপ স্মরণ পূর্ব্বক সস্মিত-বদনে তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ না করিয়া দ্রুপদসৈন্যের মধ্যে সাতজন রথীর প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মৎস্য, পাঞ্চাল ও চেদিগণ সকলেই কিলকিলা ধ্বনি করিতে করিতে একমাত্র-ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইয়া, মেঘের দিবাকর আচ্ছাদনের ন্যায় অশ্ব, রথ ও শর সমূহে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। এই দেবাসুর সদৃশ মহাসংগ্রামে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২০।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! এই প্রকারে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সকলেই একত্র হইয়া শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের চতুর্দ্দিক্ পরি-বেষ্টন পূর্ব্বক শতঘ্নী, পরিঘ, পরশু, মুদ্গর, মুষল, প্রাস, ক্ষেপণীয়, শর, শক্তি, তোমর, কম্পন, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভূষণ্ডী সমূহদ্বারা তাঁহাকে তাড়না করিতে লাগিলেন। ঐ সকল অস্ত্র সমূহে তাঁহার তনুত্রাণ বিশীর্ণ হইলে, তিনি মর্ম্মে সমাহত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত তাঁহার বীরক্ষয় রূপ ইন্ধনে প্রজ্বলিত, বিচিত্র শরাসন রূপ দীর্ঘ শিখা বিশিষ্ট, নেমিনির্ঘোষ রূপ সন্তাপশালী, মহাস্ত্র রূপ অনল অরিকুলের পক্ষে প্রলয়-কালীন হুতাশনের ন্যায় হইয়া উঠিল। পিতামহ ভীষ্ম সেই রথমণ্ডল হইতে বিনির্গত হইয়া বিপক্ষগণমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং দ্রুপদ ও ধৃষ্টকেতুকে গ্রাহ্য না করিয়া পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সাত্যকি, ভীম, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ, বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ভীষণনির্ঘোষ মহাবেগগামী বর্ম্মাবরণভেদী নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাত্যকি প্রভৃতি ছয় জন মহারথ ভীষ্মনিক্ষিপ্তশর সকল নিরাকৃত করিয়া দশ দশ শরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। শিখণ্ডী যে সমস্ত সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত সায়ক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা অতি সত্বরেই ভীষ্ম শরীরে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর ধনঞ্জয় রোষাবিষ্টচিত্তে শিখণ্ডীকে অগ্রসর করত ভীষ্মের অভিমুখে উপনীত হইয়া তাঁহার চাপ ছেদন করিলেন। দ্রোণ,

কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত এই সাত মহারথ ভীষ্মের চাপ ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া উৎকৃষ্ট শরনিকর দ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিতে করিতে দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অভিমন্যু এই সাত মহাবীর দ্রোণ প্রভৃতির আপতন শব্দ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ক্রোধমূর্চ্ছিত চিত্তে বিচিত্র কার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক সত্বরে গমন করিলেন। দানবগণের সহিত দেবগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, কৌরবপক্ষীয় সপ্ত বীরের সহিত পাণ্ডবপক্ষীয় সপ্ত বীরের সেইরূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

এক দিকে শিখণ্ডী ছিন্নশরাসন ভীষ্মকে দশ বাণে ও তাঁহার সারথিকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া এক শরে রথের ধ্বজ ছেদন করিলেন। ভীষ্ম অন্য শরাসন গ্রহণ করিলে, অর্জ্জুন ক্রোধভরে তীক্ষ্ণ তিন শরে তাহাও ছেদন করিলেন। ফলতঃ ভীষ্ম যতবার শরাসন গ্রহণ করেন, ধনঞ্জয় ততবারই তাহা ছেদন করেন। অনন্তর তিনি অর্জ্জুনের প্রতি প্রজ্বলিত বজ্রসদৃশ পর্ব্বত বিদারণ শক্তি নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ পাঁচ ভল্লে তাহা পাঁচ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যখন সেই ছিন্ন শক্তি রথ হইতে নিপতিত হইল, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন বিদ্যুৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া বারিদমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতেছে।

জাতক্রোধ শান্তনুতনয় সেই শক্তি ছিন্ন দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, যদি মহাত্মা মহাবল মধুসূদন পাণ্ডবগণকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমি উঁহাদিগকে একমাত্র শরাসনেই নিহত করিতাম; কিন্তু পাণ্ডবগণ অবধ্য, ও শিখণ্ডী স্ত্রীজাতি; এই দুই কারণে আমি উঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলাম। পিতা কালীর পাণি গ্রহণ সময়ে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে স্বেচ্ছামরণ ও সমরে অবধ্যত্ব বর প্রদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমার মৃত্যুর এই প্রকৃত সময় বোধ হইতেছে।

তখন আকাশস্থ ঋষি ও বসুগণ দেবব্রত ভীষ্মের এই প্রকার প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া কহিলেন, হে ভীষ্ম! তোমার এই উপস্থিত অধ্যবসায় আমাদিগেরও প্রীতিকর; অতএব তুমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান কর। হে ভারত! ঋষিগণের বাক্যাবসানে অনুকূল সমীরণ মন্দ মন্দ ভাবে সঞ্চারিত, দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত ও ভীষ্মের উপর পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত ঋষিগণ ও দেবগণের বাক্য ভীষ্মব্যতীত আর কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই। হে রাজন্!

মহর্ষি ব্যাসদেবের তেজোবলে আমিও উহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে নরনাথ! সর্ব্বলোকপ্রিয় শান্তনুতনয় ভীষ্ম রণ হইতে পতিত হইবেন বলিয়া দেবগণেরও সম্ভ্রম উপস্থিত হইল।

মহাত্মা শান্তনুতনয় দেবর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করত সর্ব্বাবরণভেদী নিশিত শর সমূহে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিলেন না। শিখণ্ডী ক্রোধভরে ভীষ্মের উরঃস্থলে অতি তীক্ষ্ণ নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু যেরূপ ভূমিকম্পসময়ে পর্ব্বত সকল কম্পিত হয় না, তদ্রূপ ভীষ্ম শিখণ্ডীনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত শরনিকর দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সহাস্য বদনে গাণ্ডীব আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে প্রথমতঃ পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকে, পরে শত বাণে ভীষ্মের সমস্ত শরীর ও মর্ম্মস্থল সমুদায় আহত করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম অন্যান্য যে সমস্ত বীরগণের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইতেছিলেন, এক্ষণে সন্নতপর্ব্ব শরজাল বিস্তার করিয়া ঐ সমস্ত বীরকে বিদ্ধ ও তাঁহাদিগের শরনিকর প্রতিহত করিতে লাগিলেন। মহারথ শিখণ্ডী যে সমস্ত সুবর্ণ-পুঙ্খ সুশাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন, ভীষ্ম তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। অনন্তর অর্জ্জুন ক্রোধপরবশ হইয়া শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করত ভীষ্মের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরাসন ছেদন, দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ, এক শরে ধ্বজছেদ ও দশ শরে তাঁহার সারথিকে বিকম্পিত করিলেন। ভীষ্ম অন্য শরাসন গ্রহণ করিলে, ধনঞ্জয় তাহা তৎক্ষণাৎ তিন ভল্ল দ্বারা তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভীষ্ম যত শরাসন ধারণ করিলেন, ধনঞ্জয় নিমিষমধ্যে তৎসমুদায়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর শান্তনুতনয় ধনঞ্জয়ের প্রতি আর যুদ্ধে উদ্যত হইলেন না; কিন্তু অর্জ্জুন পুনরায় পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে সমাহত করিলেন।

তখন সেই মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম শর নিকরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, হে বীর! ঐ পাণ্ডবগণের মহারথ ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বহুসহস্র শরে আমাকে আহত করিতেছেন; বজ্রহস্ত দেবরাজও সমরে উহাঁকে পরাজয় করিতে পারেন না এবং দেব, দানব ও রাক্ষসগণ একত্রিত হইলেও সংগ্রামে আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। অতএব মহারথ মানবগণ আমার কি করিবে? মহাবীর ভীষ্ম দুঃশাসনকে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শাণিত শর সমূহে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম গাণ্ডীব-

ধন্বা ধনঞ্জয়ের শাণিত শর সমূহে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া পুনরায় সহাস্য-বদনে দুঃশাসনকে কহিলেন, হে দুঃশাসন! এই যে সকল সায়ক ধারার ন্যায় সমাগত হইয়া অশনিরূপে আমার দেহে সংলগ্ন হইতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয়; এই যে মুষল সদৃশ শর সকল দৃঢ় আবরণ ভেদ করিয়া আমার মর্ম্মস্থান ছেদ করিতেছে, ইহা কদাচ শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে বজ্রবেগসদৃশ ব্রহ্মদণ্ডসমস্পর্শ দুঃসহ শর সকল আমার জীবনকে রুগ্ন করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে গদা ও পরিঘোপম শর সকল যমদূতের ন্যায় নিহিত হইয়া আমার প্রাণ সংহার করিতেছে, ইহা কদাচ শিখণ্ডীর বাণ নহে, এই যে জাতক্রোধ লেলিহান আশীবিষ সদৃশ আশুগ সকল আমার মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে শর সকল আমার গাত্র ভেদ করিতেছে; ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই সমস্ত শর অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইতেছে, সন্দেহ নাই। গাণ্ডীবধন্বা পার্থ ব্যতিরেকে আর কোন ক্ষত্রিয় আমাকে ক্লেশিত করিতে পারে না।

মহাপ্রতাপশালী ভীষ্ম এই কথা কহিতে কহিতে যেন পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার অভিলাষে ধনঞ্জয়ের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি তিন খণ্ড করিয়া নিপাতিত করিলেন। অনন্তর গাঙ্গেয় মৃত্যুমুখে গমন বা বিজয় লাভের অন্যতর প্রার্থ অভিলাষে সুবর্ণভূষিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তিনি ঐ খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে না হইতেই অর্জ্জুন শর নিকর দ্বারা উহা শতধা ছিন্ন করিলেন, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইল।

হে রাজন্! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যদিগকে কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা নির্ভীকচিত্তে সত্বর ভীষ্মকে আক্রমণ কর। তখন সৈন্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া তোমর, প্রাস, বাণ, পট্টিশ, খড়্গ, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভল্লসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক একমাত্র ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইল। সেই সময় পাণ্ডবেরা ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণও ভীষ্মের জয়াকাঙ্ক্ষায় একমাত্র অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় যোধগণ পরস্পর সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, রণভূমি ক্ষণকালমধ্যে গঙ্গাপাতজনিত সাগরাবর্ত্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। বসুন্ধরা শোণিতাক্ত হইয়া অতিভীষণ রূপ পরিগ্রহ করিলেন। তখন সম ও বিষম স্থান কিছুই

দৃষ্টিগোচর হইল না। ভীষ্ম মর্ম্মাহত হইয়াও দশ সহস্র যোদ্ধাকে সংহার করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। মহারথ পার্থ বাহিনীমুখে অবস্থান করিয়া কৌরবসেনাদিগকে দ্রাবিত করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার ভয়ে ভীত ও তদীয় শরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলাম। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, শাল্ব, শয়, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, ও কেকয়গণ শরার্ত্ত ও ব্রণপীড়িত হইয়াও অর্জ্জুনের সহিত যুধ্যমান ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিলেন না।

এ দিকে পাণ্ডবেরা একমাত্র ভীষ্মকে পরিবৃত ও কৌরবসেনাদিগকে পরাজয় করিয়া শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে শত শত ও সহস্র সহস্র সৈন্যের জীবন বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তখন রণস্থলে কেবল সংহার কর, গ্রহণ কর, যুদ্ধ কর, কর্ত্তন কর, ভীষ্মের রথের প্রতি এই প্রকার শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

হে রাজন্! ভীষ্মের শরীর অর্জ্জুনের শাণিত শরে এরূপ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল যে, দুই অঙ্গুলিমাত্র স্থানও অবশিষ্ট ছিল না। মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়া সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পূর্ব্বশিরা হইয়া আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতে রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তখন স্বর্গে দেবগণ ও মর্ত্ত্যলোকে ভূপতিগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। ভীষ্মকে নিপতিত দেখিয়া আমাদের হৃদয়ও তাঁহার সহিত নিপতিত হইল। নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের ধ্বজস্বরূপ ভীষ্ম সমুত্থিত বাসবধ্বজের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলে, মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি শরজালে এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে, পতিত হইয়াও ধরাতল স্পর্শ না করিয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। তখন দিব্য ভাব সকল তাঁহাতে প্রবেশ করিল। বারিদমণ্ডল বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। ধরণী কম্পিত হইয়া উঠিল।

মহাবীর ভীষ্ম পতনসময়ে দিবাকরকে দক্ষিণদিকে অবলোকন করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত সমুচিত সময় প্রতীক্ষায় পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষ হইতে এইরূপ আকাশবাণী তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল যে, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ভীষ্ম এই দিব্য বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি জীবিত আছি বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। এই প্রকারে কুরুপিতামহ ভীষ্ম ধরাতলে পতিত হইয়াও উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন।

হিমালয়তনয়া ভাগীরথী ভীষ্মের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহর্ষিগণকে

হংসরূপে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। মানসবাসী হংসরূপ ঋষিগণ সত্বরে গমন করিয়া দেখিলেন, কুরুকুলভূষণ মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; তখন তাঁহারা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, দেবব্রত ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন? এই বলিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। মহামতি শান্তনুতনয় তাঁহাদিগকে দর্শন করত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে হংসগণ! আমি এই স্থির করিয়াছি যে, দিবাকর যত দিন দক্ষিণায়নে অবস্থিতি করিবেন, তত দিন আমি গমন করিব না। আমি এই সত্য কহিতেছি যে, দিবাকর উত্তরায়ণস্থ হইলে আমি সেই পুরাতন স্থানে গমন করিব। এক্ষণে সেই উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় রহিলাম। পিতা আমাকে স্বেচ্ছামরণ বর দিয়াছিলেন; অদ্য তাহা সফল হউক; সেই বর প্রভাবে মরণের উপর আমার কর্তৃত্ব আছে, সেই জন্যই আমি জীবিত রহিয়াছি; নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলেই জীবন পরিত্যাগ করিব। ভীষ্ম হংসগণকে এই কথা বলিয়া শরশয্যাতেই শয়ান রহিলেন।

হে রাজন্! কুরুকুলতিলক মহাত্মা অবধ্য ভীষ্ম নিপতিত হইলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার তনয়গণ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ও অন্যান্য কৌরবগণ নিতান্ত মোহাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। কৃপ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীর পুরুষগণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন ও বিষাদে বহুক্ষণ স্তব্ধেন্দ্রিয় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াও পাণ্ডবগণের সহিত আর যুদ্ধার্থ গমন করিলেন না। ফলত কৌরবগণ সহসা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দর্শন করিতে লাগিলেন। আমরাও রণস্থলে শরসমূহদ্বারা নিতান্ত বিদ্ধ ও ধনঞ্জয়ের নিকট পরাস্ত হইয়া ছিলাম। আবার মহাত্মা ভীষ্মও নিহত হইলেন। সুতরাং আর কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

হে ভারত! পাণ্ডবেরা ইহলোকে জয় লাভ করিলেন এবং পরলোকে পরম গতি লাভ করিবেন বলিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সোমক ও পাঞ্চালগণ আনন্দে পুলকিত হইলেন। তূর্য্যসহস্র শব্দায়মান হইলে, ভীমপরাক্রম ভীমসেন বাহ্বাস্ফোট পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ চিৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিলেন; কেহ কেহ মোহাবিষ্ট হইলেন; কেহ কেহ ক্ষত্রিয় বৃত্তির নিন্দা

করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ বা মহাত্মা শান্তনুতনয় ভীষ্মের সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ, পিতৃগণ ও ভরতকুলের পূর্ব্ব পুরুষগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে, ধীমান্ ভীষ্ম মহোপনিষদবিহিত যোগ অবলম্বন করত জপে প্রবৃত্ত হইয়া সময় প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২১।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পক্ষীয় যোধগণ মহাত্মা দেবতুল্য ও পিতার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী ভীষ্মবিহীন হইয়া কি করিয়াছিলেন? তিনি যখন ঘৃণা প্রযুক্ত শিখণ্ডীকে প্রহার করেন নাই, তখনই কৌরবগণ পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়াছি। হায়! আমাকে পিতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিতে হইল; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? যাহা হউক, জয়াভিলাষী শান্তনুতনয় আহত হইয়া কি করিয়াছিলেন? এক্ষণে আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন কর। তিনি যে বারম্বার আহত হইয়াছিলেন, ইহা আমার কোনরূপেই সহ্য হইতেছে না। পূর্ব্বে পরশুরাম যাঁহাকে দিব্যাস্ত্র দ্বারা বিনাশ করিতে পারেন নাই, অদ্য তিনি দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! পিতামহ ভীষ্ম সায়ংকালে ভূতলে পতিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিষণ্ণ ও পাঞ্চালগণকে আহ্লাদিত করত শরশয্যাতে শয়ন করিয়া রহিলেন। তিনি ভূমি সংস্পর্শ করেন নাই। কুরুগণের সীমাবৃক্ষ স্বরূপ মহারথ ভীষ্ম রথ হইতে নিপতিত হইলে, প্রাণিগণ হাহাকার করিতে লাগিল। উভয় পক্ষের ক্ষত্রিয়গণ সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ মহাত্মা ভীষ্মকে বিশীর্ণকবচ ও স্রস্তধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। তখন নভোমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, দিবাকর প্রতাপশূন্য, ও ভূতল ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইনি ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনিই ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই বলিয়া সকলে ভীষ্মের সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ শরশয্যাগত ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন। ইনি পূর্ব্বে পিতাকে কামার্ত্ত দেখিয়া স্বয়ং ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন। হে রাজন্! আপনার পুত্রগণ কোন প্রকারে কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে না পারিয়া বিষণ্ণবদন,

শ্রীহীন ও লজ্জায় অবনত মুখ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া সমরশিরে অবস্থান পুর্ব্বক হেমজালবিচিত্রিত মহাশঙ্খ নিনাদিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের হর্ষপ্রযুক্ত তূর্য্য-সহস্র বাদিত হইতে আরম্ভ হইল। তখন দেখিলাম, মহাবাহু ভীমসেন আহ্লাদ সহকারে ক্রীড়া করিতেছেন। কুরুগণ মোহাবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন; কর্ণ ও দুর্য্যোধন মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন এবং অন্যান্য সকলেই মর্য্যাদাশূন্য হইয়া হাহাকার ধ্বনি করিতেছে।

দেবব্রত মহারথ ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবামাত্র দুঃশাসন দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে স্বসৈন্যে বর্ম্মিত হইয়া তাহাদিগকে বিষাদসমুদ্রে নিমগ্ন করত দ্রুতবেগে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। কুরুগণ তাহা দর্শন করত তিনি কি কহিবেন ভাবিয়া, তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। পরে দুঃশাসন দ্রোণাচার্য্যের নিকট ভীষ্মের নিধন-বার্ত্তা কহিলে, আচার্য্য সেই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণমাত্র সহসা রথ হইতে নিপতিত হইলেন, এবং সত্বর সংজ্ঞা লাভ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া দ্রুতগামী অশ্বারূঢ় দূতগণ দ্বারা স্বীয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

অনন্তর সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইলে, মহীপাল সকল কবচ পরিহার করিয়া ভীষ্মসমীপে গমন করিলেন। যোধগণও যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া, দেবগণ যেরূপ প্রজাপতির নিকট গমন করেন, সেইরূপ ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন। এইরূপে কুরুপাণ্ডবগণ শরশয্যাগত ভীষ্মের নিকট সমাগত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাভাগগণ! তোমাদিগের স্বাগত? হে মহারথগণ! তোমাদিগের স্বাগত? আমি তোমাদিগকে দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলাম। লম্বমানশিরা শান্তনুতনয় ভীষ্ম তাঁহাদিগকে এই প্রকার আমন্ত্রণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে নরপতিগণ! আমার মস্তক সাতিশয় লম্বমান হইতেছে; অতএব আমাকে উপধান প্রদান কর। নরপতিগণ তৎক্ষণাৎ অতি কোমল ও উৎকৃষ্ট উপধান সকল আহরণ করিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম তাহা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক সস্মিতবদনে কহিলেন, হে পার্থিবগণ! এ সমস্ত উপধান এই বীর শয্যার উপযুক্ত নয়। তদনন্তর তিনি পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের প্রতি কটাক্ষপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো!

আমার মস্তক সাতিশয় লম্বমান হইতেছে; অতএব উপযুক্ত উপধান প্রদান কর।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২২।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! তখন ধনঞ্জয় গাণ্ডীব সমুন্নত করিয়া ভীষ্মকে অভিবাদন পূর্ব্বক বাষ্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, হে পিতামহ! আমি আপনার আজ্ঞাধীন; কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে বৎস! আমার মস্তক সাতিশয় লম্বমান হইতেছে; তুমি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, ক্ষত্রধর্ম্মবেত্তা ও বুদ্ধিমান্; অতএব উপযুক্ত উপধান প্রদান কর।

ধনঞ্জয় যেআজ্ঞা বলিয়া কর্ত্তব্যাবধারণ পূর্ব্বক গাণ্ডীবকে আমন্ত্রণ, সন্নতপর্ব্ব শর সমুদায় গ্রহণ ও মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শরত্রয় তাঁহার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া উপধান স্বরূপ হইল। সুহৃদ্‌গণের আনন্দবর্দ্ধন অর্জ্জুন অভিপ্রায় অবগত হইয়াছেন দেখিয়া, তত্ত্বজ্ঞভীষ্ম হৃষ্টচিত্তে উপধান প্রদানের জন্য তাঁহাকে সভাজন করিলেন এবং সকলের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি এই শয্যার উপযুক্ত উপধান আহরণ করিয়াছ; তুমি যদি ইহার অন্যথা করিতে, তাহা হইলে, আমি ক্রোধভরে তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। হে মহাবাহো! সংগ্রামে ধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়দিগের এইরূপ শরশয্যাতেই শয়ন করা কর্ত্তব্য।

মহাত্মা ভীষ্ম অর্জ্জুনকে এই প্রকার কহিয়া তৎপার্শ্বস্থ রাজা ও রাজপুত্রগণকে কহিলেন, হে রাজন্! দেখ, অর্জ্জুন আমার উপধান আহরণ করিয়াছে; আমি রবির উত্তরায়ণে আবর্ত্তন পর্য্যন্ত এই শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিব। দিবাকর যখন সপ্তাশ্বসংযোজিত তেজঃপ্রদীপ্ত রথে সমারূঢ় হইয়া উত্তরায়ণে আবর্ত্তিত হইবেন, তখন যাঁহারা আমার সমীপে আগমণ করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন, আমি প্রিয়তম প্রাণকে পরিত্যাগ করিব। এক্ষণে তোমরা আমার এই বাসস্থানে পরিখা খনন কর। আমি ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করি। তোমরা বৈরভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হও।

অনন্তর শল্যোদ্ধারণনিপুণ সুশিক্ষিত বৈদ্যগণ নানাবিধ উপকরণ সম-

ভিব্যাহারে ভীষ্ম সমীপে গমন করিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি এই চিকিৎসকদিগকে সৎকার করিয়া ধন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় কর। আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের প্রশংসনীয় পরম গতি লাভ করিয়াছি; আমার এক্ষণে চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? হে নরপতিগণ! এক্ষণে আমি শরশয্যায় অবস্থিতি করিতেছি; অতএব এক্ষণে এই সমস্ত শরের সহিত আমাকে দগ্ধ করিতে হইবে। রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের এইরূপ বাক্য শ্রবণে বৈদ্যদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া বিদায় করিলেন। হে নরনাথ! নানাজনপদবাসী নরপতিগণ মহাতেজস্বী ভীষ্মের ধর্ম্মানুযায়ী অবস্থান দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। অনন্তর ঐ সমস্ত নরপতি, পাণ্ডব ও কৌরবগণ ভীষ্ম সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম ও তিন বার প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সন্ধ্যা সময় সমাগত হইলে, নির্ভরনিপীড়িত বীরগণ স্ব স্ব শিবিরে উপনীত হইলেন।

ভরতকুলপিতামহ ভীষ্ম সমরে নিপতিত হইলে, মহারথ পাণ্ডবগণ হর্ষে পুলকিত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। সেই সময় মহাত্মা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি যে সমরে ভীষ্মকে নিপাতিত করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? কি দেবগণ কি মনুষ্যগণ কেহই ঐ রণবিশারদ সত্যসন্ধ ভীষ্মকে সংহার করিতে পারেন না, কিন্তু হে নরনাথ! আপনি যাহার উপর একবার কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহার আর কোনরূপেই নিস্তার নাই। এই মহারথ ভীষ্ম নিশ্চয়ই আপনার কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া দগ্ধ হইয়াছেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জনার্দ্দনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তোমারই প্রসাদে আমাদের জয়লাভ হইয়াছে এবং তোমারই ক্রোধে কৌরবদিগের পরাজয় হইয়াছে। তুমি আমাদিগের আশ্রয় এবং ভক্তিমান্দিগের অভয়প্রদ; তুমি যাহাদিগের হিতৈষী ও রক্ষক, তাহাদিগের জয় হইবার আশ্চর্য্য কি! তোমাকে প্রাপ্ত হইলে, কিছুই আশ্চর্য্যকর নহে।

মহাত্মা জনার্দ্দন ধর্ম্মরাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, হে মহারাজ! ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছে।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২৩।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সর্ব্বরী অবসান হইলে, কৌরব, পাণ্ডব ও অন্যান্য মহীপালগণ বীর শয্যাশায়ী ক্ষত্রিয়প্রবর ভীষ্ম সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সহস্র সহস্র কুমারীগণ সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক ভীষ্মের উপর চন্দনচূর্ণ, লাজ, মাল্য সকল বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ যেরূপ ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতে উপস্থিত হয়, সেই রূপ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও অন্যান্য দর্শকগণ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাদক, বারাঙ্গনা, নট, নর্ত্তক ও শিল্পিগণ ভীষ্ম সকাশে উপনীত হইলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধ ও অস্ত্র শস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া বয়ঃক্রম অনুসারে পরস্পরের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতমনা হইয়া ভীষ্মের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। অসংখ্য মহীপালগণে পরিব্যাপ্ত ভীষ্ম-শোভিত সেই ভারতী সভা আকাশস্থ আদিত্য মণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তখন দেবতা সকল যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রকে উপাসনা করেন, নরপতি সকল সেইরূপ দেবব্রত ভীষ্মের উপাসনা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম শর নিকরে নিতান্ত সন্তাপিত হইয়াও ধৈর্য্যগুণে সেই বেদনা সম্বরণ পূর্ব্বক পন্নগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত মহীপালগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পানীয় প্রার্থনা করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ চারিদিক্ হইতে বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য ও সুশীতল উদকপূর্ণ কুম্ভ সকল আহরণ করিলেন। শান্তনুতনয় ভীষ্ম পানীয় উপনীত হইয়াছে দেখিয়া নরপতিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে নরপালগণ! আমি এই শরশয্যায় শয়ন করিয়া মনুষ্য লোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি; কেবল উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে আমার ভোগ গ্রহণের সময় নয়। এইরূপে মহাত্মা ভীষ্ম পার্থিবগণকে নিন্দা করত কহিলেন হে পার্থিবগণ! এক্ষণে অর্জ্জুনকে দেখিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে।

হে রাজন্! অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন পিতামহ সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে পিতামহ! আমাকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন। তখন ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম পাণ্ডব ধনঞ্জয়কে পুরোবর্ত্তী দেখিয়া তাঁহাকে সৎকার করত প্রীতমনে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তোমার শরানলে সংবৃত হইয়া আমার শরীর দগ্ধ, মর্ম্মস্থান সকল ব্যথিত ও মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে; ফলতঃ

আমি বেদনায় সাতিশয় প্রপীড়িত হইয়াছি; অতএব তুমি আমাকে বারি প্রদান কর। হে মহেষ্বাস! তুমি ভিন্ন আমাকে যথাবিধি বারি প্রদান করিতে আর কেহই সমর্থ হইবে না।

তখন মহাবীর্য্য অর্জ্জুন যে আজ্ঞা বলিয়া রথে আরোহণ করত গাণ্ডীব শরাসনে জ্যারোপণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার সেই অশনিবিস্ফূর্জ্জিত জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া সমস্ত সৈন্য ও পার্থিবগণ বিত্রাসিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মহারথ ধনঞ্জয় শরশয্যাগত সর্ব্ব শস্ত্রবিশারদ ভরতকুলশ্রেষ্ঠ পিতামহকে প্রদক্ষিণ করত প্রদীপ্ত শর সন্ধান, আমন্ত্রণ ও পার্জ্জন্যাস্ত্র সংযোজন পূর্ব্বক সর্ব্বলোক সমক্ষে ভীষ্মের দক্ষিণপার্শ্বে পৃথিবীকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই স্থান হইতে সৌগন্ধপরিপূর্ণ অমৃতকল্প সুনির্ম্মল সুশীতল সলিলধারা সমুৎপতিত হইয়া মহাত্মা ভীষ্মের পরম তৃপ্তি সাধন করিল। দেবরাজ সদৃশ পার্থ এইরূপে শান্তনুতনয়ের তৃপ্তিসাধন করিলেন। নিখিল ভূপালগণ তাঁহার সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করত সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন ও কৌরবগণ শীতার্দ্দিত গোসমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে তুমুল শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিনির্ঘোষ সমুত্থিত হইল।

হে রাজন্! এইরূপে শান্তনুতনয় তৃপ্তি লাভ করিয়া রাজগণ সমক্ষে অর্জ্জুনের প্রশংসা করত তাহাকে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যে কার্য্য সাধন করিলে, ইহা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে। পূর্ব্বে নারদ তোমাকে পুরাতন ঋষি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া যে কার্য্য সাধন করিতে সাহসী হন না; তুমি একমাত্র বাসুদেব সহায়ে সেই কার্য্য সাধন করিবে সন্দেহ নাই। হে পার্থ! পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে তুমিই অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর; যেমন সমুদায়প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, সরিৎসকলের মধ্যে সাগর, চতুষ্পদের মধ্যে গো, তেজঃপদার্থের মধ্যে আদিত্য, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয় এবং জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তুমি সকল ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি, বিদুর, দ্রোণ, মহাত্মা বলরাম, জনার্দ্দন ও সঞ্জয় আমরা সকলে পুনঃ পুনঃ দুর্য্যোধনকে হিতবাক্য কহিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহাতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিল; অতএব সেই শাস্ত্রাতিক্রমণকারী দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন ভীমবলাভিভূত হইয়া অচিরেই বিনষ্ট হইবে।

কৌরবেন্দ্র দুর্য্যোধন পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তখন মহাত্মা শান্তনুতনয় তাঁহাকে এইরূপ দীনমনা

দেখিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি এক্ষণে ক্রোধ পরিত্যাগ কর; হে দুর্য্যোধন! ধীমান্ পার্থ আমাকে যে প্রকারে বারিপ্রদান করিলেন, ইহা তুমি প্রত্যক্ষ করিলে; ইহলোকে এইরূপ কার্য্য করিতে আর কে সমর্থ হইতে পারে? আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত এবং পারমেষ্ঠ্য প্রভৃতি অস্ত্র সকল মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে এই মনুষ্যলোকে আর কেহই অবগত নহেন। হে তাত! যাঁহার ঈদৃশ অলৌকিক কার্য্য; তাঁহাকে সুরাসুরগণও পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। অতএব হে রাজন্! সেই সত্যপরায়ণ সমরবিশারদ পাণ্ডবের সহিত সন্ধি কর; মহাত্মা বাসুদেব যাঁহার পক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার সহিত সন্ধি করাই শ্রেয়স্কর। তোমার হতাবশিষ্ট সহোদরগণ ও অন্যান্য রাজগণ জীবিত থাকিতে সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। যাবৎ যুধিষ্ঠিরের ক্রোধরূপ দীপ্তহুতাশনে তোমার সৈন্যগণ দগ্ধ না হইতেছে, তাবৎ সন্ধি করাই শ্রেয়স্কর। যাবৎ নকুল, সহদেব ও ভীমসেন তোমার সৈন্যগণকে বিনাশ না করিতেছেন, তাবৎ সেই সমস্ত মহাবীরগণের সহিত সন্ধি করাই আমার অভিপ্রেত; আমার নিধনেই যুদ্ধের অবসান হউক। হে দুর্য্যোধন! পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ শান্তির উদ্দেশে আমি তোমাকে যাহা কহিলাম ইহা তোমার ও ত্বদীয় কুলের নিতান্ত ক্ষেমকর, সন্দেহ নাই। অতএব হে রাজন্! ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত শান্তিভাব অবলম্বন কর। ফাল্গুন যাহা করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। ভীষ্মের বিনাশেই জীবক্ষয়ের শেষ হউক; এবং তোমাদিগের শান্তি স্থাপিত হউক; পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর; যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন। হে কুরুরাজ! পার্থিবগণের জঘন্যবৃত্তি অমিত্রদ্রোহে লিপ্ত হইয়া অকীর্ত্তি সঞ্চয় করিও না, আমার অবসানেই প্রজাগণের শান্তি স্থাপিত হউক; পার্থিবগণ প্রীতমনে সকলে সমবেত হউন। হে রাজন্! পিতা পুত্রকে, ভাগিনেয় মাতুলকে ও ভ্রাতা ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হউন। আমি সত্য কহিতেছি, তোমরা মোহাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, পরিণামে তোমাদিগকে বিনষ্ট হইতে হইবে। মহাত্মা গাঙ্গেয় রাজগণ মধ্যে দুর্য্যোধনকে এই কথা কহিয়া শল্যাহত নিবন্ধন সাতিশয় মর্ম্ম বেদনা অনুভব করত মৌনাবলম্বন করিলেন। হে রাজন্! মুমূর্ষ ব্যক্তির যেমন ঔষধে অভিরুচি হয় না, তদ্রূপ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মহাত্মা শান্তনুতনয়ের ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও পরম হিতকর বাক্যে অভিরুচি হইল না।

—*○*—

চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২৪।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! শান্তনুতনয় ভীষ্ম মৌনাবলম্বন করিলে, সেই সমস্ত রাজগণ স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া শঙ্কিতচিত্তে সত্বর তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, সেই কার্ত্তিকেয় সদৃশ ভীষ্ম শরতল্পগত হইয়া নিমীলিত-নেত্রে জন্ম শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, সেই সময় তিনি তাঁহার পদদ্বয়ে নিপতিত হইয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ! আমি আপনার অনুগত রাধেয়।

কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম কর্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণানন্তর বল পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে নয়নদ্বয় উন্মীলন করত পুত্রের ন্যায় তাঁহাকে এক হস্ত দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া স্নেহসহকারে কহিলেন, হে কর্ণ! এস, এস, তুমি আমার প্রতিযোগী এবং আমার সহিত সতত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক; হে রাধেয়! যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে তাহা হইলে কদাচ তোমার শ্রেয়োলাভ হইত না। হে মহাবাহো! আমি নারদ এবং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মুখে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি কৌন্তেয়, রাধেয় নহ; এবং তোমার পিতা অধিরথ নহেন। হে তাত! আমি সত্য কহিতেছি, তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র দ্বেষ নাই। আমি তেজোবধের নিমিত্তই তোমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, হে কর্ণ! অধর্ম্ম হইতে তোমার জন্ম হইয়াছে এই নিমিত্ত তুমি পাণ্ডবগণকে অশেষ দুঃখে নিপাতিত করিয়াছ, এবং সতত নীচাশ্রয়প্রযুক্ত তোমার বুদ্ধি গুণিগণদ্বেষিণী; সেই নিমিত্ত তুমি কুরুসভায় বহুবিধ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলে; সমরে তোমার বীর্য্য শত্রুগণের নিতান্ত দুঃসহ, ইহা আমি অবগত আছি। হে কর্ণ! তুমি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ শৌর্য্যশীল এবং দানে তোমার সাতিশয় অনুরাগ আছে, ফলতঃ পুরুষ-মধ্যে তোমার সদৃশ আর কেহই নাই। তুমি অস্ত্রের সন্ধান ও লাঘবে মহাত্মা ফাল্গুন ও কৃষ্ণ সদৃশ। হে কর্ণ! কুরুরাজের কন্যার নিমিত্ত কাশি-পুরে গমন করিয়া একাকী তুমিই সকল রাজগণকে মর্দ্দন করিয়াছিলে, সমরশ্লাঘী দুরাসদ বলবান্ রাজা জরাসন্ধও তোমার সদৃশ নহেন; তুমি যুদ্ধে দেব সদৃশ; হে কর্ণ! পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা কাহা-রও সাধ্য নহে; এক্ষণে যদি আমার প্রিয়াচরণে তোমার অভিলাষ হয়; তাহা হইলে তুমি স্বীয় সহোদর পাণ্ডবগণের সহিত একত্রিত হও। আমা-হইতেই বৈরানল নির্ব্বাপিত হউক; এবং অদ্য ভূপতিগণও নিরাময় হউন।

কর্ণ কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাতে কিছু-

মাত্র সন্দেহ নাই। আমি সত্যই কুন্তীর পুত্র; সূতের পুত্র নই। কি
কুন্তী আমাকে পরিত্যাগ করিলে, আমি সূত কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি;
পরে দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। ইহা কদাপি মিথ্যা করিতে
পারিব না। দৃঢ়ব্রত জনার্দ্দন যেরূপ পাণ্ডবদিগের জন্য ধন, শরীর, পুত্র,
দ্র ও যশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও দুর্য্যোধনের জন্য পুত্র
লত্রাদি উৎসর্গ করিয়াছি। হে কৌরব! ক্ষত্রিয়দিগের ব্যাধিমৃত্যু নাই
এবং পাণ্ডবেরাও দুর্য্যোধনের প্রতি সাতিশয় কুপিত হইয়াছেন, অতএব
এই অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার কথনই অন্যথা হইবার নহে। কোন ব্যক্তি
পুরুষকার দ্বারা দৈবকে নিবারণ করিতে পারে না। আপনিও পৃথিবী
ক্ষয় সূচক নিমিত্ত সকল উপলব্ধি করিয়া সভামধ্যে কহিয়াছিলেন। আমি
ইহা জানি যে, কোন ব্যক্তিই পাণ্ডবগণ ও বাসুদেবকে পরাজয় করিতে
সমর্থ হয় না। তথাপি আমি তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম ও জয় লাভ
করিতে বাসনা করিয়াছি। এই নিদারুণ বৈরভাব কোন প্রকারেই নিবা
হইবার নহে; অতএব আমি স্বধর্ম্মানুসারে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রা
করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি; আপনি অনুজ্ঞা করুন। আপনার অনুজ্ঞা
তেই যুদ্ধ করিব। আমি ক্রোধ ও চপলতানিবন্ধন আপনাকে যাহা কিছু
মন্দ বাক্য কহিয়াছি, আপনি তাহা ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে আদিত্যনন্দন! যদি এই সুদারুণ বৈরভাব
পরিত্যাগ করিতে না পার, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি; স্বর্গাভিলাষী
হইয়া যুদ্ধ কর; দীনভাব ও রোষপরিহার পূর্ব্বক সদাচার হইয়া উৎসাহ
ও শক্তি অনুসারে দুর্য্যোধনের কর্ম্ম সম্পাদন কর। আমি অনুজ্ঞা করি
তেছি, যাহা ইচ্ছা করিয়াছ তাহা লাভ হউক, ক্ষত্রধর্ম্মানুযায়ী লোক
সকল লাভ কর। অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বল ও বীরত্ব অবলম্বন
করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হও, ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিদিগের পক্ষে আর কিছু
শুভ কর্ম্ম নাই। আমি যথার্থ কহিতেছি যে, সন্ধি করিবার জন্য বহুদি
যত্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ কহিলে, ক
তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া দুর্য্যোধন সমীপে প্রস্থান
করিলেন।

ভীষ্মবধপর্ব্ব সমাপ্ত।

ভীষ্ম পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

——(০০)——